সিংহের খোলস

(In the Skin of a Lion)

মাইকেল ওন্ডাটজি

অনুবাদঃ শুজা রশীদ

মুখবন্ধ

'In the Skin of a Lion' নামটি নেয়া হয়েছে Epic of Gilgamesh নামে একটি মহাকাব্য থেকে। এই মহাকাব্যটি লেখা হয়েছিল সুমেরিয়ান ভাষায় প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় ২১০০ BC তে এবং এটি বিশ্ব সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন মহাকাব্য বলে পরিগণিত হয়। এই মহাকাব্যের কাহিনী উরুকের রাজা গিলগামেশ (আংশিক দেবতা) এবং এনকিদুকে নিয়ে যাকে দেবতারা একজন বন্য মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছিল স্বৈরাচারী গিলগামেশকে নিরস্ত করবার জন্য। কিন্তু পরবর্তিতে গিলগামেশ এবং এনকিদু পরস্পরের বন্ধুতে পরিণত হয়। যৌথভাবে তারা এমন কিছু কর্মকান্ড করে যা দেবতাদেরকে ক্ষুব্ধ করে এবং ফলস্বরুপ তারা মানব এনকিদুকে মৃত্যুদন্ড দেয়। এনকিদু যখন শোকে দুঃখে বিলাপ করছে তখন জনৈক দেবতা তাকে উদ্দশ্য করে বলে যে তার মৃত্যুর পর জনগণ তার জন্য শোক করবে এবং এমনকি ক্ষমতাশালী গিলগামেশ পর্যন্ত শোকে মুহ্যমান হয়ে তার মাথার চুল কাটা বন্ধ করে দেবে এবং এনকিদুর মত শরীরে "সিংহের চামড়া" পরে মনের দুঃখে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে।

মাইকেল ওনদাটজি, শ্রীলংকায় জন্মগ্রহণকারী প্রখ্যাত কানাডিয়ান কবি এবং ঔপন্যাসিক, এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন ১৯৮৭ সালে। এই গল্পটি তিনি লিখেছিলেন ১৯০০ সালের প্রারম্ভে টরন্টো শহরের উন্নয়নে বিশাল অবিভাসী কর্মীবাহিনীর নিরলস ভুমিকা নিয়ে যারা অধিকাংশ সময়েই তাদের শ্রমের যথাযথ মর্যাদা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তার এই উপন্যাসে মাইকেল ওন্দাটজি Epic of Gilgamesh এর কাহিনীর কাঠামো আংশিকভাবে অনুসরণ করেছেন টরন্টোর সেই সব অবহেলিত শ্রমিকদের এবং ক্ষমতাশালী এক সিটি কমিশনারের কাহিনী বলতে গিয়ে।

মাইকেল ওন্দাটজির 'In the Skin of Lion' কে কোন মাপকাঠিতেই গতানুগতিক ইংরাজী উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে না। এর লেখার স্টাইল, কাহিনীর বিন্যাস, চরিত্রের সংগঠন জটিল, কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত, কিন্তু পরিশ্রমী, ভাগ্যান্বেষী সাধারণ মানুষেরা যারা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কানাডাতে এসেছিল, যারা শুধু যে একটি বৈরী পরিবেশের সাথেই যুঁঝেছে তাই নয়, একই সাথে ভাষাগত, জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, তাদের প্রতি লেখকের যে অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আমাদের সভ্যতায় সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে তুলে ধরবার লেখকের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ ব্যাক্তিগতভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা খুলে আমরা রাজা-বাদশাহ, ধনবান, খ্যাতিমান মানুষদের কথা পড়ে মুগ্ধ হই, কখন রোমাঞ্চিত হই, কখন গর্বিত হই, কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাদের খ্যাতি এবং সাফল্যের পেছনে থাকে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রাণান্তকর অবদান যা অধিকাংশ সময়েই লোক চক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়।

মাইকেল ওন্দাটজি তার এই গল্পে সেই সব সাধারণ মানুষদের কথাই বলেছেন। তবে তিনি তার গল্পের পরিসর শুধুমাত্র টরন্টো শহরেই নিবদ্ধ রেখেছেন। ফলে পাঠকদের মাঝে যাদের এই শহর এবং তার অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান অতিমাত্রায় সীমিত তাদের হয়ত কিছু কিছু স্থানে দূর্বোধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী স্থানগুলো অতিক্রম করতে পারলে পাঠক পুরস্কৃত হবেন, হয়ত বিহ্বলই হবেন।

অনুবাদকের কাজ দুরূহ, বিশেষ করে এমন একটি বইয়ের যার লিখবার ধরণ, কাহিনীর বিন্যাস, ভাষাগত ব্যাবহার – সব কিছু এক ভিন্ন মানের, ভিন্ন মাত্রার। চেষ্টা করেছি কাহিনীর বঙ্গানুবাদের সাথে সাথে লেখকের বর্ণনা, সংলাপের মৌলিকত্ব যতটুকু সম্ভব বজায় রাখতে, যদিও সেটা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজী ভাষায় একটি বাক্য যেভাবে চমৎকার শোনায়, বাংলায় সেটিকে খানিকটা বাংগালীর মত করে না প্রকাশ করলে পাঠকের কাছে কৃত্রিম মনে হবার আশংকা থেকে যায়।

প্রচুর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার ফসল এই অনুবাদ। দক্ষিণ পূর্ব কানাডার একটি ভয়াবহ হাঁড় জমানো শীতকাল এবং একটি অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল, উচ্ছল, বর্ণময় গ্রীষ্মকালের মাঝে হাজারো কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই প্রখ্যাত উপান্যাসটিকে রুপান্তরিত করেছি আমার প্রিয় ভাষায়, আমার মায়ের ভাষায়। যদি পাঠকরা লেখাটি পড়ে আনন্দ পান তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

শুজা রশীদ

এজাক্স , কানাডা

সিংহের খোলস

আজকের সুখী দুঃখে নতজানু হবে, এবং তুমি যখন চলে যাবে পৃথিবীতে আমি তোমার স্মরণে বাড়তে দেব আমার চুল, অরণ্যে করব বিচরণ সিংহের খোলসে।

গিলগামেশের উপকথা

আর কোন কাহিনী কখন বলা হবে না শুধুমাত্র একটি দৃষ্টিকোণ থেকে।

জন বার্গার

খুব ভোরে গাড়ীতে করে যেতে যেতে যা শুনেছে একটি বালিকা, তার উপর ভিত্তি করেই এই গল্প। অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলে গাড়ী, সে মনযোগ দিয়ে শোনে এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে। বাইরে অকৃত্রিম প্রকৃতি। গাড়ী চালাচ্ছে যে লোকটি সে যদি বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, "ঐখানে ঐ মাঠের মাঝে আছে এক প্রাসাদ", তার কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ মেয়েটির নেই।

লোকটির মুখ থেকে শোনা টুকরো টুকরো গল্পগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিজের মনের মাঝে জোড়াতালি দেয় মেয়েটি। লোকটার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি, সামনের রাস্তার উপর তার মনযোগের উত্থানপতন হয়, মাঝে মাঝে সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। "বুঝতে পারছ?" স্পিডোমিটারের স্বল্পালোকে মেয়েটির দিকে ফিরে তাকায় সে।

একখানা চাঁদ আর ছয়টি নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে ছুটে চলে তারা ছোট্ট শহর মারমরা উপলক্ষ্যে, চার ঘন্টার পথ।

মেয়েটি জেগে থাকে লোকটিকে সঙ্গ দেবার জন্য।

১

ক্ষুদে বীজ

যেদিন খুব সকালে ছেলেটার ঘুম ভাঙে সেদিন খামার বাড়ীর পাশের ফার্স্ট লেক রোড ধরে লোকগুলোকে সে হেঁটে যেতে দেখে। শোবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সফট মেপল আর ওয়ালনাট গাছের ফাঁক দিয়ে গলে আসা খান দুই তিন প্রদীপের আলো তার চোখে পড়ে। সুরকি বিছানো রাস্তায় লোকগুলোর বুটের শব্দ কানে আসে। ত্রিশজন কাঠুরে, পরণে কালো পোশাক, হাতে কুড়াল আর বেল্ট থেকে ঝোলে খাবারের ছোট ঝুলি। ছেলেটা নীচতলায় নেমে এসে রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, ড্রাইভওয়ের দিকে। লোকগুলো ডান থেকে বাঁয়ে সরে যায়। এখনও সূর্য ওঠার বাকী, কিন্তু তারা যেন ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

মাঝে মাঝে এই আগুন্তুকের দলের পথে পড়ে যায় চারণভূমি থেকে দুধ দোয়ানোর জন্য নিয়ে আসা গরুর পাল। তারা চিকন রাস্তাটার একেবারে কিনারে (আর এক কদম পিছালেই তুষারের স্তুপে গিয়ে পড়তে হবে) নীরবে দাঁড়িয়ে হাতের প্রদীপ উঁচিয়ে ধরে থাকে যতক্ষন না গরুগুলো ধীর গতিতে তাদেরকে পেরিয়ে যায়। মাঝে মাঝে তারা পশুগুলোর গরম শরীরে হাত দিয়ে হাত গরম করে নেয়। ভোরের আলো আধারীতে আবছায়ার মত পশুগুলোর শরীরে তারা তাদের পাতলা গ্লোভ পরা হাত খুব মোলায়েমভাবে, সাবধানে রাখে, যেন সাদা-কালো বর্ণের এই নিরীহ জীবগুলোকে তারা বিব্রত করছে এমনটা বোধ না হয়। এই গরুগুলোর মালিক স্থানীয় জমিনদার আর তারা এখানে বহিরাগত, এই ভূমিতে তাদের কোন অধিকার নেই।

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দস্তানার নীচ দিয়ে এক সময় পেরিয়ে যায় সাদা-কালো বর্ণের গরুর পাল। তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় যে চাষীটা সে তাদেরকে লক্ষ্য করে মাথা নাড়ে। শীতকালে তাকে প্রায়ই এই অদ্ভুত স্থানটা পেরিয়ে যেতে হয়। সেই ভোর পাঁচটায় গরুগুলোকে জড় করে দুধ দোয়াবার জন্য নিয়ে যায় সে – এদের এই নীরব উপস্থিতি তার কাছে ভালোই লাগে।

যে বাচ্চা ছেলেটা এই দৃশ্যটা দেখছে, এসব নিয়ে যে স্বপ্নও দেখে, দেখেছে কিভাবে ঐ মানুষগুলো প্রায় মাইলখানেক দূরে ধুসর গাছপালার পেছনে কাজ করে। শুনেছে ওদের কণ্ঠস্বর, শুনেছে ঠান্ডা কাঠের উপর আছড়ে পড়া কুড়ালের ধাতব গর্জন, দেখেছে জ্বলতে থাকা আগুণ ছোট্ট স্রোতস্বিণীটার পাশে, পাতলা বরফের আস্তরণের নীচে যার পানি দেখায় ধুসর, বিচ্ছিন্ন।

ওদের পেটানো শরীর থেকে ঘামের স্রোত গড়িয়ে নামে বরফ শীতল পোশাকের নীচে। কেউ মারা যায় নিউমনিয়া হয়ে, আবার কেউ ফুসফুসে সালফার টেনে। বেলরক হোটেলের পেছনের ছোট আশ্রমে তারা রাতে ঘুমায়। এই শহরের সাথে তাদের যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

ঐ ছোট ছেলেটা কিংবা তার বাবা দুজনার কেউই কখন ঐ আশ্রমের অন্ধকার কামরা গুলোতে থাকেনি যেখানে উষ্ণতার একমাত্র উৎস ঐ মানুষগুলোর দুর্গন্ধময় ঘাম। একটা কাঠের টেবিল, চারটে বাঙ্ক, একটা ছোট জানালা। প্রতি ডিসেম্বরে এই আশ্রমগুলো বানানো হয় আর পরের বসন্তে ভেঙে ফেলা হয়। বেলরক শহরের কেউই জানে না এই মানুষগুলো কোথা থেকে আসে। বহুদিন পরে, অন্য একজনের মুখ থেকে, ছোট ছেলেটা সেটা জানবে। এই শহরে এই কাঠুরেগুলোর একমাত্র আনন্দময় সময় কাটে যখন তারা বরফ হয়ে যাওয়া নদীর উপর নিজ হাতে বানানো স্কেট–যার ব্লেড হচ্ছে পুরানো ছুরি–দিয়ে স্কেটিং করতে বের হয়।

নদীর পানির রঙ যখন নীল হয়ে ওঠে এবং ঐ কাঠুরেগুলো যখন বিদায় নেয় তখন ছোট ছেলেটা বোঝে আরেকটা শীতকাল শেষ হল।

* * *

গ্রীষ্মে কখন রাত হবে সেই অপেক্ষায় অধীর হয়ে থাকে ছোট ছেলেটা। তখন সে বাসার সমস্ত আলো নিভিয়ে দেয়, এমনকি হলের শেষ মাথায় যেখানে তার বাবা ঘুমায় সেখানকার ক্রিম রঙের ফানেল লাইটটাও। সারা বাড়ী তখন গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়, একমাত্র রান্নাঘরটা ভরে থাকে উজ্জ্বল আলোতে। সেখানে, লম্বা টেবিলটাতে সে তার স্কুলের ভুগোল বই নিয়ে বসে – পৃথিবীর মানচিত্র বের করে, সাদা কালিতে চিহ্নিত স্রোতগুলোর নামগুলো মনে আছে কিনা পরীক্ষা করে, অদ্ভুত নামগুলো মনে মনে আওড়ায় – কাস্পিয়ান, নেপাল, ডুরাঙ্গ। বইটা একসময় বন্ধ করে প্রচ্ছদটা তার হাত দিয়ে মোছে, কানাডার রঙ্গীন ম্যাপের চারদিকে উঁচু হয়ে থাকা দাগ গুলোর উপর হাত বোলায়।

পরে, দুই হাত সামনে বাড়িয়ে অন্ধকার লিভিংরুমের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বইটাকে শেলফে রেখে আসে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে সে নিজের হাতে হাত ঘষে ঘুম তাড়ানোর জন্য। যতক্ষণ সম্ভব জেগে থাকার চেষ্টা করে। বেশী গরম লাগলে সে জামা খুলে ফেলে

খালি গা হয়ে যায়। রান্না ঘরের উজ্জ্বলতায় ফিরে এসে সে প্রতিটা জানালায় স্ক্রীনের সাথে লটকে থাকা আলোমুখী মথ খুঁজতে থাকে। বাইরে মাঠের অন্ধকার থেকে এই আলোর উৎস দেখে তারা ছুটে আসে অনুসন্ধিৎসু হয়ে।

পোকামাকড়, প্ল্যান্ট হপার, ফড়িং, লালচে কালো মথ। মাটির উপরের উষ্ণ বাতাসে ভর করে উড়ে এসে বাইরের জালের সাথে আটকে গেছে সব। প্যাট্রিক তাদেরকে পর্যবেক্ষন করে। যখন পড়ছিল তখনই শুনতে পাচ্ছিল ওদের আসার শব্দ। ওর কান খাড়া হয়ে ছিল। বছর খানেক পরে রিভারডেল লাইব্রেরিতে বই পড়ে ও জানতে পারবে কিভাবে শাইনিং লিফ শেফাররা গুল্ম ধ্বংস করে দেয়, কিভাবে ফ্লাওয়ার বিটল পচনশীল কাঠ কিংবা তরুন ভুট্টা থেকে রস সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। হঠাৎ করে এই রাতগুলোর একটা বৈশিষ্ট তৈরি হবে। এখন মন গড়া নাম দিলেও তখন সে তাদের প্রকৃত নাম জানতে পারবে, অনেকটা বল ড্যান্সের অতিথিদের আনুষ্ঠানিক নাম পড়ার মত – স্পার থ্রোটেড গ্রাস হপার! দা আর্চবিশপ অব ক্যান্টারবারি!

তাদের আসল নামগুলোও সুন্দর। এম্বার উংগড স্কিমার। বুশ ক্রিকেট। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে সে পোকাগুলোর লিস্ট তৈরী করে। আর যাদেরকে একাধিকবার দেখে তাদের ছবি আঁকে। ভাবে একই পোকা কি আবার ফিরে এসেছে? তার নোটবুকে সে ক্রেয়ন দিয়ে তাদের ছবি আঁকে - জিওমিটারের কমলা পাখা, লুনার মথ, টাসক মথের নরম বাদামী শরীর দেখতে খানিকটা খরগোশের পশমের মত। সে স্ক্রীন খুলে তাদের রেণু মাখা শরীর ধরে না। একবার ধরেছিল – একটা বাদামী গোলাপী রঙের পোকা আতঙ্কিত হয়ে তার আঙুলে রঙিন গুড়া ছুড়ে দিয়েছিল। খুব ভয় পেয়েছিল সে।

কাছ থেকে দেখলে তাদেরকে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক। সারাক্ষণ জাবর কাটে। ওরা কি সবসময় কিছু খায় নাকি এটা একটা স্বভাব, ঠিক যেভাবে তার বাবা মাঠে কাজ করতে করতে নিজের জিভ চিবায়। রান্নাঘরের আলো তাদের স্বচ্ছ ডানার ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়, পিচ-সবুজ পোকাগুলোকে দেখে মনে হয় যেন পাউডার দিয়ে তৈরী।

প্যাট্রিক তার পকেট থেকে একটা ডাবল-ওকারিনা বের করে। বাইরে বাজালে তার বাবার ঘুম ভাঙ্গবে না, শব্দগুলো সফট মেপল গাছের অরণ্যে হারিয়ে যাবে। হয়ত পোকাগুলো সেই বাদ্য শুনতে পাবে। হতে পারে ওরা হয়ত আদৌ মূক নয়, সে শুনতে পায় না কারণ তার শ্রবনশক্তির পরিসর ভিন্ন। (তার বয়েস যখন নয় তখন তার বাবা দেখে একদিন সে গোবরের উপরের শক্ত খোলসে কান চেপে ধরে মলের ভেতরে আটকা পড়ে যাওয়া পোকাদের গুঞ্জন শুনছে)। ঘুরঘুরে পোকাদের শরীর ক্ষুদ্র হলেও ওদের ডাকে যে জোর আছে ও জানে, কিন্তু ও জানতে চায় কিভাবে তাদের ভাবের আদান প্রদান হয়। সে যেমন ওকারিনা বাজায় তার মনের ভাবকে প্রকাশ করতে, তার জানতে ইচ্ছা করে একটা ড্যামজেল ফ্লাই কিভাবে তার ভাষাগত প্রতিবন্ধিকতা থেকে উত্তরণ করে।

ওরা কি প্রতি রাতে ফিরে আসে তাকে কিছু দেখানোর জন্য? নাকি ওরা তাকে ভয় পায়?

সে অন্ধকার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের উজ্জ্বল দোরগোড়ায় দাঁড়ায়, সামনের উন্মুক্ত মাঠকে যেন বলে, আমি এখানে। আমার কাছে এসো।

ও যে এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছিল সেটা ১৯১০ সাল পর্যন্ত মানচিত্রেই আসে নি, যদিও তার পরিবার সেখানে গত বিশ ধরে কাজ করেছে এবং সেই এলাকায় হোমস্টেড আইন চালু হয়েছে ১৮১৬ সাল থেকে।

স্কুলে যে ম্যাপ পড়ানো হত সেখানে স্থানটাকে দেখান হত হালকা সবুজ রঙে, নামহীন। একটা নদী নামহীন কোন লেক থেকে উৎসরিত হয়ে একটা নীল রেখা হয়ে চলে গেছে দক্ষিণে পঁচিশ মাইল যেখানে তার নাম হয়েছে নাপানি। লগিং এর জন্য বিখ্যাত এলাকাটি পরিচিত ডিপো ক্রিক নামে। "ডিপ ইউ"।

তার বাবা দুই–তিনটা ফার্মে কাজ করে, কাঠ কাটে, খড় জড় করে, গবাদি পশু দেখাশোনা করে। গরুগুলো দিনে দুবার নদী পার হয় – সকালে তারা ক্রিকের দক্ষিণের মাঠে চরতে যায়, বিকালে তাদেরকে নিয়ে আসা হয় দুধ দোয়ানোর জন্য। শীতকালে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় গোলাবাড়িতে। কিন্তু একবার একটা গরু রওনা দিল নদীর দিকে, পুরান চারণক্ষেত্র লক্ষ্য করে।

ঘন্টা দুয়েকের আগে তার অনুপস্থিতি কেউ টেরও পায় নি। তার বাবা ঠিকই ধরেছিল সেটা কোথায় গেছে। সে চীৎকার করে প্যাট্রিককে ঘোড়া নিয়ে তার পিছু নিতে বলে নদীর দিকে ছুটতে থাকে। প্যাট্রিক একটা ঘোড়ায় চড়ে আরেকটা ঘোড়াকে দড়ি দিয়ে টেনে গভীর তুষার ভেদ করে এগিয়ে যায়। ও দেখে ওর বাবা ন্যাড়া গাছপালার ভেতর দিয়ে ঢাল বেয়ে নীচের সুইমিং হোলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

মাঝ নদীতে, বরফের মধ্যে অর্ধেক ডুবন্ত অবস্থায় প্রতিবেশীর দুধের গরু। বর্ণহীন এক প্রান্তর। চারদিকের মরা ডালপালা, ধুসর গাছপালা এবং জমে থাকা পানির ডোবা–সব ধবধবে সাদা হয়ে আছে। গরুটা নড়াচড়া করছে, ফলে তার চারদিকের জমে থাকা বরফ ভাঙছে, ঠান্ডা পানি উপরে উঠে আসছে। হ্যাযেন লুইস থেমে গরুটাকে শান্ত হবার সুযোগ দেয়, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। দড়িটাকে জন্তুটার শরীরের নীচ দিয়ে তাকে দুইবার নিতে হবে। প্যাট্রিক ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় গরুটার অন্য পাশে এবং হাঁটু গেড়ে বসে। তার বাবা গরুটার ঘাড়ে তার বাঁ হাতটা রাখে এবং ডান হাতে দড়ির এক প্রান্ত ধরে যতখানি সম্ভব বরফ শীতল পানির নীচে ডুবিয়ে গরুটার শরীরের নীচে নিয়ে যায়। গরুটার অন্য পাশে প্যাট্রিক পানির নীচে এক হাত দিয়ে আছড়ে পাছড়ে দড়িটা ধরবার চেষ্টা করে। পারে না। ফলে প্যাট্রিক এবার ঠান্ডা বরফের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে পানির নীচে তার হাত সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়। ঠান্ডায় তার হাত ইতিমধ্যেই অবশ হয়ে এসেছে। সে ভাবছে দড়িটা যদি সে ধরতেও পারে তার হাত যেরকম অবশ হয়ে আছে তাতে সে হয়ত বুঝতেও পারবে না।

গরুটা নড়াচড়া করার ফলে পানি ছলকে এসে ওর কোটের মধ্যে ঢুকে যায়। ওর বাবা উঠে বসে। গরুটার দুই পাশে বসে তার শরীরে হাত দিয়ে নিজেদেরকে গরম করার চেষ্টা করে ওরা। কেউ কোন কথা বলে না। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। ওর বাবা হাতের গ্লোভস খুলে গরুটার কানের কাছে ধরে একটু উষ্ণতা নেবার জন্য। তারপর আবার বরফে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে পানির মধ্যে হাত চালিয়ে দেয়। পানি থেকে তার মুখ মাত্র ইঞ্চি খানেক দূরে। অন্য পাশে প্যাট্রিক তার বাবার মতই একইভাবে পানির নীচে হাত দুলিয়ে দড়িটা ধরার চেষ্টা করে কিন্তু এবারও কোন লাভ হল না। "আমি পানির নীচে যাচ্ছি। তোকে খুব তাড়াতাড়ি ধরতে হবে," তার বাবা প্যাট্রিককে উদ্দেশ্য করে বলে। প্যাট্রিক দেখে তার বাবার মুখ সহ শরীরের উপরের অংশের বেশ খানিকটা বরফ শীতল পানির নীচে চলে গেছে। প্যাট্রিক গরুটার পিঠের উপর দিয়ে তার বাবার অন্য হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে।

এবার প্যাট্রিকও পানির নীচে তার মাথা ডুবিয়ে দিয়ে হাঁতড়ে বাবার হাত থেকে বাড়িয়ে দেয়া দড়িটা ধরবার চেষ্টা করে। গরুটার শরীরের নীচে সে তার বাবার কব্জির ছোঁয়া পায়। সে আপ্রাণ চেষ্টায় আরোও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পুরু শক্ত দড়িটা সাবধানে চেপে ধরে। তারপর জোরে টান দেয় কিন্তু দড়িটা নড়ে না। সে বুঝতে পারে তার বাবা পানির গভীরে দড়িটা নিতে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে দড়িটার উপর নিজের শরীরের ভর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্যাট্রিকের দম ফুরিয়ে এলেও সে দড়িটা ছাড়ে না। তার বাবা পানির নীচ থেকে ঝটকা মেরে মাথা তুলে বরফের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে চোখের যন্ত্রনাটা ভোলার চেষ্টা করে, এবং তখনই খেয়াল করে সে দড়িটার উপর শুয়ে আছে। দ্রুত গড়িয়ে সরে যায় সে। দড়িটা ঢিলা হয়ে যাবার সাথে সাথে প্যাট্রিক সেটাকে টান দিয়ে নিজেও পানির উপর লাফিয়ে উঠে পড়ে এবং বরফে আছড়ে পিছড়ে গরুটা থেকে খানিকটা দূরে সরে যায়।

উঠে বসে বাবাকে দেখে খুশীতে সে দুই হাত উঁচিয়ে ধরে বিজয়ীর মত। তার বাবা ঠান্ডায় জমে যাবার আগেই চোখ এবং কান থেকে পানি বের করার চেষ্টা করছে। প্যাট্রিক তার জামার শুকনো হাতাটা থেকে হাতটা টেনে বের করে সেটা দিয়ে নিজের চোখ এবং কান মুছে নেয়। তার থুতনিতে এবং গলায় ইতিমধ্যেই পানি জমে বরফ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, বুঝলেও সেটা নিয়ে সে আপাতত মাথা ঘামায় না। তার বাবা এক দৌড়ে তীরে গিয়ে আরেকটা দড়ি নিয়ে আসে। এটা সে প্রথম দড়িটার সাথে বেঁধে দেয়। প্যাট্রিক আগের বারের মত এটাকেও পানির নীচ থেকে টেনে তুলে নেয়, ফলে গরুটার শরীরের নীচে দড়িটা দু'বার পেঁচিয়ে যায়।

প্যাট্রিক মাথা উঁচিয়ে সুইমিং হোলের ধুসর পাথুরে অবয়বের দিকে তাকায়, তুষার ভেদ করে বেরিয়ে আসা ময়লা দর্শন ঝোপঝাড়ের উপর মহিরূহের মত দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল ওক গাছ। এক টুকরো ঝকঝকে নীল আকাশ দেখা যায়। ওর কাছে মনে হয় এইরকম একটা দৃশ্য সে বহুদিন দেখে নি। এই মুহূর্ত পর্যন্ত ওর দৃষ্টিতে ছিল শুধু ওর বাবা, সাদা কালো গরুটা এবং নিকশ কালো জঘন্য পানি যার মধ্যে ডুব দেবার সময় মনে হয়েছে কেউ যেন তার চোখের মধ্যে ছুরি মারছে।

তার বাবা দড়ির খোলা প্রান্তগুলো ঘোড়া দুটোর গায়ে বেঁধে দেয়। অর্ধেক ডুবন্ত গরুটার একটা চোখ ঝুলে পড়েছে, কিন্তু তাতে তাকে খুব একটা বিচলিত মনে হয় না। প্যাট্রিক ধরেই নিয়েছিল বেচারা অধৈর্য হয়ে স্বভাব বশত জাবর কাটা শুরু করবে। সে জন্তুটার ঠোঁট উপরে তুলে তার উষ্ণ মাড়িতে নিজের আঙ্গুল ছুঁইয়ে একটু গরম করে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তীরে উঠে আসে।

দু'জনে একটা করে ঘোড়ার লাগাম ধরে চীৎকার করে তাদেরকে পিছিয়ে যাবার জন্য নির্দেষ দেয়। ঘোড়াগুলো অবলীলায় পিছাতে থাকে, গরুটার ওজন নিয়ে তোয়াক্কাও করে না। পানির মধ্যে গরুটা এতক্ষণ খুব নির্বিকার মুখে ছিল, কিন্তু এই বার তার মুখে প্রথম বারের মত দুঃশ্চিন্তার ছাপ পড়ে, তার জিভ বেরিয়ে আসে, তার শরীরটা ধীরে ধীরে পানি থেকে বরফের উপর উঠে আসে। তীর থেকে ফুট দশেক দূরে যেখানে বরফ পুরু হয়ে জমে আছে সেখানে গরুটার শরীর দড়ির সাথে জোরে পেঁচিয়ে যায়। ঘোড়াগুলো থেমে যায়। তারা ঘোড়া দু'টার স্থান পালটে দেয়। এবার তারা দৌড়ের ভঙ্গীতে আগায়। হঠাৎ করেই একটা ঝটকা টানে পুরো গরুটাই ম্যাজিকের মত বরফের উপর দিয়ে পিছলে তীরে গজিয়ে থাকা মুলেনের ঝোপের উপর এসে পড়ে এবং চার পা বাতাসে উঁচিয়ে শুয়ে থাকে।

ঘোড়া দু'টাকে ছেড়ে দেয় ওরা। তারপর দু'জনে মিলে গরুটার শরীর থেকে দড়িগুলো খোলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তার বাবা শেষে একটা ছুরি নিয়ে এসে দড়িটা কেটে ফেলে। গরুটা কাত হয়ে বরফের উপর কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে আছড়ে-পিছড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। তার বাবা কোন কিছু অপচয় করতে চায় না। এটা প্যাট্রিকের কাছে ভালো লাগে। প্যাট্রিককে সে সব সময় বলে দড়ি নষ্ট না করার জন্য। সব সময় গিটটু খুলে ফেলতে হয়, কাটতে হয় না। আজ সে ছুরি দিয়ে দড়িটাকে টুকরো টুকরো করে কেটেছে। তার বাবার জন্য অচিন্তনীয় ব্যাপার।

তারা বাসার দিকে দৌড় দেয়, মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে গরুটা আসছে কিনা। "ওটা যদি আবার পানিতে ফিরে যায় আমি কিন্তু আর ওকে বাঁচাতে যাচ্ছি না," সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

"আমিও না," তার বাবা জোর গলায় হেসে উঠে বলে। ওরা যখন রান্নাঘরের পেছনে এসে পৌছাল ততক্ষণে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। দু'জনারই পেটে ব্যাথা করতে শুরু করেছে।

বাসার ভেতরে ঢুকে হ্যাযেন লুইস একটা ন্যপথা ল্যাম্প জ্বালায় এবং আগুন ধরায়। রাতে খাবার সময় ছেলেটা শীতে কাঁপছে দেখে সে ছেলেকে বলে রাতে সে তার পাশে শুতে পারে। পরে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে কম্বলের নীচের উষ্ণতাটুকু ভাগাভাগি করে নিলেও কেউ কোন কথা বলে না। তার বাবা এমন নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে যে প্যাট্রিক বুঝতে পারে না সে ঘুমাচ্ছে কিনা। সে রান্নাঘরের নিভু নিভু আগুনটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনে মনে কল্পনা করে শীত পেরিয়ে গ্রীষ্ম এসেছে, ও বাবার পেছনে ছায়ার মত লটকে আছে। গ্রীষ্মে তার বাবা ক্যাটারপিলার জালের উপর গ্যাসোলিন ছড়িয়ে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফ্লফ! ধুসর জালটা আগুনে ভস্ম হয়ে যায়। ক্যাটারপিলার মাটিতে পড়ে যায়। পোড়াটে গন্ধটা ছেলেটার মুখের তালুতে লেগে থাকে। সাঁঝের আলোতে তারা দু'জনে মিলে তন্ন তন্ন করে পুরো মাঠটা খোঁজে। মাঝে মাঝে তার বাবা লক্ষ্য না করলে প্যাট্রিক জালগুলো দেখিয়ে দেয়, পোড়ানো হলে তারা আবার মাঠ ধরে এগিয়ে যায়।

একসময় তার চোখ জোড়া ঘুমে প্রায় লেগে আসে। অন্ধকারে আরেকটা আগুণের শিখা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে নিভে যায়।

* * *

ড্রাইভ শেডে কাঠের তক্তার দেয়ালে সবুজ চক দিয়ে ছেলেটার শরীরের চারদিকে দাগ দিয়েছিল হ্যাযেন লুইস। তারপর সেই দাগের চারদিকে সে তার দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়েছিল যেন সে তার ছেলের শরীরটাকে নতুন করে গড়ার চেষ্টা করছে। পেশী বানিয়েছিল করডাইট (এক ধরনের ধুম্রহীন বিস্ফোরক) দিয়ে আর মেরুদন্ড হয়েছিল ব্ল্যাক পাউডার ফিউজ। একটু আগে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল জ্বলন্ত ফিউজটা বিস্ফোরন ঘটিয়ে তক্তার যে অংশে তার মাথা ছিল সেই অংশটুকু উড়িয়ে দেয়। তার বাবা মনযোগ দিয়ে সেটা পর্যবেক্ষণ করছিল। বাবার কথা মনে হলে সেই দৃশ্যটাই মনে পড়ে ওর।

হ্যাযেন লুইস ছিল বিচ্ছিন্ন এক মানুষ। তার চারদিকের দুনিয়ার কোন কিছুর সাথেই তার যেন কোন যোগাযোগ ছিল না, তার নিজস্ব গন্ডির বাইরে সভ্যতার কোন কিছুতেই তার কোন আগ্রহ ছিল না। ঘোড়ার পিঠে উঠে সে এমনভাবে আচরণ করত যেন এটা একটা ট্রেন, কোন রক্ত মাংশের প্রাণী নয়।

শীতের মাসগুলোতে ক্রিকের উত্তরে শ্বেত ধবল নীরবতার মধ্যে সারাদিন সম্পূর্ণ একাকী কাঠ কাটত ওর বাবা। প্যাট্রিক তার জন্য খাবার নিয়ে যেত। প্যাট্রিকের যখন পনের তখন তার বাবা তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেয়। হতে পারে হেমলকের কাঠে কুড়াল চালাতে চালাতে তার প্রতিধ্বনি শুনে কোন এক অদ্ভুত কারণে তার কল্পনার চোখে সে দেখে থাকবে চারদিকের সব গাছপালা, জমে থাকা মাটি এবং মেপল সিরাপের ওভেন সব একসাথে বিস্ফোরিত হয়েছে, তার চারদিকের প্রতিটা গাছের ডালপালা থেকে তুষারের ধ্বস নেমেছে। মাঝ বিকালে সে কাঠ কাটা বন্ধ করে বাসায় ফিরে আসে, তার বিশাল জুতাজোড়া খুলে ফেলে এবং তার কুঠারটাকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে রাখে। সে বই কেনার জন্য চিঠি লেখে, কিংস্টনে যায় জিনিষপত্র জোগাড় করতে। হেমলকের শরীরে কুড়ালের ঘা দিতে দিতে তার মাথায় বিস্ফোরকের ধারনাটা আসে। সে ডাইনামাইট, ব্লাস্টিং ক্যাপ, ফিউজ কেনে, ড্রাইভ শেডের দেয়ালে আঁকি বুঁকি কেটে পরিকল্পনা করে, তারপর বিস্ফরোকগুলো সব জঙ্গলে বয়ে নিয়ে যায়, পাথর, গাছপালা এবং বরফে ঠেস দিয়ে রাখে। ডিটনেটর ক্যাপ থেকে আগুণের স্ফুলিঙ্গ কার্ট্রিজে পৌঁছে যায় এবং বিস্ফোরণের ধাক্কায় চারপাশের গাছের ডাল পালা থেকে তুষার ঝরে ঝরে পড়ে। মনযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সে। বোঝার চেষ্টা করে বিস্ফোরকের প্রকৃতি এবং ক্ষমতা।

বসন্তের ছুটির আগে হ্যাযেন লুইস র‍্যাথবান টিম্বার কম্পানীর হেডকোয়ার্টারে যায়। সে তার দক্ষতা দেখায় - একটা কাঠের গুঁড়িকে নিখুঁতভাবে উড়িয়ে দেয়, আধা টন ওজনের পাথরের টুকরো বিস্ফোরিত করে। ফলে রিভার ড্রাইভারদের সাথে তারও কাজ হয়ে যায়। ডিপো লেক এবং নাপানি নদীর এলাকা ধরে যে ইন্ডাস্ট্রিটা স্বকীয় ছিল সেখানেই সে কাজ করতে শুরু করে। কয়েক বছর পরে যখন কম্পানীটা উঠে গেল তখন সে রিচার্ডসন মাইনের হয়ে ভেরোনা এবং গডফ্রেতে মাইন উত্তোলনের কাজে ডাইনামিটার হিসাবে কাজ পায়। তার জীবনের সবচেয়ে লম্বা বক্তব্য বোধহয় সে পেশ করেছিল র‍্যাথবানের কর্মচারীদের সামনে। সে তাদেরকে বলেছিল তার ব্যাক্তিগত অভিমত হচ্ছে কাঠ কাটার জগতে দু'টা কাজই করার মত – একটা ডাইনামিটারের, আরেকটা রাঁধুনীর।

ডিপো লেকের চেইনে – প্রথম ডিপো থেকে পঞ্চম ডিপো পর্যন্ত – কাঠুরেরা অচেনা পথে মাইল বিশেক হেঁটে আসত এবং তাদের অস্থায়ী নিবাসে একরকম অদৃশ্য হয়ে যেত। ফেব্রুয়ারী আর মার্চ মাসে লেকের মাঝখানে কাঠের গুঁড়ির (লগ) উঁচু পিরামিড হয়ে যেত। সেগুলোকে সেখানে স্লেড দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। র্সূয ওঠার আগেই লোকগুলো কাজে নেমে পড়ত – ঝড় টড় উপেক্ষা করে এবং শূন্যের অনেক নীচে তাপমাত্রা সয়ে, সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত একটানা কাজ করত। দুই মুখী করাত দিয়ে কাটা হত পাইন গাছ। তারপর *পাল্প কাটার* দিয়ে লগগুলোকে ঠিক মাটির উপর থেকে কাটা হত। এইটা ছিল সবচেয়ে জঘন্য কাজ। কেউ কেউ সুইড করাত ব্যবহার করত। এটা স্প্রুস কাটতে পারত দ্বিগুন বেগে।ওরা যখন পরের ক্যাম্পে যেত তখন চিকন ব্লেডটা রোল করে নিত, নতুন যে জঙ্গলেই যাক সেখানে গিয়ে নতুন হ্যান্ডেল বানিয়ে নিত।

এপ্রিলে যখন নদীর বরফ গলে যেত তখন শুরু হত রিভার ড্রাইভ। এটা ছিল সবচেয়ে সহজ কিন্তু বিপদজনক কাজ। বেলমন্ট থেকে নাপানি পর্যন্ত যে সব স্থানে নদী সংকীর্ণ হয়ে গেছে সেই সব স্থানে মানুষ রাখা হত। ব্রিজ কিংবা পাথুরে এলাকায় সবসময় দুই তিনজন রাখা হত যেন সেখানে কোন লগ জ্যাম তৈরী না হয়। যদি সময় মত কোন একটা আটকে যাওয়া লগকে সরিয়ে না ফেলা হত তাহলে তার পেছনে একটার পর একটা লগ জড় হয়ে তাদের সম্মিলিত ওজনে পুরো নদীপথটাই বন্ধ করে দিত। এই ধরণের পরিস্থিতি কখন হলে রিভার ডিসপ্যাচারদের আর কিছুই করণীয় থাকত না এবং তখন ক'জন ঘোড়সওয়ারীকে পাঠানো হত ডাইনামাইট আনার

জন্য। একটা বিশ ফুট লম্বা লগ হঠাৎ পানি থেকে লাফিয়ে উঠে একটা লোকের শরীরে এতো জোরে ধাক্কা দেয় যে তার বুকের পাঁজর ভেঙে যায়।

হ্যাযেন লুইস এবং তার ছেলে ঘোড়ায় চড়ে স্প্লিট রক পর্যন্ত যায়। বিশালদেহী লোকটা লগজ্যামের চারদিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে। একটা কাঠের লগে একটা ডাইনামাইট ড্রিল করে ঢুকিয়ে দিয়ে ফিউজ জ্বালিয়ে দেয়। ছেলেটাকে বলে চীৎকার করে সবাইকে সতর্ক করতে। লগটা বিস্ফোরনের ধাক্কায় শুণ্যে উঠে যায়, তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ে, নদীপথ আবার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

খুব কঠিন সমস্যা হলে তখন প্যাট্রিক জামাকাপড় খুলে ফেলে স্টিম পাওয়ার্ড ডনকি বা লগিং ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ককেস থেকে তেল নিয়ে সারা শরীরে মেখে নেয়। তারপর পানিতে নেমে লগের সাথে সাথে সাঁতার কাটে, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য প্রতি ত্রিশ সেকেন্ড পর পর হাত উঁচিয়ে সে তার বাবার দৃষ্টি আকর্ষন করে। একসময় বাবার নির্দেশ মত যে কাঠের লগটা ঝামেলা করছে সেটাকে খুঁজে পায়। তারপর বাবার ছুড়ে দেয়া চার্জটা ধরে, ব্লাস্টিং ক্যাপটা ভেতরে সেঁধিয়ে দেয়, দাঁতের ফাঁকে ফিউজ ধরে, পাউডারে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পানি থেকে উঠে হেঁটে তার ঘোড়ার কাছে গিয়ে নিজের প্যাকস্যাক থেকে তোয়ালে বের করে শরীর মোছে, তার বাবা একবার ফিরেও তাকায় না। তার পেছনে নদীতে বিস্ফোরন হয়, কাকের দল বাতাসে পাখা মেলে।

ড্রাইভ থাকে প্রায় এক মাস। সে দেখে অনেক মানুষ হাতে লম্বা লাঠি নিয়ে কাটা লগের উপর উঠে ভেসে যায় – ইয়ার্কার হয়ে নাপানিতে যাবে তারা যেখানে লগগুলোকে জড় করে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হবে। সে তার বাবার সাথে ছায়ার মত সেঁটে থাকে। ব্রিজের উপর এক চিলতে রোদে প্যাট্রিক ক্ষনিকের জন্য থামে, বাকীরা ওর জন্য অপেক্ষা করে।

দুপুরে রাঁধুনী দু'টা দুধের ঘটি নিয়ে ফার্স্ট লেক রোড ধরে হেঁটে এলো। একটা ঘটিতে চা, আরেকটাতে পুরু পর্ক স্যান্ডউইচ। কাকদের ডাকাডাকি শূনলেই সবাই বোঝে খাবার এসেছে, তারা নদীর তীরের নানান স্থান থেকে এসে জড় হয়। খাবারের পালা শেষ হলে রাঁধুনী শুন্য ঘটি দু'টা তুলে নিয়ে নদীর তীর ধরে ভেসে যাওয়া একটা কাঠের লগের উপর উঠে দাঁড়ায় এবং ভাসতে ভাসতে ক্যাম্পে চলে যায়। মাঝ নদীতে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নদীর স্রোতের বেগের উপর তার বেগ নির্ভর করে। ব্রিজের নীচ দিয়ে যাবার সময় সে একটুও নীচু হয় না যদিও তার মাথার উপর মাত্র ইঞ্চি খানেক জায়গা ফাঁকা থাকে। সে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠুরেদের দিকে লক্ষ্য করে মাথা নাড়ে, উপরে কাকদের উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়। গুজ আইল্যনডে যখন সে নেমে যাবে তখনও তার জুতা একেবারে খটখটে শুকনো থাকবে।

হ্যাযেন প্যামফলেট পড়ে। সে পাওডার শুকায়, পাথরের উপর করডাইট রাখে। ছেলে সাথে থাকলেও তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। তার সমস্ত চিন্তাশক্তি ফিউজের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেটা প্রতি গজ দুই মিনিটে পুড়ছে, ফ্লোরবোর্ডের নীচ দিয়ে, গাছের গুঁড়ির মাঝ দিয়ে, কারো পকেটে গিয়ে ঢুকেছে। সেই ছবিটাই তার মাথায় সর্বক্ষন ঘুর পাক খায়। এটা কি সে করতে পারবে? ফিউজটা ট্রাউজারের পায়ের সাথে সেলাই করা। লোকটা হয়ত ক্যাম্প ফায়ারের পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ফিউজটা তার শার্টের পকেট বরাবর জ্বলছে, বিস্ফোরনে হৃতপিন্ড উড়ে গেল। একটা হাউন্ড যেভাবে এঁকেবেঁকে মাটিতে গন্ধ শোঁকে, তার কল্পনায় ফিউজটা সব সময় সেই ভাবে এগিয়ে চলে, তারপর একটা রক্তিম জোঁকের মত ঝলসে ওঠে ভূমির উপর।

হ্যাযেন লুইস তার ছেলেকে কিছুই শেখায় নি, কোন উপকথা নয়, কোন গল্প নয়। ছেলেটা তাকে চার্জ তৈরী করতে দেখেছে কিংবা তার কাঠের বাক্সে সুন্দর করে জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখতে দেখেছে। শরীরে কোন ধাতব কিছু পরে না তার বাবা – না বেল্ট বাকল, না ঘড়ি। তার যা সামান্য কিছু জিনিষপত্র ছিল তাই নিয়েই সে যেন অদৃশ্য হয়ে থাকত, যতখানি সম্ভব। বিস্ফোরক দিয়ে পানি থেকে লগগুলোকে নিখুঁতভাবে উড়িয়ে দিত সে। ডিপো লেক সিস্টেম থেকে ময়রা লেক সিস্টেম পর্যন্ত যে সব এলাকায় সে কাজ করত সেখানে পুরো পথ ধরেই গ্রানাইটে আধা ইঞ্চি গর্ত রেখে গেছে সে। কিন্তু এর চেয়ে কমে আর করা সম্ভব ছিল না। কাঠঠোকরার কাজ। কখন টুপি পরত না। বিশাল মানুষ ছিল, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি, দশাসই শরীর। ভালো ঘোড়া চড়তে পারত না, ট্রাক ড্রাইভার হিসাবেও খারাপ ছিল। কিন্তু নদীতে ডাইনামাইট সে চোখ বন্ধ করে বসাতে পারত। প্রতিদিন অসম্ভব ধৈর্য ধরে সে তার কাপড় ধুত, ভয় পেত বিস্ফোরকের কণা কাপড়ের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা। প্যাট্রিক তার এই গত বাঁধা কাজকর্ম একেবারেই পছন্দ করত না। একদিন সন্ধ্যায় তার বাবা পরনের শার্ট খুলে ক্যাম্পফায়ারে ছুড়ে দিল। শার্ট পট পট করে পুড়তে লাগল এবং চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠুরেদের হাঁটুতে ছোট ছোট আগুনের হল্কা ছুটে যেতে লাগল । সেই দিন সে বুঝল তার বাবা এতো নিষ্ঠাবানের মত কাপড় কেন ধুত।

প্যাট্রিক পরে ভেবে অবাক হয়েছে যে সে আসলে অনেক কিছু শিখেছে দেখে দেখে যেভাবে একটা বাচ্চা শেখে কিভাবে বড়রা টুপি পরে কিংবা একটা বেয়াড়া কুকুরকে সামলায়। সে জানত একটা ব্যাঙের আকারের ডাইনামাইটের কতখানি ধ্বংশ করবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সব কিছু সে একটা দূরত্ব রেখে পর্যবেক্ষন করত। লগ ড্রাইভের সময় ইয়ার্কার এবং ট্যামওয়ার্থের হোটেলে যখন স্কোয়ার ড্যান্সের জন্য ডাক আসত একমাত্র তখন তার বাবার মুখে কথা ফুটত। এই কাজের জন্য তাকেই সবসময় ডাকা হত। সে স্টেজে উঠত এমন ভাবে যেন একটা কর্তব্য পালন করছে। গিটার এবং ভায়োলিনের চারদিকে চক্কর দিতে দিতে, ছন্দ হারিয়ে যাবার ঠিক আগ মুহুর্তে ঝট করে একটা ফ্রেজ বলে উঠত। অন্য সব কিছুতে যেমন নিস্পৃহ ছিল স্কোয়ার ড্যান্স কলিঙয়েও তার বাবা একই ধরনের নিস্পৃহতা

দেখাত। তার মুখ থেকে আবেগহীণভাবে বেরিয়ে আসত নাচের বিভিন্ন ডাক। এক কিনারে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে ছেলেটা নিঃশব্দে তার সাথে মুখ মেলাত। তার বাবার বিশাল শরীরের একটা পেশীও নড়ত না যখন সে নির্বিকারে ডেকে যেত "লিটল রেড ওয়াগন দা এক্সেল ড্রাগিঙ'।

আবেগহীন কণ্ঠ। প্যাট্রিক নিজেকে কল্পনা করত স্টেজের উপর, এপাশ থেকে ওপাশ হাঁটছে, বাহু ভাঁজ করে, দাপটের সাথে। "বার্ডি ফ্লাই আউট এন্ড দ্য ক্রো ফ্লাই ইন – ক্রো ফ্লাই আউট এন্ড গিভ বার্ডি আ স্পিন," পরে, দিনের আলোতে, সে বিড়বিড় করে বলত।

সে তখন এগার। এক শীতের রাতে প্যাট্রিক সুদীর্ঘ রান্নাঘর থেকে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে এলো। একটা নীল মথ পর্দার ওপরে এসে বসল, আলোতে বসে থাকল ক্ষনিকের জন্য, তারপর আবার উড়াল দিল অন্ধকারে। ওর মনে হল সেটা খুব দূরে যায় নি। কেরোসিনের বাতিটা তুলে নিল । দুষ্প্রাপ্য একটা মথ, বরফের উপর ছট ফট করছিল, যেন আহত হয়েছে। তাকে অনুসরণ করতে তার কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু পেছনের বাগানে গিয়ে ফিরোজা রঙের মথটা তেছরা হয়ে আকাশে উড়াল দিয়ে কেরোসিনের বাতির উজ্জলতার বাইরে চলে গেল। বছরের এই সময়ে একটা মথ এখানে কি করছে? হয়ত মুরগির খুপরীতে তার জন্ম হয়েছিল। সে বাতিটাকে একটা পাথরের উপর রেখে মাঠের মধ্যে খুঁজতে থাকে। বেশ দূরে নদীর পাশে গাছপালার মাঝখানে তার মনে হল সে আরোও অনেকগুলো আলোর ফুটকি দেখল। নিশ্চয় জ্বোনাকী পোকা। কিন্তু এখন তো শীতকাল! সে বাতিটা হাতে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

যা ভেবেছিল দূরত্বটা তার চেয়ে বেশীই। তার ফিতা খোলা বুটের গোড়ালী তুষারে ডেবে যাচ্ছে। এক হাত পকেটে আরেক হাতে বাতিটা ধরা। আকাশে চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা ফলে রাতের অন্ধকার খুব একটা দূর হয় নি। বাতির এক চিলতে লালচে আলোই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। ইতিমধ্যেই সে বুঝে গেছে সে যা দেখেছে সেটা জ্বোনাকী পোকা নয়। গত গ্রীষ্মের জোনাকীদের শেষ যে কয়েকটি বেঁচে ছিল সেগুলো তার কোন একটা রুমালের ভাঁজে মারা গেছে। (অনেক বছর পর, একটা গাড়ীতে তার সাথে সঙ্গমের পর ক্লারা একটা রুমালের মধ্যে তার বীর্য ধরে সেটাকে ভাঁজ করে বাইরের এক ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল রাস্তার পাশে। এই, বিজলি পোকা! ও হঠাৎই বলে উঠেছিল, হাসতে হাসতে, কোন কারণ ছাড়াই।)

তুষার ডিঙ্গিয়ে গ্রানাইটের ঝোঁপ পেরিয়ে গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায় সে, যেখানে তুষারের গভীরতা তেমন নয়। তার দৃষ্টির সামনে আলোর ফুটকিগুলো তখনও জ্বল জ্বল করছে। হাসির শব্দ কানে আসে। এবার সে বুঝতে পারে আলোর উৎস কি। পরিচিত বনের ভেতর নিঃসাড়ে হেঁটে যায় সে, ধীরে ধীরে, যেন ভয়ে ভয়ে একটা ভুতুড়ে বাড়ির ভেতরে হাঁটছে। যেন জানে কি দেখবে কিন্তু না দেখা পর্যন্ত নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। সে নদীর পাশে এসে পৌঁছায়। হাতের বাতিটা একটা ওক গাছের পেছনে রেখে অন্ধকারে তীর ধরে হাঁটতে থাকে।

বরফে আলোর প্রতিফলন হচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল সে হয়ত কোন একটা অদ্ভুত ড্রুইডিক রিচুয়ালের মধ্যে এসে পড়েছে, তার প্রিয় ইতিহাসের বইতে যার কথা সে পড়েছে। কিন্তু এগারো বছরের একটা বালকের কাছে, গভীর বনের মধ্যে, এটাকে ভীতিকর কিছু মনে হল না। সে যা দেখল তা বরং আনন্দকর কিছু । মনমুগ্ধকর কিছু। দশজন মানুষ স্কেট করছে বরফাচ্ছন্ন নদীর উপর। কিছু একটা খেলছে তারা। একজন বাকীদেরকে তাড়া করছে, যে মুহূর্তে সে কোন একজনকে ছুঁয়ে দেয়, নতুন লোকটা হয় তাড়ুয়া। প্রত্যেকটা লোক তাদের হাতে একটা করে জ্বলন্ত ক্যাটটেইলের শীষ ধরে আছে। এই জ্বলন্ত শীষই বরফে প্রতিফলিত হচ্ছিল এবং দূর থেকে জ্বোনাকীর আলো মনে হয়েছিল।

তারা এঁকেবেঁকে ছুটছিল, বরফে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, কিন্তু একটি বারের জন্যও থামছিল না। হঠাৎ ধাক্কা ধাক্কি হলে আগুনের ফুলকি ঝরে তাদের কালো পোশাকে পড়ছিল আর সবাই মজা পেয়ে হা হা করে হেসে উঠছিল। একজনের জামার ভেতরে ঢুকে গেছে আগুনের ফুলকি। সে থেমে দাঁড়িয়ে সেটা বের করার চেষ্টা করতে করতে বাকীদেরকে হাসি বন্ধ করতে বলছে।

প্যাট্রিক একেবারে অভিভুত হয়ে গেল। গভীর রাতে নদীতে স্কেট করছে তারা, অন্ধকারে একটা তীরের মত ছুটে গিয়ে সামনের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই যাদুর মত আবির্ভুত হচ্ছে নদীর তীরের ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে। তার প্রিয় এই নদীর তীর, প্রিয় এই নদী। একটা গাছের শাখা বরফের উপর তেছরা হয়ে পড়ে আছে, ক্যাটটেইলের আগুনের শীষগুলোকে পেছনে মোরগের লেজের মত ধরে তার নীচ দিয়ে স্কেট করে চলে গেল লোকগুলো।

ও বুঝেছিল এরাই ক্যাম্পের সেই কাঠুরেরা। তার ইচ্ছা হল সে তাদের হাত ধরে স্কেট করে ক্রীকের অন্য মাথায় চলে যায়, ব্রিজের নীচ দিয়ে আর কাটা পাথরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় গতি কমিয়ে ফেলে, চলে যায় শহরে, তারপর আবার ফিরে আসে ওদের সাথে কারণ খেলার শেষে ওদেরকে তো কারখানার সেই অন্ধকার কেবিনে ফিরে যেতে হবে।

শুধু স্কেটিং করাটাই আনন্দের উৎস ছিল না। সেটা তো দিনের বেলাতেও করা যেত। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ঘটছিল বলেই যেন সে বেশী অভিভূত হয়েছিল। পায়ের নীচে বরফ এতো শক্ত ছিল যে তারা লাফিয়ে উপরে উঠে নীচে আছড়ে পড়লেও তা ভাংছিল না। বাতির বদলে তারা ব্যবহার করছিল শীষের আলো, যে আলোতে পথ দেখে তারা ছুটে যেতে পারছিল যেদিকে তাদের মন চায়। গতি! আবেগ! একটা লোক তার হাতের আগুনের সাথে ওয়াল্টয নাচছিল...

যে ছেলাটা তার জীবনের এতোগুলো বছর ফার্মে কাজ করেছে, দিনে কাজ আর রাতে বিশ্রাম, এই মুহূর্ত থেকে তার জীবন আর কখন একরকম থাকবে না। যদিও সেই রাতে ঐ ভিন্ন ভাষাভাষীর লোকগুলোকে সে ততখানি বিশ্বাস করতে পারে নি যে তাদের

সাথে যোগ দেবে। সে উল্টো ঘুরে তার বাতি হাতে নিয়ে ফিরে চলে গাছপালার ভীড় ঠেলে, বরফের আস্তর পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে, ধীর, আনন্দহীন।

তার জীবনের এই পর্যায়ে তার মানসিক পরিপক্কতা তার বয়েসকে অতিক্রম করে যায়।

সেতু

একটা ট্রাক পেছনে আগুন নিয়ে ভোর পাঁচটার দিকে সেন্ট্রাল টরন্টোর ভেতর দিয়ে ডান্ডাস ধরে এবং পরে পার্লামেন্ট নিয়ে উত্তরের দিকে এগিয়ে যায়। ফ্লাটবেডের উপর দাঁড়িয়ে তিনজন লোক অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন কাজ শুরু করবার আগে এই শেষ আধা ঘন্টা তারা তাদের শরীরের প্রতিটা পেশীকে বিশ্রাম দিয়ে চায়, ফোর্ডের ব্যাকবোর্ডের সাথে সাথে তাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেভাবে অবারিত নড়াচড়া করে তাতে দেখে মনে হয় না সেগুলো তাদের শরীরের অংশ।

সবুজ দরজার উপর হলুদে বড় বড় করে লেখা ডমিনিয়ন ব্রিজ কম্পানী। কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত আগুন যেটা পেছনের ফ্ল্যাটবেডে বসানো তিন বাই তিন ফুটের কলড্রনটার (একটা ধাতব পাত্র) ভেতরে রাখা টারকে উত্তপ্ত রাখছে। সেই টারের গন্ধ ভোরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

ট্রাকটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে ধনুকের মত নেমে আসা গাছপালার নীচ দিয়ে, কিছু পূর্ব নির্ধারিত ইন্টারসেকশনে থেমে আরোও শ্রমিকদের তুলে নেয়। শীঘ্রই গাড়ীটার ফ্লাটবেডে আগুনের পাশে মোট আটজন শ্রমিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, তাদের গলায় এবং ঘাড়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত টার ছিটকে এসে পড়ছে। শ্রমিকদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকে – এক পর্যায়ে বিশজন, সেই ভীড়ের মধ্যে সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভোরের আলো ফুটতে থাকে। সেই ম্লান আলোয় নিজেদের হাত দেখতে পায় তারা, দেখতে পায় তাদের পরণের কোটের টেক্সচার, এতক্ষণ অন্ধকারে ঢেকে থাকা গাছগুলোও অনাবৃত হতে থাকে। পার্লামেন্টের শেষ মাথায় গিয়ে ট্রাকটা পুর্বে বাঁক নেয়, রসডেল ল্যান্ডফিল পেরিয়ে গিয়ে অর্ধ নির্মিত ভিয়াডাক্ট (রাস্তা বা রেলপথের জন্য নির্মিত সেতু) এর দিকে এগিয়ে যায়।

লোকগুলো লাফিয়ে মাটিতে নামে। এবড়ো থেবড়ো অসমাপ্ত রাস্তার উপর ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলে ট্রাকটা, পেছনের আগুন আর ট্রাকের হেডলাইট সেই ছন্দে দোলে, গো গো করে প্রতিবাদ করে সাসপেনশন। ট্রাকের গতি এতো ধীর যে শ্রমিকেরা পায়ে হেঁটেই তার চেয়ে দ্রুত এগিয়ে যায়, গরম কাল হলেও ভোরের বাতাসটা শীতল।

পরে তারা তাদের কোট এবং সোয়েটার খুলে ফেলবে। এগারোটার দিকে শার্টও। শুধুমাত্র ট্রাউজার, বুট আর ক্যাপ পরে তারা কৃষ্ণ টারের নদীর উপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করতে থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তুষারের খুব পাতলা একটা স্তরে ছেয়ে আছে সব কিছু - মেশিনগুলো, তার, রাস্তা। সেই ভঙ্গুর স্তরের উপর দিয়ে হেঁটে যায় তারা। আলোর প্রথম ছটায় বাষ্পীয়ভূত হতে শুরু করে অন্ধকার। সেই আলোতে তারা দেখতে পায় তাদের নিঃশ্বাস, বাতাসের স্বচ্ছতার নির্গমন হয় তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে। অবশেষে ভিয়াডাক্টের শেষ প্রান্তে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ট্রাকটা, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়, হেডলাইট নিভে যায়।

***

ব্রিজটা যেন একটা স্বপ্নের মত গড়ে উঠছে। সেটা টরন্টো শহেরে কেন্দ্রের সাথে পূর্ব প্রান্তকে সংযুক্ত করবে। ডন ভ্যালের উপর দিয়ে এই ব্রিজ বয়ে নিয়ে যাবে যানবাহন, পানি এবং ইলেক্ট্রিসিটি। একদিন এই ব্রিজের উপর দিয়ে যে ধরনের ট্রেন চলবে সেটা তখনও আবিষ্কারই হয় নি।

রাতের পর দিন। শরতের আলো। তুষারের উজ্জলতা। তারা সব সময় কাজ করছে – উপত্যকার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ড্যানফোর্থের উপর কাজ করবার জন্য ক্রমাগত আসে ঘোড়া, ওয়াগন এবং কর্মীরা।

কাজ চলার সময় ৪০০০ এর বেশী ছবি নেয়া হয়েছিল ব্রিজটার। ৪৫০০০ কিউবিক ফুট মাটি উত্তোলন করা হয়েছিল, বেড রকের নীচে শুষ্কতা, পাথর আর চোরা বালি পেরিয়ে পিয়ারগুলো ডাবা হয়েছিল পঞ্চাশ ফুট গভীরে।

কাঠের তক্তার সোনালী কাঠের ভেতর ভেঙে যাওয়া আলোর এক গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে তর তর করে উঠে যায় কর্মীরা। একজন মানুষ একইসাথে হাতুড়ি, ড্রিল আর আগুনের ভুমিকায়। তার চুলে ড্রিলের ধোঁয়া। নীচে উপত্যকার গভীরে পড়ে যায় টুপি, পাথরের গুড়ার মধ্যে হারিয়ে যায় গ্লোভস।

তারপর আসে নতুন কর্মীর দল, "ইলেক্ট্রিকালস", পাঁচটা আর্চের উপর দিয়ে তারের গ্রীড লাগাবে তারা, অদ্ভুত দর্শন তিন-বাটির আলোগুলোকে এগিয়ে নেবার জন্য। ১৯১৮ সালের ১৮ই অক্টোবরে কাজ শেষ হয়। মনে হয় যেন শুন্যে ভাসছে।

সেতু। সেতু। সেতুর নাম হল "প্রিন্স এডয়ার্ড।" ব্লোর স্ট্রিটের ভিয়াডাক্ট।

***

রাজনৈতিক যাগজজ্ঞের মাঝে একজন একটা বাইসাইকেলে চড়ে কেমন করে যেন সবার দৃষ্টি এড়িয়ে পুলিশ ব্যারিয়ার পেরিয়ে যায়। সর্বসাধারণের মধ্যে সে-ই প্রথম। খুব ঝকমকে গাড়িতে চড়ে কোন অফিসিয়াল নয়, বরং শহরের পুর্ব প্রান্তের দিকে জীবন প্রাণ বাজী রেখে যে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল সে একজন অচেনা অজানা সাধারণ মানুষ। ছবিতে তাকে একটা ঝাপসা ছায়ার মত দেখা যায়। সে যেন সেই নব্য স্থাপিত সেতুটির উপর প্রথম পা রাখার কৃতিত্ব চেয়েছিল। সে দুই বার পুরো স্থানটা চক্কর দেয়, তার কাঁধে ঝুলে থাকা পেঁয়াজের ব্যাগ থেকে পেঁয়াজ ঝুপ ঝাঁপ করে নীচে পড়ে, কিন্তু সে থামে না।

দূর্ভাগ্যবশতঃ সে প্রথম হতে পারে নি। আগের দিন মাঝরাতে কর্মীরা সেখানে গিয়ে জড় হয়েছিল। একদল অফিশিয়ালরা পর দিনের পরিকল্পিত অনুষ্ঠানের জন্য ব্রীজটাকে পাহারা দিচ্ছিল। কর্মীরা তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকা মোমবাতি হাতে নিয়ে নিথর ব্রিজটার উপর হেঁটে গিয়েছিল যেন সভ্যতার আলো বয়ে নিয়ে এসেছিল। গ্রীষ্মের এক ঝাঁক পোকার মত তারা জড় হয়েছিল উপত্যকার উপরে।

ছবির সেই ঝাপসা সাইক্লিস্ট কয়েকটা মুহুর্তের জন্য, বেআইনিভাবে হলেও, সেতুটাকে শুধুই তার নিজের করে পেতে চেয়েছিল। সে যখন সেতুটার পুর্ব প্রান্তে পৌঁছায় তাকে হাত তালি দিয়ে অভিনন্দন জানায় মানুষ।

***

ব্রিজটার পশ্চিমে হচ্ছে ব্লোর স্ট্রিট, পুর্বে ড্যানফর্থ এভেনিউ। শুরুতে মাটির রাস্তা ছিল, ১৯১০ এ তক্তা বসানো হয়েছিল, এখন টার দেয়া হচ্ছে। বাড়ি দিয়ে মাটিতে ইঁট পুতে মাঝে পাতলা বালির স্তর দিয়ে তার উপর টার বিছিয়ে দেয়া হয়। বিটুমিয়াররা, বিটুমাটরিরা, টারাররা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে তাদের শরীরের ওজন চাপিয়ে দেয় কাঠের ব্লক আয়রনের উপর, যেগুলো বাঁকা হয়ে ঠেলে দেয়। টারের গন্ধ কাপড়ের ছিদ্র দিয়ে তাদের শরীরের ভেতরে ঢুকে যায়। নখের নীচের কালো দাগ চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

তারা যখন হামাগুড়ি দিয়ে ব্রিজের দিকে পিছু ফিরে এগুতে থাকে তাদের হাঁটুর নীচে কঠিন ইঁট চেপে বসে, নীচের হিংস্র তরল কৃষ্ণ নদীর সাথে তাদের শরীর সমান্তরাল, উৎকট গন্ধে তাদের মাথা ঝিম ঝিম করে।

এই, ক্যারাভাজজো!

যুবকটা হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাড়িয়ে পিছু ফিরে সূর্যের দিকে তাকায়। সে ফোরম্যানের দিকে হাঁটতে থাকে, হাতে ধরে থাকা কাঠের ব্লক দু'টা ছেড়ে দেয়, তার বেল্টের সাথে যুক্ত একটা চামড়ার ফিতার সাথে ঝুলতে ঝুলতে তার হাঁটুতে বাড়ি খায় সেগুলো। এখানে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব পেশার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সাথেই বহন করে। এক বছর পর ক্যারাভাজজো যখন কাজটা ছেড়ে দেবে তখন সে একটা মাছ কাটা ছুরি দিয়ে ফিতেটা কেটে ব্লক দু'টাকে খুলে অর্ধ শুকনো টারের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেবে। এই মুহুর্তে সে রাগ করতে করতে নিজের জায়গায় ফিরে এসে আবার হাঁটু গেড়ে বসে। ফোরম্যানের সাথে আরেক পশলা ঝগড়া হয়েছে।

সারাদিন তারা টারের উপর হুমড়ী খেয়ে পড়ে থাকে, কৃষ্ণ নদীর মত ছড়িয়ে থাকা এক বস্তু যা সেই সকাল থেকে বিছিয়ে রাখা হয়। সূর্যের তাপে তপ্ত হয়ে ওঠে সেটা, নরম হয়ে যায়। স্কুলের বাচ্চারা ছোট ছোট টারের টুকরো তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে চিবায়। প্রথমে হাতে নিয়ে ঠান্ডা করে, তার পরে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। থুতু ছোড়ার প্রতিযোগীতায় এটা খুব কাজে আসে কারণ এটা থুতুকে গাঁঢ় করে। কর্মীরা লাঞ্চ খাবার আগে তাদের ডালের ক্যান গরম করবার জন্য সেই উত্তপ্ত টারের উপর রাখে।

শীতকালে তুষারে ঢাকা পড়ে যায় টারের গন্ধ, পোঁতা কাঠের গন্ধ। অসমাপ্ত ব্রিজের নীচে ডন রিভারে বন্যা হয়, সদ্য গড়া পিয়ারে বরফ এসে ধাক্কা খায়। শীতের সকালে শ্রমিকেরা ভয়ে ভয়ে সেই সাদা আস্তরনের উপর হাঁটে। কোথায় মাটি শেষ হয়েছে কে জানে? শীতের রাতে ব্রিজের কিনারা দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে রাখা হয়। সবচেয়ে জঘন্য শিফট। হাতুড়ীর বাড়ি দিয়ে তুষারের উপর দিয়েই পেরেক পোঁতা হয়। পেছনের মশালের দোদুল্যমান আলোতে ব্রিজের কর্মীরা স্ট্রাটের উপর দাঁড়িয়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে শব্দের উপর নির্ভর করে হাতুড়ী চালায়, অন্ধকারে পেরেক তারা দেখতেও পায় না।

***

সেতুটা যখন তৈরী হচ্ছে তখন সন্ধ্যায় প্রতিদিন সেটার পাশে ড্রাইভ করে গিয়ে বেশ কিছুক্ষন বসে থাকত পাবলিক ওয়ার্কস কমিশনার রোল্যান্ড হ্যারিস। মাঝরাতে উপত্যকার উপর গড়ে ওঠা অর্ধ নির্মিত সেতুটা পরিত্যাক্ত মনে হয়, শুধু বাতির আলোয় তার একটা ছায়া ছায়া আকৃতি দেখা যায়। কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ জন শ্রমিক সব সময়েই রাতের শিফটে কাজ করত। কিছুক্ষন পর হ্যারিস গাড়ী

থেকে বেরিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে হেঁটে সেতুর উপর উঠত। এই সেতুটা তার খুব পছন্দের ছিল। পাবলিক ওয়ার্কসের প্রধান হবার পর এটাই তার প্রথম কাজ। যদিও সে আসার আগেই এর প্ল্যান মোটামুটি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টাতেই কাজ শুরু হয়েছে। শুধু গাড়ী নয়, নীচ দিয়ে যে ট্রেনও চলতে পারবে সেই ধারণাটা হ্যারিসের মাথা থেকেই আসে। এই সেতুর উপর দিয়ে পুর্ব প্রান্তের প্ল্যান্ট থেকে শহরের কেন্দ্রে পানিও সরবরাহ করা যাবে। হ্যারিসের পানি প্রীতি আছে। সে চায় সেতুর সাথে বিশাল পানির পাইপ উপত্যকার উপর দিয়ে নিয়ে যেতে।

ব্যারিয়ার পেরিয়ে সে শ্রমিকদের দিকে হেঁটে যায়। শ্রমিকদের অধিকাংশই ইংরেজী বলতে পারে না কিন্তু তারা তার পরিচয় জানে। মাঝে মাঝে তার সাথ থাকত পমফ্রে, ইংল্যান্ড থেকে আসা এক অদ্ভুত স্বভাবের আর্কিটেকট, পরে সে কমিশনার হ্যারিসের জন্য পুর্ব প্রান্তের ওয়াটার ফিল্ট্রেশন প্ল্যান্টের ডিজাইন করে দেয় – যেটা শহরের সেরা দালানগুলির মধ্যে একটি বলে বিবেচিত হয়।

রাত হ্যারিসের দৃষ্টি খুলে দেয়। রাত অহেতুক তথ্যের জঞ্জাল সরিয়ে তাকে একটা বিশেষ আকৃতির উপর মননিবেশ করবার সুযোগ করে দেয়। হ্যারিস তার সাথে পমফ্রেকে নিয়ে আসে, দু' জনে ব্যারিয়ার পেরিয়ে এগিয়ে যায় ব্রিজের ফার্স্ট স্টেজের উপর, যেটা ষাট গজ এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে শূন্যে। আদিম এক উপস্থিতির মত তাদের শরীর ছুঁয়ে যায় বাতাস। সেতুর উপর সবাইকে হল্টার রোপের সাথে নিজেকে আটকে নিতে হত। হ্যারিস পাঁচ ফুট লম্বা সেই ক্ষুদে ইংলিশ ম্যানের কাছে তার সব পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করত, আপ্রাণ চেষ্টা করত তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে তার কাছে মেলে ধরতে। সত্যিকারের একটা শহর গড়ে তুলবার আগে সেটাকে কল্পনার চোখে দেখাটা প্রয়োজন, যেভাবে উপকথা আর গুজবের ভেতর দিয়ে একটা কাহিনীর সৃষ্টি হয়।

এক রাতে তারা এগারোটার সময় ড্রাইভ করে সেখানে যায়, ব্যারিয়ার পার হয়, দড়ির হার্নেসের সাথে নিজেদেরকে আটকায়, ফলে সেতুর কিনারায় দাঁড়িয়ে পিয়ার এবং স্টিল আর্কগুলোর অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করা সম্ভব হয়। সেতুর উপরে কর্মরত রাতের শ্রমিকরা একটা আগুনের চারদিকে জড় হত, কাঠ এবং অন্যান্য পরিত্যাক্ত বস্তু তাতে ছুড়ে দিত, নিজেদেরকে একটু গরম করে উঠে যেত সেতুর অন্ধকার কিনারা ধরে।

তারা পরের পিয়ারের জন্য একটা কাঠের ফ্রেম তৈরী করছিল যার মধ্যে কংক্রিট ঢালা হবে। তারা কাঠ কাটে, হাতুড়ী চালায়, কিনারে আটকানো মশালের আলো বাতাসে কাঁপে। তাদের উপরে সেতুর ডেকে শ্রমিকেরা বয়ে নিয়ে যায় বিশাল ইংগারসল-র‍্যান্ড এয়ার কম্প্রেশার এবং কেবল।

১৯১৭ সালে এপ্রিলের এক রাত। হ্যারিস এবং পমফ্রে অন্ধকারে সেতুর উপর দাঁড়িয়ে ছিল। পমফ্রে হঠাৎ পশ্চিমে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই প্রথমবারের মত সে হাত বাড়িয়ে হ্যারিসের কাঁধ ছোঁয়।

– দেখছ!

ব্রিজের উপর দিয়ে পাঁচজন নান হেঁটে আসছে।

ডমিনিয়ন স্টিল কাস্টিং পার হলে বাতাসের ঝাপ্টা সরাসরি শরীরে এসে পড়ে। নানগুলো আগুনের পাশে বসে থাকা শ্রমিকের দলটাকে পেরিয়ে হেঁটে আসে। হ্যারিস ভাবল, তাদেরকে হয়ত বাস ক্যাসল ফ্রাঙ্ক স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিয়ে থাকবে। তারপর পথ হারিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে নানগুলো ভুলে করে এই পথে এসে পড়েছে।

হৈ চৈ করে আলাপ করতে করতে তারা পেরিয়ে এসেছে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা কালো গাড়ীটাকে, সেতুর ব্যারিয়ারের উপর দিয়ে হেঁটে এসেছে সম্পূর্ণ অজানা এই স্থানে – পিয়ারের উপর কোনরকমে পেতে রাখা একটা গালিচার মত পথ, রাতের শ্রমিকদের মাঝে। আগুনকে ঘিরে লোকগুলোকে তারা বসে থাকতে দেখেছে। কয়েকজন তাদেরকে লক্ষ্য করে হাত নেড়ে ফিরে যেতে বলেছে। একটা ওয়াগনের সাথে একটা গাধা বাঁধা ছিল। মেশিনের হিসহিসানি আর নড়াচড়ায় তাদের পায়ের নীচে মাটি কাঁপে। ক্রেসটের (এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য) গন্ধ বাতাসে। একজন লোক একটা পানির ব্যারেলে মুখ ধুচ্ছে।

ব্রিজের উপর ত্রিশ মিটার যাবার পর বাতাসের ধাক্কায় নানগুলো সিমেন্ট মিক্সার এবং কোদালের স্তুপের মধ্যে ছিটকে পড়ে গিয়ে বিপদজনকভাবে এপাশ ওপাশ দুলতে থাকে, ব্রিজের কিনার দিয়ে ছিটকে নীচে পড়ে যাবার ভয়ানক সম্ভাবনা।

কর্মরত শ্রমিকেরা দু' জন বাদে বাকীদের শরীরে লেদারের স্ট্র্যাপ পরিয়ে দেয়। অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে হ্যারিস এবং পমফ্রে দেখল একজন নান বাতাসের ধাক্কায় শুন্যে উঠে গিয়ে কম্প্রেসরের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেল। সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় কিন্তু প্রচন্ড বাতাসের ঝাপ্টা তাকে আবার ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেয় এবং কংক্রিটের উপর দিয়ে ঠেলে সেতুর কিনারায় নিয়ে যায়, পর মুহূর্তে সে ব্রিজের উপর থেকে ছিটকে নীচের অন্ধকারে হারিয়ে যায় – শুণ্যতায়, যেখানে কালে ভদ্রে হয়ত দু' একটা হাতুড়ী হাত পিছলে গভীর উপত্যকায় পড়ে গিয়ে থাকবে।

হঠাৎ করেই যেন সেতুর উপর সমস্ত আতঙ্কের অবসান হল। যা ঘটেছে তা অকল্পনীয়, মর্মান্তিক। প্রিন্স এডওয়ার্ড ভিয়াডাক্ট শেষ হবার আগেই তার উপর থেকে একজন নান নীচে পড়ে গেছে। কাঠের গুড়া আর গ্রানাইটের বালিতে মাখা শ্রমিকগুলো বাকী নানদেরকে তাদের শরীরের সাথে ধরে থাকে। দূরে দাঁড়িয়ে কমিশনার হ্যারিস সেই উন্মত্ত পথটুকুর দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। এটা তার প্রথম সন্তান আর ইতিমধ্যেই সে খুনী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

***

যে লোকটা সেন্ট্রাল আর্কের নীচে দড়িতে ঝুলে কাজ করছিল সে পতনশীল শরীরটাকে দেখে এক হাত উঁচিয়ে উপরের ধাতব পাইপের কিনারা ধরল দড়িটার উপর চাপ কমানোর জন্য -জানে সেই দড়ি দুই জনের ওজন নিতে পারবে না – অন্য হাত বাড়িয়ে পতনশীল দেহটাকে ধরল। দুই জনের ওজনের ভারে যে বাহুটা দিয়ে সে পাইপটাকে সকেটের সাথে আটকে রেখেছিল সেটা প্রচন্ড চাপে ভেঙে ছুটে গেল। লোকটা যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে। ব্রিজের উপর থেকে যারা সেই চীৎকার শুনল তারা ধরেই নিল সেটা নীচে পড়ে যাওয়া মানুষটার শেষ আর্তনাদ। লোকটার শরীরে বাঁধা দড়ির স্ট্র্যাপটা ধাক্কায় সংকুচিত হয়ে যায়, তার বুকটাকে ঠেলে গলার কাছে উঁচিয়ে নিয়ে আসে।

শরীরটার পতনের ধাক্কায় তার ডান হাতটা ব্যাথায় টনটন করছে – কিন্তু সে নিখুঁতভাবে সেটাকে ধরে নিজের দেহের সাথে সজোরে জাপটে ধরল। জিনিষপত্র ধরার ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা আছে।

সে দেখল একটা কালো কাপড়ে মোড়া পাখি, একটা মেয়ের শ্বেত বদন। পনের গজ উপরের মশালের নিষ্প্রভ আলোয় এটুকুই সে দেখতে পেল। উপত্যাকার উপরে একই দড়িতে তারা দুজন ঝুলতে থাকে, তার ভাঙ্গা হাতটা শরীরের একপাশে ঝুলছে, অন্য হাতে সে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে আছে। মেয়েটার শরীর আচ্ছন্নের মত নেতিয়ে আছে, তার বিশাল চোখ জোড়া নীরবে তাকিয়ে আছে নিকোলাস টেমেলকফের দিকে।

চীৎকার কর, প্লিজ, লোকটা ফিসফিস করে বলে। অসম্ভব ব্যাথায় সে কাবু হয়ে পড়ছে। সে মেয়েটাকে বলে তার কাঁধ ধরতে যেন তার সক্ষম হাতের উপর থেকে চাপটা কমে যায়। বাতাসের একটা জোর ঝাপটা আসে। মেয়েটা কোন কথা বলে না কিন্তু তার উজ্জ্বল চোখজোড়া লোকটার দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকে। চীৎকার কর, প্লিজ। কিন্তু মেয়েটা চীৎকার করতে পারে না।

যে লম্বা শুট গুলো দিয়ে রাতে ভেজা কংক্রিট ফেলা হয় সেগুলো এখন অব্যাবহৃত হয়ে ঝুলছে, তাদের নীচু প্রান্তগুলো উপত্যাকার মেঝে থেকে মাত্র কয়েক ফুট উঁচুতে দুলছে। উপরের প্রান্তগুলো তার কাছ থেকে ফুট দশেকের মত দূরে। অন্ধকারে দৃষ্টি না চললেও সে এটা জানে। তারা যদি কোন একটা শুট ধরে পিছলে নীচে নামার চেষ্টা করে তাহলে তাদের দু' জনার ওজনে শুটটা বিপদজনকভাবে টানটান হয়ে যাবে, ভেঙে যেতে পারে। তাদেরকে আরোও খানিকটা দূরে সরে গিয়ে ব্রিজের নীচের ডেকের সমতলে যেখানে ওয়াটার মেইনের জন্য কাঠামো তৈরী করা হয়েছে সেখানে পৌঁছাতে হবে।

আমাদেরকে দুলতে হবে। মেয়েটা এক হাতে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরেছে এখন, বাতাস তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুই জন অচেনা মানুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে এবার দুলতে থাকে, শুটের মুখগুলো পেরিয়ে গিয়ে নীচের লেভেলের কাঠামোর কাছে চলে আসে। তার সক্ষম হাতটা মুক্ত হয়েছে। এখন মেয়টাকে বাঁচানোটা তার জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

***

মেয়েটা একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ছিল, একজন জ্বরাগ্রস্থ মানুষের মত। তারা যখন নীচের লেভেলে পৌঁছাল তখন তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার যে অবস্থা তাতে তার দিকে তাকাবার মত নয়। মাথা থেকে তার ঘোমটা সরে গেছে, বাঁধা চুলের রাশি খুলে গিয়ে বাতাসে পত পত করে উড়ছে। তারা যখন ক্যাটওয়াকে পৌঁছাল তখন মেয়েটা তাকে শক্ত করে ধরে রাখে যেন সে আবার নীচে পড়ে না যায়। অসম্ভব ক্লান্ত দেখায় লোকটাকে। মেয়েটা তাকে প্রেমিকার মত জড়িয়ে ধরে অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের পশ্চিম প্রান্তে চলে যায়।

তাদের উপরের লেভেলে আগুনের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো উত্তেজিত ভঙ্গীতে কথা বলছে। মেয়েগুলো তখনও লোকগুলোর সাথে দড়িতে বাঁধা। ভয়ে তারা কেউ একটু আগে যে পাথুরে কিনার দিয়ে একটা মেয়ে অন্ধকারের শূণ্যতায় ছিটকে পড়ে গেছে সেদিকে তাকাচ্ছেও না। নাকের উপর ক্ষত চিহ্ন ছিল মেয়েটার। দুর্ভাগা মেয়েটা সর্বক্ষণ ব্যাথা পেত – কখন জানালায় আছড়ে পড়ে, কখন আবার চেয়ারে হোঁচট খেয়ে।

টেমেলকফ এবং নান মেয়েটা যখন ব্রিজের উপর দিয়ে হেঁটে কমিশনারের পার্ক করা গাড়ি পেরিয়ে নীচের সমতলের দিকে হেঁটে গেল তখন কমিশনারের ড্রাইভার ঘুমাচ্ছিল। পার্লামেন্ট স্ট্রিটে পৌঁছানোর আগে তারা কবরখানার মাঝ দিয়ে দক্ষিনে গেল। লোকটাকে দেখে মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। নান তাকে একটা কবরের ফলকের সাথে ঠেস দিয়ে ধরে রাখে। লোকটার মুঠি পাকানো হাত শক্ত করে চেপে ধরে রাখে মেয়েটা। বগলের নীচে ঘোড়ার লাগামের মত দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার শরীরে সমস্ত শক্তি দিয়ে সজোরে ঝাঁকি দেয় মেয়েটা, যেন তাকে শুন্যে তুলে ফেলবে। ব্যাথায় গোঙাচ্ছে লোকটা। তার মুখে ঘামের ধারা। *একটু মদ দাও আমাকে। একটু মদ...* ঘোমটা সরিয়ে লোকটাকে পাশ দিয়ে এক হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মেয়েটা। পার্লামেন্ট আর ডান্ডাস ...আর মাত্র কয়েকটা ব্লক। পার্লামেন্ট স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলে দু'জন। কোথায় যাচ্ছে সে নিজেও জানে না। ইস্টার্ন স্ট্রিটে পৌঁছে লোকটার নির্দেষ মত একটা দরজায় নক করল মেয়েটা। কেউ খুলছে না দেখে চীৎকার করে ডাকল, ধাক্কা-ধাক্কি করল। অবশেষে একজন লোক এসে দরজা খুলে তাদেরকে অহরিডা লেক রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দিল। *ধন্যবাদ, কস্টা। শুতে চলে যাও, আমি লক করে দেব।* তার বন্ধু উপরে চলে গেল।

মেয়েটা অন্ধকারে রেস্টুরেন্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। চেয়ার এবং টেবিলগুলোকে কামরাটার এক প্রান্তে ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে। টেমেলকফ কাউন্টারের নীচ থেকে একটা ব্র্যান্ডির বোতল বের করল এবং দুই আঙ্গুলের ফাঁকে দুইটা গ্লাশ তুলে নিল। সে মেয়েটাকে নিয়ে একটা ছোট টেবিলের দিকে হেঁটে গেল, তারপর আবার ফিরে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে একটা সুইচ টিপে টেবিলের কাছের একটা আলো জ্বেলে দিল। দেয়ালে ঝোলান শিরস্ত্রাণ।

মেয়েটা এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলে নি। যখন নীচে পড়ে যাচ্ছিল তখনও মেয়েটা একটুও চীৎকার করে নি, মনে আছে লোকটার । চীৎকার যা করবার সে-ই করেছিল।

***

ব্রিজে নিকোলাস টেমেলকফের দুঃসাহসী বলে খ্যাতি আছে। যাবতীয় কঠিন কাজগুলো তাকে দেয়া হয় এবং সে নির্দ্বিধায় সব করে ফেলে। সে শূন্যে ঝুলে পড়ে কোন ভয় ভীতি ছাড়াই। সে একাকী কাজ করে। দড়ি ঠিকঠাক করে, কোমরে বাঁধা ট্যাকল এবং পুলি ঝেড়ে নিয়ে নৌকা থেকে যেভাবে ডুবুরী পানিতে লাফিয়ে পড়ে সেইভাবে শুন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার শরীরের পাশে যেন হুংকার দিয়ে ওঠে দড়িটা, আধা গ্লোভে ঢাকা হাতের চাপে ধীরে ধীরে তার গতি শ্লথ হতে থাকে। মাটিতে তাকে দেখায় বেশ গাট্টা গোট্টা কিন্তু শূন্যে তার নড়াচড়া ক্ষীপ্র, আকষণীয়, বাতাসের সাথে গতি মিলিয়ে সে ছুটে যায় ব্রিজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, কিনারগুলোতে, পরীক্ষা করে রিভেটগুলো, শিয়ারিং ভালভ, বিয়ারিং প্লেট এবং প্যাডস্টোনের নীচের কংক্রিট। বাতাসে দাঁড়িয়ে সে আপার কর্ডে ক্রাউন পিনটাকে বাড়ি দিয়ে ঢোকায় এবং তারপর নিচের কর্ডটার স্লিপ জয়েন্টটাকে যথাস্থানে বসায়। ব্রিজটার সংরক্ষিত ফটোর ভীড়ের মধ্যেও তাকে খুঁজে পেতে কষ্ট হবে। চোখের সামনের সেই অপুর্ব সুন্দর দৃশ্যের ভেতরে আকাশের আবরণের সামনে, নদী এবং গভীর উপত্যকার মাঝের শূণ্যতায় আতি পাতি করে খুঁজলে একটা পোড়া কাগজের ক্ষুদে টুকরোর মত তাকে দেখা যাবে, একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্নের মত। কাস্তের মত চাঁদের আকৃতির স্টিল আর্কের তিনটা হিঞ্জের মাঝে ভেসে বেড়ায় সে। এই গুলোই ব্রিজটাকে একই সুতায় বেঁধে রাখে। কিউবিজমের শৈল্পিক প্রতিফলন।

তার দৈনন্দিন কাজের সময়টাতেই সে সবচেয়ে খুশী থাকে। পিয়ার থেকে টুল নিয়ে পৌঁছে দেয় ট্রেসলে, অথবা শূন্যে কাঠের লগ ঠেলে নিয়ে যায় এমনভাবে যেন নদীতে সাঁতার কাটছে। সে যেন একটা চরকা, সব কিছুকে একই সুতায় বেঁধে ফেলছে। অন্যরা যখন রিভেটিং কিংবা কাঠের শীটে হাতুড়ী চালানোর সময় বাতাসের ধাক্কায় ভয়ে জড়সড় হয়ে ব্রিজের ধাতব শরীরকে জড়িয়ে ধরে সে তখন নির্ভয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সে সবসময় সাথে নিজের ট্যাকল রাখে, নিজের দড়ির নীচে ন্যুজ হয়ে থেকে উজ্জ্বল শঙ্কুগুলোকে পিছু পিছু টেনে নিয়ে যায়। ব্রিজের উপর পাকানো দড়ির আসনের উপর বসে সে তার লাঞ্চ খায়। যদি তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে যায় তাহলে সে সাইকেল চালিয়ে চলে যায় পার্লামেন্ট স্ট্রিটের ওহরিডা লেক রেস্টুরেন্টে, ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে বসে থাকে যেন আলোর হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য নিস্তার চায়। উন্মুক্ততা থেকে নিস্তার চায়।

কাজে অসম্ভব দক্ষতার কারণে সে অনেক দ্রুতগতিতে কাজ শেষ করে ফেলে। যে কারণে অন্যান্য শ্রমিকেরা যেখানে পায় মাত্র চল্লিশ সেন্ট, সে পায় প্রতি ঘন্টায় এক ডলার । কিন্তু তা নিয়ে কেউ তাকে একটুও হিংসা করে না। সে যে কাজ করতে পারে তার অর্ধেকটা করবার কল্পনাও কেউ করতে পারে না। রাতে কাজ করলে সে পায় এক ডলার পঁচিশ সেন্ট, একটা মশাল হাতে দুলতে দুলতে ট্রেসলের র‍্যাফটারের উপরে উঠে ঝুপ করে একটা মৃত তারার মত নীচে লাফিয়ে পড়ে। দেখবার তার তেমন একটা দরকার হয় না। তার মনের চোখে পুরো জায়গাটাই তার মুখস্ত, জানে কোথায় পিয়ারের ফুটিংগুলো, ক্রস ওয়াকের প্রস্থ সেকেন্ডের পরিমাপে – ২৮১ ফিট এবং ৬ ইঞ্চি ব্রিজের সেন্ট্রাল স্প্যানের প্রস্থ। দুটি ফ্ল্যাঙ্কিং স্প্যান ২৪০ ফুট এবং শেষ প্রান্তের স্প্যানগুলো ১৫৮ ফিট। সে নীচের ডেকের ফাঁকা জায়গাটাতে নেমে পড়ে, আবার ব্রিজের লেভেলে উঠে যায়। সে জানে নদী থেকে সে ঠিক কতখানি উঁচুতে আছে, তার দড়ির দৈর্ঘ্য কতখানি, তার পুলিতে সে আর কত সেকেন্ড বাঁধাহীনভাবে নীচে পড়তে পারবে। দিন রাত্রিতে তার কিছু আসে যায়না, সে চোখ বন্ধ করে এই কাজ করতে পারে। কৃষ্ণ শূন্যতাই হচ্ছে সময়। সে জানে ঠিক তিন সেকেন্ড দোলার পর সে যেখানে পা রাখবে সেটা পরের পিয়ারের কংক্রিটের ধাপের সাথে যুক্ত। শূন্যে সে কখন কোথায় থাকে সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান খুব স্পষ্ট।

***

ওহরিডা লেক রেস্টুরেন্টের দরজার পাশে একটা খাঁচার মধ্যে ঝোলে একটা সাউথ রিভার কাকাতুয়া। সব কিছুতেই তার ভয়ানক আগ্রহ এবং উদ্দীপনা, কোন কিছুই তার নজর এড়ায় না। কামরাটার ঠিক মাঝখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে সে লক্ষ্য করে। লোকটা কাউন্টারের উপরের একটা আলো জ্বালিয়ে দিল। ড্রিঙ্কসগুলো নেবার পর নিকোলাস টেমেলকফ কয়েক মুহুর্তের জন্য পাখীটার খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। "এলিশিয়া, প্রিয়তমা, কেমন আছো?" সে জবাবের অপেক্ষা না করেই চলে যায়, তার আঙ্গুলের ফাঁকে গ্লাশ দুইটা সযত্নে ধরা, বোতলটা বাহুর উপর শোয়ানো।

বিড় বিড় করে আপন মনে কথা বলতে থাকে লোকটা যেন এই বিরাট শূণ্য কামরার ভেতরে ঐ পাখীটার সাথে আলাপ করছে সে। দুপুর থেকে বিকাল দুইটা পর্যন্ত এখানে লোকে লোকারণ্য ছিল, খাওয়া দাওয়া, ড্রিঙ্কস। মালিক কস্টা এবং তার ওয়েটারের মধ্যে ঝুট ঝামেলা চলেই, দেখার মত কান্ড হয়। কস্টা ওয়েটারকে কাস্টোমারদের সামনেই গালাগালি করে, তাড়া করে। প্রথমবার যখন

এখানে এসেছিল সেই স্মৃতি মনে পড়ে যায় নিকোলাসের। লোকগুলো সব কালো কোট পরে ছিল, ইউরোপের নানান বিষয়বস্তু নিয়ে বাকবিতণ্ডা করছিল।

সে একটা গ্লাশে ব্র্যান্ডি ঢেলে মেয়েটার দিকে ঠেলে দেয়। "জোর করছি না কিন্তু খেলে ভালো হবে।" সে নিজের গ্লাশটা এক চুমুকে শেষ করে আবার ভরে নিল। "ধন্যবাদ," নিজের জখম বাহুটাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে সে। হাতটা নিজের মনে হয় না।

মেয়েটা নাথা নাড়িয়ে বোঝালো লোকটার হাতের অবস্থা খুব একটা ভালো নয় এবং ডাক্তার-নার্স দেখানো দরকার।

"জানি, কিন্তু একটু পরে। এখন আমি এখানে একটু আরাম করে বসতে চাই।" দু'জনে কিছুক্ষণ নীরব থাকে। "ড্রিঙ্ক করব আর ফিসফিসিয়ে কথা বলব...। এখানে সবসময় রাত হয়ে থাকে । মানুষজন সুর্যের আলো থেকে ভেতরে এসে চুপি চুপি হাঁটে।"
সে আবার গ্লাশে চুমুক দেয়, যেন ব্যাথার ওষুধ খাচ্ছে। মেয়েটা মুচকি হাসে। "এবার বাজনা হবে।" সে উঠে দাড়িয়ে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে মৃদু শব্দে ব্যান্ডস্ট্যান্ডের বাজনা চালিয়ে দেয়। তারপর আবার মেয়েটার সামনে এসে বসে। "অনেক ব্যাথা করছে কিন্তু ভালো লাগছে।" সে চেয়ারে হেলান দিয়ে হাতের গ্লাশ উঁচিয়ে ধরে। "বেঁচে আছি।" মেয়েটা নিজের গ্লাশটা তুলে নিয়ে চুমুক দেয়।

"ঐ দাগটা কেমন করে হল?" সে মেয়েটার নাকের পাশটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে জানতে চায়। মেয়েটা সরে যায়।
"লজ্জা পেও না...কথা বল। তোমাকে কথা বলতেই হবে।" সে চায় মেয়েটা তার কাছে নিজেকে খুলে ধরুক, মনের রাগ ঢালুক, যদিও রাগের কথা সে এখন শুনতে চায় না। ওহরিডা লেক রেস্টুরেন্টের ভেতরে চেয়ারে বসে তার খুব স্বস্তি লাগছে, পিঠে চেয়ারের কাঠের স্পর্শ পাচ্ছে, মেয়েটার ওড়নাটা তার হাতে শক্ত করে বাঁধা। সে চায় মেয়েটা এই অন্ধকারে তার পাশে বসুক, কথা বলুক, তার আচ্ছন্নতার ঘোর থেকে সে বেরিয়ে আসুক।

"আমার শরীরে বিশটা দাগ আছে," সে বলে। "সারা শরীরে। একটা আমার কানে," সে ঘুরে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন দেয়ালের আলোটা তার মুখে পড়ে। "দেখেছ? আরেকটা আমার থুতনির নীচে, চোয়াল ভাঙার ফলে। একটা দড়ি পেঁচিয়ে গিয়ে এই সমস্যা। প্রায় মরতেই বসেছিলাম, ভালো যে শুধু চোয়ালের উপর দিয়ে গেছে। আরোও অনেক। আমার হাঁটু..." সে কথা বলতেই থাকে। তার বাহু জ্বলতে থাকে যেন গরম টারে ডোবান। হাঁটুতে মনে হয় যেন পেরেক ঢোকান। পান করতে থাকে, মেয়েটাকে আরেকটা ঢেলে দেয়, একটা নারী কণ্ঠের গান চলছে। মেয়েটা টেমেলকফের বকবকানীর মধ্যেও গানের কথাগুলো শুনছিল এবং নিঃশব্দে ঠোঁট মেলাচ্ছিল। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন ঘোরের মধ্যে আছে।

জীবনে এটাই প্রথমবারের মত একজন মদ্যপের সাথে একটা ম্যাসেডোনিয়ান বারে - যে কোন বারে – এসেছে মেয়েটা। বার্নিশ করা টেবিল থেকে অনুজ্জ্বল দ্যুতি বের হয়, ডোরা কাটা টেবিল ক্লথ গুলো তুলে ভাঁজ করে কোথাও গুছিয়ে রাখা হয়েছে। সার্ভিং কাউন্টার সহ সংলগ্ন এলাকার উপর শামিয়ানা ঝুলছে। সে বোঝে ভেতরের এই অন্ধকার ম্যাসিডোনিয়ার রাতের প্রতিরূপে সৃষ্টি করা যেখানে খদ্দেররা বাইরে খোলা আকাশের নীচে টেবিলে বসে খায়। সামান্য যেটুকু আলোর ছটা আসে সেটুকু আসে হয় বার থেকে, নয়ত মিটি মিটি জ্বলতে থাকা নক্ষত্র থেকে, নতুবা কমলা এবং লাল রঙের আলোয় সাজানো কোন ঘড়ি থেকে। কেউ এই রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকলে তাদের কাছে মনে হবে তারা যেন একটা পুরানো বলকান চত্বরে পা রাখছে। একটা ভায়োলিন বাজছে। জলপাই গাছ। চিরস্থায়ী সন্ধ্যা। কুঞ্জবনের মত ওয়ালপেপার লাগানোর কারণটাও এবার পরিষ্কার হয়। কাকাতুয়ার ভাষাও যেন সে বুঝতে পারে।

লোকটা কথা বলেই চলে, এক পর্যায়ে বলে কিভাবে রেডিওতে গান শুনে শুনে সে শিখেছিল ইংরেজী শব্দ এবং তার উচ্চারণ। সে নিজের সম্বন্ধে কথা বলে যায়, ক্লান্ত, বুঝতেও পারে না তার কণ্ঠ থেকে কথা দু'টি ভিন্ন ভাষায় নির্গত হচ্ছে। মেয়েটি সব কিছু মনযোগ দিয়ে শোনে এবং মনে রাখার চেষ্টা করে। লোকটা লক্ষ্য করে মেয়েটার দৃষ্টিতে প্রাণ ফিরে এসেছে, চারপাশে নজর বুলিয়ে পরিবেশটাকে বোঝার চেষ্টা করছে সে। হাতের আঙ্গুল দুলিয়ে রেডিওর গানের সাথে ছন্দ মেলানোর চেষ্টা করছে।

লোকটা নড়েচড়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে, মেয়েটার নীল চোখ জোড়া তাকে অনুসরণ করছে। সে মদ খেতেই থাকে, গ্লাশের ভেতরে গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ে যেন সেখান থেকে উঠে আসা বাষ্প তার চোখের ভেতরে গিয়ে জ্বলবে, তাকে জেগে থাকতে সাহায্য করবে। তারপর লোকটা মেয়েটার দিকে ফিরে তাকায়। কত বয়েস হবে? তার বাদামী চুল খুব ছোট করে ছাটা, মাত্র গজিয়েছে মনে হয়। তার ইচ্ছে হয় সেই চুলের ভেতর সে হাত বোলায়।

"তোমার চুলটা খুব সুন্দর," সে বলে। "আমাকে সাহায্য করবার জন্য ধন্যবাদ। ড্রিঙ্কস টা খাবার জন্যও ধন্যবাদ।"
তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রাখে মেয়েটা, মনযোগ দিয়ে তাকে পর্যবেক্ষন করে। মনে হল তার ভেতরে যেন শব্দেরা গুনগুনিয়ে উঠছে, যে কোন মুহুর্তে বেরিয়ে আসতে পারে। লোকটার নাম তার জানতে ইচ্ছে করে। নিজের নামটা বলতেই ভুলে গেছে সে। "তোমার চুলটা খুব সুন্দর।" লোকটার কাঁধ দেয়ালের সাথে ঠেস দেয়া, সে মুখ তুলে তাকানোর চেষ্টা করছে। তারপর তার চোখজোড়া বুজে এলো। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে। যেন কত কাল সে ঘুমায় নি। মেয়েটা তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এখন তবুও তার ঘুম ভাঙবে না।

মেয়েটার মনে হল সেখানে সে ছাড়া আর কেউ নেই। অন্ধকার ছম ছমে পরিবেশে। একটা ড্রিঙ্ক খেয়েই তার মুখে একটা জঘন্য স্বাদ লেগে আছে। সে উঠে জিঙ্কের কাউন্টারের পেছনে হেঁটে গিয়ে পানির ট্যাপ খুলে মুখ ধুল। রেডিওর ডায়ালটা সামান্য ঘোরাল কিন্তু আবার আগের স্টেশনেই রেখে দিল। একটু আগে লোকটা যে গানটা গেয়েছিল সেই গানটা শুনতে ইচ্ছা করছে, গায়কের কণ্ঠ ছিল যেমন অদ্ভুতরকম শক্তিশালী তেমনি অলস, ধীর। আয়নায় নিজেকে দেখল। তার চুল দেখা যাচ্ছে। অনুচিত। সে নিজের চুলে হাত বোলায়। তারপর আয়নার সামনে থেকে সরে আসে।

সামনে হেলে সে ঠান্ডা জিঙ্কের উপর গাল ছোঁয়ায়। সেই শীতলতা যেন মাঝ রাতের শৈত্যতাকেও হার মানায়। তার চোয়ালে সেই স্পর্শ লাগে, চোখের পাতায় লাগে। সে মাথা নাড়িয়ে কপাল ছোঁয়ায়। সেই জিঙ্কটা যেন অন্য এক দিগন্তের শুরু। সেই ধুসর সমুদ্রে সে তার কান চেপে ধরে। শোনার চেষ্টা করে সারাদিনে সেখান দিয়ে চলে যাওয়া গ্লাশের স্মৃতি। ছলকে পড়া মদ আর মোছার কাপড়। সরল স্বীকারোক্তি। *টাবুলা রাসা*। পরিষ্কার স্লেট।

টেবিলের উপর ঘুমন্ত লোকটাকে সে ভালো করে বসিয়ে দেয় যেন ঘুমের ঘোরে নিজের হাতের উপর পড়ে না যায়। তোমার নাম কি? সে ফিসফিসিয়ে বলে। তারপর নীচু হয়ে তাকে চুমু খায় এবং ঘরটার ভেতরে হাঁটতে থাকে। এ যেন একটা বাগান। এখানে অচেনা মানুষেরা একটা মথের মত আলতো করে চুমু খায়, সে ভাবে।

***

মাঝে মাঝে যখন উপত্যকাটা কুয়াশায় ঢেকে যায়, কর্মীরা তখন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে। তারা যে রাস্তা ধরে কাজে আসে সেটা শ্বেতধবল ধোঁয়াটে দিগন্তে হারিয়ে যায়। কি আছে তার ওপাশে? তারা তিন চারজনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হাঁটে। ব্রিজটা তৈরী করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকে মারা গেছে। এই জাতীয় আবহাওয়ায় ভয়টা বিশেষ রকম বেশী...মনে হয় যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক পাখি হঠাৎ উড়ে এসে তাদের কাউকে ঠোঁটে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাবে...

নিকোলাস মাথার টুপি রেখে, হার্নেসে শরীর গলিয়ে দিয়ে ব্রিজের কিনার থেকে কুয়াশা ভেদ করে ত্রিশ ফুট নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে ব্রিজের মূল কাঠামোটার নীচে ঝুলতে থাকে। নজর একেবারেই চলে না, শুধুমাত্র নিজের হাত আর তার পুলির রশিটা দেখা যায়। মাত্র ভোর ছয়টা বাজে কিন্তু ইতিমধ্যেই অন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার মনে হয় তারা সবাই যেন কোন এক রুপকথার চরিত্র।

ঝুলন্ত কাঠামোগুলোর ঝাঁঝরির মত দেখতে অবয়বের সাথে সমান্তরালে ঝুলতে থাকে সে। সাবলীল ভঙ্গিতে পা রাখে লোহালক্কড় আর কাঠের জঙ্গলে, যেন এক ডুবুরী নিমজ্জিত কোন জাহাজের মধ্যে সাঁতরে ঢুকেছে, যে কোন মুহুর্তে জাহাজটা উল্টে গিয়ে হারিয়ে যেতে পারে গভীরতর সমুদ্রে। নিকোলাস টেমেলকফ উপর থেকে নামিয়ে দেয়া ইস্পাতের অংশগুলোকে জোড়া দিতে দিতে টেনে নিয়ে যায় পরবর্তি জেটিতে। কুয়াশার ভেতর দিয়েই কাজ করে যায় সে। বিশাল ক্রেন বহন করে নিয়ে যায় ষাট ফুট লম্বা ইস্পাতের পাত, যার অন্য প্রান্তে একটা ক্ষুদ্র বস্তুর মত আটকে থাকে সে। ইস্পাতের পাত সহ নিকোলাসকে একটা অস্থায়ী পথের উপর তুলে নেয়া হয়, সেখান থেকে বাকীটুকু 'ট্রাভেলার সিস্টেম' সামলায়। ব্রিজের পশ্চিম প্রান্তে একটা ট্রাভেলার ব্যবহার করে ১৫০ ফুটের সম্পূর্ণ অংশটাকে সোজা দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। একটা ট্রাভেলার হচ্ছে খাঁচার মত দেখতে একটা কাঠামোর উপর দুটি বিশাল ক্রেন এবং সেটা যে কোন অবস্থান থেকে বারো টন পর্যন্ত ওজন শূন্যে তুলে ফেলতে পারে। ব্রিজের সদ্য সমাপ্ত অংশ থেকে অবলীলায় মালপত্র তুলে নিতে পারে সেটা।

নিকোলাস *ট্রাভেলারের* সাথে নিজেকে কখন বাঁধে না। তার দড়ি এবং পুলি বাঁধা থাকে ব্রিজের যে অংশগুলোর কাজ শেষ হয়েছে সেগুলোর সাথে। অতীতে ট্রাভেলার দুই বার নীচে পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে সে কোন ঝুঁকি নেয় না। কিন্তু যন্ত্রটার ঠিক পাশেই সে ঝোলে, চোখ ধাঁধানো শ্বেত ধ্ববলতায়, তার ভেতর দিয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে যতক্ষণ না ইস্পাতের নতুন পাতগুলোকে ব্রিজের পরবর্তি প্রান্তের সাথে জুড়ে না দিতে পারে। সে পাতগুলোকে বোল্ট দিয়ে আটকায়, বিশাল রেঞ্চের শেষ কয়েকটা ঘুর্ণনের জন্য শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের শরীরের সমস্ত ওজন ব্যাবহার করে। পুলিতে দশ ফুটের মত দড়ি আলগা করে রেঞ্চটাকে আটকায়, তার পর দুই ফুট লম্বা হ্যান্ডেলের উপর লাফিয়ে পড়ে, যতখানি সম্ভব নীচে নেমে যায় সেটার সাথে, বোল্টটা ঘোরে, সে শূন্যে ছিটকে যায়, দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর পর একটা ঝাঁকি খায়। সে পুলি দিয়ে নিজেকে টেনে উপরে তোলে এবং আবার একই রুটীনের পূনরাবৃত্তি করে। মিনিট দশেক পরেই তার মনে হয় তার শরীরের প্রত্যেকটা হাঁড় যেন ভেঙে গেছে – বাতাস মন হয় কনক্রিটের মত, তার শিরদাঁড়ায় যেখানে দড়িটা ঝাঁকি খায় সেখানে ব্যাথা করতে থাকে।

নীচের লেভেল থেকে ট্রাভেলারের সাথে সাথে সেও উপরে উঠতে থাকে, কুয়াশার ভেতর দিয়ে উপরে বসে থাকা ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে নাম্বার বলে, যে কাঠের জাফরি সে ধরে থাকে সেটা ভয়ানক শব্দ করে, জাফরির নড়া চড়ার তীব্র আওয়াজে তার কন্ঠ প্রায় চাঁপা পড়ে যায়... এক-দুই-তিন-চার ... এটাই তার একমাত্র ভাষা। একদিন রাতে সে যখন কাজ করছিল সেই সময় পুরো ট্রাভেলারটা হঠাৎ ধ্বসে নীচে পড়ে যায়, একটা ধাতব বলয়ের মত আছড়ে পড়ে উপত্যকার গভীরে। দড়ির শেষ প্রান্তে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে সে জানত পতন থেকে রক্ষা পেলেও যে পুরু তারগুলো ছিঁড়ে গিয়ে বাতাসে সাপের মত ফুঁসছে সেগুলো থেকে সে রক্ষা নাও পেতে পারে। ঝুলে উল্টো পথে ফেরার সময় সে নিজের শরীরটাকে গোল্লা পাকিয়ে একটা বলের মত করে ফেলে যেন তীব্র বেগে ছুটে আসা ছেঁড়া তারের সাথে তার সংঘর্ষ না হয়। তার আগে যে লোকটা এখানে কাজ করত ঐ ধরণের একটা দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। তার শরীরটা দু' টুকরা হয়ে গিয়েছিল। তাকে পাওয়া গিয়েছিল ঘন্টা খানেক পর, তার শরীরের একটা অংশ তখনও দড়িতে ঝুলছিল।

সকাল আটটার মধ্যেই কুয়াশা সরে যায়। কিন্তু কর্মীরা ইতিমধ্যেই ঘন্টা দুয়েক কাজ করে ফেলেছে। তারা কাছেই কোথাও টার ফেলে সমান করতে লেগে গেছে, তার গন্ধ উপরে নিকোলাসের নাকেও এসে লাগে। সে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে ট্রাভেলারের পরের কাজটার

সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তার নীচে ডন রিভার, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক, সি. এন. এবং সি. পি. রেলওয়ে ট্র্যাক এবং রোজডেল ভ্যালে রোড। সে ঘরবাড়ী এবং শ্রমিকদের অস্থায়ী বাসস্থান গুলো দেখতে পায়, ভালো কাঠের তৈরি সেই বাসাগুলিকে পুরানো দিনের তাবুর মত দেখায়। বাতাসে তার ঘাম শুকিয়ে যায়। সে বিড় বিড় করে আপন মনে ইংরেজীতে কথা বলে।

***

অহরিডা লেক রেস্টুরেন্ট থেকে নীল আলোয় আলোকিত চিকন একটা করিডোর চলে গেছে বাইরের রাস্তার দিকে, মেয়েটা সেই নীল করিডোরে পা রাখে। ঠিক সেই মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে যায় তার ভবিষ্যৎ, ভোর ছয়টায়, বাইরের পৃথিবীতে পা রাখার আগেই। কাকাতুয়া এলিসিয়া তার প্রস্থান দেখে এবং তার পর তার মনযোগ চলে যায় লোকটার উপর যে তার চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে, এক হাত টেবিলে, হাতের তালু উপরের দিকে ফেরানো যেন ভিক্ষা চাইছে, তার মাথা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা একটা শিরস্ত্রাণের পাশেই ঠেস দেয়া। সে এখন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, তার খোলা হাতের তালু অবশ এবং কঠিন মনে হয়। বছর পাঁচেক অতীতে কিংবা বছর দশেক ভবিষ্যতে গেলে, মেয়েটা তার শরীরে এবং চুলে ময়দার গন্ধ পেত, কারণ সে খামিরের পাশে গুটলি পাকিয়ে শুয়ে থাকত যেন তার শরীরের তাপে খামির ফুলে ফেঁপে ওঠে। কিন্তু এখন সেই হাতজোড়ার কাঠিন্যই শুধু মনে থাকবে মেয়েটার, কাঠের সাথে কাঁচের ঘর্ষণের মত।

***

কমিশনার হ্যারিস কখন নিকোলাস টেমেলকফের সাথে কথা বলে না কিন্তু সে প্রায়ই তাকে লক্ষ্য করে, বিশেষ করে যখন সে হার্নেস পরে ব্রিজের কিনারায় হাঁটে এবং ইঞ্জিনিয়ার টাইলরের বিভিন্ন নির্দেশ শোনে। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন কিন্তু হ্যারিস জানে সে মনযোগ দিয়ে শুনছে। নিকোলাস কখন কারো দিকে সরাসরি তাকায় না যেন সে কারো মুখ দেখতে চায় না, যেন তাকে দেয়া নির্দেশগুলো সে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুনতে চায়।

তার নজর থাকে সবসময় বিভিন্ন বস্তুর উপর। কাঠ, রেলিং, দড়ির ক্লিপ। স্যান্ডউইচ খাবার সময় সেটার দিকে কখন তাকায় না সে, বরং চোখ থাকে অন্য কারো উপর যে হয়ত উঁচু রেলিঙয়ে পুলি লাগানোর চেষ্টা করছে, কিংবা আর্কিটেক্টের দামী জুতায়। একটা কর্ক লাগানো সবুজ বোতল থেকে সে পানি খায় কিন্তু তার নজর একশ' ফুট দূরে। সে জানেও না যে অন্যরাও তাকে সবসময় লক্ষ্য করছে। তার কোন ধারণাই নেই যে তার প্রতিটা নড়াচড়াই খুব ঝুঁকিপূর্ণ। নিজেকে নিয়ে সে কখনই ভাবে না। যে কারনে হ্যারিস এবং অন্যদের কাছে সে যেন এখনও একজন বালক মাত্র, খেলনা গাড়ির জন্য পাগল একটা বালক, এমন একটা অধ্যায় যেটা সব পুরুষই একটা না একটা সময়ে পেরিয়ে যায়।

নিকোলাস কাঁত হয়ে ঝুলতে থাকা প্যাঁচানো দড়ির দিকে তাকিয়ে ব্রিজের উপর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ শুন্যে, স্বচ্ছ বাতাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর আর হ্যারিস তাকে দেখতে পায় না, ঝাপসা ভাবে দেখে শুধু তার দড়িটা। ফুট বিশেক নীচে গিয়ে বুকের উপর একটা ঝাঁকি খেয়ে থামে নিকোলাস। মাঝে মাঝে ডেকে কর্মরত মানুষেরা তাকে বিভিন্ন ধরনের গান গাইতে শোনে, আস্তে আস্তে অক্ষর ভেঙে ভেঙে গায় যেন একটা প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে দেখছে সব যথাযথ আছে কিনা, তারপর নিজের ইচ্ছেমত একটা অক্ষরকে তুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সেখানে অন্য একটা অক্ষরকে বসিয়ে দিচ্ছে। তার দৃষ্টির মতই, সে যেহেতু তার আশেপাশের কারো কথাবার্তাই শোনে না, সে মনে করে অন্য কেউও তার কথা শুনছে না।

নিকোলাসের কাছে ভাষা অনেক কঠিন একটা বিষয়, সে শূন্যে যা করে তার চেয়ে অনেক কঠিন। সে তার নতুন ভাষাটা পছন্দ করে, অসম্ভব কঠিন মনে হলেও। "সে কি আমাকে ভালোবাসে? – নিশ্চয়! আমি কি তাকে ভালোবাসি? – অবশ্যই!" চল্লিশ ফুট লম্বা পাইপগুলো বাতাসে ভাসিয়ে ট্রাভেলারের কাছে নিতে নিতে নিকোলাস গান গেয়ে ওঠে। হ্যারিসকে সে চেনে। চৌষট্টি ফুট ছয় ইঞ্চি – ব্রিজের উপর সাইড ওয়াক থেকে সাইড ওয়াক পর্যন্ত হাঁটতে হ্যারিসের যে সময় লাগে সেটা দেখেই সে জানে এটা হ্যারিস; তার দামী পশমি কোট যেটা পাঁচজন কর্মীর এক সপ্তাহের বেতনের চেয়েও বেশী মূল্যবান হবে – সেটা দেখেও সে জানে।

যে বিশেষ পরিবর্তন উত্তর আমেরিকায় ইমিগ্রেশনের পথকে আলোকিত করে তা হচ্ছে সবাক ছায়াছাবি। নিঃশব্দ ছবি বিনোদন ছাড়া আর কিছুই না – মুখে একটা পাই ছোড়া, একটা ফুলবাবুকে একটা বিয়ার স্টোর থেকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা ভালুক – সব ঘটনা ঘটে ভবিতব্য আর সময় দিয়ে, ভাষা আর যুক্তি দিয়ে নয়। ভবঘুরের কথায় পুলিশ কান দেয় না। লাঠির বাড়ি থেকে বাঁচার জন্য ভবঘুরে একটা জানালা দিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ে এক বিশালদেহী মহিলার গোছলখানায় গিয়ে ঢুকে পড়ে। দুঃস্বপ্নের মত কমেডি। চ্যাপলিন যখন বেলকনি বিহিন দোতলার কিনারে চোখ বেঁধে রোলার স্কেটিং করে তখন দর্শকরা সন্ত্রস্ত ভাবে হেসে ওঠে। কেউ তাকে চীৎকার করে সাবধান করে না। সে কথা বলতেও পারে না, কথা শুনতেও পায় না। উত্তর আমেরিকা এখনও ভাষাহীন, ইঙ্গিত, কাজ এবং বর্ণই এখনও একমাত্র পাথেয়।

কিন্তু নিকোলাস ১৯১৪ সালে পাসপোর্ট ছাড়া কানাডা এসেছিল ভাষার কারণেই – এক লম্বা নীরব ভ্রমন। ব্রিজের নীচে ঝুলতে ঝুলতে সে নিজেকেই শোনায় তার অভিজ্ঞতার কথা, ঠিক যেভাবে একদল লোক যারা মেসিডোনিয়া ফিরে গিয়ে আপার আমেরিকার গল্প বলত, জুডাসের ছাগলের মত পশ্চিমে তারাই ছিল প্রথম বিসর্জন।

ড্যানিয়েল স্টেনফ তাদের সবাইকে প্রলুব্ধ করেছিল। উত্তর আমেরিকায় সবখানেই টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি আর পদে পদে বিপদ। ঘুরতে ঘুরতে যাবে, ফিরে আসবে বিশাল বড়লোক হয়ে; ড্যানিয়েল ফিরে এসে একটা ফার্ম কিনেছিল। বিদেশে এক মাংশের কম্পানীতে কাজ করতে গিয়ে একটা হাত হারানোর ফলে ক্ষতিপুরন পেয়েছিল সে। সে হাসত সেটা নিয়ে। তার ভালো হাতটা দিয়ে টেবিলে জোরে থাবড়া মেরে সে সর্দি গলায় খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলত, ওরা সব গাঁধার দল, ভেড়া! যেন তার বাহুটা ছিল একটা শুকনো গরু যেটা দেখিয়ে সে কানাডিয়ানদের গাধা বানিয়েছিল।

পুরো চুক্তিটার সহজতা দেখে টেমেলকফ খুব আশ্চর্য হয়েছিল। সে মানশ্চক্ষে দেখতে পেত স্টেনফ কসাই খানার মেঝেতে ইঞ্চি দুয়েক পুরু গরুর রক্তের মধ্যে শুয়ে ধড়ফড় করছে, ব্যাথায় গরুগুলোর চেয়েও জোরে চীৎকার করছে, তার একটা বাহু নেই, তার ভারসাম্যতা হারিয়ে গেছে। সে যখন অশিমা গ্রামে ফিরে আসে তার জামার একটা হাতা স্কার্ফের মত নড়াচড়া করছিল আর সাথে ছিল একটা জমি কিনবার জন্য কিছু অর্থ। সে দুটি হাতই আছে এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতে।

বছর দশেকের মধ্যে ড্যানিয়েল স্টেনফ সবাইকে তার আজগুবি গল্প বলে ত্যাক্ত করে ফেলে। গ্রামের বাচ্চাগুলো কবে আরেকটু বড় হবে এবং তাদেরকে সে তার আপার আমেরিকার দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প বলে কবে বিমোহিত করতে পারবে সে যেন সেই অপেক্ষাতেই থাকত। ড্যানিয়েল তাদেরকে বলেছিল সে আসলে দুই হাতই হারায় কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেই দিন সেই কসাই খানায় একজন দর্জি উপস্থিত ছিল। ডেডোরা নামের সেই দর্জিটা একটা বিড়ালের নাড়িভুঁড়ি বের করে ড্যানিয়েলের ডান হাতটা সেলাই করে লাগিয়ে দিয়ে যখন অন্য হাতটা নিতে গেছে তখন দরজার কাছে যে কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে থাকত তাদের একটা সেটা নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। মরা গরুগুলোকে কাটাকাটি করতে করতে চোখ তুলে তাকালেই তাদেরকে দেখা যেত। সারাদিন কাজের শেষে রক্ত লাগা আলখেল্লা আর বুট পরে যখন বাসায় ফিরত তখন ঐ কুকুরগুলো তাকে অনুসরন করত এবং তার গোড়ালি থেকে রক্ত চেটে চেটে খেত।

সেই এলাকার অল্প বয়স্ক সব বাচ্চারাই স্টেনফের সেই গল্প শুনেছিল এবং সে তাদের কাছে বেশ একজন বীরে পরিণত হয়েছিল। বিরক্ত পেট্রফের আউটডোর বারের সামনে অশিমার হাই স্ট্রিটে মানুষজনের সামনে জামা খুলে সে সবাইকে তার হাত দেখিয়ে বলত, দেখ, ডেডোরা এমন ভালো কাজ করেছে যে দেখে বোঝাই যায় না। তার ভালো হাতের কাঁধে একটা কল্পিত চক্র কেটে সে দেখাত। বাচ্চারা সেটার সাথে তার কাটা বাহুটার পার্থক্য দেখেই ধারণা করে নিত ডেডোরার কাজের দক্ষতা।

নিকোলাস যখন পঁচিশ বছর তখন শুরু হল বলকানের যুদ্ধ। তার গ্রাম যখন জ্বালিয়ে দেয়া হল তখন সে তার দুই বন্ধুর সাথে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যায়। পুরো দুই দিন এবং এক রাত পর তারা পৌছায় ট্রিকালাতে। তাদের সাথে ছিল খাবার এবং এক থলি কাপড়। এরপর তারা এথেন্সগামী একটা ট্রেনে লাফিয়ে উঠে পড়ে। নিকোলাসের জ্বর ছিল, সে ঘোরের মধ্যে ছিল, ধোয়াচ্ছন্ন কম্পার্টমেন্টের মধ্যে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, তার ইচ্ছে হয়েছিল লাফিয়ে ছাদে গিয়ে উঠতে। গ্রীসে তারা এক বোটের ক্যাপ্টেনকে ঘুষ দেয় তাদেরকে ট্রিস্টে নিয়ে যাবার জন্য। সেই সময় তাদের সবারই জ্বর। তারা একটা অব্যাবহৃত ফ্যাক্টরির বেসমেন্টে চুপচাপ ঘুমায়, নিজেদের শরীর গরম রাখার চেষ্টা করে। সুইজারল্যান্ডে ঢোকার সময় কোনরকম অসুস্থতার ইঙ্গিত থাকলে চলবে না। তারা ছয় সাত দিন ফ্যাক্টরির বেসমেন্টে কাটায়, তাদের সময়ের কোন হিসাব থাকে না। একজন জ্বরে প্রায় মরতে বসেছিল। শরীর গরম রাখবার জন্য তারা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাত। তারা ড্যানিয়েল স্টনফের আমেরিকা নিয়ে আলাপ করত।

ট্রেনে সুইস ডাক্তার তাদের সবার চোখ পরীক্ষা করল এবং তাদের চার বন্ধুকে বর্ডারের অন্য পারে যেতে দিল। তারা ফ্রান্সে ঢুকল। লা হাভ্রেতে তারা একটা পুরানো পশুবাহী বোটের ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলল। সে যাচ্ছিল নিউ ব্রানসউইকে।

এই যাত্রায় তার দুই জন বন্ধু মারা যায়। এক ইটালিয়ান শেখায় কিভাবে পশুর খোঁয়াড়ে রক্ত খেয়ে শরীর মজবুত রাখতে হয়। সেই বোটের নাম ছিল লা সিসিলিয়ান। তার এখনও নামটা মনে আছে। আদ্যিকালের সেই বোটে চড়ে তারা সেন্ট জনে পৌঁছায়। কানাডাকে মনে হয় আদিম কোন স্থান। তাদেরকে আধা মাইল হেঁটে স্টেশনে যেতে হয়। সেখানে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়। তাদের মৃত বন্ধুদের ঝোলা থেকে প্রয়োজনীয় যা জিনিষ নেবার নিয়ে তারা হেঁটে কানাডার দিকে রওনা দেয়।

তাদের বোট এতো নোংরা ছিল যে তাদের সবার শরীরেই জোঁক হয়। পায়খানার পাশের পানির ট্যাপের কাছে মালপত্র নামিয়ে রেখে তারা নগ্ন হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোছল করে যেন আয়নায় নিজেদেরকে দেখে। পরস্পরের শরীর থেকে জোঁকগুলো বেছে বেছে তুলে ফেলে ঠান্ডা পানি এবং কাপড় দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলে। সময়টা নভেম্বরের শেষ দিকে। তারা জামা কাপড় পরে কাস্টমস শেডে চলে যায়।

নিকোলাসের কোন পাসপোর্ট ছিল না, এবং ইংরেজীতে একটা শব্দও বলতে পারত না। তার কাছে দশটা নেপোলিয়ান ছিল, যেগুলো সে বর্ডারে দেখায় নিজের স্বনির্ভরতা বোঝানোর জন্য। কানাডার সরকারের উপর সে নির্ভরশীল হবে না। তারা তাকে যেতে দেয়। সে আপার আমেরিকায় পা রাখে।

সে একটা ট্রেন নিয়ে টরন্টোর উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেয়, সেখানে তার গ্রামের অনেকে বাস করে, অচেনা অজানা মানুষদের মাঝে তাকে থাকতে হবে না। কিন্তু কোন কাজ পেল না। সুতরাং সে আরেকটা ট্রেনে চড়ে সাডবারির কাছে কপার ক্লিফে গেল, যেখানে একটা মেসিডোনিয়ান বেকারীতে কাজ নিল। তাকে মাসে সাত ডলার দেয়া হত, সাথে খাওয়া এবং ঘুমের জায়গা। ছয় মাস পর সে যায় সু

সেন্ট ম্যারিতে। সে তখনও ভালো ইংরেজী বলতে পারে না। ফলে সিদ্ধান্ত নিল স্কুলে যাবে। সেখানেও সে রাতে একটা মেসিডোনিয়ান বেকারীতে কাজ করত। ভাষা না শিখলে খুব বেশীদুর সে যেতে পারবে না।

স্কুল ছিল ফ্রি। ক্লাশে ছেলেমেয়েরা ছিল দশ বছর বয়েসের, আর সে ছিল ছাব্বিশ। সে ভোর দুইটায় উঠে খামির বানাত সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত। সকাল নয়টার সময় স্কুলে যেত। শিক্ষকরা সবাই ছিল তরুণী এবং মানুষ হিসাবে অসম্ভব ভালো। সু'তে থাকাকালিন সময়ে নিজের ইংরেজী শিক্ষায় দ্রুত অগ্রগতি এবং ভয়ানক আসক্তির কারণে সে এক পর্যায়ে অনুবাদক হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তার স্বপ্নে গাছেরা শুধু তাদের নাম পরিবর্তন করে তাই নয়, তাদের রূপ এবং গুনও পরিবর্তিত হয়ে যায়। কুকুরেরা রাস্তায় তাকে পেরিয়ে যাবার সময় দ্রুত কথা বলে তার সাথে।

টরন্টোতে সে যখন ফিরে এলো তখন তার ভাষা জ্ঞান যথেষ্ট উন্নত। অধিকাংশ ইমগ্রান্টরা ইংরেজী শিখত গান শুনে, কিংবা সিনেমা দেখে, আর সিনেমা আসার আগে মঞ্চ নাটকে অভিনেতাদের কথা বার্তা নকল করে। অধিকাংশেরই একটা স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল কোন একজন অভিনেতাকে সারা জীবন ধরে অনুসরণ করা, তার সমস্ত সংলাপ মুখস্ত করা, তার সমস্ত প্লে বার দশেক পর্যন্ত দেখা, তাকে ছোট চরিত্র দিলে ক্ষেপে যাওয়া। সাধারণত ফক্স অথবা প্যারোট থিয়েটারে ইস্ট এন্ড প্রডাকশনের কোন স্টেজ নাটক হবার সময় অভিনেতাদের কিছু কিছু সংলাপ মেসিডোনিয়ানরা, ফিনরা এবং গ্রীকরা আধা সেকেন্ড বিরতি নিয়ে বারবার বলত উচ্চারণ ঠিক করবার জন্য।

এতে অভিনেতারা অসম্ভব রেগে যেত, বিশেষ করে এই ধরণের লাইন "ক্রিস্টিন, কে স্টোভটাকে লিভিংরুমে রেখেছে?" – যে কারণে বাড়ীটা পুড়ে যায় – যখন একসাথে কম করে হলেও সত্তর জন মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হত এবং অভিনেতার কণ্ঠ হারিয়ে যেত। যখন একজন বিখ্যাত অভিনেতা ওয়েন বার্নেট একটা নাটকে অভিনয় করার সময় হঠাৎ মারা গেল তখন এক সিসিলিয়ান কসাই তার চরিত্রে অভিনয় করে যেহেতু সমস্ত সংলাপ তার কণ্ঠস্থ ছিল। ফলে দর্শকদেরকে টাকাও ফেরত দিতে হয় নি।

কিছু অভিনেতারা বেশি জনপ্রিয় ছিল কারণ তারা ধীরে কথা বলত। ধীর সংলাপ, খানিকটা ব্লুস সঙ্গীতের মত যেখানে প্রথম লাইন তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়, খুব জনপ্রিয় ছিল। বহিরাগতরা তাদের নিজস্ব উচারণ থেকে বেরিয়ে এসে স্থানীয় আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলতে শুরু করে। নিকোলাস, দুর্ভাগ্যবশত, পরবর্তিতে তার মডেল হিসাবে বেছে নেয় ফ্যাটস ওয়াল্লারকে, ফলে সে যখন অনুল্লেখযোগ্য সংলাপ আর অজানা শব্দ বলত তখন তাকে কেউ ভাবত নাক উঁচু নয়ত সাংঘাতিক রকমের অসামাজিক অথবা অতিমাত্রায় প্রেমময়।

কিন্তু সে যখন ব্রিজে কাজ করত তখন তাকে সবাই নিঃসঙ্গ ভাবত। সে তার নতুন ভাষায় কিছু একটা বিড় বিড় করে বলতে শুরু করত এবং নিজের মনে হেঁটে চলে যেত। সে হয়ে ওঠে গোপনীয়তা এবং স্মৃতির এক সিন্দুক।

নিঃসঙ্গতা ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। তার সহকর্মীরা কেউই তাকে ভালোমত জানত না। সে ছিল দলের মধ্যে অদ্ভুত এক উপস্থিতি, তুষার ঢাকা গ্যারাজের ছাদের উপর একটা কুকুরের পায়ের ছাপের মত নিজের সম্বন্ধে শুধু ছোট ছোট কিছু তথ্য সে রেখে যেত।

***

আহ! একজন ডাক্তার তার হাত পরীক্ষা করছিল, এই শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল, স্বপ্নের খোলস ভেঙে সে বেরিয়ে এলো। আহ! ছয় ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে। কস্টাকে দেখা গেল। সে দেখল ওড়নাটা আর তার শার্ট কেটে ফেলেছে ডাক্তার। তারা তাকে জানিয়েছে, কোন একভাবে ডাক্তার তার হাতটাকে আবার সকেটে বসাতে পেরেছে।

সে তার হাত ঝাঁকিয়ে ওড়নাটার কাছে নিয়ে গেল, মনযোগ দিয়ে সেটাকে দেখল।

ভোরে কস্টা না আসা পর্যন্ত মেয়েটা তার সাথে ছিল। তার আহত হাতটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিল, ডাক্তার দেখাতে হবে, কিন্তু সে বেশীক্ষন থাকতে পারবে না। মেয়েটা কি সত্যিই কথা বলেছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ। তার কণ্ঠস্বর কেমন ছিল? হুম? তার সম্বন্ধে কস্টা কি আর কিছু জানে? সে মেয়েটার কালো স্কার্টের কথা উল্লেখ করে। চলে যাবার আগে নিকোলাস বারের চারদিকে খুঁজতে গিয়ে মেয়েটার গাউনের ছেঁড়া টুকরো পায়। গাউনটাকে কেটে ছোট করে স্কার্ট বানিয়েছিল মেয়েটা, বাইরে পরার উপযোগী করবার জন্য।

ব্রিজের সেই দুর্ঘটনার পর সেই সকালে সে যখন অহরিডা লেক রেস্টুরেন্টের বাইরের স্বচ্ছ বাতাসে পা রাখে চারদিকের দৃশ্য তার কাছে আর আগের মত অদৃশ্য থাকে নয়। হাঁটতে হাঁটতে নিকোলাস টেমেলকফ এখন সেই মেয়েটার চোখ দিয়ে দেখতে পায় পার্লামেন্ট স্ট্রিট। সে যখন ঘুমাচ্ছিল তখন মেয়েটা তার বেল্টে বাঁধা ছোট ব্যাগের মধ্যে খুঁজে চওড়া তার কাঁটা কাঁচিটা বের করে তার কালো গাউনের নীচের অংশটা কেটেছিল। সেইদিন সকালে সে যখন অহরিডা লেক রেস্টুরেন্ট থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসে সে তখন সেই মেয়েটার অনুভূতি অনুভব করতে থাকে। তার মন বলে ঐ মেয়েটাকে সে আবার খুঁজে পাবে।

কাছে না থেকেও দীর্ঘ প্রেমের অনুভূতি হতে পারে। সে যখন আচ্ছন্নতার মধ্যে কোন টাওয়ার কিংবা ব্রিজ থেকে গভীর ঘুমের অতল তলে ডুবে যাচ্ছিল সেই সময় মেয়েটার চুল নিয়ে কিছু একটা মন্তব্য করেছিল, সেই মুহুর্ত থেকেই জন্ম নিয়েছে এই প্রেম। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহুর্তটা নিকোলাসের কাছে সবসময় আতংজনক মনে হয় তাই সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমাতে যায় যেন আধা সেকেন্ডের সেই পতনের যে ভীতিকর অভিজ্ঞতা সেটা যেন সে অনুভব না করতে পারে যখন নিজেকে রক্ষা করার তার কোন উপায় থাকে

না। সেই আতংকের অনুভূতি তার কাছে মনে হয় ডমিনিওয়ন ব্রিজ কম্পানীর হয়ে যত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছে তার চেয়েও অনেক বেশী ভয়ের।

সে যখন পড়ে যাচ্ছিল, তার মনে পড়ে, সে অনুভব করেছিল একটা মেয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরেছে, তার নাম নিয়ে কৌতূহল দেখিয়েছে।

সে এখন তার উপস্থিতি অনুভব করে, তার জমজ স্বত্বা। তাদের দুজনকে যা একই সুতায় বেঁধেছে সেটা মেয়েটার জীবন রক্ষা করা নয় বরং তারপর যা ঘটেছে সেটা। রেডিওতে হারিয়ে যাওয়া গান। একজন নানের সৌন্দর্য দেখে তার ভাবনা চিন্তাহীন, সরল স্তুতি। তারপর পেছনে মাথা হেলান দিয়ে বসে একটু বেশীক্ষনের জন্য চোখ বন্ধ করেছিল, এবং ঘুমিয়ে গিয়েছিল।

এক সপ্তাহ পরে সে অন্যদের সাথে আবার সেই ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে যোগ দেয় যেটা টার এবং আগুন বহন করে এবং ব্রীজে তার কাজে ফিরে যায়। তার হাত সেরে গেছে, সে পিয়ার ডি থেকে পিয়ার সি তে ঝোলে এবং একজন নানের হারিয়ে যাবার গল্প সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে। সে তার দড়ির শেষ মাথায় অলসভাবে দাঁড়িয়ে থেকে উপরে ব্রিজের কাঠামোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে স্থির করে। এই উপত্যকার দৃশ্য সে যেকোন ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে ভালো জানে। একটা পাখীর মত। ইমানুয়েল বার্ক, ব্রিজের আর্কিটেক্টের চেয়ে ভালো, কিংবা হ্যারিস, কিংবা ১৯১২র সার্ভেয়রদের চেয়ে যারা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে অন্ধের মত কাজ করেছিল। এই দৃশ্য তাকে ঘিরে চক্রাকারে ঘোরে, সে এক গভীর আবেগে নিঃশব্দে ঝোলে, মেয়েটির অনুপস্থিতিতে চারদিকে তাকিয়ে তাকেই যেন খোঁজে।

এক বছরের মধ্যে সে তার জমানো টাকে দিয়ে একটা বেকারী খুলবে। সে তার পুলির ক্যাচ রিলিজ করে দিয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত ব্রিজ থেকে নীচে পড়তে থাকে।

সন্ধানী

প্যাট্রিক লুইস যখন টরন্টো শহরে এসে হাজির হল তার মনে হল সে যেন বহু বছর সাগরে কাটিয়ে মাটিতে ফিরে এসেছে। গ্রামে বড় হয়েছে সে সুতরাং তার বাল্যকাল কেটেছে একটা বিশেষ পরিবেশে - বেলরকের ছোট্ট গ্রামে, যার নদী পথ বেয়ে ভাসতে ভাসতে আসত মদ্যপেয়ী লগ ড্রাইভাররা, সারা শীতকাল ধরে হৈ হট্টগোল করে কাজ করত, এবং বসন্ত এলে তারা চলে যাবার পর স্থানীয়রা হঠাৎ নিস্তব্ধতায় একটু অবাক হত। এখন, একুশ বছর বয়েসে, সেই ছোট্ট গ্রাম থেকে বের হয়ে এসে ইউনিয়ন স্টেশনের বিশাল প্রাঙ্গনে একটা ধতব বস্তুর মত টুপ করে এসে পড়েছে নতুন করে জীবন শুরু করবার জন্য। তার না আছে কোন জিনিষপত্র, না কোন অর্থ। তার পকেটে এক টুকরো ফেল্ডস্পার আছে, ট্রেনে আসার সময় সারা পথ সেটাতে আঙ্গুল বুলিয়েছে। এই শহরে সে একজন ইমিগ্রান্ট।

তুষার ঝড়ের পর একটা মেইলবক্সের মধ্যে চিঠি যেভাবে ঠান্ডায় জমে যায়, প্যাট্রিকের মধ্যেও তার বাল্যকালের সমস্ত স্মৃতি সেইভাবে জমে আছে। তার শুধু মনে আছে সে রঙিন বস্তু ভালবাসত, শুভ্রতাকে অসহ্য লাগত, বার্নের বাদামী উষ্ণতায় গবাদী পশুর নিঃশ্বাস, ঘাম, এবং মল মুত্রের তীব্র গন্ধ সে এই টরন্টো শহরে এসেও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারে। সেই গন্ধ তার সঙ্গী হয়ে ছিল খড়ের বিছানায় প্রথম সংঙ্গমের পর যখন ক্ষুব্ধ মেয়েটা অপরাধবোধ থেকে তার গালে একটা চড় মেরেছিল। তার মনে পড়ে বরফে জমে যাওয়া কাপড়ের কথা, মানুষের শরীরের মত ভারী আলখেল্লাগুলো রান্নাঘরে বয়ে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে রাখা, আশা করা তার বাবা বরফ গলে চারদিকে পানি পানি হয়ে যাবার আগেই সেগুলো দেখবে।

তারপর আসত গ্রীষ্ম। মাছি এবং মশা। খড়ের মধ্যে নয় বরং খালের কালো পানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, বগলের নীচে জামাকাপড় চেপে ধরে উলঙ্গ হয়ে হেঁটে খামার বাড়িতে যাওয়া, রেউচীনী চিবানো। রেউচীনীর চকচকে আস্তরে কামড় দিয়ে ভেতরের শাঁষটা বের করে চুষে খাওয়া। খুব ক্ষুদ্র রাস্পবেরির দলা জিভে রেখে দাঁত দিয়ে খুব সাবধানে ছাড়িয়ে খাওয়া। গরমের দিনে মাঠে দাঁড়িয়ে সেই বিশেষ স্বাদটাকে ভীষণভাবে উপভোগ করা।

এখন, এই শহরে, সে নিজের কাছেই যেন নতুন, তার অতীত বাক্সবন্দী। টেলিফোন বুথের কাঁচে তার প্রতিবিম্ব দেখে সে। মসৃন মার্বেলের পিলার যেটা একেবারে উঁচু গোলাকার ছাদে গিয়ে ঠেকেছে তাতে হাত বোলায়, এই ট্রেন স্টেশন একটা রাজপ্রাসাদ, এর ভেতরের নানা বস্তু এবং গুহাগুলো সৃষ্টি করেছে এক ক্ষুদ্র শহর। সে এখানে শেভ করাতে পারে, খাবার খেতে পারে কিংবা তার জুতায় রঙ করাতেও পারে।

একজন ভদ্রলোককে দেখল সে, সুবেশী, তিনটা সুটকেস সাথে, চিৎকার করে এক ভিন্ন ভাষায় কথা বলছে। যারা তার চীৎকার শুনে বিরক্ত হচ্ছে তাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে লোকটা। কিন্তু কথা শুনে মনে হল হয় সে বিধাতার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করছে নয়ত শয়তানকে বলছে তাকে রেহাই দেবার জন্য। দুই দিন পর একটা লকার থেকে তার জিনিষপত্র নেবার জন্য স্টেশনে

এলো প্যাট্রিক। সেই লোকটাকে আবার দেখল, স্যুট পাল্টিয়েছে কিন্তু এখনও এই স্থানের আপেক্ষিক নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে যাবার সাহস জোগাড় করতে পারে নি, যেন এখান থেকে বাইরে বের হলেই সে কোন এক চোরাবালিতে গিয়ে পড়বে।

প্যাট্রিক একটা বেঞ্চে বসে জনতার ঢেউ দেখে, মানুষের কথাবার্তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনে। সে তার নিজের নাম ধরে ডাকে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে হতে সেটা ইউনিয়ন স্টেশনের সুউচ্চ ছাদের শূন্যতায় হারিয়ে যায়। কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না। তারা সবাই যেন একটা তিমির পেটের মধ্যে আটকা পড়ে আছে।

মিলিয়নিয়র এম্ব্রস স্মল যখন ১৯১৯ সালে হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন জানা যায় যে পুলিশের কাছে তার বার্টিলিয়ন রেকর্ড আছে। ১৮৮৯ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বার্টিলিয়ন আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করা হত ক্রিমিনালদের এবং মিসিং পার্সনদের সনাক্ত করবার জন্য। বার্টিলিয়নের প্রথা অনুযায়ী শরীরের বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ রাখা হত - মাথার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ডান কানের দৈর্ঘ্য, বাঁ পায়ের দৈর্ঘ্য, বাঁ হাতের মধ্যমার দৈর্ঘ্য, বাঁ হাতের দৈর্ঘ্য। নর্থ আমেরিকার নানা প্রান্ত থেকে বাসায়, জেলখানায় এবং মড়কখানায় মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ নিয়ে টরন্টো পুলিশকে পাঠানো হত। এক পর্যায়ে প্রায় ৫০০০ মানুষ নিজেকে এম্ব্রস স্মল বলে দাবী করে। কেউ বলে তাদের স্মৃতিশক্তি হারিয়ে গেছে, কেউ বলে বস্তায় ভরে তাদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছিল, স্কারবরো ব্লাফের প্রাকৃতিক এক গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, টেনে পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির উপর লম্বা করে ফেলা হয়েছিল, বেশী বেশী করে খাইয়ে মোটা করে ফেলা হয়েছিল, মাথার চুল ফেলে দেয়া হয়েছিল, বিশেষ ধরণের ওষুধ খাইয়ে তাদের স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছিল, তাদের শরীরের বর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছিল, তাদেরকে নারীতে রুপান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের ডান কানের দৈর্ঘ পরিবর্তন করা হয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু বর্তমানে তারা ক্ষুধার্ত এবং কপর্দকশুন্য এবং কেউ যদি দয়া করে পাঁচ শ ডলার ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়, কিংবা কানসাসের উইচিটায়, অথবা নিউফাউন্ডল্যান্ডের কর্নারব্রুকের নেলসনকে পাঠায় তাহলে বড়ই উপকার হয়।

হ্যামিল্টনের একটা মহিলা দাবী করে সে এম্ব্রসকে দেখেছিল তার গলা কাঁটা অবস্থায়। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে সে তার বালিশে রক্ত অনুভব করে, তাকিয়ে দেখে কেউ তার কাঁধে একটা কাটা গলা সেলাই করছে। সে ঘোষনা দেয় সেই এম্ব্রস স্মল। আরেকজন বলে সে মানশ্চক্ষে দেখেছে গ্র্যান্ড অপেরা হাউজের সিন্দুকের মধ্যে কাগজ পত্রের স্তুপের উপর একটা কঙ্কালকে গুটলি পাকিয়ে পড়ে থাকতে।

প্রেস প্রতিটা গুজবের খবর ঢালাও করে ছেপেছে।

উত্তরের রহস্যময় লোকের সাথে স্মলের সাদৃশ্য

– *স্টার, মে ২৭, ১৯২১ যদি আরোও তথ্য পাওয়া যায় তাহলে মৃতদেহ হয়ত কবর থেকে উত্তোলন করা হতে পারে।*

হুইটবি মাঠে কঙ্কাল পাওয়া গেছে

– *টেলেগ্রাম, জুন ২, ১৯২১*

"আমরা যখন সেটা খুঁড়ে বের করছিলাম তখন আমার মাথায় আসে যে এটা এম্ব্রস স্মল হবার সম্ভাবনা আছে," এন্টিং চিফ থমাস এই সন্ধ্যায় বিবৃতি দিয়েছেন।

আইওয়া ডিটেক্টিভ নিশ্চিত যে সে এ.জে.স্মলের সন্ধান পেয়েছে

– *মেইল, আগস্ট ১৬, ১৯২১*

জন ব্রফি, ব্রফি ডিটেক্টিভ এজেন্সীর প্রধান, আইওয়া, যাকে তার এসিস্ট্যান্ট চিফ অব পুলিশের কাজ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছিল, দাবী করেছে যে তার প্রহরায় একজন মানুষ আছে যে নিঃসন্দেহে এ.জে.স্মল। ব্রফি বলেছে সে স্মলকে উপস্থিত করবে যখন কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষ পুরস্কারের টাকা তার হাতে তুলে দেবে।

"এই লোকই স্মল," সে বলেছে।

পিস্তলের গুলীতে গলায়, মাথায় সহ শরীরের অন্যান্য স্থানেও অল্প বিস্তর আঘাত পেয়েছে লোকটা, তার দুটি পা-ও হাঁটু থেকে কেটে ফেলতে হয়েছে।

"নিজের ছবি দেখার পর স্মল আমাকে বলেছে, 'হঠাৎ কিছু একটা আঘাত করে আমাকে, সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়, তারপর ভয়ানক যন্ত্রনা বোধ করি। সেই মুহূর্ত থেকে এখানে না আসা পর্যন্ত আমার আর কিছুই মনে নেই। আমার মনে হয় আমি বোধহয় ওমাহাতে ছিলাম।'"

১৯১০ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এম্ব্রস স্মল ছিল টরন্টোর ব্যাবসা জগতের এক ধুরন্ধর ব্যাবসায়ী। সে সহায়-সম্পত্তির লেনদেন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, শূন্য থেকে শুরু করে সে থিয়েটার ম্যানেজমেন্টের জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আঠাশ বছর বয়েসে টরোন্টোর গ্র্যান্ড অপেরা হাউজ কেনার পর সে সারা ওন্টারিও প্রদেশের বিভিন্ন শহরে থিয়েটার কিনতে থাকে

– সেন্ট ক্যাথরিন, কিংস্টন, আরকনা, পেট্রলিয়া, পিটারবরো, এবং প্যারিস – যতক্ষণ না এই প্রদেশের সমস্ত থিয়েটারগামীদের সে তার জালের মধ্যে না আনতে পারে। সে ওন্টারিওর লন্ডনে তৈরী করে শিয়া-র হিপ্পোড্রোমের পরে উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় থিয়েটার। সে সব মিলিয়ে ছিয়ানব্বইটা থিয়েটারের মালিক ছিল। পরে সে রেসে জুয়া খেলতে শুরু করে, গ্রেহাউন্ড ছিল তার মোহের মত।

টেরেসা করম্যানকে বিয়ে করার ফলে নিজের বোনদের সাথে তার শত্রুতা তৈরী হয়। তার স্ত্রী ছিল প্রহিবিশনিস্ট। স্মল তাকে সপ্তাহে এক রাতের জন্য থিয়েটার দেয়। সে সেখানে মিতাচারের উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, কিন্তু কেউ দেখতে আসে না। "Pass by the open doorway, ignore the foul saloon," প্রায় শূন্য অডিটোরিয়ামে কোরাস গাওয়া হত। অন্য রাতগুলোতে বেনহার কিংবা নটি মিস লুইসের মঞ্চায়নের সময় অডিটোরিয়াম উপচে পড়ত। গ্লেন রোডের বাসায় স্মল নোংরা পার্টি দিত। শো গার্ল, জীবন্ত ময়ুর, ভোর পর্যন্ত মদ খেয়ে ধনবানরা মদ্যপ হয়ে উদ্দেশ্যহীণভাবে রোজডেল স্ট্রীট ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরত – তাদের শোফাররা একটা ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করত।

ওন্টারিওর প্যারিস শহরে ক্লারা ডিকেন্স নামে এক অভিনেত্রীর সাথে তার প্রেম হয়ে যায়। মেয়েটি ছিল একুশ, স্মল পঁয়ত্রিশ এবং সে তার স্বাতন্ত্রতা দিয়ে মেয়েটার মন জয় করে নেয়। সে ছিল একটা চরকির মত। ধুরন্ধর এক ক্যাপিটালিস্ট। এক বাজ পাখীর মত ওন্টারিওর উপর তার তীক্ষ্ণ নজর রেখে আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াত এবং যে কোন লাভজনক সম্পদের চিহ্ন দেখলেই কিনে নিত। সে ছিল এক ধূর্ত শিয়াল। খবরের কাগজওয়ালারা তাকে ঐ নাম দেয়। সে হাসত, তার সমালোচকদের চারদিকে অদৃশ্য এক অঙ্গুলী নাড়িয়ে সবাইকে কিনে ফেলে। হয় তারা তার কথা মত চলবে নয়ত হবে তার শত্রু। কোন বন্ধু নয়, কোন বন্দী নয়। দশম শতাব্দীতে একটা গ্রেহাউন্ড কিংবা বাজ পাখীর দাম ছিল একটা মানুষের দামের সমান, সে বলে বেড়াত।

প্রত্যেকদিন সকালে সে ঘুম থেকে উঠে হেঁটে এডেলাইড স্ট্রিটে গ্র্যান্ড থিয়েটারে তার অফিসে যেত। তার কর্মচারীদের আসার অন্তত এক ঘন্টা আগে সে থিয়েটারে পৌঁছাত এবং সারা দিনের কাজের পরিকল্পনা করত। এটাই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় সময়, তখন সে বসে বসে নানান ফন্দী ফিকির করত, মনে মনে নিলাম ডাকা নিয়ে জল্পনা করত, ইন্টারেস্ট রেট এবং তার বিপক্ষকে কিভাবে পরাজিত করবে তাই নিয়ে মাথা ঘামাত। সে আমদানি করা একটা এভোকাডো পিয়ার লম্বা লম্বা টুকরো করে কেটে তার রোল আপ ডেস্কে বসে খেতে খেতে চিন্তা করত। তার কর্মচারীরা এসে পড়বার আগেই সে তার সমস্ত জল্পনা কল্পনা শেষ করে ফেলত। সে তারপর যেত নাপিতের দোকানে, আয়েস করে বসে শেভ এবং ম্যানিকিউর করত। তার সারা দিনের কাজ ইতিমধ্যেই সারা হয়ে গেছে। এম্ব্রস স্মলের ধান্দাবাজীর যন্ত্র দিনভর সারা শহরময় তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে।

তার প্রেমিকা ক্লারা ডিকেন্সের সাথে সে ছিল আমোদী, উদার এবং মধুর। সপ্তাহে একবার কিংবা দু'বার এম্ব্রসের সাথে ক্লারার দেখা হত, তখন এম্ব্রসের সবচেয়ে সুন্দর দিকটাই সে দেখত। সে তাকে তার ময়ুর পার্টি থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত। তারা দূরে বেড়াতে যেত। স্মল হোটেল কেনে, বাড়ী কেনে নানা নামে, সারা ওন্টারিওময়। "আমি একটা চোর," সে বলত। "সব চোরকেই তাদের পালানোর পথ ঠিক করে রাখতে হয়।" সেই সব শহরের নাম, ভুয়া মালিকের নাম, সব তার মুখস্ত ছিল, কোথাও কোন রেকর্ড ছিল না। ক্লারার কাছে মনে হত লোকটা যেখানেই পা রাখত সেটাই সে গ্রাস করত।

১৯১৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে এম্ব্রস স্মল একটা এপয়েন্টমেন্ট মিস করে। তার ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে এক মিলিয়ন ডলার তুলে নেয়া হয়। হয় তাকে কেউ হত্যা করে কিংবা সে নিজেই আত্মগোপন করে। তার দেহ, মৃত কিংবা জীবন্ত, কখন পাওয়া যায় নি।

শতাব্দীর প্রথম দিকে অধিকাংশ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ছিল ভাবগম্ভীর এবং ধীর। বদমায়েশরাও সময় নিয়ে কাজ করত, তারা ট্রেনে, জাহাজে চলাফেরা করত। ১৯১০ সালে একটা জাহাজের উপর থেকে যখন ডাঃ ক্রিপেনকে এরেস্ট করা হয় রেডিও ফোন ব্যবহার করে (সে তখন *দ্য ফোর জাস্ট মেন* পড়ছিল) তখন সাধারণ মানুষ সেটা খুব একটা পছন্দ করে নি। কিন্তু এম্ব্রস স্মলের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাকে ধরবার জন্য চারদিকে ভীষণ হৈ হল্লা পড়ে যায়। জাগতীয় সকল ব্যপারে অভিযোগ করবার এটা যেন একটা সুযোগ সৃষ্টি করে। স্মলের বিবেচনাহীন ক্যাপিটালিজম ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যেকার পার্থক্যটা অতিমাত্রায় বিকশিত করে দিয়েছিল।

স্মলের উধাও হয়ে যাবার পর পুলিশ তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। এক বছরেও যখন পুলিশ তার হদিস বের করেতে ব্যার্থ হয় তখন তার পরিবার ৮০০০০ ডলারের পুরষ্কার ঘোষনা করে মিলিয়নিয়ারের খোঁজ পাবার জন্য। তখন সাধারণ মানুষ এই কেসে জড়িয়ে পড়ে। এইবার সবাই তার খোঁজে নেমে পড়ে। ১৯২১ সাল নাগাদ সপ্তাহে ৪ ডলারের বিনিময়ে সার্চার বা সন্ধানকারী পাওয়া যেত যারা বড় শহর এবং ছোট ছোট শহরে ঘুরে ঘুরে সন্দেহভাজন যে কাউকে ধরে ধরে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসত বার্টীলিয়ন পদ্ধতিতে তাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যংগের মাপ নিয়ে তারা স্মল কিনা সেটা নিশ্চিত করবার জন্য। সার্চাররা ছিল আগের শতাব্দীর সাংবাদিক চক্রের মত, এবং বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দল গজিয়ে ওঠে, তারা এমনভাবে এই ক্ষেত্রে অর্থ ঢালতে থাকে যেন গ্যাসোলিনের ভাণ্ডারে কিংবা সোনার খনিতে বিনিয়োগ করছে।

টরন্টোতে বছর খানেক নানা ধরণের কাজ কর্ম করার পর ১৯২৪ সালে প্যাট্রিক লুইস সার্চার হয়ে যায়। সার্চারদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো তখনও সক্রিয়। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু ফলাফল তখনও শূন্য। স্মলের বার্টীলিয়ন চার্টের সাথে কারো মিল পাওয়া

যায়নি এবং তখনও মানুষজনকে সার্চার হিসাবে কাজে নেয়া হচ্ছে। সময়টা এমনই খারাপ ছিল যে, যে কোন ধরণের কাজেই কর্মীর অভাব হত না। হারিয়ে যাওয়া সেই মিলিয়নিয়ার এক বিরল মুদ্রা কিংবা সম্পত্তির মত হয়ে উঠেছিল।

পুলিশ যে চিঠির বান্ডিলটা স্মলের পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছিল প্যাট্রিকের প্রধান আগ্রহ ছিল সেটার উপর। ধীরে ধীরে সে স্মলের দুই বোনের সাথে পরিচিত হয়। তারা তখনও এমন কাউকে পায়নি যে সেই চিঠিগুলোকে গুরুত্বের সাথে নেবে। ক্ষ্যাপা, ভৌতিক মাধ্যম, ব্ল্যাকমেইল, হুমকি, ছিনতাইকারীদের দাবী – পুলিশ এবং স্মলের স্ত্রী ততদিনে সব কিছুই দেখেছে। ইসাবেলা স্ট্রিটে দুই বোনের বাড়িতে প্যাট্রিকের সাথে তাদের আলাপ হয়। বোনেরা তাকে উপদেশ দিল ক্লারার সাথে কথা বলার জন্য। সেও বুঝতে পেরেছিল এম্ব্রসের মনের মত প্রেমিকা ছিল ক্লারা, তার স্ত্রী টেরেসা নয় – সে ছিল বেশী ভালো, পবিত্র।

প্যাট্রিক ট্রেনে করে ওন্টারিওর প্যারিসে গিয়ে রেডিও অভিনেত্রী ক্লারা ডিকেন্সের সাথে দেখা করে। হলরুমে তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সে জানাল এম্ব্রস স্মল সম্বন্ধে কোন আলাপ সে করবে না। উধাও হয়ে যাবার পর সে তাকে আর দেখেনি। প্যাট্রিক সেখানে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটাকে জরিপ করতে থাকে। মেয়েটা তাকে চলে যেতে বলে।

বইতে সে পড়েছে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে কিংবা ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া পুকুরে দুর্ঘটনাবশত পড়ে যাবার পর মেয়েদেরকে রক্ষা করার কথা। ক্লারা ডিকেন্স দাঁড়িয়ে ছিল বিশাল সম্পদের দ্বারে। তার সাথে কথা বলতে বলতে মেয়েটা একটু অবজ্ঞা ভরেই আয়নায় তাকিয়ে হেলে দাঁড়িয়ে কানে দুল পরছিল। দুই জনে চোখাচোখি হয়। তার অভাবনীয় সৌন্দর্য – লম্বা শ্বেত ধবল বাহু, ঘাড় সমান ফিনফিনে চুল – তার দিকে ভালো করে না ফিরেই সে যেন তার বুক বরাবর গুলী ছুড়ে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। নারী কিংবা প্রেমিকা সব দিক দিয়েই সে যেন নিখুঁত।

এম্ব্রস স্মলের প্রেমিকা ছাড়া আর কি পরিচয় তার ছিল? গলা ঢাকা একটা পোশাকে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল সে, তাকে দেখাচ্ছিল একটা পরীর মত। কিন্তু মেয়েটার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীতে কিছু একটা ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে সরাসরি না তাকানোর পেছনে কিছু একটা ছিল।

পরদিন সকালে সে যখন আবার গেল মেয়েটা নিজেই দরজা খুলে দিল, তার হাতা গোটান, বাহুদুটি কনুই পর্যন্ত আটায় মাখামাখি।

– আমি ভেবেছিলান তুমি বড়লোক, প্যাট্রিক বলে।

– কেন, তুমি কি চাও আমি তোমাকে ভাড়া করি আমার প্রেমিককে খুঁজে বের করার জন্য?

সেইদিন সারা সন্ধ্যা এবং অনেক রাত পর্যন্ত প্যাট্রিক ক্লারা ডিকেন্সকে পটানোর চেষ্টা করল। পরদিন সে যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তখন ক্লারাই তাকে উল্টো বশ করল। প্যাট্রিক প্যারিসের লাইব্রেরিতে বসে এম্ব্রস সম্বন্ধে পুরানো কাগজের ক্লিপ পড়ছিল, সেই সময় ক্লারা এসে হাজির হল। সে তখন ১৯১৯ সালের ফাইলের উপর প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার চিবুক কাঁধের উপর এমনভাবে রাখা ছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল তার ঘুমের মধ্যে কেউ নিঃশব্দে এসে হয়ত তার ঘাড় ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। মেয়েটা সাদা একটা ড্রেস পরে এসে হেঁটে একটা বুক শেলভের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

– আমি তোমাকে আর্লিংটন হোটেলে ড্রাইভ করে নিয়ে যাব।

তার কণ্ঠ শুনে প্যাট্রিক চমকে জেগে ওঠে। মেয়েটা একটা চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে একটু সামনে ঝুঁকে চেয়ারটার পেছনে তার কনুইয়ে ভর দিয়ে দাড়ায়। তার শ্বেত ধবল পোশাকে তাকে এতো সুন্দর লাগছে যে মনে হচ্ছে লাইব্রেরির ভেতরের সমস্ত আলো তার উপর স্থির হয়েছে। তার মুখে প্রথমে হাসির ছটা ছিল কিন্তু পরে সেখানে উদ্বেগ এসে ভর করল। তার লম্বা হাত বাড়িয়ে সে একটা ক্লিপিং তুলে নিল।

– তুমি নিশ্চয় ভাবছো আমি জানি সে কোথায় আছে, ঠিক কিনা? তুমি ভাবছ সে আমাকে নিশ্চয় কিছু জানিয়ে গেছে।

তার সৌন্দর্যের সামনে নির্বাক প্যাট্রিক কিছু বলতে পারে না। সে লক্ষ্য করে মেয়েটার চোখের পাতার নীচে এক বিন্দু অশ্রু, সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে, মেয়েটা টেরও পায় নি।

– এসো। আমি তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেব।

প্যাট্রিক ভাবেও নি তাকে বশ করার প্রচেষ্টা চলছে। আগের দিন রাতে মেয়েটার ব্রডওয়ে স্ট্রীট মুখী বাসার পর্চে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ আলাপে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের আলাপে যেমন উচ্ছাস ছিল তেমনি উগ্রতাও ছিল, তাদের তর্ক-বিতর্ক ছিল দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মত। কারো সাথে আলাপ করতে প্যাট্রিকের মাসের পর মাস লেগে যেত, এবং সামান্য বিমুখতা দেখলেই সে ঝট করে সরে যেত এবং আর কখন তার কাছে ফিরে যেত না। কিন্তু গত রাতে চাঁদনী আলোতে মেয়েটার সাথে আরেকটু বেশী সময় কাটানোর জন্যই সে অকারণে ঝগড়া করছিল, অন্য পক্ষের ব্যবহারে মনে মনে হাসছিল। মেয়েটা তাকে না দিয়েছে চুমু খেতে না জড়িয়ে ধরতে – তাদের শরীরে শরীর ছুঁয়ে যাক সেটা মোটেই চায়নি।

মেয়েটার গাড়ী পার্ক করা ছিল গ্র্যান্ড রিভারের পেছনে। তারা বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে সেখানে যায়। এম্ব্রসের উপহার নিঃসন্দেহে, সে ভেবেছিল। কিন্তু সে এতো ক্লান্ত ছিল যে বুদ্ধি করে কথা বলার মত অবস্থা তার ছিল না। মেয়েটাও বোধহয় বুঝতে পারছিল না তার উপর কারো এই রকম হঠাৎ আসক্তিকে সে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। সে ধীরে গাড়ি চালিয়ে আর্লিংটন হোটেলে যায় এবং দুজনে গাড়ীতে বসে থাকে।

– কাল আমি আবার লাইব্রেরিতে যাবো, প্যাট্রিক বলেছিল।

– আমিও আসতে পারি।

মেয়েটা তার জিভ দিয়ে টাক করে একটা শব্দ করে মাথা নাড়িয়ে একটা ইঙ্গিত করেছিল।

তখন ভোর দুইটা। মেয়েটা তার দিকে খানিকটা কাত হয়ে বসেছিল, জুতার ভেতর পা জোড়া বের করা, গিয়ার শিফটের পাশে তার একটা হাঁটু প্যাট্রিকের দিকে ফিরে ছিল। মেয়েটা তাকে গুডনাইট কিস খেতে দেয়। প্যাট্রিক সেখানে আরোও কিছুক্ষন বসে থেকে স্ট্রিটলাইটের আলোতে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্যাট্রিক গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বেশ জোরে দরজাটা বন্ধ করে। কয়েক পা যাবার পর তার ব্যাপারটা খেয়াল হয়। সে থমকে ঘুরে দাঁড়ায়।

– আমি ইচ্ছে করে জোরে লাগাই নি।

– জানি।

মেয়েটাকে দেখে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়, একটু আগে যেখানে সে বসে ছিল, সেই দিকেই মাথা নীচু করে তাকিয়ে ছিল।

– শুভ রাত।

– শুভ রাত, প্যাট্রিক।

***

তারা লাইব্রেরী থেকে বাইরের রৌদ্রজ্জ্বল দিনে বেরিয়ে আসে এবং মেয়েটার গাড়ীতে ওঠে। প্যাট্রিকের হাতে বাক্স ভর্তি নোট। দুজনাই ভীষণ ক্লান্ত ছিল, হোটেলে ফেরার পথে প্রায় কোন কথাই হল না।

তার কামরায় তারা যখন পৌঁছাল তখন ভেতরটা সূর্যের আলোতে সয়লাব হয়ে ছিল, খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে আসছিল রাস্তার যানবাহনের চলাচলের শব্দ। তারা প্রায় সাথে সাথেই পরস্পরের হাত ধরে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার যখন ঘুম ভাঙল সে দেখল মেয়েটা দু' চোখ মেলে তাকেই পর্যবেক্ষন করছে। শুধু তার পোড়াটে গলা এবং মুখ দেখা যাচ্ছিল। বাইরের কাপড় পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ভেবে সে একটু অস্বস্তি বোধ করল।

– হ্যালো।

– গান গাও তো, মেয়েটা বিড়বড়িয়ে বলে।

– কি?

– আমি আনুষ্ঠানিকতা পছন্দ করি। তুমি গান গাইতে পারো?

মেয়েটা মুচকি হাসে। প্যাট্রিক বিছানার অন্য প্রান্তে সরে এসে মেয়েটার নমনীয়তায় শরীর ডুবিয়ে দেয়। তাদের যৌনক্রীড়া শেষ হবার পর তার বালিশটাকে যতখানি সম্ভব কাছে এনে প্যাট্রিক মেয়েটাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে। তার যখন আবার ঘুম ভাঙল মেয়েটা তখন চলে গেছে। ফোন করল কিন্তু কেউ ধরল না। সে বিছনায় ফিরে গিয়ে মেয়েটার পারফিউমের গন্ধ বুক ভরে টানে।

***

-প্যাট্রিক, ঠিক আছো?

-হ্যা, ক্লারা।

-গলা শুনে মনে হচ্ছে না।

-ঘুমাচ্ছিলাম।

-আমি তোমাকে আজকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। কিছু মদ নিয়ে নাও। আর একটা কর্ক স্ক্রু। আমি খাবার নিয়েছি। আমরা কয়েক দিনের জন্য দূরে কোথাও চলে যাব।

আঁকা বাঁকা পথ ধরে তারা প্যারিস প্লেইনসের দিকে গাড়ি চালিয়ে যায়,পেছনে পড়ে থাকে গিরি সঙ্কট আর তামাকের ক্ষেত।

– আমরা আমার বন্ধুর খামার বাড়ীতে যাচ্ছি।

– এম্ব্রস?

– না। তার নাম এলিস। তার কথা তোমাকে পরে বলব।

– এখনইতো তোমার হাতে রাজ্যের সময় আছে।

– পরে।

তারা একটা ছোট খামার বাড়ীতে প্রবেশ করে। রান্নাঘরে একটা কাঠের স্টোভ।দেয়ালে ওয়াল পেপারের নীচে এখানে সেখানে পাখীর পেখম লাগানো। সামনের ঘরটার একটা কোণে তাকের উপর বিছানা রাখা, তার তিন দিকে তিনটা জানালা। মেঝেতে একটা মাদুর। বলতে গেলে কোন আসবাবপত্রই নেই। দেখে সন্ন্যাসীদের আশ্রমের মত মনে হয়। ক্লারা বলে, তার বন্ধু দিন দুয়েকের মধ্যে আসবে না।

সেই রাতে, পরে, তারা দু'জন সেই বিছানায় শুয়ে থাকে, প্রায় নগ্ন। সে সাধারণত একাকী ঘুমাতে পছন্দ করে, নিজের জগতে, কিন্তু মেয়েটার সঙ্গ তার ভালো লাগে, কিছুক্ষন পরপর ঘুম ভাঙতে সে হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। রাতের অন্ধকারে ক্লারা যেন ধীরে ধীরে মহাসাগরের অতলে থাকা এক বস্তুর মত হয়ে যায়। অন্ধকারে একের পর এক পোষাকের পরত চড়ায় সে তার শরীরে। এই সাগরের মত কক্ষে সে যেন সবসময় শীতার্ত।

- জেগে আছো?
- সময় কত? মেয়েটা জানতে চায়।
- এখনও রাত।
- ও!
- আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি কখনও প্রমে পড়েছ?এম্ব্রস ছাড়া?
- হ্যাঁ।
  তার এই স্বীকারোক্তিতে প্যাট্রিকের একটু খারাপ লাগে।
- আমার বয়েস যখন ষোল তখন আমি স্টাম্প জোন্স নামে এক যুবকের প্রেমে পড়ি।
- স্টাম্প!
- নামটা বিটকেল।
- সন্দেহ নেই।
- শুভ রাত প্যাট্রিক। আমার ঘুম আসছে।
- আরে!

সে উঠে ফার্ম হাউজের চারদিকে খুশী মনে ঘুরে বেড়ায়, এতো আনন্দিত সে আগে কখন বোধ করে নি। মেয়েটা ততক্ষণে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে, নাক ডাকাচ্ছে,প্যাট্রিকের একটা শার্ট পরেছে গরম থাকার জন্য। তার মুখে এক চিলতে হাসি। হাস্যময়ী ক্লারা। তার ইচ্ছে হচ্ছে স্টাম্প জোনসকে খুঁজে বের করে তাকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দেয়। ষোল! সে নিজে তখন কোথায় ছিল? মেয়েটা স্মলের প্রেমিকা ছিল, স্টাম্পের প্রেমিকা ছিল, আর কার কার? এই মুহুর্তে সে যেন মেয়েটার শরীরের যাদুতে বন্দী হয়ে পড়েছে, তার জটিল অতীতে তার সমস্ত মস্তিস্ক বুঁদ হয়ে আছে।

প্রায় মিনিট দশেক হবে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল যখন হঠাৎ করে জানালায় একটা ছায়া দেখে সে খেয়াল করে - একটা গেছো ব্যাঙ। সে তেলের ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে উঁচিয়ে ধরে জন্তুটার জন্য। সিডাক্রিস ট্রাইজিরিয়াটা–ওয়েস্টার্ন কোরাস ফ্রগ। কি খবর বন্ধু, সে জানালার গায়ে ঝুলতে থাকা হালকা সবুজ রঙের ফুটকি দেয়া জীবটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

- ক্লারা...
- কি?
- এম্ব্রস।

প্রেম যেন তার কাছে তার বাল্যকালের মত। তার জীবনটাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সে একাধারে বালসুলভ এবং নিঃশঙ্ক।

- কি!

সম্পূর্ণ জেগে গেছে মেয়েটা, এমনভাবে তাকে দেখছে যেন সে বদ্ধ উন্মাদ।

- এখানে আসো। এটা তোমার দেখা উচিৎ।

মেয়েটা জানালার দিকে তাকায় তারপর তার দিকে, কিছু বলে না।

- সে তোমাকে নগ্ন দেখতে চায়।
- প্যাট্রিক, এখন ভোর তিনটা। তোমার ঘুমানো দরকার। আমার প্রেমিককে খুঁজে বের করার কথা তোমার। (প্রেমিক! সে মুচকি হাসে)। আবার করতে চাও, তাই তো?
- ওটা একটা গেছো ব্যাঙ।
- চাঁদের আলোতে একটা গেছো ব্যাঙ তেমন দুর্লভ নয়।
- হ্যা,দুর্লভ। ওরা শুধু দিনের আলোতে বের হয়। ও তোমার স্তন নিয়ে ভাবছে, তোমার উদর নিয়ে ভাবছে।
- এটা কি বলশেভিক জাতীয় কিছু বলার চেষ্টা হচ্ছে?

মেয়েটা তার শার্টের বোতাম খুলে ফেলে,প্যাট্রিক এবং জানালার মাঝে এসে দাঁড়ায়।

– কাল রাতে ও বোধহয় ওর বন্ধুদের নিয়ে আসবে তোমাকে দেখার জন্য। কোথাও কোথাও ওদেরকে বলে বেল ফ্রগ। ওরা যখন উত্তেজিত হয়ে যায় তখন বেলের মত শব্দ করে। মাঝে মাঝে তারা কুকুরের মত ডাকে।

মেয়েটা সামনে ঝুঁকে কাঁচের উপর দিয়ে ব্যাঙটার সবুজ পেটের স্থানে ঠোঁট চেপে ধরে চুমু খায়।

– কি খবর এম্ব্রস, সে ফিসফিসিয়ে বলে। কেমন আছো?
প্যাট্রিক তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে তার স্তনে হাত রাখে।

– আমাকে বিয়ে কর, করবে?
সে কুকুরের মত ডাকতে থাকে।

– খুব শীঘ্রই কোন একদিন আমি চলে যাবো।

– এম্ব্রসের কাছে।

– হ্যাঁ...আমি জানি সে বেঁচে আছে।

– আমার ভয় হয় আমি তোমাকে আর দেখব না।

– যাই বল প্যাট্রিক, তোমার কোন অনুশোচনা নেই।

– অদ্ভুত একটা শব্দ। যার অর্থ নিজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

– কথা বল না। এখানে...

এম্ব্রসের সাথে তার স্বপ্নে দেখা হল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে বলল, "প্যাট্রিক আমার শরীরের সাথে একটা ধুসর অবয়ব আটকে আছে। আমি চাই তুমি এটা কেটে ফেল।" তারা যেন কত কালের পুরানো বন্ধ। প্যাট্রিকের কাছে ছিল একটা পেন নাইফ। সে ব্লেডটা খুলে এম্ব্রসকে লোহার এলিভেটরের কাছে হলের মাঝে যে লাইটটা জ্বলে তার নীচে দাঁড় করায়। আলোতে দেখতে সুবিধা হয়। একটা ধুসর ময়ুর তার বন্ধুর শরীরের সাথে সেলাই করে দেয়া হয়েছে। প্যাট্রিক সেটা কাটতে শুরু করে।

এম্ব্রস নিঃশব্দ থাকে। দেখে মনে হয় যেন তার ব্যাথা বেদনার কোন অনুভূতি নেই। প্যাট্রিক গোড়ালীতে নেমে যায় এবং ছুরির এক টানে অবয়বটার শেষাংশটুকু কেটে ফেলে। সেটা পড়ে থাকে অপ্রয়োজনীয় আন্ডার কার্পেটের মত। তারা স্মলের সদর দরজা পর্যন্ত হেঁটে আসে, দু'জনে হাত মেলায় এবং বিদায় নেয়। সে যখন তার স্বপ্নের শেষ প্রান্তরগুলো পেরিয়ে আসছে তখন সে স্মলের হত্যার খবরটা পায় – তাকে মাঝখান থেকে দুই ভাগ করে কেটে ফেলা হয়েছে।

-কি?

- জিজ্ঞেস করছিলাম তুমি কি স্বপ্ন দেখছিলে?

-জানি না। কেন?

-তোমার শরীর দোমড়াচ্ছিল মোঁচড়াচ্ছিল।

- তাই? কি ধরণের দোমড়ানো?

- একটা কুকুর যেভাবে আগুনের সামনে ঘুমিয়ে থাকে, সেইভাবে।

- হতে পারে আমি হয়ত একটা খরগোশকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম।

তারা মেঝেতে ঘরটার এক কোণে বসে ছিল, মেয়েটার মুখ তার বোঁটায়, হাত তার লিংঙ্গে ধীরে ধীরে নড়ছে। তার সমস্ত শরীর সেখানে যেন বন্দী হয়ে আছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধন, একটা বোতলের মধ্যে একটা জাহাজ। আমি আসছি। আমার মুখে এসো। সামনে এগিয়ে গিয়ে ছেড়া সিল্কের মত তার চুলগুলো টেনে পেছনে ধরে সে, তারপর বীর্য ছেড়ে দেয়, তা হারিয়ে যায় তার মাঝে। মেয়েটা তার আঙ্গুল বাঁকা করে, ইঙ্গিত করে, সে ন্যুজ হয়ে তার মুখ মেয়েটার মুখে দেয়। সে তার মুখ থেকে সেই শ্বেত বস্তুটা তার মুখে নেয় এবং তারা পরস্পরের মধ্যে চালান করতে থাকে যতক্ষণ না সেটা উধাও হয়ে যায় –ওরা জানে না একটা হারিয়ে যাওয়া গ্রহের মত কার শরীরে সেটা চলে গেছে।

পরদিন তারা তার প্যাকার্ডে চড়ে গ্রাম্য পথ ধরে গাড়ি চালিয়ে যায়। সে মেয়েটাকে পরখ করতে থাকে যখন সে তার বাবার কথা বলে, রেলওয়ের কাছে অবস্থিত মেডুসা ফ্যাক্টরীতে হুইলার নিডলের কাজের কথা বলে।

– আমার টিন এজ জীবনের কাহিনী তোমাকে শোনাচ্ছি, প্যাট্রিক। তোমাকে বলব আমি কোথায় প্রায় মজে গিয়েছিলাম।

– খুব গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলো।

– হ্যাঁ।

তার আগের জীবনের যৌনতার কথা শুনতে তার ভালোই লাগত, স্কুল রুমে কোথায় সে বসত, তার নয় বছর বয়েসে তার প্রিয় পেন্সিলের ব্র্যান্ড। সমস্ত বিবরণ তার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। ক্লারা একবার বলেছিল, "আমি যখন কোন পুরুষকে সামাজিকভাবে ভালো মত চিনি, তাকে আরও ভালো করে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে তার সাথে শোয়া।" কৌতুহলের স্বাভাবিক অগ্রগতিই হচ্ছে মোহবিষ্টতা। এবং সেই

দিনগুলোতে প্যাট্রিক বুঝতে পারে সে মেয়েটার ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী হয়ে পড়েছে, তার বাল্যকাল, রেডিওতে তার কাজ, যেখানে সে বড় হয়ে উঠেছে, সব কিছুই সে জানতে চায়। সে স্মলের নামও আর শুনতে চায় না। ক্লারার মাথা থেকে স্মলকে একেবারে বের করে দিতে চায়।

তখন বৃষ্টি হচ্ছিল বলে ওরা গাড়ি থেকে বাইরে বের হল না। মেয়েটা গাড়ির জানালা নামিয়ে দেয়।

– এইখানে আমি আমার লাঞ্চ মাটির নীচে লুকাতাম।

প্যাট্রিকের পকেটের রুমালটা নিয়ে সে একটা কোনা জিভ দিয়ে ভিজায়।

– তোমার গায়ে কাদা। বলে সে তার কপালটা মুছে দেয়।

এই জাতীয় অন্তরঙ্গতা স্থান, কাল, পাত্র সব ভুলিয়ে দেয়। প্যাট্রিক মনে মনে ভাবে তাকে এবার কঠিন বাস্তবতায় ফিরে আসতে হবে।

– আমাকে এম্ব্রস সম্বন্ধে কিছু একটা বল।
– যখন সে মিথ্যা কথা বলত তার কণ্ঠস্বর শান্ত, এবং যুক্তিপূর্ণ হয়ে উঠত।
– আর কি?
– আমরা কায়ুগাতে মৈথুন করতাম।
– দিনের ফেরীতে? জিসাস, কায়ুগাতে?

স্মলের সাথে ক্লারার অতীতকে সে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করার চেষ্টা করছিল, যেন মেয়েটার হাতের তালু থেকে কাঁটা বের করছে। যতই জানছে ততই বেদনায় জর্জরিত হচ্ছে।

– যদি বলি আমি তার সাথে ছিলাম কারণ সে আমাকে একটা পিয়ানো দিয়েছিল তাহলে আমাকে ক্ষমা করা সহজ হবে?
– কি বলতে চাইছ?
– পিয়ানোটাকে আমি ভালবাসতাম। ওটার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায়। ওটা হচ্ছে আমার সব কিছু থেকে পালিয়ে যাবার দরজা। ওর অর্থ ছিল, জুয়া খেলত, কোথাও না কোথাও জেতার সুযোগ ছিল। আমার ছিল রেডিওর কাজ আর পিয়ানো। সবারই নিজেকে হারানোর জন্য কিছু একটা থাকা প্রয়োজন নইলে তারা পাগল হয়ে যাবে। এবার বল তোমার কি আছে?
– জানিনা।
– ধর, একটা সময় ছিল যখন ওর বন্ধু ব্রিফার সাথে আমার অন্তরঙ্গতা হতে পারত। সে থাকলে পরিবেশেই কেমন একটা ভিন্নতা অনুভব করতাম।
– ঐ অনুভূতিটা আমারও পছন্দ।
– ব্রিফা চমৎকার মানুষ ছিল। ইউরোপিয়ানদের মার্কামারা ভদ্রতা, একটু মেজাজী, সুখী সংসার। আমি ওকে পছন্দ করতাম কারণ ও ছিল চাঁছা ছোলা, ফোকাসড। থিয়েটার ডেকোরেট করত। তার নিজস্ব একটা দৃষ্টীভঙ্গী ছিল, খুব যৌন উদ্দীপক। যত মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে একমাত্র তারই দূরদৃষ্টিতা ছিল। এম্ব্রসের ছিল না। কিন্তু সে ব্রিফা এবং তার মত অন্যদেরকে নিজের চারদিকে টেনে আনতে পারত। অন্য কেউ তাদেরকে ছোঁবেও না, কাজ দেয়াতো দূরে থাক। এটা ছিল একটা যুদ্ধ – স্মল এবং তার বন্ধুদের সাথে বাকী সবার। এম্ব্রস ছিল আক্রমণাত্বক, বনেদী ধণী পরিবারগুলোর শেষ পরিণতি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।
– আর তুমি ছিলে পিয়ানিস্ট।
– হ্যা, পিয়ানিস্ট, সঙ্গীতের হাতছানি, বিকালের রোমান্স।
– কারো প্রতি এতো বিতৃষ্ণা আগে কখন অনুভব করিনি।

বিকালের রোদে মেয়েটার পাশে স্থবিরের মত শুয়ে থাকে প্যাট্রিক। নিজের অতীতের কথা বলতে গিয়ে সে মেয়েটার মত স্থির থাকতে পারে না। তার পুরানো সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে সে অস্বস্তি বোধ করত, হাস্যকর কিছু একটা বলত। তার অতীতের সত্যকে শুধু তখনই উন্মোচন করত যখন কেউ তাকে সরাসরি কোন প্রশ্ন করত। অধিকাংশ সময় তার অতীতকে সে একটা ভাসা ভাসা, আবছায়া ভাবে প্রকাশ করত।

তার ভেতরে একটা দেয়াল গড়ে উঠেছিল যেটাকে পেরিয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হত না, এমনকি ক্লারার পক্ষেও নয়, যদিও সে কিছুটা হলেও বুঝত যে তার অতীত তাকে একটা ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত করেছে। একটা ক্ষুদ্র পাথর সময়ের সাথে সাথে কলেবরে বেড়ে গিয়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে সেটার হাত থেকে মুক্তি পাবার তার কোন উপায় নেই। সেটাকে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখার কারণ বোধহয় বহু বছর আগেই হারিয়ে গেছে...কিন্তু প্যাট্রিক তার সেই গুরুত্বহীন ছোট্ট পাথরটাকে বুকে ধরে রেখেছে। তার জীবনের এক মন্দ সময়ে সেটা তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সেই থেকে সেটা তাকে আতংকিত করে রেখেছে। চাইলে সে তার জীবনের নানা সময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে থুতু ফেলার মত সেটাকে থুক করে ফেলে দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে যেতে পারত, ভুলে যেত পারত।

এভাবেই আমরা গড়ে উঠেছি।

- তোমার বন্ধু কারা প্যাট্রিক?
- তুমি, শুধু তুমি।
- এলিস আসছে কাল।
- আমাদের তাহলে চলে যাওয়া উচিৎ।
- না, আমরা থাকতে পারি। তুমি তাকে পছন্দ করবে। কিন্তু ও আসার পরে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো।
- এম্ব্রসের কাছে।
- হ্যা,এম্ব্রসের কাছে। তুমি আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না।
- ক্ষমা করতে আমার অনেক সময় লাগে।
- ভেবো না,প্যাট্রিক। শূন্যতা ভরে যায়। একজন মানুষের স্থান অন্য একজন নিয়ে নেয়।

প্যাট্রিক ভাবে সে কি ক্লারাকে চায় মেয়েটাকে ভালোবাসে বলে নাকি তাকে তার শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় বলে। এখন সে মেয়েটাকে কিছুটা হলেও চিনেছে। হুইলার নিডল ওয়ার্কসের ফোরম্যানের মেয়ে তার ভেতরে যেন একটা অদম্য শক্তির মত প্রবেশ করেছে, তার মনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সে ছিল এম্ব্রস স্মলের প্রেমিকা, ধনবানের ধীর লয়ে ঘূর্ণমান চক্রের স্বাদ সে পেয়েছে। সেই বিলাসী জীবনের সাথে যে সব জটিলতা আসে সেগুলোও নিশ্চয় ভালোভাবেই রপ্ত করেছে।

মেয়েটা হাসে, তার কপালের চুলগুলো এখনও সংগমের ক্লান্তিতে ভেজা। তার নিজের শরীরও ঘামে ভিজে আছে, হঠাৎ উপলব্ধি করে সে। মেয়েটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেও সে যেন তার সত্যিকারের পরিচয় বুঝতে পারে না।

মাঝ রাতের পর ক্লারা তার বান্ধবী এলিসের পেছনে হেঁটে গিয়ে তার কাঁধ থেকে শালটা **তুলে** নিয়ে নিজের মাথায় হেডব্যান্ডের মত বাঁধে। প্যাট্রিক গভীর আগ্রহ নিয়ে ক্লারাকে লক্ষ্য করে - তার চোয়াল, তার মুখে ল্যাম্পের প্রতিফলিত আলো, তার এলোমেলো চুলের রাশি। সে যদি তাকে বলত, এসো আমার সাথে, প্যাট্রিক গ্যাডারিনের শুকরের মত অন্ধের মত তার পিছু নিত।

- তোমাকে কি বলেছি, ক্লারা হেসে বলে, আমি আমার বাবাকে কিভাবে সাহায্য করতাম কুকুর শেভ করতে? সত্য ঘটনা। আমার বাবা শিকার করতে পছন্দ করত। তার চারটে রেড বোন হাউন্ড ছিল, কোন নাম ছিল না তাদের - তারা এতো ঘন ঘন উধাও হয়ে যেত যে আমরা নাম্বার ব্যাবহার করতাম। গ্রীষ্মে শিকারীরা কুকুর চুরি করত আর আমার বাবা সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকত কেউ বুঝি তার কুকুর চুরি করবে। সুতরাং আমরা প্যারিসের সবচেয়ে খারাপ নাপিতের কাছে গিয়ে বলতাম কুকুরগুলোকে শেভ করে দেবার জন্য। সে এটা নিয়ে সবসময় খুব অপমানিত বোধ করত, ভাবত তার বুঝি আর কোন কিছু করার নেই। আমি নাপিতের দোকানে বসে কুকুরগুলোকে ধরে থাকতাম আর নাপিতটা তার ক্লিপার দিয়ে ককুরগুলোর সব পশম চেঁছে ফেলত। তারপর আমরা সেই কুকুরগুলোকে নিয়ে গাড়িতে করে বাসায় ফিরতাম। বাসায় আমার বাবা গরুর রেজর নিয়ে বের হত। সে তাদের বুকের অংশটা একেবারে চামড়া পর্যন্ত চেঁছে দিত, তারপর আমরা পানির হোজ দিয়ে তাদেরকে ভালো কর ধুয়ে রোদে বসিয়ে রাখতাম শুকানোর জন্য। লাঞ্চের পর বাবা তাদের শরীরের একপাশে গাছের রং দিয়ে সুন্দর করে লিখে দিত ডিকেন্স ১, ডিকেন্স ২, এবং ডিকেন্স ৩। শেষ কুকুরটার গায়ে আমি পেইন্ট করতাম। তাদেরকে আমরা মাটির সাথে ঠেসে ধরে থাকতাম যতক্ষণ না পেইন্ট শুকিয়ে যায়। আমি লিখতাম ডিকেন্স ৪। সেই সময়গুলো! সারা দিন এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলতাম যা আমি ভালো করে বুঝতামও না। গাছ নিয়ে ,মদ খাওয়া নিয়ে। বাবা আমাকে বলেছিল কিভাবে বাচ্চা হয়। আমি ভাবতাম বাচ্চা হওয়ানোর জন্য একটা তরমুজের বিঁচি দুই টুকরা পাউরুটির ভেতরে দিয়ে প্রচুর পানি খেতে হয়। আমি ভাবতাম আমার বাবা মা যখন একসাথে থাকত তারা হয়ত এভাবেই কথা বলত। আমরা কুকুরগুলোর সাথেও কথা বলতাম, যাদেরকে দেখে ন্যাংটা এবং হাড্ডিসার মনে হত। মাঝে মাঝে আমার মনে হত ওরা আমার চারটা বাচ্চা। দারুন সময় ছিল। তারপর আমি যখন পনের, আমার বাবা হঠাৎ একটা স্ট্রোকস হয়ে মারা গেল। জঘন্য!
- হ্যাঁ, প্যাট্রিক বলে, আমার বাবাও...সে ছিল এক যাদুকর, পানি থেকে কাঠের গুঁড়ি শুন্যে উড়িয়ে দিতে পারত।
- তার কি হয়েছিল?
- একটা ফেল্ডস্পার মাইনে চার্জ ঠিক করতে গিয়ে মারা যায় সে। কম্পানি অনেক গভীরে যাবার চেষ্টা করছিল। উপরের অংশ ধ্বসে পড়ে। কোন বিস্ফোরন হয় নি। সে যে স্তরে ছিল সেটা ভেঙ্গে নীচের গুহার মধ্যে গিয়ে পড়ে, পানিতে তলিয়ে যায়। ফেল্ডস্পারের নীচে তার সমাধি হয়। আমি জানতামই না জিনিষটা কি। তারা তখন ঐ জিনিষ সব কিছুতে ব্যাবহার করত – চায়নাওয়ার, টাইলস, পটারি, টেবল টপ, এমনকি নকল দাঁতে। ওর মধ্যেই তাকে হারালাম।
- আমাদের বাবাদের জন্য, এলিস তার হাতের গ্লাশ উঁচিয়ে ধরে বলে।

আলাপ আবার বাল্যকালে চলে যায় কিন্তু তার বান্ধবী এলিস বর্তমান নিয়ে কথা বলে। সে তার অতীতের কোন কথাই প্রকাশ করে না, তার উৎস জানা যায় না, সে যেন মাথায় কাপড় মোড়ান সেই মুর্তিগুলোর মত যারা অনাবিষ্কৃত নদীগুলোকে প্রতিকায়িত করে।

তারা সারা রাত ধরে যখন কথা বলে বাইরের আকাশ এবং মাঠঘাট মনে হয় যেন গ্রীষ্মের ঝড়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। রান্নাঘরে দু'জন অভিনেত্রির সাথে তার সময়টা কেটেছে খানিকটা বিহ্বলতার মধ্যে। ক্লারা এবং এলিস অন্যদের চরিত্রে অভিনয় করে, মজা করে তাদের মত করে কথা বলে, গভীর রাত পর্যন্ত নানান আলাপে মেতে থাকে। হঠাৎ করেই প্যাট্রিক হয়ে ওঠে দর্শক। তারা দু'জন পুরুষদের ধুমপান করবার অভিনয় করে। আলাপ করে মেয়েদের হাসির নানান ধরন নিয়ে– প্রথমে জোরে জোরে, তারপর চাঁপা গলায় এবং পরিশেষে মেকী কণ্ঠে। প্যাট্রিকের মনে হয় সে যেন একটা কামরা ভর্তি হাসির মধ্যে বসে আছে, একবার তাকাচ্ছে ক্লারার দিকে – বিচিত্র, প্রতিটি নড়াচড়ায় যৌন আবেদনের বিচ্ছুরণ, আরেকবার এলিসের দিকে –ফ্যাঁকাসে, নিয়ন্ত্রিত। "আমার বিবর্ণ বান্ধবী," ক্লারা তাকে ডাকছিল।

ভোর তিনটার দিকে দূরে বজ্রপাত হল। প্যাট্রিক চোখ খুলে রাখতে পারছে না। সে শুভ রাত জানিয়ে সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়ে, রান্নাঘরের দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে যায়।

মেয়ে দুটি আলাপ করতেই থাকে, তাদের হাসির শব্দ পাওয়া যায়, মাইল খানেক দূরে দল বেঁধে বজ্রপাত হচ্ছে। ঘন্টা খানেক পর তারা পরস্পরকে বলে, "চল, ওকে ধরি।"

খামার বাড়ীর অন্ধকারে ক্লারা এবং এলিস তার বিছানার দিকে এগিয়ে আসে। তারা মোমবাতি এবং বিরাট পেপারের রোল নিয়ে আসে, ফিসফিসিয়ে কথা বলে। সবুজ কম্বলের নীচে লুকিয়ে থাকা প্যাট্রিকের মুখটাকে তারা অনাবৃত করে। সামান্য একটু। মোমবাতিগুলোকে একটা চেয়ারের উপর রাখে। তারা বিশাল কাগজটাকে একটা কাঁচি দিয়ে কেটে মেঝেতে চার কোনায় চারটা পিন দিয়ে পোঁতে। তারপর দ্রুত আঁকতে শুরু করে যেন ভিন্ন কোন এক দেশে বেআইনিভাবে একটা ব্লু প্রিন্ট নকল করছে। এই গভীর রাতে একটা ঘুমন্ত মানুষ তার ছবিতে কি রহস্য উন্মোচন করবে সেই গোপন তথ্য আহরণ করছে।

সে ঘুমিয়েই থাকে। মেয়ে দু'টি অনেকক্ষন ধরে একই কাগজের উপর কাজ করতে থাকে, মাঝে মাঝে ক্রেয়নের চাপে কাগজ ছিঁড়েও যায়। এই ধরনের কাজ তারা পরস্পরকে নিয়ে অনেকবার করেছে, অন্তরাত্মাকে ছবিতে তুলে ধরা, মাথা থেকে নির্গত হয় বেগুনী কিংবা হলুদ আলোর দ্যুতি – হিংসা এবং আকাংখ্যার দ্যুতি। তার শরীরের অধিকাংশ স্থানই ঢাকা থাকায় তারা যেটুকু জানে কিংবা ধারণা করতে পারে তার উপর নির্ভর করেই আঁকে। তারা হাঁটু গেড়ে বসে আঁকে, মোমবাতির আলোয় তাদের প্রতিচ্ছায়া তৈরী হয়। উষ্মা, সততা নিজেকে উন্মোচিত করে। একজন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এগিয়ে যায়, অন্যজন তাকে অনুসরণ করে, দু'জনে মিলে সেই ভাবটাকে সম্পূর্ন করে।

এ যেন কোন এক গুহাচিত্র। সোফার কুশনের বিপরীতে হলুদ আলোটা তার মুখে নিভু নিভু হয়ে প্রতিফলিত হয়, বিচ্ছুরিত হয় সেই দু'টি নারীর শরীরে যারা ঘর্মাক্ত কলেবরে মেঝেতে বসে এমন ভাবে আঁকে যেন তারা নদী থেকে কিছু একটা টেনে বের করে আনছে। একজন পেছনে হেলান দিয়ে শরীর মোচড়ায়, অন্যজন ছবিটাকে পর্যবেক্ষন করে। "আমরা কি ডাইনী?" এলিস বলে।

ক্লারা হাসতে থাকে। সে এমন ভাবে আওয়াজ করে ওঠে যেন একটা আত্মা কোন বদ্ধ কামরার চাবির ফুটো দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। সে কামরার নড়বড়ে দেয়ালে একটা হাত রেখে হুঙ্কার দিয়ে হেসে ওঠে এবং পরক্ষণে এলিসকে টেনে নিয়ে বাইরে ওন্টারিওর অন্ধকারে বেরিয়ে যায়। কাঠের সিঁড়ি টপকে নীচে নেমে যায় তারা, নাম না জানা বস্তুদের নাম চীৎকার করে বলতে থাকে ক্লারা, তাদের শরীর গড়িয়ে চলে নিচু চাঁদ ফুলের মধ্যে এবং ঘাসের মধ্যে, তারপর লাফিয়ে ওঠে যখন বদ্ধ উষ্ণ মেঘের বাঁধন ভেঙে নেমে আসে বৃষ্টি, ছুটে যায় দূরের কোন এক অন্ধকারচ্ছন্ন মাঠে যেখানে বজ্রপাতেরা মুহুর্মুহ আঘাত হানে, কোমর সমান বরবটি এবং ভুট্টার ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটে যায়, ভেজা পাতা মেয়ে দু'টির স্কার্ট এবং বাড়িয়ে দেয়া বাহু ছুঁয়ে যায় –মোহচ্ছন্ন বাড়িটা থেকে ক্রমশ দুরে সরে যেতে থাকে তারা।

তাদের পরনের পাতলা সুতির কাপড় ভেদ কর বৃষ্টি তাদের শরীর ছুঁয়ে যায়। এলিস তার ভেঁজা চুল পেছনে সরিয়ে দেয়। একটা অকস্মাৎ বজ্রপাতের ধারায় ক্লারা দেখে এলিস নিথরের মত দাঁড়িয়ে, যেন বাতাসে উড়ে যাবে, তার শার্ট নেই শরীরে, যেন তার শরীর বৃষ্টির পানিকে ছুঁতে পারে, তার শরীরের বাকী অংশটুকু হারিয়ে গেছে অন্ধকারে যতক্ষন না পরবর্তি বজ্রপাতের ঝাঁক আসে, যখন তারা একটা বার্চ গাছকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে, পেছনে হেলান দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে দুলতে থাকে।

তারা অন্ধকারে উন্মাদের মত হামাগুড়ি দেয়। আকাশে কোন চাঁদ নেই। শুধু রয়েছে চন্দ্রফুল যা একটা দূর্বল কম্পাসের মত অনুপস্থিত চাঁদের দিক নির্দেশ করে যেন তারা অদৃশ্য চাঁদ লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে পারে।

***

ভোর সকালে প্যাট্রিক নিঃশব্দে বাসার মধ্যে হাঁটাচলা করে। সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে সে একটা ছোট গোলাকার জানালা দিয়ে বাইরের মাঠের দিকে তাকায়। এটা একটা পুরানো, নড়বড়ে খামার বাড়ি। রাতে বাতাসে সে বাড়িটার নড়াচড়া অনুভব করেছে। কিন্তু এখন একটা অদ্ভুত প্রশান্ততা বিরাজ করেছে, ঘাস এবং বৃক্ষরা রাতের পর সকালের শ্বেত আলো দেখেছে, দুটি নারী ঘুমে অচেতন।

আগের দিন তারা ভোরে ঘুম থেকে উঠে পরস্পরের দিকে রেউচিনি ছোড়াছুড়ি করেছিল – সে দেখে ফেলে, ভয়ানক হাসাহাসির শব্দের দমকে ঘুম ভেঙে যাবার পর। দুজনের মধ্যে একটা লড়াই চলছিল, এলিস হাসতে হাসতে ঝুঁকে পড়েছিল, চোখে পানি, আর ক্লারা হঠাৎ তাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে লজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এখন কোথাও কোন শব্দ নেই, শুধু তার হাঁটা চলার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। শোবার ঘরে গিয়ে দেখে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে, ঘরময় আলোর ছুটাছুটিতেও তাদের কোন বিঘ্ন হচ্ছে না। সে হাত বাড়িয়ে এলিস গাল- এর কনুই স্পর্শ করে এবং মেয়েটার পেশী নড়েচড়ে ওঠে। সে তার হাতের তালুতে নিজের হাত রাখে এবং মেয়েটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটা চেপে ধরে, তখনও আধো ঘুম আধো জাগরণে।

- হাই।
- আমাকে শিঘ্রই যেতে হবে, প্যাট্রিক বলে। ট্রেন ধরতে হবে।
- আচ্ছা। আমরা গতরাতে তোমার জন্য একটা উপহার বানিয়েছি।
- তাই?
- ও তোমাকে পরে ব্যাখ্যা করে বলবে।
  সে ক্লারার ঘুমে বিঘ্ন না ঘটিয়ে সাবধানে শরীর তোলে।
- আমাকে একটা শার্ট দাও। আমি তোমার সাথে নাস্তা করব।

রান্নাঘরে প্যাট্রিক একটা গ্রেপ ফ্রুট অর্ধেক কেটে তাকে এক অংশ দেয়। এলিস মাথা নাড়ে। সে একটা লম্বা গোলাপী শার্ট পরে ছোট স্টুলটার উপর বসে লক্ষ্য করে কেমন সাবলীল দক্ষতায় তার রান্নাঘরে কাজ করছে প্যাট্রিক, চুপি চুপি, নীরবে। প্যাট্রিক যখন জানতে চায় চামচ এবং খুন্তি কোথায় তখন এলিস নিঃশব্দে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ড্রয়ারগুলো।

প্যাট্রিক নাস্তার সময় কথা বলতে পছন্দ করে না। মিনিট পনেরোর মধ্যে সে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এলিস দরজার সামনে তার হাত ধরল। প্যাট্রিক দূর্ঘটনাবশত মেয়েটার চোখের খুব কাছে চুমু খেয়ে ফেলল।

- ওকে আমার হয়ে একটা চুমু দিও।
- দেব।
- ওকে বল আজ রাতে ওর সাথে আমার হোটেলে দেখা হবে।
- ঠিক আছে।

এলিস দরজাটা বন্ধ করে জানালা দিয়ে প্যাট্রিককে দেখতে থাকে, দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে, জানালার প্যানেল থেকে প্যানেলে সরে যাচ্ছে অবয়ব।

সে আবার বিছানায় ক্লারার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে, তাকে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে হারিয়ে যাওয়া উষ্ণতাটুকু কেড়ে নিতে চায়। সোমবার সকালের ঘুমন্ত রাজ্যে স্বাগতম।

প্যাট্রিকের ভাবনায় তারা জড়িয়ে থাকে, যেন কারো ঘুমন্ত শরীরে হাত বোলানোর মত, ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুটে আসা শীতল বাতাসের মত যা তার গন্ড ছুয়ে যায়। ক্লারার জন্য তীব্র আসক্তি নিয়ে সে আনমনে এলিসের কথা ভাবতে থাকে যেন মেয়েটাকে সে ভালো করে খেয়াল করে নি, যেন ক্লারার সান্নিধ্যে এসে হঠাৎ করেই এলিসও যেন কোন এক যাদুর বলে বেড়ে উঠেছে, পরিণত হয়েছে।

***

সেই রাতে আর্লিংটন হোটেলে ক্লারা যে ড্রয়িংটা দরজার সাথে ঠেস দিয়ে রেখেছিল সেটা প্যাট্রিক ভালো করে খেয়াল করল। ক্লারার ভাষ্য অনুযায়ী প্যাট্রিক চমৎকার মানুষ, তার আত্মা শুদ্ধ। সে তাকে বিশ্বাস করে নি। হয়ত ঘুমের মধ্যে তার আত্মা কোন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তার ভেতরের খাপ ছাড়া অংশগুলো সংযুক্ত হয়ে যায়। পোর্ট্রেটটা দেখলে হয়ত সে নিজের সম্বন্ধে কিছু শিখবে। দু'টি নারীর সাথে সেই ঘনিষ্টতা তার কাছে ভালোই লেগেছে, এবং তাদের দেয়া উপহার তার বাধনহীণ জীবনে আনন্দ বয়ে এনেছে।

- কেমন লাগল ওকে তোমার?
- ওকে আমার ভালো লেগেছে।
- ও খুব ভালো অভিনেত্রী।
- রেডিওতে?
- না, স্টেজে।
- তোমার চেয়েও ভালো?
- ও আমার চেয়ে শ'য়ে শ'য়ে মাইল এগিয়ে।
- হ্যাঁ। ওকে আমার ভালো লেগেছে।

পরে প্যাট্রিক ভেবেছে সেই মহুর্তটার কথা - সে ঘুমাচ্ছে এবং তারা দু'জন মোমবাতির আলোতে তার ঘরে এসে ঢুকেছে, যাদুকরদের মত রহস্যময়। এই স্মৃতি তার মনে বয়ে নিয়ে আসে এক চমৎকার বন্ধুত্বের অনুভূতি,তার সমগ্র জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্যাট্রিক এবং দু'টি নারী। নতুন পৃথিবীর গবেষনার খোরাক। জুডিথ এবং হলোফেমিস, সেন্ট জেরমে এবং দ্য লায়ন। প্যাট্রিক এবং দু'টি নারী। সেই নীরব পরিচ্ছদটুকু তাকে ভালো লাগায় ভরিয়ে দেয় যদিও ঘুমিয়ে ছিল বলে প্রকৃত ঘটনাটুকু সে আদৌ উপভোগ করতে পারে নি।

মাঝে মাঝে প্যাট্রিক যখন একাকী থাকে সে নিজের চোখ বেঁধে ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকে, প্রথমে আস্তে আস্তে পরে দ্রুত, যতক্ষণ না সে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘরটার মধ্যে ঘুরতে পারে, অদ্ভুত কোন এক যাদুর বলে। সেই কৃত্রিম অন্ধত্ব নিয়ে সে দ্রুত হাঁটে, ল্যাম্প শেডের সামনে গিয়ে ঝট করে ঘুরে যায়, ঝুলে থাকা উদ্ভিদের নীচ দিয়ে মাথা নীচু করে পেরিয়ে যায়, ছোটছোট টেবিলগুলোর উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কামরাটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে যায়।

ক্লারা এবং প্যাট্রিক সারা রাত ধরে কথা বলে, এম্ব্রসের নাম পানির ফোঁটার মত ক্রমাগত চলে এসেছে তাদের আলাপে। সারা রাত তাদের আলাপ জুড়ে ছিল প্রেমিকের সাথে ক্লারার নতুন করে মিলিত হবার পরিকল্পনা, যার নাম শুনলেই প্যাট্রিকের শরীর বিষিয়ে ওঠে নিকোটিনের মত। পর দিনই চলে যাবে ক্লারা। স্মল কোথায় আছে সেটা সে প্যাট্রিককে বলবে না। সে চায় টরন্টো পর্যন্ত ড্রাইভ করে গিয়ে সে ট্রেনে চড়ে চলে যাবার পর প্যাট্রিক যেন তাকে অনুসরন না করে। প্যাট্রিকের মনে হয় ক্লারার জীবনের অধিকাংশই তার জানা হয় নি। যেটুকু জানে সেটুকুও কখন বোঝে আবার কখন বোঝে না, যেন মেয়েটা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মুখোশে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।

চলে যাবার দিন সকালে তারা বিছানায় অর্ধ নগ্ন হয়ে বসে থাকে। সারা রাত তারা কথা বলেছে। তার না দেখা সেই শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেকে অসহায় শক্তিহীন মনে হয়েছে প্যাট্রিকের, ক্লারাকে এম্ব্রসের কাছে যাওয়া থেকে সে বিরত করতে পারে নি। সে ক্লারাকে তার অদ্ভুত দক্ষতা দেখাতে চায়। ক্লারার কোটের হাতা থেকে লম্বা সিল্কের শালটা নিয়ে দুই ভাঁজ করে নিজের চোখে বাঁধে। সে ক্লারাকে বিছানায় বসিয়ে তাকে নড়তে মানা করে। তার পর সে কামরাটার মধ্যে তার খেলা শুরু করে, প্রথমে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুয়ে, নিরাপত্তার জন্য, কিন্তু একটু পরে না ছুঁয়েই জানালার ইঞ্চি খানেকের মধ্যে চলে যায়, ছুটে যায় কামরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, কখন সরল রেখায়, কখন এঁকেবেঁকে, সংঘর্ষ বাঁচাতে চকিতে মাথা নামিয়ে দেয় শেলফের নীচে, যেন তার শরীরে রয়েছে বাদুড়ের রক্ত। সে বিছানার উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, ক্লারার ভয়ার্ত চীৎকারে মনে মনে গর্বিত হয়। নিদারুন, নিঁখুত দক্ষতা, ক্লারা ভাবে।

হাঁটতে হাঁটতে সে ক্লারাকে লক্ষ্য করে বলে – "এই ট্রে টা দেখ" – সে সেটাকে বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ধরে ফেলে। "আর মেঝের উপর এই ডিমের খোসাটাকে আমি স্ট্যাম্প জোন্সের শরীরের প্রতিটা হাড্ডির মত ভেঙে ফেলব। তুমি এতো সুন্দর, ক্লারা, আমি কখন অন্ধ হব না। প্রতিদিন রাতে আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাই। শুধু তোমাকে ছুঁয়ে কিংবা তোমার গন্ধ পেয়ে আমি খুশী হতে পারব না।" সে মেয়েটার কোলের মধ্যে একটা আপেল ছুঁড়ে দেয়, ক্যালেন্ডার থেকে দিনটা ছিঁড়ে ফেলে। "রাতে তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকতে তখন আমি মাঝে মাঝে প্রাকটিস করেছি।" সে সামনে ঝুঁকে পড়ে আপেলটাতে কামড় দিয়ে চিবাতে চিবাতে বলে।

ক্লারা এই সব কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কার্পেটের উত্তর পূর্ব কোণে গিয়ে বসে পড়ে। সে তার এই সব স্তুতি বাক্য শুনবে না বলে কানে দুই হাত দিয়ে চেপে বসে থাকে। প্যাট্রিক এখন ছুটছে পাগলের মত, চীৎকার করে তার ভালোবাসার কথা বলছে। ক্লারা এখনও তার গলা শুনতে পাচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে তার হাতের তালু কানে আরোও জোরে চেপে ধরে। তার মনে হয় তার নীচে মেঝেটা যেন চিরে যাচ্ছে, সে যেন এই ছেলেটার ঘুর্ণীয়মান চক্রের মধ্যে আটকা পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে জোর ধাক্কা খায়, তার বাঁ হাত মাথায় গিয়ে ধাক্কা খায়, উলটে পড়ে যায় সে।

হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মত উঠে বসে সে, চারদিকে তাকায়। প্যাট্রিক বিছানার চাদরটা মুখের উপর চেপে ধরে আছে। তার নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত বের হচ্ছে। চোখ বাঁধার শালটা তার ঘাড়ে ঝুলছে। সে ক্লারার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে না, তারপর চাদরটার দিকে ফেরে, তার নাক বেয়ে তখনও রক্ত পড়ছে।

– তুমি সরে গেছ। আমি বলেছিলাম না সরতে। তুমি সরেছ।

মেয়েটা এখনও যন্ত্রনায় কাঁতর, তার উদ্ভ্রান্তিতা এখনও কাটে নি। জানে উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। সুতরাং যেভাবে বসে ছিল সেই ভাবেই বসে থাকে। প্যাট্রিক ঝুঁকে পড়ে তার হাতের রক্তাক্ত চাদরটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মানুষ হবার অনেক সমস্যা, সে ভাবে।

প্যাট্রিক লুইস তার সমগ্র জীবন কাটিয়েছে উপন্যাসের গৎ বাঁধা কাহিনীর মত। লেখকরা জানে তাদের গল্পের মূল চরিত্রদের জীবনের উদ্দেশ্য কি। বিভিন্ন ঘটনা চক্রে দারিদ্র্য থেকে উঠে আসে গল্পের চরিত্ররা। বইয়ের গল্প শেষ হয় সব সমস্যার সমাধান করে আর সব রোমান্সের পরিণতি দিয়ে। এমনকি অবহেলিত প্রেমিকও সেই পরিণতিকে গ্রহণ করে নেয়।

ক্লারা চলে যাবার পর প্যাট্রিক কুইন স্ট্রিট্রে তার কামরাটাকে আচ্ছন্নের মত পরিষ্কার করে। একটা বালতি ভরে ওঠে সাবানের ফেনায়, ন্যাতায় পরিষ্কার হয় সারা সপ্তাহের সঞ্চিত ধুলাবালি। তারপর কামরাটার এক মাত্র শুকনো কোণে বসে আগে থেকে রাখা রক্সি সিগারেটে টান দেয় এবং বালতিতে ছাই ফেলে। কামরাটার গন্ধ শুঁকে মনে হয় একটা পরিচ্ছন্ন কসাইখানা। ফার্নিচার বলতে একটা টেবিল, একটা চেয়ার এবং একটা ইগুয়ানার খাঁচা–কামরাটার রাস্তামুখি প্রান্তের কোণে জড় করে রাখা সব।

মাঝে মাঝে সে ঐ কোণে একটা বই রাখে। ইতিমধ্যেই সে বইটার পৃষ্ঠাগুলোর গন্ধ শুঁকেছে এবং কাগজের লেখার উপর হাত বুলিয়েছে। এখন সে তার খালি হাত দিয়ে সেটাকে এক টুকরো পাউরুটির মত গিলে ফেলতে পারে। সে তার হাত থেকে সিগারেটের ছাই মুছে ওয়াইল্ড গিজ বইটা খোলে। "*খোলাখুলি ভাবে না বললেও পরিবারটা ক্যালেব গেয়ারের জন্য অপেক্ষা করছিল। এমনকি নতুন স্কুল শিক্ষক ইভেন লিভগিজ যে ইন্ডিয়ান মেইল ক্যারিয়ারের সাথে শেষ বিকালের দিকে এসে পৌছেছে এবং নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত ছিল, সেও অপেক্ষা করছিল।*" ক্লারা রুমালে তার কপাল মোছে। "*রকার মনে হল যেন বলছে 'ক্যালেব', 'ক্যালেব', 'ক্যালেব!' শিক্ষক এটা দেখে একটু মজা পেলেও তেমন একটা আবেগ দেখাল না।*" ক্লারার কান যেন প্যাট্রিকের হৃৎপিণ্ড মুড়ে থাকা চামড়ার শব্দ শুনছিল।

সে ইগুয়ানাটাকে খাবার দেয়, তার নির্বিকার মুখ থেকে এক ইঞ্চি দূরে ধরে ছোলা। তার চোখের পাতার নড়াচড়া ছাড়া মুখভাবে আর কোন পরিবর্তন হয় না। ভিন গ্রহের এক প্রাণী যেন। সেটার চোয়ালে ফুল দিয়ে বোলায় সে। জানালা দিয়ে দেখে টরন্টোর নীল আকাশে শ্রমিকদের অবয়ব, স্ক্যাফোল্ডিংয়ে ভর দিয়ে একটু একটু করে উপরে উঠছে। ক্লারার উপস্থিতি সর্বক্ষন তাকে ঘিরে থাকে।

ইউনিয়ন স্টেশনে একটা আলতো চুম্বন, ক্লারার মুখ আধাআধি খোলা।

– জিজ্ঞেস করতে খারাপ লাগছে কিন্তু আমি ওটাকে এতো দূরে সাথে নিয়ে যেতে পারব না। তুমি ওকে রাখতে পারবে?
– কি এটা? তোমার শেষ উপহার?
– এভাবে কথা বল না প্যাট্রিক।
– ছেড়ে দাও ওটাকে।
– ওটা অন্ধ!

এরপর আর তর্ক চলে না।

– ওকে ক্লোভার আর ছোলা খাইও, আর বেশি করে পানি। খাবার দেবার আগে খাঁচাটা একটু নাড়াচাড়া করে দিও। তাহলে ও জানবে।

তারপর ক্লারা ট্রেনে উঠে গেল, ফিটফাট, পরনে রুপার বাকল। সে খাঁচাটাকে দোলাতে দোলাতে হেঁটে বাসায় ফেরে, একটা বাঁধাকপি ছুড়ে দেয় জন্তুটাকে, তারপর সপ্তাহ খানেক আর খোঁজখবর নেয় না। জন্তুটা তার তর্জন শোনে,কাপ আর গ্লাস ভাঙার শব্দ শোনে। ইগুয়ানাটা ক্লারা ডিকেন্সকে ভালোই চিনত, তার প্রাচীন শরীরের মধ্যে ক্লারার ছোঁয়া। প্যাট্রিক পতন এবং নিয়তি জাতীয় শব্দে বিশ্বাস করতে শুরু করে। প্যাট্রিক লুইসের সমাপ্তি। এম্ব্রস স্মলের সমাপ্তি। শব্দগুলোর মধ্যে দর্শন এবং মন্ত্র-তন্ত্রের ইঙ্গিত আছে, নিয়তির এক খেলা। বহুদিন আগে ক্লারা বলেছিল তাকে অনুসরণ না করতে। প্যাট্রিক যদি বীর হত তাহলে সে একটা তীরের মত স্মলের উপর গিয়ে পড়ত, ইগুয়ানাটাকে তার মালকিনের হাতে সঁপে দিত।

সুপ্রিয় ক্লারা

চারদিকে এতো আলো আঁধারীতে ভরা জীবন। রাতে রোজডেল যেন একটা একুরিয়ামের মত। পানির ভেতরে উদ্ভিদ। এম্ব্রসের বাগানে তুমি একটা লম্বা কালো পোশাক পরে খালি পায়ে হাঁটছ যখন তার বাসার উপরের তলায় তার স্ত্রী ঘুমাচ্ছে। চীৎকার করছ তার ঘুমে ব্যাঘ্যাত করবার জন্য। কোমল মনা বিত্তবান।

তুমি ছিলে বলে এম্ব্রসের শ্রেণী ছিল। ওরা সবাই জানত সেটা–মানুষের মত দেখতে অস্তিত্বগুলো যারা জন্মেছিল বিত্ত বৈভবের মধ্যে এবং সেই অর্থ নিতম্বে একটা থার্মোমিটার গোঁজার মত গুঁজে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করেনি জীবনে। হীনমন্য বিত্তবান। কোমল মনা বিত্তবান। আমি জানি তুমি কেন এম্ব্রসের সাথে গিয়েছিলে। সে ছিল একটা পোতাশ্রয়ের ছুঁচো। একটা অভিবাসী ছুঁচো। জয়ী না হয়ে তার উপায় ছিল না কারণ পরাজয়ের অর্থ ছিল সব হারানো। অন্যরা চাইত শুধু তাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রদেরকে আপার কানাডা কলেজে পাঠাতে। ফসলের আবর্তন। একমাত্র স্মলই পারত দেয়ালের উপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে, ভাঙ্গা কাঁচের উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে। কিন্তু আমি স্মলকে চাই না, আমি তোমাকে চাই...

প্রিয় ক্লারা

আমার রুমের বাইরে গ্রীনউড বার থেকে বেরিয়ে আসা প্রেমিকদের উত্তপ্ত এবং তিক্ত ঝগড়া চলে সারা রাত। আমি জানালার পাশে উষ্ণ বাতাসে শুয়ে থাকি, ঐ কপোত কপোতিরা জানেও না তাদেরকে কেউ দেখছে, তারা হয় অন্তরঙ্গ হয় নয়ত ঝগড়া করে। আমি

করিনি। আমি দুঃখিত। শয়তান! ফিসফিস করে বলে। চড়ের শব্দ, আলিঙ্গনের চেষ্টা, ক্ষুব্ধ ভালোবাসার আঘাত। ছেলেটার চোখের পাশ দিয়ে আঁচড় দিয়ে যায় মেয়েটার নখ। নিজের একটুখানি স্থানের জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই, ক্লারা, চাওয়া আর পাওয়া, সঙ্গমের দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, মানুষ কিংবা বেড়াল – সেই অতিপ্রাকৃতিক গোঙ্গানী, রুপালী চাঁদের নীচের গদ্গাদ সংলাপ– মেয়েটার হাত ছেলেটার মুখে রাখা ফলে তাকে আর অত অচেনা মনে হচ্ছে না, তার কোটের পেছনটা ইঁটের সাথে লেপটান। তুমি তাকে কিছু একটা বলছিলে, কি বলছিলে তাকে? শয়তান! কি! কিছু না!

আমি হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠি আচমকা অন্তরঙ্গতার শব্দে। একবার নীচে একটা অদ্ভুত গুঞ্জন শুনে নীচে তাকিয়েছিলাম। একটা লোক - তার কাঁধে একটা কার্পেট আর হাতে একটা লাল কুকুর। এই এলাকার চোর, ক্যারাভাজ্জো, কাজ থেকে ফিরছে। সে শান্ত ভাবে আমার নীচ দিয়ে চলে যায়, সিসিলিয়ান আইস্ক্রীম খেতে খেতে...

আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনে বিপদের মধ্যে জেগে উঠি। তুমি ফিসফিস করছিলে। প্রথমে ভেবেছিলাম বোধহয় বাইরে রাতের রাস্তা থেকে আসছে কিন্তু পরে বুঝলাম আসলে তুমি আর আমি অন্ধকারে জমে গেছি – এমন একটা স্বপ্ন আমি যার সমাপ্তি চাই নি। আমি চিনি তোমার দ্বিধান্বিত, ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর যখন তুমি মাতাল হয়ে শুয়ে থাকো। ঐ সব আমার কাছে খুব পরিচিত। ক্লারা? আমি অন্ধকারে ডেকে উঠি, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। আমি বিছানার পায়ের কাছে তোষকের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি দুই হাত উঁচিয়ে ছাদটাকে ছুঁয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি শোন নি। আমি টের পাচ্ছিলাম রাস্তা থেকে বাতাস বয়ে আসছে। তোমার সঙ্গীর পুরুষালী কণ্ঠের হাসির ধ্বনি ভেসে আসে। আমি ঘুরে দেখলাম আলোকিত হলুদাভ পীত রেডিওর ডায়ালটা। সেটা ছিল মিস্ট্রি আওয়ার, দুই তিন বছর আগের একটা অনুষ্ঠানের রিপ্লে। ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে চলা ব্রডকাস্টিং-এর ভেতর দিব্যি ঘুমিয়েছি কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শোনামাত্র জেগে গেছি। তোমার ছোট একটা পার্ট ছিল। গল্পে তুমি খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলে।

ইউনিয়ন স্টেশনে আমি তোমাকে ছেড়ে আসতে রাজী হই নি। বেডফোর্ড লাইমস্টোনের পাশে দাঁড়িয়ে তুমি উষ্মা দেখিয়ে বলেছিলে, চলে যাও প্যাট্রিক, আমাকে একা রেখে বিদায় হও। আমার আলিঙ্গন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলে তুমি, লাইমস্টোনের গায়ে তোমার চুল ঝাপ্টা খায়।

পাঁচ নম্বর গেটে তুমি থামলে, এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালে, একজন কাউবয়ের মত দুই হাত তুলে সারেন্ডার করার মত হাত তুল্লে। শান্তি। না, আমরা সিঁড়ি বেয়ে আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়িয়ে হেঁটে উঠি নি। একজন পাগল প্রেমিকের ভালোবাসার বদ্ধ প্রেম থেকে তুমি পালাচ্ছিলে। আমরা পরস্পরের কাঁধে আমাদের বাহু রেখেছিলাম, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলাম। তোমার মুখে তোমার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

প্রিয় ক্লারা

আমি তোমাকে আমার সাথে নাচবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তোমার সাথের লোকটা আমার মুখে ঘুষি মেরেছিল। আমি চোখের নীচ থেকে রক্ত মুছে ফেলেছিলাম। পাঁচ মিনিট পর আমি তোমার টেবিলে ফিরে এলাম আর তার লোকেরা আমাকে আক্রমন করল, পেছনের রাস্তায় আমাকে ছুড়ে ফেলে দিল। এই স্বপ্নে আমি তোমাকে দীর্ঘদিন পর দেখেছি, অপূর্ব সেই পোশাকে তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এটা ছিল একটা আনুষ্ঠানিক কিছু, অনেক সম্মানিত মানুষদের সাথে ছিলে তুমি। আমি তোমার মুখের দিকে তাকালেই বুঝি কেউ আমাকে আঘাত করবে। আমি মেঝেতে পড়ে যাব। আমি সেখানে পড়ে তোমার পোশাক দেখব এবং তারপর আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিশেষে আমি আবার ফিরে আসি এবং তোমাকে আমার সাথে নাচার জন্য অনুরোধ করি। দুইটা জিনিষ হল। অল্প কিছুক্ষনের জন্য আমরা নাচলাম। আমি তোমাকে অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার কাপড়ে আমার রক্ত লাগাতে চাই নি, তুমি বললে, "ঠিক আছে, প্যাট্রিক," এবং আমি তারপর তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম যখন ওরা আমাকে আবার ঠেলে পেছনের গলিতে ছুড়ে ফেলে দিল। আমার স্বপ্ন শেষ হল আমি চীনাদের সাথে একজোট হয়ে অনুষ্ঠানটাকে পন্ড করে দেবার ষড়যন্ত্র করছি দিয়ে।

***

সে দরজাটা খুলে দ্রুত পিছিয়ে যায়, বিস্মিত। মেয়েটাকে সে আশা করে নি।

মেয়েটা শুন্য ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়ায়, ক্লারা চলে যাবার পর যে সমস্ত জিনিষ সে ছুড়ে মেরে ভেঙেছিল, সেইসব কাঁচের ভাঙ্গা গ্লাশ এবং চীনা মাটির পাত্র গুলো সে আবার জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছিল, সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে।

-কি ওগুলো?

-গ্লাস। একটা ক্রসয়ার্ড পাযল...একটা কাহিনী।

এলিস তার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার এবং ক্লারার সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানত সে?

-আমি চেষ্টা করছি আমার জীবনটাকে আবার দাঁড় করাতে, সে বলে।

- শুরুটা এখনই হোক।

মেয়েটা ঘরটার মধ্যে হেঁটে বেড়ায় কিন্তু কোন কিছু ছোঁয় না যেন এই কামরার প্রতিটা বস্তুর কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে এবং প্যাট্রিকের সেরে উঠবার জন্য অপরিহার্য।

– কতদিন হল গেছে সে? দেড় বছর? দুই বছর?

– আরোও বেশি দিন কিন্তু তত বেশি মনে হয় না।

সে দমকে দমকে কথা বলে। তার বাক্যগুলো খাপছাড়া, প্রায়শই অর্থপূর্ন নয় কিন্তু তার মানষিক অবস্থাটা বোঝা যায়।

– আমাকে এক কাপ কফি দাও প্যাট্রিক।

তাদের দু'জনের মধ্যে দূরত্ব পাঁচ ফুটের বেশি ছিল। সে যখন দেয়ালে লাগানো একটা নিউজ ক্লিপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, প্যাট্রিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরোও খানিকটা দূরে সরে গেল। তার নিজেকে বিপদজনক মনে হয়। এলিসের বয়েস বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে, দৃঢ়তা বেড়েছে। সে তার কোট খুলে দরজার পাশে মাটিতে রাখল। প্যাট্রিক তার পেছন পেছন রান্নাঘরে এলো, কফির সসপ্যানে পানি ঢালল, গ্যাস জ্বালাল। ঘরে কোন চেয়ার ছিল না, তাই মেয়েটা তার মুখোমুখি কাউনটারের উপর বসল, স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাট্রিককে দেখছে। এই দূরত্বটুকু নিরাপদ।

– তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মেয়েটা বলে।

– আমি ঠিক আছি। শারীরিকভাবে আমি ঠিক আছি। আমার মনটা ভালো নেই। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে আমার মন যেরকমই থাক আমার শরীর নিজের খেয়াল রাখে।

কয়েক মাসের মধ্যে এটা বোধহয় তার সবচেয়ে লম্বা কথপকথন।

– আমি ঠিক তার উল্টা। আমার শরীরের অবস্থা দেখেই আমি বলতে পারি মানসিকভাবে আমি ভালো না খারাপ আছি।

– তুমি একজন অভিনেত্রী, তাই না?

– ঠিক।

তার দৃষ্টি চারদিকে ঘুরছে কিন্তু মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছে না। খারাপ লক্ষন। এলিস কাউন্টারের উপর থেকে নীচে নেমে প্যাট্রিকের দিকে এগিয়ে যায়, মাত্র ইঞ্চি খানেক দূরত্ব রেখে থমকে দাঁড়ায়। প্যাট্রিকের দৃষ্টি এলিসের চোখে মুহূর্তের জন্য স্থির হয়,তারপর সরে গিয়ে তার চিবুকে স্থির হয়।

– প্যাট্রিক, এরপর কি করতে হবে?

কয়েক মাস পর প্রথমবারের মত হাসল প্যাট্রিক। সে সামনে ঝুঁকে এলিসকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যেন মেয়েটা উধাও হয়ে যেতে পারে। যা ভেবেছিল মেয়েটা তার চেয়ে ছোটখাট, বেঁটে কিংবা রুগ্ন নয় কিন্তু তাকে জড়িয়ে ধরলে যে ধরনের অভিজ্ঞতা হবে ভেবেছিল তা ঠিক হল না। কপালের পাশে তার চুলের লালচে ছোপ, চোখের নীচের দাগগুলো সে দেখতে পায়।

সসপ্যানের মধ্যে পানি ফুটছে কিন্তু তারা দু'জনার কেউই নড়েনা। তারা ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে থেকে পরস্পরের শিঁড়দাড়া অনুভব করে, পরস্পরের চুল এবং ঘাড়ের পেছনটা অনুভব করে। মেয়েটা বলে, সহজ হও, কিন্তু প্যাট্রিক চায় তার শরীরের উপর ধ্বসে পড়তে, দু'জনে উত্তাল কোন ঢেউয়ে ভেসে ভিন কোন দেশে চলে যেতে, মহাসাগরে চলে যেতে, কিংবা শয্যায়, যে কোনখানে। অনেকদিন সে বড় নিঃসঙ্গ ছিল। এই সময়টাতে সে কাজ থেকে ফিরে একটা স্বপ্নের গুহার মধ্যে চলে যেত, পরে বুঝত না কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। যা ঘটার খুব আচমকা ঘটেছিল,তাদের দু' জনার সম্পর্কের কোন সুরাহা হয় নি, কোন নিষ্পত্তি হয় নি, কিন্তু তারপরও সেই স্মৃতি তাকে কোন এক ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেইদিন মেয়েটা এসেছিল , সে পরে ভেবে দেখছে, কারণ সে প্যাট্রিককে ভালোবাসে বলে নয়, বরং তাকে বাঁচাতে, তাকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনতে। ক্লারা কোথায় সেটা একমাত্র এলিসের পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল।

আগের সপ্তাহে প্যারোট থিয়েটারের বাইরে সে এলিসকে পাশ কাটিয়ে প্রায় চলেই গিয়েছিল। দুই বছর আগে প্যারিসের সেই ফার্মহাউসের পর প্যাট্রিক তাকে আর দেখেনি এবং সে প্রায় তাকে চিনতেই পারেনি। কিন্তু মেয়েটা তাকে নাম ধরে ডেকেছিল।

– নাটক দেখতে এসেছিলে?

– না...

প্যাট্রিক অন্যমস্কভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল। তার চোখ এবং মুখ ছিল বন্য, তার চারদিকের রাস্তাঘাট কোন কিছুই যেন সে দেখছিল না। তার কাপড় ছিল পুরানো, ভাঁজ পড়া, কলার ভাঙ্গা।

– এখন কি করছ তুমি?

প্যাট্রিক তার বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে দূরে সরে যায়।

– আমি একটা লাম্বার ইয়ার্ডে কাজ করছি।

– একরাতে এসে নাটকটা দেখে যাও। নাটকের পর আমার সাথে দেখা কর।

– ঠিক আছে, করব।

হ্যাঁ বলেছিল সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার জন্য। তার ইচ্ছা হচ্ছিল মেয়েটাকে ধরে ঝাঁকিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, ক্লারাকে হারানোর সব দোষ তার উপর চাপিয়ে দেয়। নারীর বিদুষীতা পুরুষের চাতুর্য এবং প্রতিশোধপরায়ণতাকে অবদমিত করতে পারে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটার কাছ থেকে উলটা দিকে হেঁটে চলে গিয়েছিল।

এখন এলিসের কনে আঙ্গুলটা ধরে সে তার সাথে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

- এখানে কতদিন ধরে আছো?
- প্রায় এক বছর।
- কিন্তু এখানে একটা বিছানা ছাড়াতো আর কিচ্ছু নেই!
- একটা ইগুয়ানা আছে!
- ও, তুমি ওটাকে এখনও রেখেছ।

বিছানায় মেয়েটার প্রকৃতি, তার স্বচ্ছতা, প্যাট্রিককে নাড়া দিয়ে যায়। মেয়েটা যখন তার কাঁধে শরীর এলিয়ে দিয়ে জন্তুর মত গররর করে ওঠে তখনও সে আবার নাড়া খায়। সেই শূণ্য ঘরে তারা শুয়ে থাকে।

- প্যাট্রিক, আমার মনে হয় ওর মা জানে ও কোথায় আছে।
- হয়ত।
- তোমার ওকে খুঁজে বের করা উচিৎ।
- ও আমাকে বলেছে না খুঁজতে।
- ওর সমস্ত স্মৃতি তোমাকে ভুলে যেতে হবে।
- জানি।
- তাহলে এরপরের বার আবার যখন আমাদের দেখা হবে তখন আমরা মুক্তভাবে পরস্পরের সাথে কথা বলতে পারব।

সে কথাগুলো এমন অদ্ভুত ভাবে বলল যে পরে যখন প্যাট্রিক চিন্তা করে সে ঠিক বুঝতে পারে না সেটা ব্যাঙ্গ করে বলা নাকি ভালোবাসা কিংবা মনবেদনা নিয়ে বলা।

এলিস যখন উঠে দাঁড়াল লক্ষ্য করল তার একটা কানের দুল হারিয়ে গেছে। তাতে কিছু আসে যায় না, সে বলে। ওটা মেকী ছিল।

সে প্যারিসে ক্লারার মায়ের সাথে দেখা করতে গেল এবং তার সাথে রাতের খাবার খেল।

- ও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল কিন্তু সেটা বেশি দিন টেকেনি।
- ও স্টাম্প জোন্সকে বিয়ে করেছিল?
- এবং ডিভোর্সও করেছিল। যাই হোক, বহু মানুষ ওর নাম শুনলে হাসত। এই রকম একটা নাম নিয়ে জীবন যাপন করা কঠিন ব্যাপার কিন্তু সে তার নাম পাল্টাবেও না। ক্লারা তখন ছিল মাত্র আঠার। ছেলেটা বলত ঐ নামেই সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।
- কেমন ছিল সে?
- স্টাম্প সুদর্শন কিন্তু বদ মেজাজী ছিল। হোটেল রেজিস্টার নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করাটা ক্লারা পছন্দ করত না। প্যাট্রিক লুইস কিন্তু একটা শক্ত পোক্ত নাম। তোমার সম্বন্ধেও আমাকে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছিল।
- কি বলেছিল?
- তুমি দক্ষিন ওন্টারিওর বাসিন্দা হলেও মনে মনে একজন রোমান্টিক বলশেভিক।
- আসলে আমি পূর্ব ওন্টারিওর ছেলে। আর কি বলেছে?
- বলেছিল ও তোমাকে পটিয়েছিল।
- তাই বলেছিল...সত্যিই বলেছিল?
- হ্যাঁ।
- ও কি স্টাম্পের সাথে কোন যোগাযোগ রেখেছিল?
- আমার মনে হয় না।
- ওদের কোন ছবি তোমার কাছে আছে?

মিসেস ডিকেন্সন সোফা থেক উঠে রান্না ঘরে চলে যায়। প্যাট্রিক ভাবল সে হয়ত তার উপর রেগে গেছে, তার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছে, তাই সেও উঠে তার পিছু পিছু রান্না ঘরে গিয়ে ক্ষমা চাইতে থাকে।

- ওকে ভুলে যাও, প্যাট্রিক। দু' বছরের উপর হয়ে গেছে। প্যাট্রিক হাসে।

মহিলা কাবোর্ডের একটা ড্রয়ার খুলে হানিমুনের একটা ছবি তার হাতে দেয়। ওরা দু'জনে একটা পাথরের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। স্টাম্পকে ভালোই দেখাচ্ছে কিন্তু প্যাট্রিক হাঁ করে দেখছিল ক্লারাকে। এতো অল্প বয়স্ক ছিল, চুল তখন প্রায় সোনালী, এখনকার মত এতো কালচে নয়। মুখ ছিল আরেকটু গোলগাল, নিষ্পাপ।

– দেখে বোকা বোকা লাগছে, সে বলে, যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না এটাই ক্লারার ছবি।
– হ্যাঁ। তার মা বলে। তখন সে বোকাই ছিল।
– কোথায় সে এখন?
– আমি লোকটাকে পছন্দ করি না।
– কেউ করে না। তুমি কি জান ক্লারা এখন কোথায়?
– এমন একটা স্থানে যেখানে স্মল জানে তুমি কখন তাকে খুঁজতে যাবে না...এমন একটা জায়গায় যেখানে তুমি কখন ফিরে যাবে না।
– কি বলতে চাইছ?

কিন্তু সেই মুহূর্তে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। সে বুঝে ফেলে তারা কোথায় আছে। একজন সার্চার হিসাবে সে সারা দেশ খুঁজে বেড়িয়েছে কিন্তু সেই একটা মাত্র জায়গায় খোঁজেনি যেটা তার কাছে এতো পরিচিত, তার ছেলেবেলার মতই তার কাছে অস্পৃশ্য, অদৃশ্য।

***

প্যাট্রিক দেয়ালে প্রতিফলিত এক চিলতে চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় তার শরীর যেন একটা শেকলে বাঁধা। প্যারিসে এই হোটেল রুমে সে একবার জেগে উঠেছিল তার পায়ের কাছে ক্লারার ফিসফিসানি শুনে। ভিজে ছপছপে। ভোর দুইটায়। মেয়েটা তার পোষাকের ভেজা ছিদ্র দিয়ে বোতামগুলোকে খুলে ফেলেছিল...আরেকবার বিছানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে রেডিয়েটরে হাত গরম করতে গিয়েছিল...সে মেয়েটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে, নিজেকে স্বরণ করিয়ে দেয় ক্লারা তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

বিছানা থেকে উঠে দেয়ালের পাশে রেডিয়েটরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় যেখানে ক্লারা তার হাত গরম করেছিল।

আর্লিংটন হোটেলে তাদের সেই পুরানো কামরায় সে দাঁড়িয়ে আছে। কোন আলো না জ্বালিয়ে সে নীচু হয় এবং তার মুখ দেয়ালের পাশে উদরের উচ্চতায় রাখে। এখানে তারা তীব্র যৌন উত্তেজনায় পাগলের মত একে অন্যকে আলিঙ্গন করেছিল। সাদা পেইন্টের উপর সে যেন মেয়েটার শিড়দাড়ার ঝাপসা ছাপ দেখতে পায়।

এম্ব্রস স্মল মাথার উপর একটা কাঠের ম্যাচ উঁচিয়ে ধরে, সেই আলো তার নাইট শার্টের কাঁধে এসে পড়ছে। ভোর চারটা। তার মাথার উপর একটা সিল্ক ব্যাগে ন্যাপথা ঝুলছে। সে কিছু একটা শব্দ শুনেছে। অন্য হাত দিয়ে একটা পিতলের হ্যান্ডেল ঘোরায়। এবার আগুণের শিখা এবং গ্যাস একসাথে মিলে হলুদ আলো জ্বলে ওঠে। প্যাট্রিক লুইস একটা আর্মচেয়ারে বসে আছে, পরনে ওভারকোট, সোজা তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

স্মল একটা চেয়ার টেনে নেয়। ভেতরে ভেতরে প্যাট্রিকের মত সেও এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে। যেন দুজনে পরস্পরকে আয়নায় দেখছে।

– কোথা থেকে আমাকে শুরু করতে বল, স্মল বলে, আমার বাল্যকাল থেকে?

প্যাট্রিক হাসে।

– আমি তোমার সম্বন্ধে কথা বলতে চাই না স্মল। আমি চাই ক্লারাকে। তার ভেতর এমন কিছু একটা আছে যেটা আমার সমস্ত স্বত্তাকে গ্রাস করেছে। আমি জানি না সেটা কি।
– আমি জানি। ও সব কিছু অর্ধ সমাপ্ত রাখে। এম্ব্রস মৃদু কণ্ঠে বলে।
– হতে পারে।
– আর কে জানে আমি এখানে আছি?
– কেউ না। আমি এসেছি শুধু ওর সাথে কথা বলার জন্য।
– আমি ওকে জাগিয়ে দেব। বাইরে যাও। ও তোমার সাথে বাইরে গিয়ে দেখা করবে।

প্যাট্রিক হেঁটে বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে যায় এবং ঘাসের উপর রাখা দু'টি চেয়ারের একটিতে বসে। নীল গাছের মাঝে বসে থেকে ডালপালা থেকে আঁঠার গন্ধ পায়। সে নদীর শব্দ শোনে। এই স্থান সে বাল্যকাল থেকেই চেনে, বিরাট বাড়ীটা ছিল রাথবান টিম্বার কম্পানি, লগ ড্রাইভের সময় সে প্রতিদিন এর পাশ দিয়েই যেত। সেই সময়ের শেষ নিদর্শন। সে জানালার পাশে হেঁটে গিয়ে ভেতরে তাকায়। সেখানে অন্ধকার। এম্ব্রস নিশ্চয় ল্যাম্পটা সাথে করে শোবার ঘরে নিয়ে গেছে।

ছাদের ঢালু অংশ দিয়ে পানির ফোঁটা প্যাট্রিকের কোটে পড়ছে, কয়েক ফোঁটা ঘাড়ে পড়ে, সে পিছিয়ে আবার অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ায়। আজ তো বৃষ্টি হয় নি। সে একটা ধাতব গন্ধ পায়। সে জানালার উপরে দৃষ্টি বোলায় এবং তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে বৃষ্টির সাথে ঐ

তরলের কোন সম্পর্ক নেই। সে তার কাঁধের উপর কেরোসিনের গন্ধ পায়, ছাদের উপর থেকে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর শব্দ আসে, সে মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলে ছাদের উপর ঘাপটি মেরে থাকা স্মল তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায়। আগুণের স্ফুলিঙ্গটা প্যাট্রিকের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্যাট্রিক নুড়ি বিছানো পথের উপর দিয়ে নদীর দিকে দৌড়াতে থাকে, যদিও ঠিক নিশ্চিত নয় তার গায়ে সত্যিই আগুন লেগেছে কিনা। সে দৌড়াতে দৌড়াতেই পকেট থেকে ছুরি বের করে তার কোটের একাংশ কেটে ফেলে। সে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে। সে ঠিক আছে। তারপর চারদিকের গাছপালায় আলোর প্রতিফলন দেখে সে বোঝে তার পেছনেই আগুণ। সে আবার দৌড়াতে শুরু করে –ময়লা পোড়ানোর ব্যারেল পেরিয়ে, বালির উপর রাখা নৌকার পাশ দিয়ে, অগভীর পানিতে ঝপাত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার কোটে জমে থাকা বাতাস পানির উপর একটা আগুনের বুদবুদের মত জ্বলতে থাকে। সে উল্টো ঘুরে পিঠের উপর পড়ে।

পানির ভেতরেই শরীর ডুবিয়ে শুয়ে থাকে সে, শুধু মাথাটা বাইরে বেরিয়ে থাকে, কাঁধ উপরে আনতে ভয় হয়। হাত ছাড়া আর কোথাও কোন ব্যাথা অনুভব করে না, হাতে তখনও ছুরিটা ধরা। সে ছুরিটাকে নদীর তলায় পুঁতে দেয়। হাতের তালু কেটে গেছে,প্যাট্রিক বুঝতে পারে। কোটটা ছুরি দিয়ে কাটার সময় বুকে খোঁচা লেগে কেটে গেছে। ক্ষতগুলো জ্বলছে।

হাতের উপর থেকে সময় মত নজর সরায় প্যাট্রিক। এম্ব্রস সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে। বোতলের মধ্যে রাখা জ্বলন্ত কাপড়টা বাতাসে উড়ে এসে পানিতে যখন পড়ল তখন বিস্ফোরনে তার চারদিকের নদী যেন হঠাৎ লাফিয়ে উঠল একটা মাছের ঝুলির মত, রাতটাকে মুক্তার মত উজ্জ্বল করে দিয়ে। প্যাট্রিকের বাঁ চোখটা চাদরের মত সাদা হয়ে যায়। তার ভয় হয় চোখটা হয়ত চিরতরে হারাল। সে ছুরিটা টেনে তুলে নিয়ে আছড়ে পাছড়ে উঠে দাঁড়ায়, তীরের দিকে হাঁটে। এম্ব্রস নড়ে না, প্যাট্রিকে এগিয়ে গিয়ে ছুরি দিয়ে তার কাঁধে যখন আঘাত করে তখনও সে নড়ে না।

তারপর প্যাট্রিক দৌড়াতে শুরু করে বেলরক ভিলেজের পুরানো সেই হোটেলের দিকে, মাইল খানেক পথ। সে আড়াআড়ি পথে যাবার সাহস পায় না, রাস্তার উপরেই থাকে, যে বাড়িতে তার জন্ম হয়েছিল সেটা পেরিয়ে যায়, যে ব্রিজের উপর সে মাছ ধরত সেটা পেরিয়ে যায়, অবশেষে তার হোটেল রুমের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে।

প্যাট্রিকের যখন ঘুম ভাঙল তখনও সে এক চোখে ভালো মত দেখতে পায় না। ছোট জালিটার সামনে একটা চেয়ারে তার ভেজা কাপড়গুলো সব দলা পাকানো। মাঝে মাঝে উঠে সে পাতলা লেপটা তার শরীরে মুড়িয়ে জানালার পাশে গিয়ে বসে নদীটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ডিপট ক্রিক - সেই একই নদী, স্মলের বাড়ীর পাশ দিয়ে ঢালু হয়ে ছুটে গেছে। বাঁধ বানানোর জন্য কাঠুরেরা তীরের যে অংশটা খুঁড়েছিল সেখানে এখনও ক্ষতের চিহ্ন। ডকের পাশে কয়েকটা ছেলেমেয়ে হাঁটু সমান পানিতে নেমে মাছ ধরছে। সে জানালার পাশে বসে কাঁচের ফাঁক দিয়ে আসা মৃদু বাতাসের ঝাপটা অনুভব করে। নিজের কোলের উপর রাখা অসাড় হাতটা দেখে মনে হয় অন্য কারো হাত, একটা ছবির মত। দরজার বাইরে সে ক্লারার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

সে যেন আয়নায় নিজের ভুত দেখতে পায়। সে কাঁধ দিয়ে খিড়কীটা ঠেলে খুলে দেয়। লেপটা তার শরীরে আলখেল্লার মত ঝুলছে।

– হ্যান্ডেল ঘোরাও। আমি পারছি না।

ক্লারা যখন ভেতরে এলো প্যাট্রিক তখন নিজের হাত দুটোকে দূরে সরিয়ে রাখে, বক্সারের মুঠির মত। সেগুলোকে শরীরের পাশে ঝুলিয়ে রাখতেও যন্ত্রণা হচ্ছে।

– ও খোদা, এটা সত্যিই তুমি।

– হ্যালো ক্লারা।

ক্লারা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তার কোট খোলা, হাত পকেটে। সে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে। প্যাট্রিকের মুখ ভেজা, তার আহত চোখটা থেকে পানি ঝরছে, সেটার উপর তার কোন নিয়ন্ত্রন নেই। কল্পনায় প্যাট্রিক ক্লারাকে কত অসংখ্যবার দেখেছে কিন্তু এই পোশাকে কখন না। সে তার বাঁ হাতটা উপরে তোলে লেপের কোনা দিয়ে চোখের পানি মোছার জন্য কিন্তু কাঁধের উপর হাতটা তোলার পর সেটা ভীষণ ভাবে কাঁপতে শুরু করে। ক্লারা এগিয়ে এসে তার হাতের তালু দিয়ে চোখটা মুছিয়ে দেয় তারপর সেই ভেজা নোনা হাতের তালুটা মুখের সামনে ধরে।

– এই চোখে আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

ক্লারার হাত আবার প্যাট্রিকের মুখে ফিরে এলো, চামড়ার উপর হাত বোলায় সে, গালের মাংশ ছুঁয়ে যায়।

– অনুভব করতে পারছ?

– হ্যাঁ।

হাতটা প্যাট্রিকের মাথায় গিয়ে স্থির হয়। নিজের হাত দুটোকে কোথায় রাখবে বোঝে না প্যাট্রিক, সময় মত সেগুলোকে ক্লারার সামনে থেকে সরাতে পারল না।

– কি হয়েছে?

– আমার হাত।

– আমাকে পেঁচিয়ে ধর। আমাকে তো আগেও ছুঁয়েছ।

– আমি চাই না তুমি ভাবো...

সে মুচকি হাসে,তার মুখ যন্ত্রনায় বেঁকে যায়। সেইভাবে তারা কামরাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাত ক্লারার কোটের দুই পাশের খসখসে অংশের উপর, ক্লারার আঙ্গুল ধীরে ধীরে তার চুলের মধ্যে বিলি কাটছে,তার মাথার খুলি স্পর্শ করছে।

– এখানেও রক্ত দেখছি। তোমরা দুজন ওখানে কি ছাই ভস্ম করছিলে?
সে তার আলিঙ্গন থেকে ছুটে গিয়ে কোটটা খুলে রাখে।

– আমি শহরে একজন ডাক্তারকে চিনি। কিন্তু আগে তোমাকে পরিষ্কার করতে হবে।
প্যাট্রিক জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ক্লারা পেছন থেকে এলো।

– প্যাট্রিক, কতবার কল্পনা করেছি পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আমাদের আবার দেখা হবে কিন্তু কখন ভাবিনি এইখানে দেখা হবে। এই নদীটার কথাই তুমি আমাকে বলেছিলে।

সে প্যাট্রিকের শরীরে তার মাথা রাখে। দু'জনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। প্যাট্রিকের কাঁধের একটা ক্ষতের দাগের উপর হাত বোলায়।

– চমৎকার কোন পরিবেশে আবার আমাদের দেখা হলে বিশ্রী লাগত, ঠিক না?

পাশে রাখা একটা গরম পানির গামলায় কাপড় ভিজিয়ে ভিজিয়ে ক্লারা প্যাট্রিকের শরীর এবং মাথা থেকে ভেজা রক্ত মুছে দিতে থাকে। প্যাট্রিক ভীষণ ক্লান্ত, জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করে। ক্লারা কাপড়টাকে নিংড়িয়ে শুকিয়ে নিয়ে প্যাট্রিকের বুকে, কাঁধে এবং হাতের ক্ষতগুলোকে মুছিয়ে দিতে থাকে, ধীরে ধীরে তার অথর্ব আঙ্গুলগুলোকে নড়াচড়া করায়।

– তোমার সাথে শেভিং কিট আছে? নিশ্চয় আছে।

ক্লারা মেন্থল পেনসিলটাকে তার কানের সামনে তিনটে ক্ষতের উপর বুলায়, তারপর তাকে শেভ করিয়ে দিতে চায় সে রেজরটাকে ধুয়ে নিয়ে প্যাট্রিকের সামনে বসে।

– কেমন আছো প্যাট্রিক?
সে বোকার মত একটু হাসল, জানে ক্লারা পছন্দ করে।

– আগের মতই টালমাটাল অবস্থায় আছি।

– বদলে যেও না।
প্যাট্রিক সরাসরি তার চোখের দিকে তাকায়, তার মনের ভাবটা প্রকাশ করতে চায়। এই প্রথম সে তার দিকে এইভাবে এতক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে। ক্লারা লক্ষ্য করল, তার মুখে কোন বেদনা নেই শুধু তৃষ্ণা।

– আমার সাথে কথা বল ক্লারা।

– এইসব ছোট ছোট ক্ষতগুলো...

সে লেপে রেজরটাকে মুছল। প্যাট্রিককে বয়েসী লাগছে। ভঙ্গুর লাগছে। মনে মনে ভাবে, কারো মুখ দেখতে হলে এভাবেই দেখা উচিৎ। তার উচিৎ ছিল প্যাট্রিককে অনেক আগেই শেভ করিয়ে দেয়া। তার উচিৎ ছিল এই ছেলেটার ভঙ্গুরতাকে আরোও আগেই ভালোভাবে বোঝার। প্যাট্রিক ছিল অভ্যাসের দাস, বিগত শতাব্দীর মানুষ। তার ইচ্ছে হয় ছেলেটার মুখখানা সে রঙ করে, তার গাল এবং ভ্রূর ভাজগুলো রঙে ভরিয়ে দেয়। তাকে নিয়ে আরেকটা স্পিরিট পেইন্ট করে। প্যাট্রিক আর আগের মত বিশুদ্ধ নয়, তার চামড়ায় এখন গুহার মত রুক্ষতা, সেখানে যাই আঁকা হোক তার রূপ পালটে যাবে। সে তার মুখ মুছিয়ে দেয়, তার ইচ্ছা হয় তার একটা ভাস্কর্য তৈরী করে। নিজের আঙ্গুল দিয়ে সে তার কপালে লিখল ডিকেন্স ৫। "আমি চাই না তুমি হারিয়ে যাও, প্যাট্রিক। আমি তোমাকে পেতে চাই না কিন্তু আমি চাই না তুমি হারিয়ে যাও।"

সে চেয়ার থেকে ধনুকের মত বাঁকা পায়ে নীচে নেমে আড়মোড়া ভাঙে, তারপর পিছিয়ে ওয়ালপেপার লাগানো দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। তারপর সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করে প্যাট্রিক সোজা ওয়ালপেপারের দিকে তাকিয়ে আছে যেন সে তার শরীরটাকে সেখানে রেখে এসেছে। ফুল, লতা পাতা, গাছপালার মাঝে একটা দুইটা ইংলিশ কবুতর, মাতাল কাঠুরেদের শরীরের ধাক্কায় কোথাও কোথাও ছিঁড়ে গেছে। প্যাট্রিক সামনে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখতে থাকে।

– তুমি কি জান এইখানে একবার স্মলের দেখা পাওয়া গিয়েছিল? টরন্টো পেপারে সেই খবর বেরিয়েছিল এবং আমি জানি সেটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না। আমি যে শহর থেকে এসেছি সেই শহরেই যে সে থাকবে সেটাই তো স্বাভাবিক - কারণ তুমি তার সাথে ছিলে। সেও নিশ্চয় তোমাকে আমার মতই প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছিল, ঠিক কিনা?

– সে জানতে চেয়েছিল তুমি কোথা থেকে এসেছিলে। আমি তাকে বেশী কিছু বলিনি। সে তোমার সম্বন্ধে আগ্রহী ছিল না প্যাট্রিক। সে ধনবান মানুষ যে সহায় সম্পত্তি রেখে পালিয়েছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেকে রক্ষা করা। তুমি যে আমার খোঁজে এসেছ এটা সে কক্ষন বিশ্বাস করবে না।

প্যাট্রিক মাথা ঘুরিয়ে বালিশের উপর রাখা ক্লারার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্লারা তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে।

– আমি একরকম জানতামই তোমাকে আবার যখন দেখব আমার শারীরিকভাবে কিছু একটা ক্ষতি হবে। আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমার সাথ নাচতে গিয়ে মার খেয়েছি।
ক্লারা ঝুঁকে পড়ে তার বুক ছোঁয়।

– ডাক্তার ভালো করে ড্রেসিং করে দিয়েছে।

– স্মল কি জানে তুমি এখানে আমার সাথে?

– জানে নিশ্চয়, কিন্তু ওর কথা বল না, প্যাট্রিক। আমি সকালে ফিরে যাব।

একটু পরে ক্লারা যখন তার মুখের দিকে তাকায় প্যাট্রিক তখন ঘুমিয়ে গেছে। অষুধগুলো খাবার পর সারা সন্ধ্যা ধরেই সে ঘুম ঘুম বোধ করছিল। সে তাকে দীর্ঘক্ষন ধরে দেখে। ভোর তিনটার দিকে সে তার শরীর নিজের শরীরে অনুভব করে। তারা পরস্পরকে ছোঁয়, দুজনাই সতর্ক যেন প্যাট্রিকের ক্ষতগুলোতে আঘাত না লাগে, সর্বাঙ্গে হাত বোলায় যেন একটা স্বপ্ন দেখছে। পরে বাথরুমে যায় ক্লারা এবং ছায়ার মত বিছানায় ফিরে আসে। প্যাট্রিক স্বস্তিবোধ করছে কিন্তু ক্লান্ত।

– শুভ রাত্রি ক্লারা।

– শুভরাত্রি প্যাট্রিক লুইস, আমার বন্ধু।
সে ক্লারার হাত ধরে ঘুমায়।

ক্লারা অন্ধকারে পোশাক পরে এবং তাকে না জাগিয়েই বেরিয়ে যায়। গুজ আইল্যান্ডের উপর সুর্য ওঠে, মিস্টার ময়েরের বাড়ির টিনের ছাদ ছুঁয়ে যায়, হেঁটে বাড়ি ফেরে সে, গ্রান্টস এন্ড মিকসের পাশ দিয়ে। বালক জর্জ গ্রান্ট আর তার ভাই রাসেল গরু নিয়ে বাসায় ফিরছে। তারা দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্য আলাপ করে। সে রাস্তার বাঁক ধরে এগিয়ে যায়, ঘোরানো পথের শেষের বাড়ীটা লক্ষ্য করে যেখানে তারা থাকছে। খুব সম্ভবত এবার বাসাটা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই যাত্রাটুকুর মাঝে তার মনটা এক ভালো লাগার উন্মাদনায় ভরে যায়।

বাড়িতে পৌঁছে সে ভেতরে ঢোকে না, বরং হেঁটে সৈকতে যায় এবং পানির দিকে মুখ করে বসে, লাল নৌকাটার গায়ে হেলান দিয়ে। একটু ঠান্ডা কিন্তু সে কোট পরে ছিল, মাথায় অনেক চিন্তা। হোটেলে কি হচ্ছে সে জানে না, দিনের আলোয় হয়ত প্যাট্রিক এতক্ষনে উঠে গেছে, তার ড্রেসিংয়ের ভেতর থেকে রক্তের ফোঁটারা বেরিয়ে এসে চাদরে পুরু আস্তরের মত লেগে আছে - রাতের অন্ধকারে তাদের দু'জনার ঘনিষ্ঠতার সময় ধাক্কায়, দেয়ালে ওয়াল পেপারের ইংলিশ ফুলের উপর তার হাতের রক্তাক্ত ছাপ - সঙ্গমের সময় নিজের ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য ক্লারা ঝুঁকে পড়ে দেয়ালে হাত রেখেছিল। প্যাট্রিকের শরীরে ড্রেসিংগুলো ছেঁড়া পাঁজরের মত বেরিয়ে আছে। এম্ব্রস বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল ক্লারা চুপচাপ ভাবুক মুখে বসে আছে, তাকিয়ে আছে প্যাট্রিকের নদীর দিকে।

২

পরিশুদ্ধতার প্রাসাদ

লেক ওন্টারিওর নীচে টানেলে কর্দমাক্ত ঢালে দাঁড়িয়ে দু'টি লোক হাত মেলায়। তাদের পেছনে একটা কুড়াল এবং একটা বাতি, তাদের ধুলায় ধূসরিত মুখ সামনের ক্যামেরার দিকে ফেরানো। ছবিটা যখন তোলা হল তখন এক মুহূর্তের জন্য হঠাৎ করেই চারদিকে যেন নিথর হয়ে গেল, টানেলের ভেতর অন্যান্য কর্মীরাও নীরব। তারপর সিটি ফটোগ্রাফার আর্থার গ্রস তার ট্রাই পড এবং গ্লাস প্লেটগুলো গুছিয়ে নিয়ে লাইটের কর্ডটা প্লাগ থেকে ছুটিয়ে দেয়। এই আলোটাই ছবির কর্মী দু'জনের পেছনের খোলা টানেলে একটা সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। তারপর সে পঞ্চাশ গজ হেঁটে সিঁড়ির পাদদেশ পর্যন্ত যায়, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠে বাইরের উজ্জ্বল দিনের আলোতে চলে যায়।

কাজ চলতে থাকে। শক্ত কাঁদায় কোদালের কোপ পড়ে। সিক্ততা। পাথর সামনে পড়লে শ্রমিকরা হয় জ্বালায় নয় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে। শত শত ব্যারেল নরম কাঁদায় ভর্তি করে টেনে মাটির উপরে তোলে। শহরের পুর্ব প্রান্তে লেক ওন্টারিওর নীচে একটা টানেল তৈরী করা হচ্ছে নতুন ওয়াটার ওয়ার্কের ইন্টেক পাইপ বসানোর জন্য।

১৯৩০। বাদামী পিচ্ছিল অন্ধকারে খুঁড়তে খুঁড়তে প্যাট্রিক শুধু কাঁদায় তার কোদালের আঘাতের চিহ্নটুকু দেখে। তার মনে হয় তার সামনে যেন সারা মহাদেশ পড়ে আছে। উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বিশাল লেকের নীচে একটা হিসহিসানি করা বাতির সামনে নিজ ছায়ার সাথে পাল্লা দিয়ে খুঁড়ে চলে সে। পাথরের দেয়ালে প্রতিটা বাড়ি দেবার সাথে সাথে তার কাঁধে এমন ঝাঁকুনি লাগে যে মনে হয় কেউ তাকে আঘাত করেছে। বিশ মিনিটের মধ্যেই প্যাট্রিক এবং অন্য টানেল কর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাদের বাহু চুলকায়, বুক শুকিয়ে যায়। তারপর কিভাবে যেন একটা ঘন্টা গড়িয়ে যায়, আরোও চার ঘন্টা পার হলে তবে লাঞ্চ। ত্রিশ মিনিট সময় পাবে খাবার জন্য।

আট ঘন্টার শিফটের সময় কেউ কথা বলে না। ইটালিয়ান এবং গ্রীকদের মত প্যাট্রিকও ফোরম্যানের সাথে তেমন একটা কথা বলে না। প্রতিদিন আট ঘন্টা তাদের চারদিকের বাতাস সেই নোংরা আলোর মধ্যে ঘুর্নিপাক খেতে থাকে। টানেলের অন্য এক প্রান্ত থেকে একটা পাম্পের নিরবিচ্ছিন্ন আওয়াজ শোনা যায় যেটা টানেলের ভেতর থেকে ক্রমাগত পানি টেনে নিচ্ছে। পানির উচ্চতা কখন তাদের গোড়ালীর নীচে নামে না। ভেঁজা কাদার উপর সারাটা সকাল পিছলে যেতে যেতে কাজ করতে থাকে, ভালো করে দাঁড়ানও যায় না, কাজের জায়গাতেই মুত্র ত্যাগ করে, লাঞ্চ করে যেখানে সেখানে হয়ত কেউ মলও ত্যাগ করে।

মাটি কাটার শ্রমিকের দল যখন তাদের কোদাল এবং বেলচা নিয়ে সামনে এগিয়ে যায় গানাইটরা তখন দেয়ালে কংক্রিট এবং বালুর মিশ্রন ছিটিয়ে দেয় নইলে কয়েক ঘন্টা বাতাসের স্পর্শে থাকলে সেটা ধ্বসে পড়তে পারে। আর ওরা খোঁড়ার সময় ভুল করে যদি মাত্র এক ডিগ্রিও বেশী উপরের দিকে খোঁড়ে, যদি লেক ওন্টারিওর তলদেশের বেশী নিকটে চলে যায়, তাহলে? কমিশনার হ্যারিসের লেকের তেত্রিশ' গজ ভেতর থেকে পানি সংগ্রহ করবার এই উন্মাদ পরিকল্পনার যেমন ইতি হবে, তেমনি টানেলের ভেতরের সব কর্মীরাদেরও ছুটে আসা পানির চাপে সলিল সমাধি হবে। এই দৃশ্য তারা সবাই দুঃস্বপ্নে দেখে।

যখনই টানেলাররা বিশাল পাথরের দেয়াল কিংবা শেল বেডে গিয়ে থমকে যায়, ফোরম্যান টানেল ক্লিয়ার করে এবং ট্রান্সপোর্টেশন খচ্চরগুলোকে পেছনে সরিয়ে নেয়া হয়। তারপর প্যাট্রিক দল ছুট হয়ে যায়। সে তার বাকলআলা বেল্টটা খুলে ফেলে, পরণের ভেজা কাপড়ে থাপড়িয়ে দেখে ধাতব কিছু আছে কিনা, তারপর কাঁধে ডাইনামাইটের বাক্সটা তুলে নেয়। হাতে একটা বাতি নিয়ে সে টানেলের একেবারে সূদূর প্রান্ত পর্যন্ত একাকী হেঁটে যায়। এখানে কোন শব্দ নেই– বাতাসের শব্দ নেই, কোদালের শব্দ নেই। শুধু পানিতে তার পায়ের শব্দ, অন্ধকারে তার নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ।

টানেলের শেষ মাথায় পৌঁছে সে অন্ধকার দেয়ালের গায়ে তার বাতিটা উঁচিয়ে ধরে, পাথরের গঠনটা বোঝার চেষ্টা করে, তার আকার, ভেতরের খাঁজ। সে বাতিটা নীচে নামিয়ে রেখে ডাইনামাইট পোঁতার জন্য গর্ত করে। একমাত্র এই সময়টাতেই যেখানে খুঁড়ছে সেই স্থানটা সে দেখতে পায়। বাতির পোড়া অংশ ভেজা মাটিতে পড়ে ছলকে ওঠে। একবার সেই আলোতে সে একটা বিবর্ণ ফসিল খুঁজে পেয়েছিল, একটা মোচকের মত শুঁড়ওয়ালা শামুক, যেটা সে বিচ্ছিন্ন করে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

যদিও সে ফোরম্যনের জন্য ডাইনামাইটিং এর কাজ করে, অন্য সময় সে মাকারদের সাথে খোঁড়াখুঁড়ির কাজও করে। প্রত্যেকটা চার্জ বসানোর জন্য সে আলাদা পয়সা পায়। কাজটা খুবই ক্লস্ট্রোফোবিক, অন্য কেউ করতে চায় না। কিন্তু প্যাট্রিকের কাছে এই জঘন্য জায়গাটাতে ঐ সময়টুকুই একমাত্র শান্তিময়। তার বাবার কাছ থেকে শেখা পুরানো দক্ষতা কাজে লাগায় সে – যদিও সেই সময় তারা কাজ করত দিনের আলোতে, নদীতে, বাতাসে কাঠের গুঁড়ির লাফালাফি।

সে পাউডার ফিউজটাকে একপাশে বিছিয়ে দেয়, যেটা প্রতি দুই মিনিটে এক গজ করে পোড়ে, এবং সেটাকে জ্বালিয়ে দেয়। সে বাতি হাতে তুলে নিয়ে অন্যদের দিকে হাঁটতে শুরু করে। তার কোন তাড়া নেই। টানেলের ভেতর তার হাতের বাতি ছাড়া আর কোন আলো নেই। সে যখন হাঁটতে থাকে তার পেছনে একটা দানবীয় ছায়া পড়ে। সে যখন টানেলের অন্য প্রান্তে অপেক্ষমান কর্মীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় তখন কানে আসে বিস্ফোরনের শব্দ, চারদিকে ছিটকে পড়ছে শেল, লেকের নীচের গভীর অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে পাথরের ক্ষুদ্র কণা।

বেলা যতই গড়াতে থাকে টানেলের তাপমাত্র ততই বাড়তে থাকে। কর্মীরা তাদের শার্ট খুলে দেয়ালে পেরেক মেরে ঝুলিয়ে রাখে। বাসায় ফেরার পথে অন্য টানেলারদের শার্টে ফুটো দেখে প্যাট্রিক বোঝে তারা তার সাথেই কাজ করে। এটা তাদের মধ্যে একটা কোডের মত। দিনের শেষে তারা টানেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে উঠে আসে কন্সট্রাকশনের মরুতে যেটা একসময় ছিল ভিক্টোরিয়া পার্ক ফরেস্ট, যেখানে এখন তৈরি করা হচ্ছে ওয়াটারওয়ার্ক।

বাসায় ফেরার পথে প্যাট্রিক দিনের শেষ আলোটুকু উপভোগ করে। শুকনো বাতাসে কাদা কাপড়েই শুকিয়ে যায়। তার বাহু এবং চুল সাদা হয়ে ওঠে। সে একটা ছুরি নিয়ে তার বুট এবং ট্রাউজারের তল থেকে কাদা কেটে কেটে ফেলে, ব্লেডটা ফিতার উপর বুলায় সেগুলো একটু ঢিলা করবার জন্য। তার ওয়াট এভেনিইউয়ের রুমে পৌঁছে সে সমস্ত জামাকাপড় একটা কোনায় ফেলে, ইগুয়ানাটাকে খাওয়ায়, তারপর বিছানায় হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। পরদিন সকালে ছয়টার সময় সে আবার সেই কাপড়গুলো তুলে নেয় -ততক্ষণে সেগুলো বর্মের মত শক্ত হয়ে গেছে, তারপর সেগুলোকে ফায়ার স্কেপের দেয়ালে সজোরে বাড়ি দিতে থাকে যতক্ষণ না তারা খানিকটা নরম হয়। তার চারদিকে ধুলার ঝড় ওঠে। থমসন গ্রিলে সে দশ মিনিটে নাস্তা সারে। সে কোন খবরের কাগজ পড়ে না, শুধু দেখে ওয়েট্রেসের ডিম ভাঙা। মাটির নীচে যাবার সাথে সাথে অতিরিক্ত আর্দ্রতার ফলে তার কাপড় বৃষ্টিতে ভেঁজার মত সিক্ত হয়ে ওঠে।

তিনটা বাতি নিয়ে নয় জনের শ্রমিকদের দলটা টানেলের শেষ প্রান্তের দিকে হাঁটতে থাকে। ইতিমধ্যেই তারা পরস্পরের শরীরের গন্ধ পায়, আগের দিনের ঘামের গন্ধ পায়, বাতির ফিতা পোড়ার গন্ধ ভাসে বাতাসে। তারা শুনতে পায় খচ্চর এবং ক্ষুদে ঘোড়াগুলোর শব্দ- সেগুলো এখানেই থাকে, খুঁড়ে তোলা মাটি এবং কাদা টানেলের মুখ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে ব্যাবহার করা হয়। যখন এই জন্তুগুলোকে দড়ি বেঁধে নীচে নামানো হয়েছিল তারা চীৎকার করে ডেকেছিল, হয়ত ভেবেছিল তাদেরকে জ্যান্ত কবর দেয়া হচ্ছে। প্যাট্রিক এবং তার সহকর্মীরা নীরবে হাঁটে, জন্তুগুলোর সেই চীৎকার কানে ভাসে, তাদের পা বাঁধা ছিল যেন হঠাৎ দৌঁড়াতে গিয়ে আহত না হয়। মাটির চল্লিশ ফুট নীচে নামিয়ে দেয়া হয় তাদেরকে, যেখানে তারা থাকবে যতদিন না তারা মারা যায় অথবা টানেলটা লেকের নীচে একটা পুর্ব নির্ধারিত স্থানে না পৌঁছায়। কবে হবে সেটা? যে শ্রমিকটা তার সামনের কর্দমাক্ত দেয়াল কুপিয়ে চলেছে সে এবং ঐ খচ্চরগুলো – তারা কেউ জানে না।

মাটির উপরে, একটা গাছ যেভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, সেই ভাবে মাটি খোঁড়া এবং নির্মাণের কাজ পরিকল্পনা মাফিকই এগিয়ে চলছে। দানবীয় আকারের সেন্ট্রিফুগাল পাম্প, মানুষের জীবনের চেয়েও বেশী মূল্যবান, ট্রলিতে করে জায়গা মত বসানো হচ্ছে তাদের শেল আকৃতির ইম্পেলারসহ, কমিশনার হ্যারিসের স্বপ্ন হচ্ছে সেগুলোকে ব্যবহার করে পানি তুলে সেটলিং বেসিনের দিকে নিয়ে যাবে। ক্রেন নীচে নামিয়ে দেয় ৮০০ টনের স্টিল যেটা এসেছে সেন্ট সু মেরি থেকে। কুক্সভিল থেকে ইট আসছে ট্রাকে।

প্রদেশের নানা প্রান্ত থেকে সাব কন্ট্রাকটররা তাদের উৎপাদিত বস্তু এবং দক্ষতা নিয়ে আসছে পানির জন্য একটা প্রাসাদ গড়তে। রিচি কাট স্টোন কম্পানী, রেমন্ড কংক্রিট, হেদার এন্ড লিটল রুফিং অ্যান্ড শিট মেটাল, আর্কিটেকচারাল ব্রঞ্জ এবং আয়রন ওয়ার্ক্স থেকে অলংকরনের লোহা, কানাডিয়ান মেটাল উইন্ডো এবং স্টিল ওয়ার্ক্স থেকে স্টিল প্যানেল, অটিস-ফেন্সন এবং টার্নবুল থেকে এলিভেটর, হবস গ্লাস থেকে গ্লেজিং, স্ট্রস এন্ড স্কট থেকে প্লাস্টারার, রিচার্ড উইলকক্স কানাডিয়ান কম্পানী থেকে ওভারহেড ডোর। ব্যাভিংটন ব্রাদাররা পাঠায় পেইন্টার, বেনেট এবং রাইট দায়িত্বে ছিল হিট এবং ভেন্টিলেশনের, লিনোলিয়াম এলো টিইটন কম্পানি থেকে, ভাল্কান এশফল্ট থেকে এলো মাস্টিক ফ্লোরিং। জটিল এক গোলকধাঁধার মত বৈদ্যুতিক তার বসাল কানাডিয়ান কমস্টক, আলেকজান্ডার মুরে করল ফ্লোর ডিজাইন। টাইলস বসানো সম্পর্কিত কাজ করল ইটালিয়ান মোজাইক এবং টাইল কম্পানী।

হ্যারিস স্বপ্ন দেখেছিল মার্বেলের দেয়াল, কপারের ব্যান্ড দেয়া ছাদ। ভিক্টোরিয়া পার্ক ফরেস্ট বন্ধ করে লেকের দিকে নেমে যাওয়া ঢালের উপর গড়ে ওঠে এই ইমারত। আর্কিটেক্ট পফ্রে এর প্রবেশ দ্বার মডেল করেছিল বাইজান্টাইন সিটির গেটের আলোকে, আর দালানের ভেতরটা সেই শহরের মত করে। ব্র্যাসের বাঁকানো রেইলিং ত্রুটিহীন একটা রুপকথার মত উঠে গেছে তিন তলা পর্যন্ত। টাওয়ারের উপর জটিল আকৃতিগুলো খানিকটা মিশরীয় ভাবের সৃষ্টি করে। সেই দালান তৈরী হবার আগেই হ্যারিস মানশ্চক্ষে সেটাকে দর্শন করে, নিজের হাতের পিঠের মত দালানটার পূর্ব পশ্চিম সব সে জানত। অর্থনৈতিক চাপে এবং জনগণের প্রতিবাদে কাজের গতি ধীর হয়ে গেলেও বছর শেষ হবার আগেই প্রায় অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে গেল। "একটা শহরের আকার মৃত্যুশীল মানুষের হৃদয়ের চেয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হয়," হ্যারিস তার সমালোচকদের স্বরণ করিয়ে দিত, বোদোলেয়ারের (ফ্রেঞ্চ কবি) উক্তি দিয়ে।

ব্লোর স্ট্রিট ভায়াডাক্ট এবং সেন্ট ক্লেয়ার রিজারভয়ের তৈরির সময় সে যেভাবে কাজ সৃষ্টি করেছিল, এই প্রজেক্টেও সেভাবেই প্রতিদিন শ্রমিকদের ভাড়া করা হত গ্রেডিং করার জন্য, ঝোঁপঝাড় কেটে পরিষ্কার করার জন্য, গাছের গুঁড়ি সরানোর জন্য, ঝর্নার পাশে পাথর বসানোর জন্য। কমিশনার সবাইকে এসব শুনিয়ে বেড়াত, সাংবাদিকদেরকে এমন ভাবে বলত যেন তাদের দিকে কমলা ছুঁড়ে দিচ্ছে।

কিন্তু হ্যারিস আসলে সেই ইমারত গড়ছিল তার নিজের জন্য। পানি নিয়ে তার সব সময়েই নানা ধরনের ধ্যান ধারণা ছিল, তার প্রস্তাব অনুযায়ী ব্লর স্ট্রিট ভায়াডাক্টের উপর দিয়ে পানি নেয়া উচিৎ ছিল। এই সময়ে পানি সংক্রান্ত ব্যাপারে আর কেউ তেমন আগ্রহী ছিল না। হ্যারিস মনে মনে পানি সংক্রান্ত একটা প্রাসাদ বানানোরও স্বপ্ন দেখছিল। অলংকরণের জন্য সে চেয়েছিল সবচেয়ে ভালো লোহা। চেয়েছিল সার্ভিস বিল্ডিং থেকে গোলাপী রঙের মেঝে বসানো ফিল্টার বিল্ডিংয়ে যাবার জন্য একটা ব্রাস এলিভেটর। নিও-বাইজেন্টাইন স্টাইল অন্যান্য টেকনিক্যাল এলিমেন্টগুলোকে মিশ্রিত করবার সুযোগ করে দিয়েছিল তাকে। ফ্রিজগুলো দেখে মনে হত দর্শনীয় ইম্পেলারের মত। সে চেয়েছিল সিয়েনা থেকে হ্যারিংবোনের টাইল ইম্পোর্ট করতে, আর্ট ডেকো ক্লক এবং পাম্প সিগনাল, অসমাপ্ত মেঝে সংলগ্ন উঁচু জানালা যেটা চার ফুট গভীর ফিল্টার পুলের দিকে মুখ করে থাকবে। স্থবির এক দালান, মধ্যযুগের জলবাগানের মত।

কিন্তু লেকের নীচের টানেলটাকে মাইলখানেক নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল সবার আগে, সেই জন্যই শ্রমিক লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল মাটি খোঁড়ার জন্য এবং মানুষ ও খচ্চর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পানির পাইপ সেই শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যা ব্যবহৃত হবে পানির ইন্টেকের জন্য। এটা ছিল তার স্বপ্নের আরেকটা শুঁড়। রাতে এটাই তাকে দুঃস্বপ্নের মধ্যে জড়িয়ে ধরত, যে স্বপ্নে স্থায়ী ঘণীভবনের মাঝে ক্রমাগত কাজ করবার ফলে খুলে আসে মানুষের মুখ।

সে গস এবং তার ফটোগ্রাফারকে পাঠিয়েছে টানেলে কিন্তু নিজে সেখানে যায় নি। সে বুঝত শহরের প্রয়োজন, প্রতিদিন পানির ব্যাবহার, ফিল্টার বেডের ভেতর দিয়ে অপরিশোধিত পানির ছুটে যাওয়া, ক্লোরিন এবং সালফার ডাই অক্সাইডের আইল্যান্ড ফিল্ট্রেশন প্ল্যান্টের দিকে ছুটে যাওয়া, ১১৯ টা টাগবোট ইন্সপেকশন বিভিন্ন সিউয়ার আউটফলে, মোটামুটিভাবে জানত ইস্ট টরন্টো পাইপিং স্টেশনের ভালভ এবং কাইসনের (একধরনের কাঠামো) সংখ্যা, সেন্ট ক্লেয়ার রিজারভয়ের থেকে হাই লেভেল পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত বছরে দুই মাইল ওয়াটার মেইন কন্সট্রাকশন, এবং জন স্ট্রিট সার্জ ট্যাঙ্কটা তৈরী করা...

এই ছিল ১৯৩০ সালের ঘটনাবলী।

ঐ ছবিগুলোতে টানেলের ভেতরের ভেজা ভাবটা সাদা সাদা দেখায়। ফোরম্যানের সাদা শার্ট, ডাইনামাইট মারা হবে এমন পাথরের উপর সাদা স্তর। তার বাইরে আর সবকিছুই কাজ আর অন্ধকার। ছাইয়ের মত ধূসরিত মুখগুলো। একটা অসমাপ্ত পৃথিবী। মানুষগুলো কাজ করে একটা মোমের বাতির মত আলোতে। তারা রোল্যান্ড হ্যারিসের মস্তিস্কের মাঝে, তার একটা ক্ষুদ্র স্বপ্নের মাঝে অবস্থান করে, নেভিল পার্ক বুলেভার্ডের বাসায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে স্বপ্ন সে দেখত।

কি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন। জলীয় বাষ্পে ভরা একটা গুহা থেকে নীরবে বেরিয়ে আসছে শ্রমিকদের স্রোত। লেক ওন্টারিওর নীচে অশ্বশক্তি। সোয়া এক মাইল দূরের পানি গ্রাস করে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এই ইমারতে, সেটা পরিশোধিত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

***

প্যাট্রিক তার অধিকাংশ খাবারই খেত রিভার স্ট্রিটে অবস্থিত থমসন গ্রিলে যেখানে ওয়েট্রেসটা, বহু বছরের অভ্যাস বশত, শুধুমাত্র কফি ঢেলে দিত কিংবা ডিমটা উলটে দিত। তার কব্জীতে সে তেলের পোড়া চিহ্ন দেখতে পেত, ধোঁয়ার কারণে তার চোখে একটা চিরস্থায়ী দুঃখ দুঃখ ভাব।

এখানে যারা খেতে আসত সে যদি তাদেরকে কখন লক্ষ্য করেও থাকত তা করত যখন তারা তাকে খেয়াল করছে না। তাকে দেখে মনে হয় স্বনির্ভর, রাস্তার সাথে লাগোয়া সংকীর্ণ কামরাটার কৃত্রিম হলুদ আলোয় পানিতে ডুবন্ত কিছু, ত্রুটিপূর্ণ কাঁচ যা বাতাসে সৃষ্টি করে আলোছায়ার খেলা। যদিও সে সেখানে অনেক বছর ধরে আছে তারপরও তার মধ্যে কেমন যেন একটা ক্ষণস্থায়ী ভাব। থমসন গ্রিলের অধিকাংশ খদ্দেরদের মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করা যায়।

প্যাট্রিক একটা অপরিষ্কার সেকশনে গিয়ে বসে যেন দেখতে পায় কিভাবে ওয়েট্রেসটা তার বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে গ্লাশ এবং কাপগুলো তুলে নেয় এবং অন্য হাতে চামড়ার নীচে পেশীর জটিল নড়াচড়ায় কাউন্টার পরিষ্কার করে। কয়েক মাস আগে সে প্রথমবারের মত লক্ষ্য করেছিল মহিলার বাহুর উপরের দিকে থাকা টাট্টুটাকে, তার পোষাকের একাংশের ছিঁড়ে যাওয়া সুতার ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল সেটা। ও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল মহিলার দেবীর মত ক্ষমতা আছে যা দিয়ে সে কাউকে শাস্তি কিংবা পুরস্কৃত করতে পারে। তার কঠিন হাত দিয়ে যা সে ছোঁবে তাকেই সে পরিবর্তিত করে দিতে পারে, তার পেশীগুলো রহস্যময় কোন জন্তুর মত কাঁধের উপর বসতি গেড়ে বসে থাকা নীলচে কালো অস্তিত্বের দিকে প্রসারিত হতে হতে শক্ত হয়ে ওঠে। পেশীর সেই নড়াচড়াটুকু দেখতে প্যাট্রিকের ভীষণ ভালো লাগে।

যেন ভুলে না যায় সেই জন্য সে পিন দিয়ে একটা নোট চাঁপা দিয়ে রেখেছিল তার বিছানার উপরের দেয়ালে, ওয়াটার ওয়ার্ক্স– রোববার রাত ৮ টা। গত দু' বছরে এটাই একমাত্র নিমন্ত্রণ। "দ্য চিজ স্ট্যান্ড এলোন," সে বিড়বিড় করে নিজ মনে গান গায় ইস্টার্ন এভেনিউতে গ্রোসারি শপে বাজার করতে করতে। গানটা তার পছন্দের। ম্যাসেডোনিয়ানদের মাঝে সে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, "দ্য ফার্মার টেকস দ্য ডগ...দ্য ফার্মার টেকস দ্য ডগ", যেন একটা পাসওয়ার্ড মুখস্ত করছে। শহরের দক্ষিন পূর্ব অংশ যেখানে সে বাস করে

সেটা প্রায় সম্পূর্ণ ইমিগ্রান্ট অধ্যুষিত এবং সে যখন বাইরে হেঁটে বেড়ায় প্রায় কোন কথা বার্তাই বোঝে না, নিজেকে মনে হয় আগুন্তুকের মত। রাস্তায় দেখা মানুষদের মধ্যে ম্যাসেডোনিয়ান এবং বুলগেরিয়ানরা ওর মতই, তাদের সাথে সে টানেলে কাজ করে।

ইগুয়ানার ম্যাসেডোনিয়ান অর্থটা সে শিখেছে, গুশটার। ফ্রুট স্টলে গিয়ে শব্দটা ব্যবহার করে ক্লোভার (পাতা জাতীয়) এবং ভেচ (কলাই) চাইবার জন্য। নিজেকে তার বিজয়ী মনে হয়। দোকানী মহিলা তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার উচ্চারন শুধরে দেয়, পরের স্টল লক্ষ্য করে চীৎকার করে ওঠে। মহিলা ঝাঁপিগুলোর পাশ কাটিয়ে আসে এবং বাতাসে একটা গিরগিটির আকৃতি আঁকে। গুশটার? চারজন মহিলা আর দু'টি লোক এবার তাকে ঘিরে ধরে খুব মনযোগ দিয়ে চেষ্টা করতে থাকে তাদের মধ্যকার ভাষাগত ব্যবধান পেরিয়ে যাবার। তার ভেচ নিয়ে এতো আগ্রহ দেখে তারা সবাই খুব অবাক হয়েছে। সে একবার মূল শহর থেকে কিছুটা কিনে এনে ম্যাসেডোনিয়ানদেরকে গিয়ে দেখায় সে কি চায় বোঝানোর জন্য। পরের সপ্তাহে সে যখন ইস্টার্ন এভেনিউতে আসে তখন এক দোকানী তাকে ডেকে সেটা হাতে ধরিয়ে দেয়। ভেচ হচ্ছে ফি-ইই। কিন্তু এর পর আলাপ আরও গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে মোড় নেয়। একটা জীবন্ত প্রানী, একটা গুশটার, তর্জমা করতে হয়। তাকে ঘিরে ধরে তারা, বোঝার চেষ্টা করে তার কাছে কতগুলো আছে। সে কি জীবিকার জন্য তাদেরকে পোষে? তারা অবশ্য জানে সে কোথায় থাকে, ওয়াট এভেনিউতে তার কামরার হলুদ আলো তারা দেখেছে, জানে সে একা বাস করে, জানে প্রতি সপ্তাহে সে কয় ক্যান পিচ খায়। শুক্রুবারে শুধু পিচ। তারা একজনকে পাঠিয়েছিল এমিলকে খুঁজে আনার জন্য, সে সবচেয়ে ভালো ইংরেজী বলে। ছেলেটা এসে বলল, "শুক্রুবারে পিচ, ঠিক?"

প্যাট্রিকের লজ্জাই লাগে যে তারা তার কথাবার্তা প্রায় কিছুই বোঝে না। খুব সাধারণ ব্যাপার নিয়েও সমস্যা হয়। লেক টানেলে কাজ শেষ করে সে সন্ধ্যা বেলায় হেঁটে বাসায় ফেরে। তার রেডিও চলে মাঝরাত পেরিয়ে। এ ছাড়া আর কোন কিছু করত বলে সে মনে করতে পারে না। তারা তার ফিনিশ স্যুটটা পছন্দ করত। পো মোডাটা এলিগান্টে! যার অর্থ ছিল স্টাইলিস! তাকে একটা ম্যাসেডোনিয়ান কেক দেয়া হল। এবং হঠাৎ করেই প্যাট্রিকের অনেক বন্ধু হয় গেল, যারা তার ভালো চায়, তার সাথে হাসে, তার চোখের জল যখন মুখ বেয়ে ম্যাসেডোনিয়ান স্টাইলের শক্ত মোচের মাঝে গড়িয়ে নামে দেখে মন খারাপ করে। এলেনা, মহামতি এলেনা, যে গত একবছর ধরে তার কাছে ভেচ বিক্রি করেছে, তার ঘাড় থেকে সাদা স্কার্ফটা খুলে প্যাট্রিকের হাতে ধরিয়ে দেয়। সে চোখ তুলে তাকায় এবং দেখে নারী এবং পুরুষের একটি দল যারা বোঝে না কেন সে অচেনা মানুষের মাঝে কাঁদছে যারা মাত্র কিছুদিন আগেও তার কাছে একটা অন্ধকার পর্দার মত ছিল, তাদের এই রাস্তায় সে ছিল এক বিদেশী।

তারপর তাকে নতুন নতুন নাম মনে রাখতে হয়। হঠাৎ করেই আনুষ্ঠানিক পরিচয়পর্ব শুরু হয়, এলেনাই প্রথম। মেয়েটা তার সাথে হাত মেলায়, পুরুষেরা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয়, এবং প্রতিবার সে বলে 'প্যাট্রিক'।

প্যাট্রিক। প্যাট্রিক। জানে এবার তাকে প্রত্যেকের পরিচয় মনে রাখতে হবে। এখন যেহেতু দুপুর, পঞ্চাশ গজ দূরে কিং স্ট্রিট রাশিয়ান মিশন ব্রাস ব্যান্ডে তারা তাকে তাদের সাথে লাঞ্চ করবার জন্য আমন্ত্রন জানায়, যেখানে খাবারের স্টল এবং বাক্সগুলোর পেছনে টেবিলে সাজানো। সে তাদের সম্মানিত অতিথি। তার একদিকে এলেনা, অন্যদিকে এমিল এবং টেবিল ভর্তি নতুন বন্ধুরা।

তাকে এক প্লেট বাঁধাকপির রোল কিনে দেয়া হল –সারমি, এলেনা বলে, এবং তারপর হঠাৎ করেই গত এক বছর ধরে সে যে জঘন্য সালফারের গন্ধ পেয়ে এসেছে সেই রহস্য উন্মোচিত হল। এমিল ব্যাখ্যা করতে থাকে কিভাবে বাঁধাকপির পাতা লবন এবং পানির দ্রবনে ভেজাতে হয় একটু ভিনেগার দিয়ে এবং সেইভাবে কয়েকদিন রেখে দিতে হয়। তার সামনে যা দেয়া হল প্যাট্রিক সব চেটে পুটে খায়। কফি খাবার সময়, কস্টা, অহরিডা লেক রেস্টুরেন্টের মালিক, এমিলকে একটা প্রশ্ন করে। এমিল দুই তিনজনকে আগে জিজ্ঞেস করে প্রশ্নটা যথাযথ হবে কিনা বোঝার জন্য। তারপর সে প্যাট্রিকের দিকে তাকায়। "আর কি করতে পারো তুমি?" টেবিলে নীরবতা নেমে আসে। এলেনা তার হাত রাখে প্যাট্রিকের হাতে এবং একটা সংকেত পাঠায় এমিলকে। "তুমি যদি অন্য কোন কিছু না কর তাতে কিছু আসে যায় না।" টেবিলের অন্যরা মাথা দোলায়।

– আমি একজন সার্চার ছিলাম। আমি ডাইনামাইট নিয়ে কাজ করি।

এমিলের তর্জমা শোনার পর নীরবতা আরোও গভীর হল। রাস্তা থেকে আসা রাশিয়ান মিশন ব্যান্ডের প্রতিটা নোট প্যাট্রিক শুনতে পায়। কস্টা লাফিয়ে উঠে প্যাট্রিককে লক্ষ্য করে কিছু একটা বলে। তার মুখে উষ্মা এবং আবেগের চিহ্ন। এমিল এবার প্যাট্রিকের দিকে ফেরে, টেবিলে হঠাৎ শোরগোল ওঠায় তাকে চীৎকার করতে হয়। "ও বলছে 'আমিও,আমিও'"। কস্টা একটা গোলাকার পাউরুটির টুকরা নেয়, বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে শুন্যে ওঠে এবং একটা লাথি দিয়ে সেটাকে রাশিয়ান মিশন ব্যান্ডের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

সেই বিকালে পরে প্যাট্রিক তার ইগুয়ানাটা রাস্তায় সবাইকে দেখায়। কস্টা বলে,"ওয়াটার ওয়ার্কসে আটটায়, রোববার রাতে। জমজমাট হবে।" তারপর সে চলে যায়, প্যাট্রিককে কিছু বলা কিংবা জিজ্ঞেস করবার কোন সুযোগ না দিয়েই।

সন্ধ্যা হবার ঘন্টাখানেক পর মানুষজন চুপি চুপি আসে, কিছু ছোট কিছু বড় পরিবার, ঢাল বেয়ে উঠে আসে অর্ধসমাপ্ত ওয়াটারওয়ার্কে। মথের মত অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে, দালানটার দক্ষিণের চিকন চতুর্ভুজের মত দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায় সব নড়াচড়া, ঢালের উপরের মানবীয় শরীরের ঢেউ একটা মেঘের ছায়ার মত পেরিয়ে যায়।

দালানের ভেতরের আলোকিত স্থানে তারা সশব্দে চলাফেরা করে। নানা দেশের মানুষের এটা এক বেআইনি সম্মেলন। মেশিনের শব্দে ঢাকা পড়ে তাদের সমস্ত আওয়াজ। মাত্র এক শ' গজ দূরে কুইন স্ট্রিট থেকেও কেউ কিছুই শুনতে পায় না। নানা ভাষায়

আলাপ চলে। প্যাট্রিক মানুষের ঢল অনুসরন করে একটা অস্থায়ী স্টেজে এসে হাজির হয়, যার চারদিকে বসার জায়গা করা হয়েছে। সে কস্টাকে দেখে, মানুষজনকে স্বাগত জানাতে এবং পথ দেখাতে ব্যাস্ত সে। প্যাট্রিক তাকিয়েই থাকে যতক্ষন না কস্টা তাকে লক্ষ্য করে। প্যাট্রিক হাত নাড়ে। কস্টা হাত উঁচিয়ে প্রত্যুত্তর দিয়ে তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এই হাস্যময় জনতার মধ্যে প্যাট্রিকের নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়, সবাই নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে, কারো কারো কোলে বাচ্চা।

ফোর পিস ব্যান্ড বাজছে মঞ্চে। এই অনুষ্ঠান একাধারে একটা পার্টি এবং একটা পলিটিকাল মিটিং। উপস্থিত সবাই ট্রেসপাসিং করছে। সবাই অপেক্ষা করছে বক্তৃতা শুনবার জন্য, বিনোদনের জন্য। প্যাট্রিক একটা আসনে বসে পড়ে তার ফ্লাস্কে চুমুক দেয়। প্রায় সাথে সাথেই বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়, প্লাটফর্মের পাশে একমাত্র তেলের বাতিগুলো জ্বলতে থাকে।

মঞ্চে পাপেটগুলো আসে দল বেঁধে, তাদের কাঠের হাঁড় ঠকাঠক শব্দ করে। অর্ধবৃত্তাকারে রাখা তেলের বাতিগুলোর হলুদ আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পাম্পিং স্টেশনের এই এলাকাটা - জেনারেটর, দর্শকদের প্রথম কয়েকটা সারি, মোজাইক টাইল এবং ব্রাস ব্যানিস্টার। প্যাট্রিক উপরে তাকিয়ে দেখে আপার লেভেলের গ্রিড, প্রায় দেখাই যায় না, সেখানে পাপাটিয়াররা নিশ্চয় অন্ধকারে শুয়ে আছে।

চল্লিশটা পাপেট আলোর মধ্যে নড়াচড়া করে, তাদের হাত পা বাতাসে ঝাঁকি খায়। ছেলেগুলোর মোচ এবং দাড়ি আছে, মেয়েদের রোজ দেয়া মুখ। একটা লাইফ সাইজ পাপেট আছে। এই দানবটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় চরিত্র, তার মুখ উজ্জ্বল রঙে রাঙ্গানো, চোখজোড়া সবুজ, চোখের চারদিকে রেকুনের মত হলুদ চক্র, দেখে টার্গেট মনে হয়। পাপেটগুলোকে দেখে মনে হয় তারা যেন হতবাক। বাতাসে পা উঁচিয়ে চারদিকে ভালো করে পরখ করে তবে মাটিতে পা রাখে – নতুন এই ভুমিতে তাদের সতর্ক আগমন। তাদের জামাকাপড় দেখেই বোঝা যায় তারা নানান জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। মিনিট পাঁচেক পরে প্যাট্রিক বুঝতে পারে বড় পাপেটটা আসলে সত্যিকারের একজন মানুষ। সে বুঝত না যদি না পাপেটের ভুমিকায় যে অভিনয় করছিল সে পাপেটের মত নড়াচড়া বন্ধ করে ঘুরে ঘুরে নাচতে না শুরু করত – একটা কাঠের পাপেটকে দিয়ে ঐ জাতীয় নৃত্যের মুদ্রা করানো সম্ভব নয়।

সেই বিশাল অবয়বটা নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলতে থাকে। সে দ্রুত একজন বিশেষ চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় – তার আকারের কারনে নয় বরং তার নড়াচড়া এবং ভূমিকার কারনে। সে যেন কাপড়ের তৈরী একটি বিশেষ ধরণের পাপেট, গুণবান কোন মানুষ নয়। তার বাঁকানো মোঁচের পেছনে প্রকাশ পায় দুশ্চিন্তা, শঙ্কা–উচ্চাকাংখী, ভীত, মাঝে মাঝে লোভীও। তার অনুভূতি পরিবির্তিত হয়ে কখন হয় ভয়ের কখন আবার বাসনার। অন্য পাপেটগুলোর মধ্যে একটা ছিল ডুমুরমুখী ধনবতী মহিলা, একজন পুলিশম্যান, একজন ধুরন্ধর বন্ধু, একজন বয়স্ক বর্ষীয়ান নেত্রী। প্রধান চরিত্রটা তাদের সবাইকে একত্রিত করে। কোন শব্দ নেই,কোন ড্রামের বিট নেই কিংবা গান বাজনা নেই। শুধু তাদের পায়ের খটাখট শব্দ, শুধু তাদের কাঠের আঙ্গুলগুলোর পরস্পরকে ছুঁয়ে যায় যেভাবে আঙ্গুলের ডগা একটা গ্লাশ ছুঁয়ে যায়। এক মুহূর্তে পাপেটগুলো সারা স্টেজে ছড়িয়ে পড়ে আবার পরের মুহূর্তে এক জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে, প্রধান চরিত্রটাকে তারা সতর্ক করে তার উচ্চাকাংখ্যা নিয়ে, তাকে আইন কানুনের উর্দ্ধে না ওঠার অনুরোধ জানায়। মানুষ পাপেটটি, বেমানান, সরল এবং সপ্রতিভ, সবাইকে মনকষ্ট দেয়। মোঁচের নীচে তার কৃষ্ণ মুখ এবং তারুণ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তার পরনে ছিল একটা ফিনিস শার্ট এবং একটা সার্বিয়ান প্যান্ট।

অচিরেই একটা গল্পের কাঠামো তৈরী হল। বোকার মত হাসার জন্য তাকে কর্তাদের কাছে নিয়ে আসা হল, কিন্তু সে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপমানিত হয়। তার মুখ জমে গেছে। সবাই মিলে তাকে বেধড়ক পেটাতে থাকে কিন্তু তার মুখ থেকে একটা কথাও বের হয় না, শুধু আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে অঙ্গ ভঙ্গি দিয়ে কাকুতি মিনতি করতে করতে মেঝেতে পড়ে যায়। সেই দৃশ্য যেন শেষ হতে চায় না। প্যাট্রিকের ইচ্ছা হয় সেই রঙ করা মুখটা সে ছিঁড়ে ফেলে। একটা সংস্কৃতির অবমাননা। সেই মুখখানা থেকে সে তার নজর সরাতে পারে না।

তার চারদিকের দর্শকরা সবাই নিঃশব্দ। স্টেজের উপর একমাত্র শব্দ হয় কর্তাদের তর্জন গর্জন। তারা সবাই আশা করছে বড় পাপেটটা প্রতিবাদ করে কিছু বলবে কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না। ঘন ভ্রু, বিশাল নাক, বাঁকানো মোঁচ –এই সব কিছুই হাস্যকর মনে হয় –সব অসহনীয় হয়ে ওঠে। সে যখন নড়ে তখন ঘাম তার গোলাপী ব্রোকেড শার্টে শিঁড়দাড়া এবং কাঁধের কাছে রক্তলাল দেখায়। সেটা মাটিতে একটা পা দিয়ে জোরে আঘাত করে যেন মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্য একটা ভাষা খুঁজছে। অন্য পাপেটগুলো স্টেজের একদিকে সরে যায়। বড় পাপেটটা মাটিতে হাঁটূ গেড়ে বসে, এক হাত কাঠের মেঝেতে থাপড়িয়ে যেন সাহায্যের জন্য আবেদন করে– এতক্ষনের নীরব অভিনয়কে ছাপিয়ে আসে ভয়ানক আওয়াজ।

দর্শকরা সেই থাপড়ানোর সাথে মিলিয়ে একযোগে করতালি দিতে থাকে, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় ওয়াটার ওয়ার্ক্সের উঁচু হলরুমে। প্যাট্রিক নড়তে পারে না, তার চোখ আটকে থাকে নুব্জ্য হয়ে থাকা বড় পাপেটটার অবয়বে, সেই উত্তাল ক্রমাগত থাপড়াতে থাকা হাতে। সেটাকে যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে সেটা হয়ত বিস্ফোরিত হবে। কি ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি। সে চায় হলরুমের মধ্যে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যাক। ঐ বিশাল পাপেটটার এই আতঙ্কিত আচরণ বন্ধ হোক। তার নজরে পড়ে হলুদ চক্র ঘেরা চোখজোড়া, ঘামের কৃষ্ণতায় রক্তাক্ত শার্ট, রং করা মুখের মুখোষটা মুখ উঁচিয়ে চেয়ে আছে সারমেয়র মত। প্যাট্রিক উঠে দাঁড়ায় এবং মানুষের পায়ে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে যায় যতক্ষণ না সেই সারি থেকে বেরিয়ে আসে। সে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, এই দালানের বাইরে যেতে চায়। তালির ক্রমশ দ্রুততর শব্দ তাকে গ্রাস করে ফেলে। তার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে উদ্গীরিত হয় সেই জঘন্য শব্দরাশি। সে ব্যান্ড মেম্বারদের মাঝে পৌঁছে যায়, যারা নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে মঞ্চে তাদের ডাক পড়বার জন্য। তাদের কোলে বিশাল ইন্সট্রুমেন্ট,

যেগুলো তাদের অদ্ভুত আকৃতি এবং বক্রিমতা নিয়ে যেন সেই মানুষগুলোর শরীরের অংশবিশেষ হয়ে উঠেছে। সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে, হোঁচট খেতে যাচ্ছিল কারণ সেই রঙের মুখোশ পরা মুখটা এবং সেই ক্রমাগত থাপড়িয়ে যাওয়া শ্বেত ধবল হাতটা থেকে সে তার নজর সরাতে পারছে না। সে একটা ল্যাম্পের উপর দিয়ে গিয়ে স্টেজে উঠে পড়ে এবং সেই ক্লান্ত অবয়বটার পাশে চলে যায়, যা ভেবেছিল তার চেয়ে ক্ষুদ্র তার শারীরিক কাঠামো। সে আসলে একটি মেয়ে।

সে নীচু হয়ে অভিনেত্রীর দুই কাঁধ চেপে ধরে, তার বাহু মেয়েটার ভেজা পিঠে। সে সামনে ঝুঁকে পড়ে যে হাতটা তখনও মেঝেতে সমানে থাপড়িয়ে যাচ্ছে - একটা মেশিনের মত, একজন সাঁতারুর মত যে ইচ্ছে থাকলেও থামতে পারছে না– সেটাকে চেপে ধরে। সে হাতটাকে ধীরে ধীরে মেঝে থেকে সরিয়ে মেয়েটার উরুতে সরিয়ে নিয়ে আসে। তারপর সে চোখ তুলে চায়, সেই আলো-আঁধারিতে নেমে আসা আচমকা নিশব্দতায়।

আপার লেভেলেও একদল মানুষ দাঁড়িয়েছিল। যা ভেবেছিল তার চেয়েও কয়েক শ' বেশি। সে মেয়েটার দিকে ফিরে তাকায়, ফ্লস সিল্ক দিয়ে বানানো পোশাক, রাস্তা থেকে কেনা সস্তা চিকচিকা জিনিষ, ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে আছে। এতো কাছ থেকে সে একটু আগের সেই অভিনেত্রীকে যেন চিনতে পারে না। তাকে দেখে মনে হয় ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন। পুরু মেক আপের মাঝ দিয়ে একটা ঘামের বিন্দু অশ্রুর মত গড়িয়ে নেমে গেছে। এবার রঙের চক্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই চোখ জোড়া প্যাট্রিকের উপর স্থির হয়, এবং পরক্ষণে তাকে হতবিহবল দেখায়। সে সামনে ঝুঁকে আসে। প্যাট্রিক মেয়েটার ঘামে ভেজা গাল হাত দিয়ে ছোঁয়। সে যেন স্থান কাল ভুলে গেছে। মেয়েটা উঠে দাঁড়ায়, তার বাহু প্যাট্রিকের কাঁধে। সে স্টেজ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসে কেরোসিন বাতিগুলোর দিকে, তারপর দুই হাত প্রসারিত করে তালি মারে। একটা ধীর লয়ের বাজনা। এই তো। এই তো। এই তো।

তারপর, তার বাহু প্রসারিত রেখে, মুখরিত জনতার সামনে সে তার ফোলা হাত উঁচিয়ে ধরে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে।

সে আঙ্গুল দিয়ে তার ঠোঁট ছোঁয় এবং দর্শকরা সবাই চুপ করে যায়। সে পরবর্তি পারফর্মারের নাম ঘোষণা করে এবং একজন লোক ছাতা হাতে আলোতে গিয়ে দাঁড়ায়। দর্শকরা তৎক্ষণাৎ তার দিকে মনযোগ দেয়। প্যাট্রিক পেছনের জোড়াতালি দেয়া পর্দার দিকে পিছিয়ে যায়। সে লজ্জিতমুখে মাথা নীচু করে মুহুর্তের জন্য। যখন আবার মুখ উঁচিয়ে চায়, মেয়েটা তখন স্টেজ ছেড়ে চলে গেছে।

ব্যাকস্টেজে বাইরের কারো যাবার নিয়ম নেই। উঠে দাঁড়ানোর সময় মেয়েটা তার কাঁধে একটা হাত দিয়েছিল, সেই ছোঁয়াটুকুর স্মৃতি তার মনে আটকে আছে। সেই কণ্ঠস্বরটাও সে চিনতে পেরেছে। সে ধোঁয়া ধোঁয়া মুখটা মনে করার চেষ্টা করে, মেক আপের নীচে লুকিয়ে থাকা মুখটা। পর্দার পেছনে মেঝেতে একটা মাত্র কেরোসিনের আলো জ্বলছে, সেই সামান্য আলোতে হাতে গোনা কয়েকজন পারফর্মার বসে আছে। এই সেই স্থান যেখানে একটা দানব তার মুখোশ খুলে ফেলে, একটা বামুন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পুর্ণদৈর্ঘ মানুষে রূপান্তরিত হয়। আধা ঘন্টা আগে যে ম্যাসডোনিয়ান জাগলারকে মঞ্চে অসম্ভব দক্ষতার সাথে পারফর্ম করতে দেখেছিল সে তার ত্রিশটা শক্ত কমলা খুব যত্ন করে তার সুটকেসে সাজাচ্ছে। কোন সোফা নেই, বাতির ঝলক নেই, শুধু পারফর্মাররা গোছগাছ করছে। একটা লোক তার মোজা পরছে। অন্য একজন পড়ছে রেসের খবর। হলের অন্য প্রান্তে সে দেখে একজন ইন্ডিয়ান এমনভাবে একটা পাপেট হাঁটাচ্ছে করিডরে যেন দুর্বল কাউকে সাহায্য করছে। লোকটা ভেঞ্চুরি করিডোরে ডানে ঘোরে এবং অন্য একটা পর্দার আড়ালে হারিয়ে যায়। এখানে অদ্ভুত দর্শন পাইপ এবং মিটারের মাঝে বাতাস আর্দ্র। দর্শকরা খুব হৈচৈ করে ওঠে। লোকটা যখন বেরিয়ে এলো প্যাট্রিক তার হাত ধরে জানতে চায় পাপেট ড্যান্সারটা কোথায়। ইন্ডিয়ান পর্দার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইংগিত করে এবং তার হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট ধরিয়ে দেয়।

সে ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায়। ফ্লাশ লাইটটা যখন জ্বালায় দেখে এক সারি পা দুলছে। নক্সা করা রাজকীয় আলখেল্লাটার উপর আলো ফেলে সে – একটা রাজা ঝুলছে, দড়ি এবং কাঠের হ্যান্ডেলগুলো একটা পাইপের সাথে আটকানো। তিন চারটা সিলিং পাইপ থেকে সবগুলো পাপেট ঝুলছে। সে আলোর বৃত্তটাকে এপাশ ওপাশ দোলায়, যেদিকেই তাকায় দেখে মানুষের মুখ আর হাত পায়ের ছড়াছড়ি, তাদেরকে দেখে এখন আর পাপেট মনে হয় না, যেন সাধারণ মানুষ একটু বিশ্রাম করছে এই অন্ধকারে। এটা যেন পূর্বের কোন এক রাজার দরবার, নিঃশব্দ থাকাই রীতি। যখনই রাজকীয় ডামা বাজত মুঘল রাজপুত্র আকবরের দরবারে সবাই যে যার স্থানে মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে যেত। এটা ছিল তার রাজকীয় ইচ্ছা। তখন সে তার কর্মচারীদের মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়াত এবং সবার পোশাক আষাক এবং কাজ কর্ম পর্যবেক্ষন করত। নড়াচড়া করলেই মৃত্যুদন্ড। সে রান্নাঘরে যেত, অস্ত্রাগারে যেত, শোবার ঘরে যেত যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরকে ছোঁবার ঠিক আগে স্থির হয়ে গেছে, ডাইনিং টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেত যখন দরবারীরা ক্ষুধার্ত বসে থাকে কিংবা ঠান্ডা হতে থাকা খাবারের দিকে অলস ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে, যেত বাজপাখী পোষকদের কোয়ার্টারে যেখানে শুধুমাত্র পাখীগুলো তাদের উঁচু আসনে বসে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করত।

প্যাট্রিক সেই অন্ধকারে চলে, ফ্লাশলাইটের নয়ন যেন শূষে নিচ্ছে সব রঙ, তার দৃষ্টির সামনে কামরাটা যেন একটা অলংকারে পরিবর্তিত হচ্ছে। একটু আগের নাটকীয় উপস্থিতিগুলো এখানে এসে রুপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে হয় হাত উঁচিয়ে একটা ব্লাউজের বোতাম খুলে দেয়, একটা জুতা খুলে দেয়। সে দ্রুত পায়ে একটা অবয়বের দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু সেটা আসলে চাদরে ঢাকা একটা রাণী পাপেট, বসে আছে যেভাবে একজন রানী বসে। হলঘর থেকে আবার দর্শকদের উচ্ছসিত চীৎকার শোনা যায়।

প্যাট্রিক আলোটা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দৃষ্টিতে ভাসে টকটকে লাল রঙের ছবি, একটা নীল হাতার ফাঁপা অংশ, চ্যাপটা বাদামী পা ময়ূরের জাঁকজমক পূর্ন পোষাকের নীচে বেমানান। একটা ভাঙ্গা সোনালী হাত। পানির শব্দ। সে শব্দের উৎসের দিকে ঘোরে।

সে সামনে আগায়, এক হাত বাড়ানো কস্টিউম পরা অবয়বগুলোকে সরিয়ে দেবার জন্য, পা উঁচুতে তুলে হাঁটছে যেন অন্ধকারে হোঁচট না খায়। ভাবে, সে একটা পাপেটের মত নড়ছে। অন্ধকারে সে একটা হাত ছোঁয়, মানুষের হাত না বুঝেই। একটা হাত তার কব্জী চেপে ধরে। "হ্যালো, প্যাট্রিক।" সে ফ্লাশ লাইটটা জ্বালায়। মেয়েটা আলোর অপেক্ষায় ছিল, একজন দক্ষ অভিনেত্রীর মত, নিজেকে প্রকাশ করতে প্রস্তুত।

"আমি যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হই তখন এখানে কারো আসার অনুমতি নেই। জানতাম এটা তুমিই..." একটা ফতুয়া পরে সামনে রাখা এক গামলা পানি দিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করছিল, হাতের তোয়ালেটা বেসিনে নিংড়ে মুখ মোছে, রঙের পরত উধাও হয়। একটা দাগ থেকে যায় যেটা তার ভ্রুকে কুঞ্চিত করে। তার পেছনে একটা পাপেট ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। প্যাট্রিক মোমবাতির গন্ধ পায়। তাকে প্রবেশ করতে দেখে মেয়েটা নিশ্চয় ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছিল। "তুমি আমার ঘাড়ের পেছনের রংটা মুছতে সাহায্য করতে পার।"

প্যাট্রিক কিছু বলে না। আলোটা মেয়েটার বাহু থেকে গামলায় স্থির হয়। সে কাপড়টাকে ভিজিয়ে নিংড়ায়, প্যাট্রিকের হাতে তুলে দেবার জন্য সামনে এগিয়ে আসে। সে ডান হাত বাড়িয়ে কাপড়টা নিয়ে মেয়েটার ঘাড় থেকে বাদামী রংটা মুছে দেয়, তারপর তাকে ঘুরিয়ে মুখ থেকে ভ্রু কুঁচকানোর কালো দাগটা মুছে দেয়। মেয়েটার মুখের খুব কাছে স্থির হয়ে আছে আলোটা।

সে কাপড়টাকে আবার ভিজিয়ে নেয় এবং মেয়েটার কপালে আলতো করে চেপে ধরে তার চোখের টার্গেট চিহ্নটা মুছতে থাকে, খুব সাবধানে এক হাতে কাপড়টা ধরা যেন চোখে খোঁচা না লাগে। মেয়েটার চোখের মনিটা অস্বস্তিতে নড়াচড়া করছে। তার চোখের চারদিকের সিকি ইঞ্চি জায়গা জুড়ে থাকা উজ্জ্বল হলুদ বৃত্তটা মুছতে দিয়েছে যে, সে যেন এলিস গাল নামের মেয়েটি নয়, বরং আরোও ঘনিষ্ট কেউ।

রাত অনেক গভীর হয়েছে। ভেরাল এভেনিউতে মেয়েটার কামরায় তারা। প্যাট্রিক এই মাত্র ঘুমন্ত শিশুটাকে দেখেছে।

– আমাদের বিয়ে হয়নি, মেয়েটা বলে। ওর বাবা মারা গেছে। সে ছিল *কমিতিদজিসদের* মত। *চেটনিক*। ওটার মানে কি জান?

সে মাথা নাড়ে। বৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার মনে হয় এই ছোট কামরাটার মধ্যে তার স্থান সংকুলান হয় যখন সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

– ওটা খুলে দাও প্যাট্রিক। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে বিড়ালটা ভেতরে আসতে চাইবে। ওরা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী গেরিলা। রাজনৈতিক কর্মী। বুলগেরিয়া, টার্কি এবং সাইবেরিয়ার মুক্তিযোদ্ধা। ওরা নিপীড়িত হয়েছিল, তারপর ওদের কেউ কেউ এখানে আসে। ওদের ন্যায্যতার চেতনা খুব তীক্ষ্ণ।

মেয়েটা মৃদু হেসে আবার কথা বলতে থাকে।

-ওদের সাথে বসবাস করা খুব কঠিন।

-আমার মনে হয় আমার মধ্যেও একই ধরণের কিন্তু অব্যাক্ত একটা বোধ আছে।

- আমারও তাই মনে হয়েছে। তুমি হচ্ছ পানির মত, তোমাকে সহজেই আকার দেয়া যায়, প্যাট্রিক। সেটা বিপদজনক।

-আমার মনে হয় না। আমি রাজনীতির ভাষা বুঝি না, কিন্তু আমার বন্ধুদেরকে আমি রক্ষা করব। অন্তত ঐটুকু আমি করতে পারব।

মেয়েটা গালিচায় বসে মুখ উঁচু করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, বিড়ালটা তার কোলে বসে গর গর করছে, সে একটা তোয়ালে দিয়ে প্রাণীটার ভেজা শরীর মুছিয়ে দিচ্ছে।

-ঐটুকু যথেষ্ট নয়, প্যাট্রিক। আমরা একটা কঠিন সময়ের মধ্যে বাস করছি।

-এটা কি তোমার কোন নাটকের লাইন?

-না, ভাব বোঝানোর জন্য বলছি। মানুষকে বোঝানোর জন্য রুপকধর্মী হতেই হয়। আজ রাতে নাটক চলার সময় আমার অভিনয়ের সেই রুপকধর্মী অংশটুকু দিয়েই আমি তোমার মন কেড়েছিলাম।

- আমার ভেতরের সহমর্মীতাকে তুমি বের করে এনেছিলে।

-সহমর্মীতা অতিরিক্ত ক্ষমাশীল। তুমি সবচেয়ে জঘন্য মানুষকেও ক্ষমা করতে পারো। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয় না।

-তুমি তাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে পারো, তাকে নতুন কিছু শেখাতে পারো...

-নিয়ন্ত্রণ তার হাতে রাখার সুযোগ কেন দেব?

প্যাট্রিক কোন উত্তর দেয় না। সে মেয়েটার দিক থেকে পেছন ফিরে আবার খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকে।

-তুমি নিঃসঙ্গতায় বিশ্বাস কর প্যাট্রিক, একা থাকায়। তোমার রোমান্টিক হওয়া সাজে কারণ তুমি স্বনির্ভর।

-ঠিক বলেছ। আমার পকেটে খান দশেক ডলার আছে।

-আমি টাকার কথা বলছি না। টানেলে কাজ করাটা জঘন্য অভিজ্ঞতা, আমি জানি। কিন্তু তোমার সুযোগ আছে, যাদের নেই তাদের কথা ভেবেছ?

-যেমন।

-যেমন এই বাচ্চাটার। আপার আমেরিকার তিন চতুর্থাংশ মানুষের। তারা তোমার মত সুযোগ পায় না। তোমার এই গা ছাড়া বিলাসিতা তাদের সাজে না।

-তারাও সফল হতে পারে। তাকিয়ে দেখ-

-কি বলছ প্যাট্রিক, নিশ্চয় কেউ কেউ সফল হয়। তারা সফল হয় কারণ তারা যাদেরকে উৎপাটন করতে চায় তাদের মতই হয়ে যায়। যেমন এম্ব্রস। নিরুদ্দেশ হবার আগে সে কি ধরনের মানুষ হয়ে গিয়েছিল ভেবে দেখ। সে ছিল শিকারী। তার উপর সে কাউকে নির্ভর হতে দেয় নি, এমনকি ক্লারাকেও নয়। তুমি সেটা জানতে। তুমি তাকে সেই জন্য ঘৃণা করতে। সেই কারণেই আমি তোমাকে সবসময় পছন্দ করতাম।

-আমি থাকে ঘৃনা করতাম কারণ তার যা আছে আমি সেটা চাইতাম।

-আমার তা মনে হয় না। তুমি ক্ষমতা চাও না। তুমি জন্মেছিলে ছোট ভাই হবার জন্য।

সে উঠে দাঁড়িয়ে এবার হাঁটতে শুরু করে। তার হাত নাড়িয়ে আরোও জোর দিয়ে কথা বলে।

-যাইহোক, এম্ব্রসকে নিয়ে আমাদের আর কোন আগ্রহ নেই। নরকে যাক সে, যা ইচ্ছে হোক।

শিশু কন্যার বাবার চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রভাব এখনও এলিসের মধ্যে আছে। প্যাট্রিক বুঝতে পারে না এর প্রসার কতখানি। এলিস এবার ধীরে ধীরে কথা বলে।

- সত্যকে জানার জন্য আমার ভেতরে যে সহমর্মীতা আছে সেটা তোমার সহমর্মীতার চেয়ে অনেক বেশী। শত্রুকে সনাক্ত করাটা খুবই জরুরী।

-আর সে যদি তোমার বন্ধু হয়?

-আমি তোমার বন্ধু। ঐ যে হানা ঘুমিয়ে আছে ওখানে, ও তোমার বন্ধু। আজ রাতে দর্শকদের সারিতে যারা বসেছিল ওরা তোমার বন্ধু। ওরাও সহমর্মী। ওরা ভীষন আবেগপ্রবনও। ওরা তোমার ঐ ফালতু ইগুয়ানাটাকেও ভালোবাসে। ওরা ওদের বোনের বিয়ের সময় পুরো অনুষ্ঠান ধরে চোখের জল ফেলে। ওদের বোনেরা যখন এসে তাদের জীবনের প্রথম চুমু খাবার গল্প বলে সেটা শুনেও ওরা আনন্দে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু সেই তারাই আবার কসাইখানায় গিয়ে ভিন্ন এক মানুষ হয়ে যায়, নিরীহ পশুগুলোকে নির্বিচারে হত্যা করে। আর চামড়ার ফ্যাক্টরির বিশ্রী গন্ধটা ওদের নাকে, ফুসফুসে গিয়ে সারা জীবনের জন্য আটকে থাকে। ওরা নিজেদের শরীরের প্রকৃত গন্ধ কখনই পায় না। সেই গন্ধটা কেমন জান তুমি? ঐ ধনীর দল যে জানে না সেটা বাজী লেগে বলতে পারি। এটা মানুষকে জন্তুতে রূপান্তরিত করে। শত্রুর সাথে একই বিছানায় ঘুমানোর মত। ঐ গন্ধ হানার বাবার সাথে লটকে থাকত। গ্যালভানাইজিং প্রসেস থেকে তাদের চামড়ায় দহন হত। আর্থ্রাইটিস, রিউমাটিসম। এটাই কঠিন সত্য।

-তাহলে কি করতে চাও তুমি?

- শত্রুকে সনাক্ত করে তার ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। শুরু করতে হবে তাদের বিলাসীতার ফসল দিয়ে– তাদের ক্লাব, তাদে গ্রীষ্মের ম্যানসন।

এলিস হাঁটা বন্ধ করে, ছাদের নীচু অংশে হাত উঁচিয়ে ছুঁয়ে উপরের দিকে ঠেলা দেয়।

-বিলাসিতাই সকল দুষ্টের কারণ, প্যাট্রিক।

প্যাট্রিক জানে আজ রাতে, এই ছোট্ট পুতুল ঘরের মত কামরাটার ভেতর যে আলাপ হচ্ছে এটা সে চিরজীবন মনে রাখবে। সে বিছানায় বসে এলিসের সেই উদ্বুদ্ধ অবয়বটাকে দেখে।

-সবসময় দর্শকদের ভেতর থেকে কেউ না কেউ উঠে আসে আমাকে থামানোর জন্য, প্যাট্রিক। এইবার ছিলে তুমি। আমার পুরানো বন্ধু।

-আমার মনে হয় না তুমি আমাকে বদলাতে পারবে।

-হ্যাঁ, পারব।

- যদি তোমার পথে কাউকে হত্যা করাটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তুমি কি আমাকে সেটা করতে বলতে?

এলিস বিড়ালটাকে আবার কোলে তুলে নেয়।

-মেয়েটার বাবা কি করত?

-আমি মনে করি না আমি সেই ধরনের কঠিন মানুষ যে অনীহ কাউকে দিয়ে অন্যকে আঘাত করার নির্দেষ দিতে পারে।

বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে। তারা ফায়ার স্কেপে ওঠে। এলিস ঘুমন্ত মেয়েটাকে কোলে নেয়, ঝড়ের পর বাতাস হালকা এবং সতেজ। এলিস মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। প্যাট্রিকের মনে হয় সে যেন তার ভিন্ন এক রূপ দেখছে।

-হানার বয়েস ৯। খুব স্মার্ট। কিন্তু ঠিক বাচ্চাদের মত নয়। আফসোস।

- তুমি এখনও অনেক দিন ওর সঙ্গ পাবে।

- না। আমার মনে হয় আমি যেন ওকে ধারে পেয়েছি। দেখে সম্পর্কিত মনে হয়, এই যা।

তারা কুইন স্ট্রিটের নীচু বাড়িগুলোর দিকে তাকায়, সেগুলোর চারদিকে ফায়ার এস্কেপের ধাতব শরীর ভেজা, শীতল, হঠাৎ হঠাৎ ঠান্ডা ছোঁয়ায় চমকে উঠতে হয়। বৃষ্টিতে রাস্তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে, উপরে উঠে আসছে। প্যাট্রিক একটা বাচ্চার মত পিছু হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, এখন তখন দু'একটা বৃষ্টির ফোটা তার শার্ট ছুঁয়ে যায় একটা হৃতকম্পনের মত।

-কি চাই আমি জানি না, মেয়েটা তার কাছে এসে ফিসফিস করে বলে।

প্যাট্রিক এলিসের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। এলিস তার হাতে হাত রাখে। আকাশটাকে মনে হয় একটা ম্যাপের মত, ফায়ার এস্কেপের শরীর দিয়ে ছক কাটা। তাদের উপরে এবং নীচের প্রতিবেশীদের কয়েকজন বেরিয়ে এসেছে সেই ভঙ্গুর কাঠামোর উপর, ঠান্ডা বাতাসে স্বস্তি পেয়ে হাসছে। তারা সৌজন্যমূলক হাত নাড়ে, এলিস এবং তার বন্ধুকে লক্ষ্য করে। প্যাট্রিকের হঠাৎ মনে হয় এখানে তার একটা ভূমিকা তৈরী হয়েছে।

একটা লম্বা দড়ির মাথায় একটা ফ্রুট হুইস্কি বাতাসে এপাশ ওপাশ দুলতে দুলতে তাদের সামনে এসে স্থির হল। এলিস সেটাকে টেনে কাছে নিয়ে এলো। "অসহিষ্ণুতার জন্য," বলে সে বোতলটা থেকে কয়েক ঢোক পান করে, তাকেও সাধে, তারপর দড়িটা ধরে বোতলটাকে নীচের অন্য স্তরে নামিয়ে দেয়। এইভাবে অন্যরাও সেটার ভাগ পাবে।

দক্ষিনে দেখা যায় ভিক্টোরিয়া ফ্লাওর মিলের আলো। ম্যসেডোনিয়ানরা যারা তাদের চুলে বৃষ্টির পানি পড়তে দিতে চায় না, তারা তাদের স্ত্রীদেরকে বলে জানালা দিয়ে তাদের টুপিগুলো দিতে। সেটা মাথায় দিয়ে তারা স্বস্তি বোধ করে। এই লোকগুলো সবাই টানেলে কাজ করে। নিজ নিজ পরিবারের সাথে বসে লেকের সৌন্দর্য দেখছে। আপার আমেরিকার দৃশ্য, নতুন এক পৃথিবী তাদের জন্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে না কিন্তু তা কিছুক্ষনের জন্য হলেও মানুষের মনকে শান্ত করে, পুনর্জীবিত করে, পানি যেমন পাথরকে পরিবর্তন করে সেইভাবে খুব ধীরে ধীরে মানবীয় চরিত্রে প্রভাব ফেলে। প্যাট্রিক এলিস এবং তার মেয়ে হানার পাশে শুয়ে পড়ে।

-উঠে বস, বেশ কিছুক্ষন পরে এলিস বলে। খুব সুন্দর কিছু একটা দেখতে পাবে।

একটা আলোর চতুর্ভুজ তাদের নীচ দিয়ে চলে গেল। তারপর আরেকটা। নাইট শিফটের কর্মীরা উঠছে। তাদেরকে দেখা যায় ধুসর ট্রাউজার এবং আন্ডারশার্টে, কিচেন সিঙ্কে মুখ ধুচ্ছে। এলাকাটা শীঘ্রই আলোর ফুটকিতে ভরে গেল যখন শহরের বাকী অংশ অন্ধকারে ঢাকা। একটু পরেই ওরা শুনতে পায় তাদের নীচে দরজা বন্ধ হবার শব্দ। মানুষের স্রোত বেরিয়ে আসছে রাস্তায়, ম্যাসেডোনিয়ানরা এবং গ্রীকরা, কাজে যাচ্ছে – পাতালের মৃত্যু ফাঁদে, রেলওয়ে ইয়ার্ডে কিংবা কোন বেকারীতে।

-ওরা তোমার রেভোলিউশন চায় না, প্যাট্রিক এলিসকে বলে।

-না। এইসবের সাথে ওদের কোন সংযোগ থাকবে না। তোমার কথা ভিন্ন। তুমি আমার মত শঙ্কর। আমার মেয়ের মত নয়, আমার মত।

- কি চাও তুমি?

- শুধুমাত্র বজ্রপাত।

***

সে যখন চলে আসে তখনও এলিস এবং হানা ফায়ারস্কেপের উপর একসাথে কুন্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়েছিল। সে চোরের মত নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে আসে।

তাকে তার কামরায় ফিরে যেতে হবে, তার ফেলে রাখা কাজের কাপড়গুলো নিয়ে বাইরে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি দিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া মাটিগুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে, তারপর সেগুলো পরে হেঁটে কাজে যেতে হবে। ভোর পাঁচটা, তার মাথা এবং শরীর টান টান হয়ে আছে, অনাহূত উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে আছে সে। কিন্তু ও জানে, কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্তিতে মাথা উপর তুলতেও কষ্ট হবে, একটা পিক এক্সের ওজনে শরীর নুয়ে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভোরের সুর্য তাকে উজ্জীবিত করে দিয়েছে।

তার মনে পড়ে প্যারিস হোটেলে ক্লারা বলেছিল মেয়েটার বাবা মারা যাবার পর এলিস কেমন যেন হয় গিয়েছিল। "হানা তখনও জন্ম গ্রহন করে নি। কিন্তু কাটো মারা গেল, আর এলিস যেন তখন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল, ভীষণ একাকী হয়ে গিয়েছিল। উত্তরে গিয়ে মারা যায় কাটো। এলিস তখন অন্তঃস্বত্বা ছিল।"

থমসন গ্রিলে, কাউন্টারের রেডিওতে ইতিমধ্যেই গান চালু হয়ে গেছে - প্রেম ভালোবাসা নিয়ে, সেই সব নারীদেরকে নিয়ে যারা তাদের ভালোবাসার পুরুষদেরকে বহতা নদীর মত চলে যেতে দেয়। হাতে টাট্টুয়ালা ওয়েট্রেস তাকে কফি দিল। আজ সকালের সঙ্গীত তাকে পুরানো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সে যেন আবার আঠারোতে ফিরে যায়, মাতাল হয়ে ঢলে পড়ছে একটা মেয়ের বাহুতে, প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে নাচার মুগ্ধতা, বিস্ময়, ছাদে আঁকা চন্দ্রিমা, ভাসমান আলো যা নৃত্যরত তাদের দু'জনকে যেন ভিন্ন ব্যাক্তিত্বে পরিণত

করেছিল। সে খুব উত্তেজিত ছিল, অনেক মদ খেয়েছিল, লাফিয়ে নেমেছিল ড্যান্স ফ্লোরে, তারপর হঠাৎ খুব কাছ থেকে মেয়েটার বর্ণহীন, অনাসক্ত চোখ দু'টির দিকে তার নজর পড়ে, সে নিজেও যেন হারিয়ে যায়। প্রতিটি নারীর মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক বহুরূপী।

-আমার বন্ধুকে তোমার কেমন লাগল?

-ওকে আমার পছন্দ হয়েছে।

-ও খুব ভালো অভিনেত্রী।

-তোমার চেয়েও ভালো?

- ও আমার চেয়ে এক শ' মাইল উপরে, প্যাট্রিক।

-হ্যাঁ, ওকে আমার ভালো লেগেছে।

পুরানো সংলাপে মন পড়ে যায়। স্মৃতির পাতায় ভেসে আসে অতীতের এক মরুদ্যান, আর সেখানে নিজেকে দেখে সে। আঠারোর সেই রাতে সেই মেয়েটির চোখে সে দেখেছিল দয়ার্দ্রতার, যৌনতার এবং দৃঢ়তার এক সুড়ঙ্গ, মেয়েটার শ্বেত ধবল উদর এবং সুন্দর মুখখানা সে যতখানি ভালোবেসেছিল ঠিক ততখানিই ভালোবেসেছিল সেই চোখ জোড়া। সেখানে সে এমন কিছু একটা দেখেছিল যা সে কখনই যেন পরিপূর্নভাবে উদ্ঘাটন করতে পারে নি, ঠিক যেভাবে পারে নি তার জীবন থেকে ক্লারার হঠাৎ অন্তর্ধান, অথবা আচমকা এলিসের আবির্ভাব এক দল চিত্রিত মুখ আর মুখোশধারীদের মিছিলের মাঝ থেকে—পুরুষের পুরোভূমিতে সেই দু'টি নারী যেন এক অতল জলধি।

সেই দিনগুলোতে সে বাস্তবিকই ছিল এক চন্দ্রাহত মানুষ।

তার ভেতরের অস্থিরতা এবং এলিস গাল ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারত না। ওয়াটারওয়ার্ক্সের টানেলের কাজ যখন শেষ হয়ে গেল, প্যাট্রিক উইকেট অ্যান্ড ক্রেগ এর ট্যানারিতে একটা কাজ পেল। এই নতুন শুষ্ক কর্মক্ষেত্রে এসে তার চামড়ার সার্বক্ষনিক ভেঁজা ভাবটা দ্রুত চলে গেল।

সাইপ্রেস স্ট্রিট লেদার ফ্যাক্টরিতে চামড়া কাটতে কাটতে সে শুধু মেয়েটার কথাই ভাবে। কাজ পাওয়াটা কঠিন ছিল এবং এলিসের এক বন্ধুর মাধ্যমেই এই কাজটা সে পায়। প্যাট্রিক কাঁধ দিয়ে চামড়ার রোলে ধাক্কা দেয়, চামড়া রোল থেকে খুলে মেঝেতে বিছিয়ে যায়। সে একটা ছুরি নিয়ে সেই বাদামী চামড়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চামড়াটাকে ফালি ফালি করে কাটে। তার কাজ শেষ হলে সে বাইরের গলিতে দাঁড়িয়ে শীতল বাতাসে শ্বাস নেয় যতক্ষণ না পরের কর্মীটা বেরিয়ে আসে। পাশের চামড়ার রঙ করার প্রাঙ্গন থেকে ভেসে আসা বিকট গন্ধ সে আর টের পায় না। একমাত্র বৃষ্টি হলে ভেঁজা গন্ধটা তাকে বিব্রত করে।

সে ছিল তিনজন পাইলটম্যানের একজন। খালি পায়ে চামড়ার উপর দাঁড়িয়ে ছুরি হাতে একনিষ্ঠভাবে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে ফালি ফালি করে কেটে যায় তারা, যেন একটা কর্দমাক্ত নদীতে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সেটাকে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করছে। এই কাজে শারীরিক ভারসাম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এলিস তার গায়ে চামড়ার গন্ধ পায়, যদিও সে কাজ শেষ করে প্রাঙ্গণে ইঁটের মেঝেতে দাঁড়িয়ে অন্যদের সাথে সারি বেঁধে পানির আর বাষ্পের ঝাপটায় গোছল করে। তাদের মাত্র দশ সেকেন্ড পানি ব্যবহার করার অনুমতি আছে। যারা চামড়া শুকানোর কাজ করে তাদেরকে আরোও বেশী সময় দেয়া হয় কিন্তু তাদের শরীর থেকে চামড়ার ভয়ানক গন্ধ কখনই দূর হয় না।

রঙের কাজ হয় একই প্রাঙ্গণেই, ওয়ারহাউসের পাশে। পাথরের মেঝেতে বৃত্তাকার পুকুর কাটা হয়েছে—তার মধ্যে শ্রমিকেরা কোমর সমান লাল, গৈরিক এবং সবুজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মাত্র জবাই করা পশুদের রক্তের সরবরে শরীর ডুবিয়ে দেয়। চার ফুট ব্যাসের গোলাকার পুকুরের মধ্যে তারা পা দিয়ে দাপাদাপি করে, নিশ্চিত করে যেন চামড়ার মধ্যে রংগুলো ভালো করে ঢোকে, যে চামড়াগুলো মাত্র আগের দিনেই জীবিত পশুদের শরীরে ছিল। মানুষগুলো যখন বাইরে উঠে আসে তাদের শরীর তখন গলা সমান রঙে মাখামাখি, তারা এমনভাবে সেই ভেঁজা চামড়া টেনে তোলে যে দেখ মনে হয় যেন নিজের শরীরের চামড়াই ছাড়িয়ে ফেলেছে। তারা একেক জন একেক রঙের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যেন বিভিন্ন দেশে গিয়েছিল।

রং কর্মীরা যাদেরকে দেখে মনে হত একেকজন একেক দেশ থেকে এসেছে সুযোগ পেলেই এক কাতারে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানতে চাইত। পাঁচ মিনিটের বিরতির সময় হয়ত সবুজ ধুমপান করতে করতে আলাপ জুড়ে দেয় হলুদের সাথে। ধোঁয়া থেকে যেন নতুন শক্তি নিয়ে বুকের গভীরে পাঠিয়ে দেয়, ভেতরে চক্কর খাবার পর সেই ধোঁয়া আবার নিশ্বাসের সাথে বের করে দেয়, হয়ত তার সাথে তাদের শরীরের গভীরে আটকে থাকা পচা গন্ধটাও একটুখানি বেরিয়ে আসে। একটা সিগারেট, একটু উষ্ণ ধুম্রই যেন তাদের শরীর ও মনের সমস্ত গ্লানি দূর করতে যথেষ্ট।

ঠিক এভাবেই তাদের কথা প্যাট্রিক মনে রাখবে। ক্লান্ত মানুষগুলোর দাঁড়িয়ে থাকা, মাথাগুলো সাদা। সে যদি চিত্রশিল্পী হত তাহলে আঁকার চেষ্টা করত, কিন্তু বাস্তব চিত্রটা হয়ত তুলে ধরতে পারত না। এই শহরের পুর্ব প্রান্তে, ফ্রন্ট স্ট্রিট থেকে পাঁচশ গজ দূরে, অক্টোবর মাসের এই দিনে এই দৃশ্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, তার সত্যিকার অর্থ কি? সেই চিত্রটাতে কি ভাবের প্রকাশ ঘটবে? তাদের বয়েস ছিল বিশ থেকে পয়ত্রিশের মধ্যে, অধিকাংশই ম্যাসেডোনিয়ান, অল্প কিছু পোল এবং লিথুয়ানিয়ান। এবং গড়ে তারা তিন থেকে চারটা বাক্য বলতে পারত ইংরেজীতে, এবং তারা কখন মেইল এন্ড এম্পায়ার কিংবা স্যাটারডে নাইট পড়ে নি। দিনের বেলা তারা দাঁড়িয়ে খায়। ইতিহাসের মনে হয় সবচেয়ে জঘন্য গন্ধের মধ্যে তারা কাজ করে, যদি তারা ভবিষ্যতে আর কখন এই কুয়ায় পা নাও

দেয় তারপরও এখন থেকে কয়েক বছর পরও সেই ভয়ানক গন্ধ তাদের ঢেকুরে উঠে আসবে। ওরা জানেও না একদিন এইভাবে ক্ষয় হতে হতে তারা বিগত হবে। শীতকালে এই ছবির মত রঙিন আঙ্গিনা আরোও সুন্দর হয়ে যায়, বাষ্পীয় কুয়াগুলোর মাঝে একটা চিকন তুষারের স্তর জমে থাকে। শুণ্যের নীচের তাপমাত্রায় প্রায় উলঙ্গ মানুষগুলো সেই একই বাঁশীর শব্দে চৌবাচ্চায় লাফিয়ে নামে এবং পরে দাঁড়িয়ে তাদের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করতে করতে শরীরে বস্তা পেঁচিয়ে গরম থাকার চেষ্টা করে।

শীতের একমাত্র ভালো দিক হল সেই তীব্র গন্ধটা থাকে না। সেই সময় তারা সিগারেট টানতে চায় না, শ্বাস নেয়াই তখন সমস্যা। তাদের মুখ থেকে তখন বাতাসের ধোঁয়া বের হয়। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের শরীরের বস্তার চাদর থেকেও ধোঁয়া বের হতে থাকে। তারা যখন দেখে ধোঁয়া ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে তখন বোঝে তাদের শরীর বেশী ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং এবার তাদেরকে আবার ধুম্রায়িত চৌবাচ্চায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু অক্টোবর মাসে নিজের বিরতির সময় চামড়ার কক্ষ থেকে তাদেরকে দেখে প্যাট্রিক বুঝত তারা নিশ্চয় সিগারেট খেতে চাইত। কিন্তু দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হল তারা কখনই ধুমপান করতে পারত না – যে এসিডিক সলুশনে তারা শরীর ডুবিয়ে কাজ করে সেটা এতো কড়া যে যদি কোনভাবে আগুনের ফুলকি তাদের শরীর ছোঁয় তাহলে তৎক্ষণাৎ আগুন ধরে যাবে।

একটি সবুজ মানুষ জ্বলছে।

ওরা ছিল ডায়ার – রঙের কর্মী। চামড়ায় রঙ লাগাত। ওরা পেত দিনে এক ডলার করে। শুধুমাত্র মরীয়া হয়েই সে কাজে যায় মানুষ, কেউ ছয় মাসের বেশী টিকতে পারে না। অন্য কাজও আছে যেমন ওয়াটার বয়েজ এবং হাইড রুম লেবারার। খোলা আঙিনায় সসেজ এবং সার তৈরির স্থান। এখানে কর্মীরা গোড়ালী সমান লবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে খাপ ভরে, পশুর নাড়ী ভুঁড়ি থেকে পায়খানা এবং অন্যান্য বর্জ্য দ্রব্য চেপে চেপে বের করে। আরেকটু দূরে কিলিং ফ্লোরস যেখানে ভীত সন্ত্রস্ত আর্তনাদ করতে থাকা পশুগুলোকে স্লেজ হ্যামার দিয়ে বাড়ি মেরে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া হয়, তাদের চামড়া যখন ছাড়ানো হয় তখনও তাদের সদ্য মৃত চোখের আলোর ঝিলিক একেবারে মিলিয়ে যায় নি। এখানে বাতাসের প্রবাহ কখনই যথেষ্ট নয়। রুক্ষ লবন, রঙের সেকশনের এসিডের মতই, কর্মীদেরকে তাদের অজ্ঞাতেই টিইউবারকুলোসিস ,আর্থ্রাইটিস এবং রিউমাটিজমের মত অসুখ দিতে পারে। এরা সবাই আসে খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে এবং সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কাজ করে, লেবার এজেন্ট তাদের সবাইকে ইংলিশ নাম দিয়েছে। চার্লি জনসন, নিক পার্কার। তারা অদ্ভুত বিদেশী শব্দগুলো মনে রাখত একটা নাম্বারের মত।

ডায়ারদের জন্য কয়েক মুহূর্তের মহার্ঘ্য আসে দিনের শেষে গোছলের সময় এলে। তারা গরম পাইপের নীচে দাঁড়ায়, দুই তিন মিনিটের মধ্যে খুব একটা নড়াচড়া করে না– যেন একজন অভিনেত্রীর মত তার ভূমিকা থেকে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারছে না, যেন সেই উজ্জ্বল রঙের মধ্যে চিরতরে আটকা পড়ে থাকবে, শুধু তাদের মস্তিষ্ক থাকে উন্মুক্ত। তারপর হঠাৎ করেই সেই রঙের আস্তর খসে পড়ে, তাদের শরীর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গোড়ালীতে হুমড়ী খেয়ে পড়ে, এবং তারা পা উঁচিয়ে বেরিয়ে আসে, এক দৈহিক মুক্ততা নিয়ে।

ডায়ারদের শরীরে অবশ্য গন্ধ থেকে যায়, যে গন্ধ কোন মেয়ে বিছানায় শোঁকার চেষ্টা করবে না। এলিস প্যাট্রিকের ক্লান্ত শরীরের পাশে শুয়ে থাকে, তার জিভ প্যাট্রিকের ঘাড়ে, তার স্বাদটা মনে করার চেষ্টা করছে, জানে ডায়ারদের বৌরা কখনই একইভাবে তাদের স্বামীদের স্বাদ বা গন্ধ নেবে না, যদি তারা সব রং সরিয়ে ফেলে এবং সব লবন ধুয়ে ফেলে, তারপরও সেই মানুষগুলো ঐ চৌবাচ্চার মধ্যে, কিংবা ঐ কুয়ার মধ্যে যে দেবদূতের সাথে ধস্তাধস্তি করেছে তার গন্ধ কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। অভিশপ্ত।

"তোমাকে ধনবানদের কথা বলি," এলিস কখন বলে। "তাদের লনে আর বোটে বসে তারা সবসময় একই কথারই পুনরাবৃত্তি করেঃ কি দারুন তাইনা! আমাদের সময়টা কি চমৎকার কাটছে! কিন্তু যখনই ধনবানরা মাতাল হয়ে মানবতার কথা বলে তখন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সেই বকবকানি শুনতে হয়। কিন্তু ওরা তোমাকে পাঠায় সুরঙ্গে আর কসাইখানায়। খাটুনির কাজ তারা করে না। আমার কথাটা মনে রেখ...কিছু কিছু জিনিষ ওরা কখন ছেড়ে দেবে না। গরীব এবং ধনীর মধ্যে শ'য়ে শ'য়ে লন আর শ'য়ে শ'য়ে বেড়া আছে। প্যাট্রিক, এইসব বোঝাটা তোমার দরকার। ওদের কাছে কখন যদি যাও, নিজেকে প্রস্তুত করে যেও – যেভাবে একটা কুকুর গরুদের সাথে যুদ্ধ করবার আগে শত্রুর মলে গড়াগড়ি করে তার শরীর ভরিয়ে নেয়।"

কস্টার বাসায় এলিস তার বন্ধুদের সাথে কথা বলে, কখন ফিনিস ভাষায় কখন আবার ম্যাসিডোনিয়ানে, প্যাট্রিক তখন চুপচাপ বসে থাকে। এলিস জানে ভাষাগত বিভেদের কারণে প্যাট্রিক চুপচাপ থাকলেও মনে মনে সে অসন্তুষ্ট নয়। এই ডিনার টেবিলের নাটকীয় পরিবেশে সে তার সমস্ত আবেগ দিয়ে কথা বলে, তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; যখন আলাপচারীতা নমনীয় হয়ে আসে তখন তার মুখের একটা দাগ, কিংবা একটা আঁচিলে তার দৃষ্টি আটকে যায়। প্যাট্রিক তাদের হাবভাব দেখে ধারণা করে নেয় কি নিয়ে আলাপ হচ্ছে। সে শুধু রাস্তার নামগুলো বোঝে, পুলিশ চীফ ড্রেপারের নামটা কানে আসে, সে বিদেশীদের পাবলিক মিটিং করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং তারা যদি জনসমক্ষে ইংলিশ ছাড়া অন্য কোন ভাষায় এইভাবে কথা বলে, তাদেরকে জেলে ঢোকান হবে। সেটাই এখন এই শহরের আইন। ব্রঙ্কোরা ইতিমধ্যেই অনেককেই এরেস্ট করেছে হাই পার্কের বিভিন্ন সমাবেশ থেকে। আগের বছর শাপিরো ড্রাগ স্টোরে মাউন্টিদের সাথে সংঘর্ষের পরও অনেক ধড় পাকড় হয়েছিল।

সে এলিসের প্রতিটি বন্ধুকে মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে এবং মানশ্চক্ষে দেখে ইউরোপের ছোট ছোট স্মৃতি – উন্মুক্ত প্রান্তর, তার মাঝে একটা গ্রাম। এই কামরায় সে ভীষণ স্বস্তি বোধ করে। তার মনে পড়ে তার বাবা একবার ফার্স্ট লেক রোডে বিদেশী কাঠুরেদেরকে

পার হয়ে যাবার সময় বলেছিল,"ওরা জানে না ওরা কোথায়।" এখন, এখানে, এই ঐতিহ্যবাহী এলাকায় প্যাট্রিক মনে মনে হাসে এই ভেবে যে তার বাবার সেই কথা কিভাবে উলটে গেছে। খাবার আগে, কস্টার বউ তার কাছে এসে একটা ছবির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে তার গ্রামের নাম বলেছিল, তারপর তার পেটের একটা দিক তার দুই হাত দিয়ে ছুঁয়েছিল বোঝানোর জন্য যে সে লিভার রান্না করেছে।

যদি এমনটা হত যে মুহূর্তে কিছু একটা লেখা হয়– ধারণা, আবেগ কিংবা কোন সঙ্গীত–সেটা নিমেষে সমসাময়িক সকলের কাছে পৌঁছে যেত। ১৮৭৫ সালে প্রত্যাখ্যাত কার্মেন পরবর্তিতে কত মানুষকে অপেরা প্রেমিক করেছে। এবং ভার্ডী ঝুম বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবছে সে একটা ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে–তার সমসাময়িক মানুষেরাই বুঝবে সেই অনুভূতি।

এলিস জোসেফ কনরাডের চিঠি থেকে একটা অংশ কপি করেছে, সে সেটা প্যাট্রিককে পড়ে শোনায়। সে প্যাট্রিকের কাছে জানতে চেয়েছিল কার লেখা সে পড়তে পছন্দ করে। প্যাট্রিক বলেছিল কনরাড। "হ্যাঁ, কিন্তু," বাচ্চাটা কাঁদছে দেখে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, "ওর চিঠিগুলো পড়েছ?" অন্য ঘরে গিয়ে সে তার মেয়ে হানাকে শান্ত করে, হয়ত কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

"দাঁড়াও," সে বলে, "তোমাকে আমি কিছু জিনিষ দেখাতে চাই।" তাকে দেখে খুব ব্যাতিব্যাস্ত মনে হয়, যেন ভয় পাচ্ছে দেখানোর আগেই প্যাট্রিক চলে যাবে। সেও কনরাডের লেখা পছন্দ করে। সে তার নাটকীয় স্টাইল পছন্দ করে। এমন অনেক ঔপন্যাসিক আছে যাদের লেখা অভিনেতারা পছন্দ করে কিন্তু তারা স্টেজের জন্য কোন দৃশ্য লিখতে পারে না। তারা সেই ধরনের দৃশ্য লেখে যা অভিনেতারা চেতনায় দেখে। এলিসের কাছে কনরাড ছিল সেইরকম একজন।

- শোনঃ "একটা অলস আর স্বার্থপর ক্লাশ অন্যায়কে উপভোগ করে, ফলস্বরুপ যদি তাদের ব্যাক্তিগত ক্ষতি হয়, তারপরও।"
- হাঁ, সে হাসে।
- সে অভিযোগ করছে ১৮৩০ সালে লন্ডনে স্প্যানিশ লিবারেলদের বিদ্রোহের ব্যাপারে টোরিদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। "অবশ্যই আমি রাজনৈতিক অপরাধকে সমর্থন করি না। আমার কাছে স্বাভাবিকভাবে তাদের কর্মকান্ড অসমর্থনযোগ্য তা সে আবেগ দিয়েই বিচার করি আর বুদ্ধি দিয়ে বিচার করি। কিন্তু এই মানুষগুলোর অনেকেই খোলাখুলিভাবে একটা নতুন কিছু পাবার আশায় সংগ্রাম করেছে, প্রত্যক্ষ দিনের আলোতে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করেছে, এবং অধিকাংশ মানুষ যা পেলে তাদের জীবন স্বার্থক মনে করে তা অবলীলায় বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু অন্যভাবে চিন্তা করলে, শুধু একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কিছু দেখাটা সবসময়েই ভুল, যেহেতু মানুষের মধ্যে অসম্ভব রকমের বিভিন্নতা আছে; আর কঠিন বাক্যবাণ ব্যাবহার করা অর্থহীন কারণ শব্দ কখন মানুষকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখে না। আমাদের লড়তে হবে সেই সব ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে (যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়), মৃত মানুষদের বিরুদ্ধে নয়।"

  কনরাড এই চিঠিটা একটা খবরের কাগজে লিখেছিল। সুতরাং সে ছিল সমসাময়িক।
- তোমাকে আমি কিভাবে পরিবর্তন করতে পারব? শোবার ঘরের অন্ধকারে এলিস কখন জিজ্ঞস করে।
- আইডোলজির সমস্যা হচ্ছে, এলিস, এটা ব্যাক্তিস্বত্তাকে তুচ্ছ করে। তোমার বার্তাকে আরও মানবীয় করতে হবে।
- আমার প্রিয় কয়েকটা লাইন আমি ফিসফিস করে বলব। "আমি তোমাকে শিখিয়েছি আকাশ তার সমস্ত দিগন্তে মৃত্যুশীল...আমি আবার তোমাকে স্বরণ করিয়ে দিতে চাই প্রতিটি বস্তুর কাঠামোই অসম্ভব রকম শিথিল।"

  অন্ধকারে সে শুধু দেখতে পায় তার চুলের ফ্যাকাশে দ্যুতি।
- আবার বল।

শনিবার বিকালে ডাই ওয়াসার এবং কাটাররা, সেই হত্যা ক্ষেত্র থেকে উঠে আসা মানুষগুলো, সসেজ মেকাররা, ইলেক্ট্রোকিউটাররা–সাইপ্রেস স্ট্রিটের সেই কসাইখানা আর ট্যানারিতে যারা কাজ করে – তারা সবাই মুক্তি পায়। পাইপের নীচে গোছল করার পর তারা বাথহার্স্ট স্ট্রিট ধরে হেঁটে কুইনে যায়, ত্রিশ জনের মত মানুষ যারা হয়ত পরস্পরের ছদ্ম নাম আর কে কোন দেশ থেকে এসেছে ছাড়া আর কিছুই জানে না। এই ইটালি! তারা দুই জন বা তিনজন একসাথে হাঁটে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষাভাষির সাথে, যেভাবে ডায়াররা থাকে একই রঙে রঙিন সঙ্গীদের সাথে। একটা বিয়ার শেষ করে তারা ব্যাথহার্স্ট স্ট্রিট দিয়ে ওক লিফ স্টিম বাথে যায়। একটা কোয়ার্টার দিলে তাদেরকে দেয়া হয় একটা তোয়ালে, একটা চাদর, একটা তালা, আর একটা ক্যানভাস ব্যাগ। তারা জামা কাপড় খুলে সেগুলো এবং তাদের বেতন ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে তালা লাগায়, চাবি গলায় ঝোলায়। তাদের সবার মধ্যে একটা গা ছাড়া উদবেগহীনতা কাজ করে। এই কানাডা! প্যাট্রিককে কেউ হাত নেড়ে সম্বোধন করে। আরেক শনিবার।

সাদা রঙ করা বাষ্পপূর্ণ কামরাগুলোর মধ্যে উলঙ্গ হয়ে বসে তারা শরীরের মামড়ি গুলোতে ব্রাশ ডলে, কখন হয়ত ক্ষতগুলোতে। কখন বাক্য বিনিময় হয় নি এমন কারো চোখে চোখ পড়ে গেলেও দু' জনেই এমন ক্লান্ত যে পরস্পরের উপর থেকে নজর সরাতে পারে না, নির্বোধের মত তাকিয়ে থাকে। তার চারদিকের এই ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষগুলো সম্বন্ধে সে প্রায় কিছুই জানে না তাদের নড়াচড়া আর হাসি ব্যাতিরেকে। সে নিজে তার সত্যিকারের নাম এবং কণ্ঠ লেদার ইয়ার্ডের বসদের কাছ থেকে লুকিয়েছে, কখন তাদের সাথে কথা বলে নি কিংবা কোন কথার উত্তর দেয় নি। একটা চেইন টানলে নতুন বাষ্প কামরার মধ্যে ঢোকে যা তাদের ক্রমশ বিলীয়মান টাট্টু আর

কঠিন পেশীতে ভরা শরীরগুলোকে মেঝের ঝাঁঝরি বেয়ে উঠে আসা সাদাটে রঙের আস্তর থেকে পৃথক করে। তারা নড়ে চড়ে বসে, কেউ উঠে দাঁড়ায়, একজন গান গেয়ে ওঠে।

ভেজা উষ্ণতা তাদের ক্লান্তি দূর করে, পরিশেষে ঝর্ণার নীচে দাঁড়িয়ে শীতল পানিতে গোছলের পর তাদের উদবিগ্নতার শেষ বিন্দুটুকুও যেন তাদের পায়ে ঝরে পড়ে। শেষ ঘন্টাটা তারা সবুজ বাঙ্কে শুয়ে থাকে, জানালার কার্নিশে রাখা রেডিওতে শনিবারের বিকালের অপেরা শোনায়, উপরে একটা সাইনবোর্ডে তিন ভাষায় লেখা কেউ যেন স্টেশন না বদলায়।

সে ওখানে শুয়ে থাকে, সঙ্গীতের অর্থ নিয়ে মাথা ঘামায় না বরং তার আবেগটুকু অন্তর দিয়ে টেনে নিতে চায়। শীঘ্রই তার বাহুগুলো হয়ে উঠবে সেই বাহু যেখানে এলিস চুমু খেয়েছিল। পুরো সপ্তাহ পর কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে তারা নিজেদেরকে স্বল্পক্ষনের জন্য হলেও সর্বজনবিদিত পার্থিবতায় উন্মুক্ত করে দেয়। লা বোহেমে, মিমির মৃত্যু, অপেরার সঙ্গীতের মুর্ছনা তাদের নগ্ন শরীরের চারদিকে খেলা করে যায়, দড়ির প্রান্তে বাঁধা চাবিগুলো তাদের গলায় ঝুলতে থাকে।

***

এরপর দোর গোড়ায় এলিসের হাত প্যাট্রিকের হৃদপিন্ড ছোঁয়, তার পাঁজরে চাপ দেয়, তার আংগুলের মাঝে প্যাট্রিকের উদ্বেগটাকে অনুভব করে। এই ছোট কামরাটাতে যেখানে তিন পা হাঁটলেই জানালার সামনে চলে যাওয়া যায় সেখানে ওরা তিনজন - প্যাট্রিক, এলিস এবং হানা। যদি বেশী গরম থাকে তখন ওরা ফায়ারস্কেপে খায়। কোনদিন এলিস যদি কাজে থাকে তখন সে এবং হানা বলকান ক্যাফেতে হেঁটে যায়, তারের চেয়ারে বসে, লম্বা এপ্রন পরা ওয়েট্রেস তাদেরকে খাবার দিয়ে যায়। তারা বপ এবং ম্যানিয়া অর্ডার দেয়, হানা তার পরিষ্কার, স্পষ্ট ভাষায় শব্দগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করে। বপ হচ্ছে বরবটি। ম্যানিয়া হচ্ছে স্টু। ও যখন হানার দিকে তাকায় তখন ক্ষনিকের জন্য এলিসের মুখটাই যেন দেখে, তারপর সেই মুখখানা আবার হানার মুখে রূপান্তরিত হয়। চেহারার মিল ততখানি নয় বরং হানার মধ্যে সে দেখে এলিসের ব্যবহার এবং অঙ্গভঙ্গির স্পষ্ট ছাপ।

হানা খুব স্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, অপরিচিতদের মাঝেও চমৎকার গুছিয়ে চলতে পারে। তার সেটা খুব ভালো লাগে। মেয়েটার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পায় সে জানে সে কি চায় এবং সে কি পেতে পারে। তার ইচ্ছা হত হানাকে কোলে তুলে নিয়ে রাস্তায় জনসমক্ষে জড়িয়ে ধরে কিন্তু লজ্জা পায়, যদিও স্ট্রিটকারে ভীড়ের মধ্যে কিংবা খেলা দেখার সময় হানা তার হাত প্যাট্রিকের কোলের উপর রাখে যেন সেই উষ্ণতা এবং নির্ভরতাটুকুর তার প্রয়োজন। প্যাট্রিকও তার জীবনে মেয়েটার প্রয়োজন অনুভব করে।

কিন্তু এলিসের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে একটা সীমানা আছে। সে তার অতীত নিয়ে কথা বলতে চায় না। এমনকি হানার বাবা সম্বন্ধে কথা বলার সময়েও সে তার নিজের সম্বন্ধে কোন তথ্যই প্রকাশ করে না। তার ধারণা মোতাবেক সে আত্মকেন্দ্রিক নয়। প্রশংসা সে এড়িয়ে যায়। নাস্তার টেবিলে উলঙ্গ এবং ফ্যাকাসে হয়ে বসে থাকা, ফলমূল যা আছে সেগুলোকে তিন ভাগ করে কাটা, কিংবা সামনে ভাজা ডিম নিয়ে বসে থাকা—প্যাট্রিক একবার বাধ্য হয়ে তার কানে কানে বলেছিল সে কত সুন্দর। "ডিম জিনিষটা আমার একদম পছন্দ না," মুখ ভর্তি ডিম নিয়ে সে একবার বলেছিল। তার শরীর বিবস্ত্র। প্যাট্রিক ট্যানারির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলে আর হানা স্কুলে চলে গেলে সে আবার বিছানায় ফিরে যাবে। সে কাজ করত রাতে।

হানার সাথে তার সম্পর্ক অনেক স্বচ্ছ। মেয়েটার মধ্যে সবসময় একটা প্রকট সতর্কতা কাজ করে। যেন গরম পানিতে হাত পুড়িয়ে ফেলে এখন পানি দেখলেই ভয় পায়। তার সাথে মাঝে মাঝে ছোটখাট ঝামেলা হয় কিন্তু কথাবার্তা বলে সেগুলো মিটিয়ে ফেলা যায়। তার উপর খবর্দারী করাটা সে পছন্দ করে না। সে নিজেকে স্বনির্ভর ভাবে। কারো ক্ষমা সে চায় না।

বলকান ক্যাফেতে গোলাকার একটা টেবিলে বসে দু'জনে বেশ বড় সড় একটা খাবার খেয়ে দশটার দিকে আইসক্রিম হাতে হেঁটে যেত প্যারোট থিয়েটারে এলিসকে নিতে। তাদের হাতে প্রচুর সময়। হানা চলতে চলতে কসাইয়ের সাথে আলাপ করে যে তাদের পেছনে পেছনে একটা শুকরের মাথা বয়ে শ' খানেক গজ হাঁটে। পথে যা যা দেখে হানা সেগুলো অনুবাদ করে লোকটাকে বলে। তার প্রতি তাদের অঙ্গভঙ্গিগুলো প্যাট্রিক এখন লক্ষ্য করে। তারা তাকে এখন চেনে। কেউ টুপিটা সামান্য উঁচিয়ে ধরে, কোন মহিলা একটা কাঁধ আলতো করে নাড়ায়।

তার দিন কেটে যায় – তার কাজ আর এই অপরাহ্নের আলাপচারীতায়– নীরবে, তাকে ঘিরে থাকা শব্দ এবং কথপকথনের মাঝে। নিজেকে প্রকাশ করতে হলে তার প্রতিক্রিয়া এমন হতে হবে যেন তা সেই শব্দকে ছাপিয়ে যায়। কেউ পরিবারের নাম ডোবানো এক গর্দভ। কারো হয়েছে স্ট্রোক। দোকানীরা তাকে ডাকে "প্যাডেরিক" বলে। সে তাদের হাতে টাকা এবং হানার ম্যাসেডোনিয়ানে লেখা একটা লিস্ট তুলে দেয়। তারা সেই মোতাবেক জিনিষপত্র দেয় তাকে। তার নিজেকে খুব নিরীহ মনে হয়। তার জীবনের এই সময়টাতেই সে মানুষের চরিত্রের যত সত্য দিক আছে সেগুলো শেখে। একবার তারা যখন টেক সিনেমাতে চ্যাপলিনের মুভি দেখছিল সে উঁচু গলায় হাসছিল, অন্য সবার সাথে গলা মিলিয়ে। সেই সময় একজন তাকে লক্ষ্য করে এবং সামনে ঝুঁকে পড়ে তার দিকে তাকায়, তার নিজেরও হয়ত একই ধরনের জটিলতা ছিল, নিশ্চয় এক ধরণের সহমর্মিতা সে অনুভব করেছিল– হাসির মাধ্যমে সংলাপ।

অন্যের জগতে সে সবসময়েই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সেই জগতের রীতি নীতি শিখতে পছন্দ করে। প্যাট্রিক হানার দৃষ্টিতে দেখতে চায় এই শহরটাকে– যে সমস্ত স্থানগুলো সে তার কৌতুহলের কোমল সুত্রে বেঁধেছে। হু ট্রেডিং কম্পানি যেখানে এলিস জ্বরের জন্য ভেষজ কেনে, গ্যাসের আলোতে উজ্জ্বল খাবারের দোকানগুলো যাদের স্বচ্ছ কাঁচের দেয়াল রাস্তার প্রান্ত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। সানিসাইড

পার্কে তারা জলপরীর ঝকমারি খেলা দেখে, এলম স্ট্রিট জিমে ইটালিয়ান জিমন্যাস্টিক দেখে, সেন্ট্রাল নেইবারহুড হাউজে বিশাল গ্রুপের ইংরেজী স্তব শোনে-একটা কণ্ঠ স্পষ্ট উচ্চারনে বলে যায় মাই নেম ইজ আর্নেস্ট, একদল পুরুষ কণ্ঠ তাকে অনুকরণ করে বলে তাদের নামও আর্নেস্ট।

কিন্তু হানার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল জেরানিয়াম বেকারী। এক শনিবার বিকালে সে তাকে নিয়ে গেল তার বন্ধু নিকোলাসের সাথে দেখা করতে। সে প্যাট্রিককে নিয়ে কর্মীদের ভীড় ঠেলে, আটার বস্তা এবং রোলার পেরিয়ে নিকোলাস টেমেলকফের কাছে যায়। সে তার দিকে ফিরে তার দুই বাহু ছড়িয়ে দেয় আলিঙ্গনের ছলে। ঠাট্টা করছিল। তার শরীর আটায় মাখামাখি ছিল। তার সাথে কোলাকুলি করার প্রশ্নই আসে না। সে প্যাট্রিকের সাথে হাত মেলায় এবং তাকে বেকারীর চারদিকে ঘুরে দেখায়। হানা এক টুকরো কাঁচা খামির আঙ্গুলে তুলে নিয়ে খায়। টেমেলকফ জ্যাকেট এবং টাই পরে ছিল, কোন এপ্রন পরেনি, ফলে তারা যখন বেকারীর ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে আটা তার শরীরে একটা স্তরের মত জমতে থাকে। সে ছাদ থেকে ঝোলা একটা চেইন টেনে উপরের লেভেলের একটা রোলার চালিয়ে দেয়। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট পুতুল বের করে হানাকে দেয় –এইবার মেয়েটা তাকে জড়িয়ে ধরে, তার মাথা রাখে লোকটার বুকে। প্যাট্রিক যখন বিদায় নিয়ে মেয়েটাকে সঙ্গে করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে টেমেলকফের সাথে তার সর্বসাকুল্যে হয়ত চারটে বাক্য বিনিময় হয়েছে।

এক রাতে হানা বিছানার নীচ থেকে একটা হাত ব্যাগ বের করে তাকে কিছু পুরানো জিনিষ দেখায়। তার শিশুকালের একটা ফটো–সেটার উপর পেন্সিলে লেখা তার প্রথম ডাক নাম, পিকো। আরোও তিনটা ফটো দেখাল সে - এক দল লোক ব্লোর স্ট্রিট ভায়াডাক্টে কাজ করছে, ফিনিস লেবার টেমপ্লেট মঞ্চে এলিস অভিনয় করছে, একটা কাঠুরেদের ক্যাম্পে তিনজন লোক তুষারে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সুমাক ব্রেসলেট। একটা জপের মালা। বিছানায় ছড়ানো এই বস্তুগুলো তার বাবার স্থান নিয়েছে।

সে কাটোকে চেনে তার কন্যার মাধ্যমে। হানাকে তার বাবার সম্বন্ধে সব কিছুই বলা হয়েছে, তার ভালো, তার মন্দ, তার স্বার্থপরতা, তার বীরত্ব, কিভাবে সে এলিসের সাথে দেখা করেছিল এবং তার মন জয় করেছিল। "তুমি কাটোকে চিনতে না, চিনতে?" "না।" "সে নাকি খুব আবেগপ্রবন আর খুব নিষ্ঠুরও ছিল।" "এভাবে কথা বল না, হানা। তুমি এখন দশ, এবং সে তোমার বাবা।" "আমি তাকে ভালোবাসি, যদিও তাকে কখন দেখিনি। কিন্তু ঐটাই সত্য।"

হানা প্যাট্রিকের একেবারে বিপরীত। সে খুব বাস্তব্বাদী। পরিচয়ের পর প্রথম শনিবারে সে যখন স্টিম বাথ করে ফিরেছিল সে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সেখানে কত দিতে হয়। প্যাট্রিক লক্ষ্য করেছিল মেয়েটা মনে মনে হিসেব করে দেখছিল দামটা যথাযথ কিনা। "ওরা যা চায় আমি তাইই দেব," সে বিড়বিড় করে বলেছিল। মেয়েটা তার কাছ থেকে এইধরনের অযৌক্তিক বিলাসীতা পছন্দ করে নি। সে তাকে বোকা মনে করেছিল। তার বাবার ছবি দেখেও তার মধ্যে কোন রকমের আবেগের সৃষ্টি হত না।

- ব্রিজের ছবিতে ঐ লোকগুলো কারা, হানা?
- ওরা নিশ্চয় মায়ের পরিচিত ছিল।

***

যে ঘাসে ঢাকা ঢালটা ওয়াটারওয়ার্ক্সের দিকে নেমে গেছে তার উপর সূর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে এলিস লেকের দিকে তাকিয়ে আছে, এক হাত দিয়ে চোখ জোড়াকে প্রখর রৌদ্র থেকে আড়াল করেছে। "আমার নিজেকে বোঝাতে হয়েছিল যে ওকে বিশ্বাস করা যায় না। এমন নয় যে সে আমার বিশ্বাস চেয়েছিল। কাটো তার সত্যিকারের নাম নয়, সেটা ছিল তার যুদ্ধের নাম। কে জানত বুধবারে কিংবা শুক্রবারে ও কার সাথে থাকত কিংবা কি করত। নিজের জীবন ও নিজেই গড়েছিল। ভীষণ পরিশ্রমী ছিল, মনের কথা মুখে বলত। বৃহস্পতিবারে বাইকে চড়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আসত, ব্যাস্ত এক মাছুয়ার মত তার জিনিষপত্র কামরায় ফেলে দিয়ে বলত, চল!

- তোমরা কতদিন একসাথে ছিলে?
- যতদিন ও বেঁচে ছিল। কয়দিন পরপরই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। ও ভাবত ওর জীবন খুব বেশী জটিল। আমরা অধিকাংশ সময় কাটাতাম এইসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করে। বুধবার রাত এলেই মনে মনে ভাবতাম পরদিন বিকালের কথা - আমরা দু'জন বাইসাইকেলে চেপে একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, বন্যা হোক আর ঝড় হোক। প্যাট্রিক, আমার যদি চোখও বেঁধে দাও, আমি তারপরও তোমাকে সেখানে নিয়ে যতে পারব - রাস্তা থেকে পঞ্চাশ গজের মত দূরে, একটা ছোট খালের ওপারে –খুব কাদা সেখানে, এইবার ডানে ঘোর– এইখানে আমরা পানিতে পা ডুবিয়ে বসতাম। পানির উপর দিয়ে লাফিয়ে যাবার সময় আমার চুলে নীচু পাইনের রস লেগে যেত। কাঁধ সমান উঁচু ক্যাট টেইল এবং ফার্ন, তারপর সিডারের সারি। সিডারের ডালে ডালে বসন্তের কাক! মাটিতে আধা ফুট পুরু পাইনের ফল। আমরা যখনই সেখানে সহবাস করতাম সে মাটিতে কিছু একটা পুতে দিত, কখন একটা ছোট বোতল, কখন একটা পেন্সিল, একটা রুমাল, কিংবা একটা মোজা। আমরা যেখানে যেখানে সহবাস করেছি সবখানেই সে কিছু একটা রেখে এসেছে। অদ্ভুত যৌনতার প্রত্নতত্ত্ব। একটা কাঠের টুকরা ছিল যেটা কুকুরের বাসার ছাদের মত দেখাত। আমরা যখনই হারিয়ে যেতাম সবসময় সেটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম। অনেক সময় পুরু তুষারের স্তরের নীচে সবকিছু অচেনা হয়ে যেত, অথবা শরতে পাতা ঝরে গিয়ে সবকিছু অস্থিময় হয়ে উঠত, কিংবা গ্রীষ্মে সবকিছু লকলকিয়ে গজিয়ে উঠে পথ ঘাট ঢেকে দিত। আমরা সারা বছর যেতাম সেখানে, প্রতিটা ঋতুতে।

আশ্চর্য হলেও সত্য শীতকালেই বেশী ভালো লাগত গ্রীষ্মের চেয়ে যখন পোকামাকড় আর ডিয়ার ফ্লাই খুব বিরক্ত করত। আমরা তুষারে গর্ত করতাম, গাছের আস্তরে বাতাসের বেগ আটকে যেত। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সে বাসার বাইরে সহবাস করার ব্যাপারটা খুব পছন্দ করতে শুরু করে। কিন্তু আমরা আবার সারাক্ষণ ঝগড়াও করতাম। আমি তাকে একবার বলেছিলাম সে যদি আমাকে কখন ছেড়ে চলে যায় কিংবা বলে আমাদের এই 'পাগলামী' বন্ধ করতে হবে তাহলে আমি তাকে ছুরি মারব।

-তুমি আমাকেও একই কথা বলেছ।

- ভাবতে ভালো লাগে প্যাট্রিক, তাকে আমি যতখানি চিনতাম তোমাকেও ততখানি চিনি।

-আমার হিংসা হয়। না। আমার হিংসা হয় না।

-কেন, সে মারা গেছে তাই? তুমি এতো শান্ত ভাবে আমার কথা শোন, এই ঘনিষ্ঠতা...

-হানা আমাকে ছবিগুলো দেখিয়েছে। ব্রিজের উপর ঐ লোকগুলো কারা ছিল?

-ওটা অতীত, প্যাট্রিক, ঘাঁটিও না। যাইহোক, হানাকে বলো কাটো আর মোজার গল্পটা তোমাকে যেন বলে। ওটা ওর সবচেয়ে প্রিয় গল্প।

"ওরা তখন জঙ্গলের মধ্যে ছিল। পোকাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটা মাঠে বেরিয়ে আসে। তখন গরম কাল। প্রচুর পোকা, মা বলেছে। তারা জামা কাপড় খুলে নদীতে গোছল করতে গেল। যখন ফিরে এলো দেখে যেখানে তাদের কাপড় ছিল সেখানে পাঁচটা তরুন ষাড়, কাপড়গুলোর চারদিকে বৃত্তকারে দাঁড়িয়ে। অন্য কোন কাপড়ে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না শুধু কাটোর মোজায়! তারা সেগুলো শুঁকছিল আর শূন্যে ছুড়ে মারছিল। এটা দেখে সে খুব অপমানিত বোধ করে। মা বলেছে সে এটা নিয়ে কারো সাথে কথা বলতে চাইত না। দৃশ্যটা ভাবতেই আমার হাসি পায়–ঐ মারদাঙ্গা ষাড়গুলো ওর মোজা নিয়ে ছোড়াছুড়ি করছে। মা বলে ওরা নাকি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।"

হানার সুটকেস থেকে ফটোটা নিয়ে নিজের পকেটে রেখেছে প্যাট্রিক। বইতে সে পড়েছে, এমনকি বাল্যকালে যে সব প্রেমের কাহিনী সে গোগ্রাসে গিলেছে, প্যাট্রিক কখন বিশ্বাস করে নি সেই চরিত্রগুলো বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। লেখকের দৃষ্টি যখন অন্য কোথাও স্থির হয় সেই চরিত্রগুলো পালটে যায়। গল্পের ছকের বাইরে আর সবকিছুই গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত কিন্তু পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সুর্যের আলো তো থাকতেই হবে। প্রতিটা চরিত্রের রয়েছে নিজস্ব টাইম জোন, নিজস্ব আলোর উৎস, নইলে তারা স্রেফ কোন এক অনির্দিষ্ট থেকে উঠে আসা মানুষ।

সে রিভারডেল লাইব্রেরিতে গিয়েছিল ব্লর স্ট্রিট ভায়াডাক্টের উপর কোন রেফারেন্স বই পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে। খবরের কাগজ এবং জার্নাল যা পেল সেগুলো নিয়ে সে উঁচু বিম আর সীসার ফ্রেম দেয়া জানালা লাগানো বয়েজ এন্ড গার্লস রুমে গিয়ে বসে, কামরাটাতে উপচে পড়া আলোর ছাড়াছড়ি। এই জায়গাটাতে সে খুব স্বচ্ছন্দ্যবোধ করে, ছোট ছোট ডেস্ক, বইয়ের গন্ধ। একটা সাবমেরিনের ডাইনিং হল দেখতে এমনই হবে বলে সে কল্পনা করে।

সে অকটোবার ১৮, ১৯১৮ তে ব্রিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত পড়ে । একটা কাগজে একজন সাইক্লিস্টের ছুটে যাবার ছবি আছে। সে আরোও অতীতে যেতে থাকে। এটা তৈরী করতে মাত্র দুই বছর লেগেছে। তার আগে বেশ কয়েক বছর লেগেছে সেটার পরিকল্পনা নিয়ে একমত হতে, কমিশনার হ্যারিস একরকম জোর করে সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনেক ছবি দেখেঃ কাঠের কাঠামো যার মধ্যে কংক্রিট ঢালা হয়েছিল, তারপর ব্যান্ডেজ কাটার মত সেই কাঠ সরিয়ে ফেলা হয় এবং পিয়ারটা বেরিয়ে আসে। সে যা পায় সব পড়ে – সার্ভে নিয়ে বিপত্তি, নানা ধরনের রটনা। ছোট্ট করে লেখা কর্মিদের মৃত্যুর কথা, তরুণী নানের কথা যে উপর থেকে পড়ে গিয়েছিল, যার শরীর কখন পাওয়া যায় নি। সে আরোও পড়ে নীচে ডন রিভারের বন্যার কথা, বরফজনিত বিপদ, রাতে কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া এবং যারা রাতে কাজ করতে গিয়ে মারা যায় তাদের কথা। অসম সাহসী মানুষদের উপর একটা লেখা ছিল। লাইব্রেরীর বেল বাজছে। সে পাতা উলটে যে পৃষ্ঠায় ছবি আছে সেটাতে চলে যায় এবং তার কাছে যে ছবিটা ছিল সেটা বের করে কাগজের ছবিটার পাশে নামিয়ে রাখে। বাঁ থেকে তৃতীয়, কাগজে লেখা, নিকোলাস টেমেলকফ।

লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে, প্যাট্রিক ব্রডভিউ এভেনিউ পেরিয়ে পুর্বে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ থামে, ফিরে যেতে চায়, কিন্তু লাইব্রেরী এতক্ষনে বন্ধ হয়ে গেছে। যাওয়াটা অর্থহীন হবে। তারা কোন নানের ছবি প্রিন্ট করবে না। একজন মৃত কিংবা নিখোঁজ নান।

সে আবার সামনে পা বাড়ায়। এবার ধীরে ধীরে হাঁটে, একটা স্ট্রিট-ব্যান্ডের দিকে, এবং তার পায়ের শব্দটা তার অগচোরেই তার চারদিকে যে সঙ্গীতের মুর্ছনা ঘিরে ধরেছে তার সাথে লয় মেলাতে থাকে। বাঁশী, স্যাক্সোফোন এবং ড্রাম বিচ্ছিন্নভাবে বাজছিল, তারপর প্যাট্রিক যখন কাছাকাছি এলো তারা হঠাৎ নীচু হয়ে গিয়ে একযোগে চড়া শব্দে বেজে উঠল।

তার মাথায় সর্বদা কত গল্প ঘুরতে থাকে–এলিসের প্রেমিক কাটোর কথা, বেকারদের জগতে হানার পদচারনা। সে স্ট্রিট মিউজিশিয়ানদের সংগীত পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়, তার প্রতিটি পদক্ষেপের মাঝের নিঃশব্দতা আবার শুনতে পায়, জানে গুণ গুণ করে

উঠলেই সে এই নীরবতায় সংগীতের সংযোজন করতে পারে। সে সব কিছুর মাঝের অদৃশ্য যোগাযোগটা অনুভব করে, বোঝে কিভাবে তারা প্রত্যেকে তাদের নিজেদের ক্ষমতার চেয়ে বড় কিছু দ্বারা পরিচালিত হয়।

এলিস যদি নান হয়ে থাকে...

স্ট্রিট-ব্যান্ডটা ঠিক যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে, প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে বাজিয়ে সবাইকে শক্তিশালী করেছে তারপর সমাপ্ত করেছে সবাইকে একসাথে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে, সমৃদ্ধ করে। তার নিজের জীবন আর একটা নিঃসঙ্গ কাহিনী নয় বরং একটা দেয়াল চিত্রের অংশ, যা অন্যান্যদের সাথে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ হয়। প্যাট্রিক এক বিস্ময়কর আঁধারের বুনন দেখে – মাকড়সার জালের মত–মানবীয় জীবনের কত বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি, যার সাথে না আছে কোন সম্পর্ক জন্মসুত্রের সাথে কিংবা চারদিকে ঘটে যাওয়া দৈনন্দিন ঘটনাস্রোতের সাথে। ব্রিজের উপর একজন নান, একজন অসম সাহসী মানুষ যে মদ না খেয়ে ঘুমাতে পারে না, একটা ছেলে বিছানায় শুয়ে রাতে দূরের আগুন দেখছে, জনৈক অভিনেত্রী একজন ধনকুবেরের সাথে উধাও হয়েছে–এই সময়ের অবক্ষয় আর বিশৃংখলা নতুন এক জীবন ধারার সৃষ্টি করেছে।

***

রিভারডেল লাইব্রেরিতে যে সব আর্টিকেল এবং ছবি ও দেখেছে সেগুলো মাটির গঠন এবং প্রকৃতি থেকে শুরু করে কাঠ, কংক্রিটের ওজন সহ অন্যান্য অনেক কিছুরই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে কিন্তু যারা সেই ব্রিজ বানিয়েছে তাদের কথা কিছুই বলে নি। লুইস হাইন - যে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে শিশু শ্রমের উপর সচিত্র প্রতিবেদন করছিল – কয়লার খনিতে ট্র্যাপার পুত্ররা, নিউ ইংল্যান্ড মিলে সাত বছরের ডফার কন্যারা, তার মত এমন কোন ফটোগ্রাফার ছিল না যে কিনা অসুন্দরের মাঝে লুক্কায়িত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সন্ধান করতে পারে। সরকারী ইতিহাস এবং খবরের কাগজগুলোর প্রতিবেদনগুলো সবসময়েই হালকা পাতলা, ব্রিজ তৈরি হয়ে যাবার পর কোন রাজনীতিবিদ বক্তৃতা দিয়েছিল, এমন কেউ যে হয়ত তার নিজের লনের ঘাস পর্যন্ত নিজে কাটত না। হাইন তার ছবি দিয়ে সরকারী ইতিহাসের বিরোধীতা করে এবং একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সামনে পাথরের ধুলার মধ্যে একটা লোক নিউম্যাটিক ড্রিল হাতে, একটা ভাড়াটিয়া দম্পতি, খনিতে পাথর ভাঙছে অল্পবয়স্ক ছেলেরা। তার ছবিগুলো যেন একটা অন্য জগতের মত যেখানে পা বাড়ালেই প্রবেশ করা যায়–বিকটকায় সব দালান যার মাঝে একটা মানুষ তার দেহের সমান বিশাল একটা রেঞ্চ ঘোরাচ্ছে, অথবা লোহার গহবর যেখানে কর্মরত শিশুদের সাদা মুখগুলো তাদেরকে একটা ভৌতিক কিছুতে পরিণত করেছে। কিন্তু হাইনসের সেইসব দুর্দান্ত ছবিগুলো প্যাট্রিকের কখন দেখা হবে না, যেভাবে জোসেফ কনরাডের চিঠিগুলোও তার কখন পড়া হবে না।

সরকারী ইতিহাস, খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলোই আমরা প্রতিদিন দেখি, কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টিতে তুলে ধরা চিত্র আমাদের কাছে পৌঁছায় খুব ধীরে, ভেতরে মেসেজ নিয়ে ভাসমান একটা বোতলের মত।

সবচেয়ে উত্তম শিল্পই তুলে ধরতে পারে বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর প্রকৃত চিত্র। একমাত্র শ্রেষ্ঠ মানুষই বিশৃংখলতাকে জরীপ করে বলতে পারে কোনটা বিশৃংখলতা এবং তা কিভাবে পরিশোধিত হবে।

১০৬৬ তে দুই বছরের মধ্যে বেয়ুক্স ট্যাপেস্ট্রিতে কাজ শুরু হয়, কন্সটান্টিন দ্যা আফ্রিকান গ্রিক মেডিসিন নিয়ে আসে পশ্চিমা দুনিয়ায়। বিশৃংখলতা আর অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রবাহ। প্রত্যেকটা উপন্যাসের প্রথম লাইন হওয়া উচিতঃ "বিশ্বাস কর, বুঝতে একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু এর মধ্যে একটা নিয়মনীতি আছে, যা হয়ত খুব ক্ষীণ কিন্তু একইসাথে খুবই মানবীয়।" শহরে পৌঁছাতে যদি চাও তাহলে এই আঁকাবাঁকা পথ ধরেই যেতে হবে।

***

I have taught you that the sky in all its zones is mortal

ঘুম থেকে যখন জেগে ওঠে তখন মেয়েটার প্রিয় লাইনটা প্যাট্রিকের মাথায় ঘুরপাক খায়। ভোর হতে না হতেই সে ট্যানারির জঘন্য মেঝেতে ছুরি হাতে কাজে নেমে পড়েছে। সারাদিন ধরে সে যখন চামড়া কাটে তার মাথায় ঘুরতে থাকে যে সামান্য কয়েকটা তথ্য মেয়েটা তার সম্বন্ধে দিয়েছে। এমনকি প্যারিস প্লেইনের খামার বাড়ীতেও তার তরুণ বয়েসের কথা সে কিছুই বলেনি, এমনকি কাটোর কাছেও সে শুধু তার যুদ্ধের নামটাই দিয়েছিল। এলিস গাল কি একজন নান ছিল? একটা জপমালা, একটা সুমাক ব্রেসলেট...

সন্ধ্যা ছয়টার সময় সে কাজ থেকে যখন ফিরে আসে এলিস দুই হাতের তালু দিয়ে তার পাঁজর চেপে ধরে। সে দুই হাতে এলিসকে উঁচিয়ে ধরে, হানা তার মায়ের পিঠে উঠে পড়ে। তারপর তারা পা পা করে এগোয়, ছোট ঘরটার মাঝ দিয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে। আরেকটা খেলা খেলে। হানা দেয়ালে পা আর তাদের দু'জনার শরীরে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিয়ে তাদেরকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তারা দু'জন মেঝেতে পড়ে যায়, হানা পড়ে তাদের উপর। তারপর সে এবং হানা চেষ্টা করে এলিসকে বিছানায় নিয়ে ফেলতে।

এলিসের শারীরিক শক্তি তাকে সবসময়েই বিস্মিত করে। তাকে দেখে মনে হয় শারীরিকভাবে খুব ভগ্ন, যেন একটা ধাক্কা খেলেই চুরমার হয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবে সে খুবই নমনীয়, যেমন অভিনয়ে দক্ষতা তেমনি নৃত্যে, কামরাটার মধ্যে তার নড়াচড়া দেখলেই বোঝা যায়। সে মনে করে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে jitterbug(এক ধরনের নাচ)। সে এমনকি এই জন্য পুঁজিবাদকেও ক্ষমা করতে রাজী। সে ফ্যাটস ওয়ালারের প্রেমে পড়েছে। প্যাট্রিক দেখেছে বলকান ক্যাফেতে পিয়ানোর সামনে বসে তাকে গান গাইতে

"*Needed no star*
Wanted no moon
Always thought it too dumb ...
Then all at once
Up jumped you
With love."

এলিস একসময় বলেছিল, ক্লারার আগ্রহ ছিল ক্ল্যাসিকালে, সে এমন দারুন পিয়ানো বাজাতে পারত যেন এক রানী কাদার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি বাজাই যেভাবে আমি চিন্তা করি। আমার পছন্দ হৃদয় বিদারক রোমান্স।

প্যাট্রিকের পেটের উপর বসে এলিস যখন খুব আবেগ ভরে কথা বলে তখন বোঝা যায় সে ক্লারাকে মিস করে। "ক্লারাকে আমি ভালোবাসি," সে তাকে বলে, ক্লারার প্রেমিককে। "আমি ওকে মিস করি। আমার প্রয়োজনের সময় ও আমাকে দেখে শুনে রেখেছিল। এখন আমি যা, সেটা সম্ভব হয়েছে সেই সময়ে ওর সাহায্য পেয়েছিলাম বলে।"

ও এমনভাবে নড়া চড়া করত...এমন নীচু গলায় গান গাইতে পারত...কেন আমি এখন এলিসের চরিত্রের প্রতিটা দিক আমার নিজের মধ্যে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি?

সে চায় এলিসের সবকিছু এই কামরায় তার সাথে থাকুক, যেন সে মৃত নয়। সেই দিনগুলোতে যখন এলিস তার এবং হানার সাথে ছিল, সেই অর্ঘ্যটুকু যদি সে আবার ফিরে পেতে পারত, গল্পে যা সত্যি সত্যিই হওয়া সম্ভব। সে অতীতে ফিরে যায়। আরেকবার, সে এবং হানা এলিসকে সমানে কাতুকুতু দিচ্ছে, একসময় আর না পেরে এলিস হাতের মুঠি খুলে নিজের জামা ছেড়ে দেয়, হানা লাফিয়ে উঠে সেই জামাটা ধরে সেটাকে প্রতিবাদীদের পতাকার মত সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে দোলাতে থাকে। এই সব ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্মৃতি...যেন আমরা মুল কাহিনী থেকে সরে গিয়ে এইসব ক্ষুদ্র ঘটনার স্রোতে বিচরণ করতে করতে এমন কিছু পেয়ে যাবো যাকে তুলনা করা চলে হঠাৎ দুর্ঘটনাবশত পাতালের কোন অপুর্ব সরবরে গিয়ে পড়ার সাথে যেখানে স্থির হয়ে বসে থাকা যায়। সেই মুহুর্তগুলো যেন কোন প্রিয় বইয়ের কয়েকটা মন কাড়া পৃষ্ঠার মত, আমরা পাতা উল্টে সেখানে ফিরে যাই বার বার।

***

নিকোলাস টেমেলকফ একটা খামিরের বল তুলে নিয়ে সেটাকে কয়েক টুকরা করে আবার জোড়া লাগিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখে। মুখ তুলে দেখল প্যাট্রিক জেরানিইয়াম বেকারিতে ঢুকে বোকার মত চারদিকে তাকিয়ে শেষে তাকে দেখে তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্যাট্রিক ছবিটা বের করে টেমেলকফের সামনে রাখে।

তাদের পেছনে পুলি এবং রোলারগুলো শয়ে শয়ে পাউরুটি ওভেনে দেয়, থামে, আবার দেয়। টেমেলকফ প্যাট্রিকের সাথে ব্রিজ এবং সেই নানকে নিয়ে কথা বলে –দিন তারিখটা তার মনে পড়ে যায় যেটা সে একরকম ভুলেই গিয়েছিল –সেই স্মৃতি একাধারে তাকে আনন্দে এবং বিস্ময়ে আপ্লুত করে। বেকারীর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে চিন্তায় ডুবে যায়, একটা ছোট খামিরের টুকরো শুন্যে ছুড়ে দেয় আর ধরে, তার এক গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও প্যাট্রিকের মনে হয় সে অনেক দূরে। টেমেলকফ মনে মনে অন্য কোথাও চলে গেছে, চশমার ভেতরে তার চোখজোড়া বিশাল দেখায়, খামিরের টুকরোটা ঠিক তার হাতে এসে পড়ছে, সেই হাত যেটা সেই নানকে শূণ্যে খাবলা মেরে ধরেছিল এবং তার জীবন রক্ষা করেছিল। "কথা বল, কথা তোমাকে বলতেই হবে।" ঠাট্টাচ্ছলে তাই সে একটা কাকাতুয়ার নামে নিজের নাম রেখেছিল। এলিসিয়া।

নিকোলাস টেমেলকফ কখন পেছন ফিরে তাকায় না। তার স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে নিয়ে তার বেকারী ভ্যান নিয়ে সে যখন ঐ ব্রিজের উপর দিয়ে যায় তখন হয়ত কখন কথাচ্ছলে বলে সে এখানে কাজ করেছিল। সে এখন এই দেশের একজন নাগরিক, তার বেকারীর ব্যবসায়ে সফল। এই শহরের আনাচে কানাচে তার পাউরুটি, রোল, কেক এবং পেস্ট্রি চলে যায়। সে এখন সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ওভেনের মাঝে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, ফুলে ফেঁপে ওঠা খাবারের গন্ধ, পরিবর্তন তার ভালো লাগে। কিন্তু এই মুহুর্তে সে থমকে দাঁড়ায়, ব্রিজের সেই ঘটনাটা তার মনকে আপ্লুত করে।

প্যাট্রিক চলে যাবার পরও ঠিক সেইভাবে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে সে, স্মৃতি রোমন্থন করে। অনেকে বিশ্বাস করে একটা ভালো স্বপ্ন অবিরত দেখতে চাইলে যেভাবে আগের দিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পরবর্তি রাতে ঠিক একই ভঙ্গীতে শুতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে স্মৃতি রোমন্থন করতে নিকোলাসের ভালো লাগছে। তার কাছে এটা অভিনব। এটাই বুঝি ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ। সে এই দেশে

এসেছিল একটা জ্বলন্ত মশালের মত, এগিয়ে যেতে যেতে বাতাসে নিজেকে দহন করে চারদিকে তার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। তার ভেতরের শক্তি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সেই সময়ে তার বাইরে আর কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না। ভাষা, রীতি, সংসার, উপার্জন। প্যাট্রিকের এই উপহার, যেন অতীত থেকে ছুটে আসা এক তীর, দেখে সে অনুধাবন করে তার অন্তরের ঐশ্বর্য্য, কিভাবে সে এই শহরের ইতিহাসের একটা অংশ হয়ে গেছে। এবার সে মন খুলে কথা বলবে। সে খুব চুপচাপ মানুষ, বাসার মধ্যেও। আজ রাতে সে বাসায় ফিরে গিয়ে লাজুক কণ্ঠে তার স্ত্রীকে সেই নানের ঘটনাটা বলবে।

কাটো সবসময় দেরী করে আসত। এলিসের মনে পড়ে, ওর বাইসাইকেলটা তার জানালার পাশে রাস্তায় রাখা। সে সাইকেলের হ্যান্ডেলবারে উঠে বসত আর কাটো আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেত লেক ওন্টারিওর দিকে। লেক থেকে কয়েক গজ দূরে অবস্থিত রেলওয়ে বাঁধের উপর তারা শুয়ে থাকত। শীতকালে গাছের ডাল পালা বরফে জমে থাকত, সে ইচ্ছে করে তাতে হেলান দিত, তার শ্বেতধবল উন্মুক্ত ঘাড়ে তুষার খেলা করে, সে কাঠি কিংবা বরফের শলাকা ভেঙে মুখে দেয়, জিভ দিয়ে চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলে।

কিন্তু কাটোর সাথে সর্বক্ষন সে থাকতে চাইত না, তার জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ সে হতে চায় নি। কিন্তু কাটোর কাছের মানুষ হতে হলে তার জগতে বসবাস না করে উপায় ছিল না - তার বন্ধুরা, তার সাপ্তাহিক পরিকল্পনা। পথে অপরিচিত মানুষেরা, তার পুরানো প্রেমিকারা তার কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরত এবং তারা তার দলভুক্ত হয়ে যেত। তার সাথে বাইসাইকেলে চেপে দুই ব্লক যাওয়াও অসম্ভব ছিল কারণ কেউ না কেউ পথে পড়তই যার হয় কোন বন্ধুকে খুঁজে বের করে দিতে হবে নয়ত একটা কেবিনেট সরানোর জন্য সাহায্য লাগবে। "মাত্র, একটা দিন, কাটো," তারা বলবে। "মাত্র চার ঘন্টার জন্য হলেও!"

কিন্তু বৃহস্পতিবার সে শুধু তার ছিল। তারা শহরের উত্তরের জঙ্গলে হারিয়ে যেত, কিংবা চলে যেত তার প্রিয় স্থানে - রেলওয়ে বাঁধের উপর চওড়া পাথরের স্তপে, বরফে ঢাকা বেঁকে যাওয়া গাছের পাশে, বসন্তের ছোঁয়ায় মড়মড় করে বরফ ভাঙার শব্দের মাঝে তারা পরস্পরের প্রেমে উত্তাল হয়ে যেত। মুখে পাথর নিয়ে পরস্পরকে চুমুতে ভরিয়ে দিত। মার্চ মাসে লেকের উপরটা তখনও জমে থাকত। সে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকত, কাটোর হাত তার শরীরের নীচ দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে তার স্তনের দিকে উঠছে, ধুম ধাম শব্দে চারদিকে মাতিয়ে চলে যায় একটা ট্রেন তার এপালাচিকলা (স্থানের নাম) বগির বহর নিয়ে।

বৃহস্পতিবার ছিল সারা সপ্তাহের মধ্যে একটা ভিন্ন দিন, আনন্দের ঝলক। কিন্তু কোন আনন্দই চিরস্থায়ী নয়। হানার জন্ম হবার আগেই সে মারা গেল।

প্যাট্রিক এলিসের পেটে মাথা রেখে প্রতি হৃতকম্পনের সাথে সাথে তার চামড়ার গোপন উত্থান পতন দেখে। রাতে কথা বলতে বলতে অনেক রাত পর্যন্ত তারা জেগে কাটিয়ে দেয়। "তুমি তো জানোই তার জন্ম হয়েছিল উত্তরে, যেখানে সে মারা গেছে তার খুব কাছে।" মেয়েটা তার বুকে হাত বোলায়। "তার বাবা ফিনল্যান্ড থেকে এখানে এসেছিল একজন কাঠুরে হিসাবে। এখানে তাদেরকে আর পাদ্রি কিংবা ক্ষমতাবানদের কাছে মাথা নত করতে হত না। শীঘ্রই তারা ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। কাটো এখানেই জন্ম গ্রহন করে। যে রাতে সে জন্মগ্রহন করে তার বাবা তিন মাইল স্কেট করে গিয়েছিল ডাক্তার ডাকতে, জমাট বাঁধা লেকের উপর দিয়ে, ক্যাটটেইলের মশালে পথ দেখে।"

প্যাট্রিকের হাতের নাড়াচাড়া বন্ধ হয়ে যায়।

– তাহলে ওরা ছিল ফিন।

– কি?

– ফিন। আমি যখন বালক ছিলাম...

এই ত্রিশে এসে সেই ছোটবেলায় দেখা লোকগুলোর একটা পরিচয় সে অবশেষে খুঁজে পেল।

এলিস প্যাট্রিকের দিকে তাকায়, দেখে সে মুচকি মুচকি হাসছে যেন একটা অনেক পুরানো ধাঁধাঁ সে শেষ পর্যন্ত সমাধান করতে পেরেছে। তার মাথা থেকে একটা বোঝা দূর হয়েছে। সবুজ কামরাটার মধ্যে চাঁদের আলোয় তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই চাঁদ যেন ফিরিয়ে এনেছে তার একাদশ বছরের সেই অনুভূতিগুলো। ঘটনাচক্রে কত অসম্ভব, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যায়। হ্যালো ফিনল্যান্ড!

– আমার কাছে এসো।

কে এই মেয়ে? কোথা থেকে এসেছে? তার হাত মেয়েটার কাঁধে, সোজা করে রাখা, তাদের উর্ধাংগ এবং মুখ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরস্পরের আনন্দকে অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। মেয়েটার একটা হাত তার পেটে রাখা, ধীরে ধীরে তার শরীরের গভীরে নামছে, পেছনে যাচ্ছে। সে স্থির হয়ে থাকে। এমনকি তার চোখের মনিও নড়ে না। মেয়েটার হাত তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে তার সমগ্র জীবন ধরে যত ঘটনা ঘটেছে, সেই বরফাচ্ছন্ন জঙ্গলের ভেতর কেটে যাওয়া বাল্যকাল থেকে, সব কিছুর সমষ্ঠীই হচ্ছে আজকের সে। শিরদাঁড়ায় নখের চাপ। মেয়েটার সবুজ চোখে তার চিবুক।

সে বিছানায় শুয়ে ফায়ারস্কেপ দিয়ে চাঁদের আলোতে তাকিয়ে থাকে। ইলেক্ট্রিক ক্লকের আলো কেবিনেট সিগারের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বাইরে মাঝরাতে ভিক্টোরিয়া ফ্লাওর মিলের ধুসর সৌন্দর্য, লেকের পাশে তার নন্দনীয় উপস্থিতি। সময় যেন থেমে গেছে এখানে।

-তোমার মুখটাকে আমি এতো ভীষণ ভালোবাসি...

মেয়েটা তাকে নতুন জীবন দিয়েছে। এই মেয়েটা, হাসতে হাসতে যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার ঘাড়ে গর্জায় এবং একটা চাকার মত তাকে নিজের শরীরের উপর গড়িয়ে নেয়।

ওয়াটার ওয়ার্ক্সে যে অভিনয় দিয়ে তার হৃদয় খুলে দিয়েছিল সে-ই এখন তার পাশে কিভাবে একজন সাধারণ মানবীর মত শুয়ে আছে? অথবা ইস্টার্ন এভেনিউতে কলার ঝাঁপির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে, সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করে কোন কাঁদিটা কিনবে? এই কারণেই কি তাকে আরোও মোহময়ী মনে হয়? যেন একটা অসম্ভব সুন্দর হিরন পাখি উড়তে উড়তে তার পায়ের সামনে মৃত এসে পড়েছে এবং সে তার অসম্ভব সুন্দর শরীরের কারুকার্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। কে এমন নিখুঁতভাবে ঐ হাঁড়ের কাঠামোর উপর পেখমগুলো অমন ভাবে বিছিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিল, সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কতখানি ওজন হবে তার মাথার এবং ঠোঁটের, এবং থাকবে ওড়ার ক্ষমতা?

থিয়েটারের প্রতি তার ভালোবাসা একেবারেই সখ জনিত। সে শুনত গুজব, স্মৃতিকথা, তুলে নিত হ্যান্ডবিল। সে টেকনিক পছন্দ করত, ব্যাকস্টেজে হেঁটে গিয়ে অফেলিয়ার আধ মোছা রাগী মুখটা দেখত। এটা ছিল থিয়েটারের মানবীয় দিক, তার কলঙ্ক–বৃদ্ধ এক অভিনেতা এক খামখেয়ালি বিচারকের ভুমিকায় অভিনয় করে বিখ্যাত, যে কুইন স্ট্রিটকারে চড়ে শহরের পূর্ব দিকে তার বাসায় ফেরে, একাকী ডিনার খেয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীর পাশে গিয়ে শোয়। প্যাট্রিকের কাছে এই বিশেষ দিকটা ভালো লাগে। সে চাইত এমন কেউ তাকে বোকা বানাক যে হয়ত তাকে বোকা বানানোর ক্ষমতা রাখে না, যে পর্দার তিন গজ সামনে গিয়ে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাক্তিত্বে পরিণত হয়।

কিন্তু এলিসের ক্ষেত্রে, ওয়াটার ওয়ার্ক্সে এবং অন্যান্য স্থানে অভিনয় দেখার পর, কিভাবে সে তার প্রকৃত ব্যাক্তিত্ব থেকে অন্য ব্যাক্তিত্বে ঝট করে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেটা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। ঐ দুই ব্যাক্তিত্বকে সে কিছুতেই পাশাপাশি বসাতে পারে না। ঐ অভিনেত্রী– যে স্টেজে এক ভিন্ন ভুমিকায় দাঁড়িয়ে, চমৎকার ভাষায় কথা বলছে, কোন পুরুষের চিত্রিত মুখ খানা ধরে আছে নিজের চিত্রিত মুখের মাত্র ইঞ্চি খানেক দূরে, তার কানে চুমু খায় ড্রয়িংরুম কমেডিতে–সে কি জানে তার সত্যিকারের ব্যাক্তিত্বকে অভিনয়ের স্বার্থে যাকে সে কিছুক্ষনের জন্য পেছনে ফেলে এসেছে?

এলিসের প্রতি তার ভালোবাসার মাঝে, এমনকি দৈহিক মিলনের সময়, সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন মনে মনে অপেক্ষা করে থাকে কখন তা বদলে হয়ে যাবে এক নারী সৈনিক কিংবা এক রাণী কিংবা এক দোকানী, চুমু খাবার সময় যেন আশা করে কোন এক রুপান্তর। পুনর্বিভাব। প্রথম যাবে দৃষ্টি, তারপর সে নিজেকে আবিষ্কার করবে অন্য কোন দেশে, অন্য এক সময়ে, কোন অচেনা মানুষকে জড়িয়ে ধরে আছে।

একটা কানের দুল হারিয়ে গেছে বিছানার পাশে কিংবা রান্নাঘরের সিঙ্কে। প্যাট্রিক দেখেছে তাকে কামরার মধ্যে অর্ধ নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতে, কাপড় পরতে, আসবাবপত্রহীন ঘরটার মধ্যে দলা পাকিয়ে থাকা এক স্তূপ কাপড়ের মধ্যে নীচু হয়ে খুঁজতে খুঁজতে বলেছিল, *আমার কানের দুলটা খুঁজে পাচ্ছি না, কি হবে এখন?* যেন অন্য কোন মেয়ে সেটা খুঁজে পাবে। এলিস এক কান ফাঁকা নিয়েই চলে যায়। *আবার যদি দেখা হয় তখন আমরা পরস্পরকে সম্বোধন করব কিংবা বিদায় বলব।*

প্রিয় এলিস,

এই বাঙ্ক হাউজে একমাত্র উষ্ণতা আসছে একটা ছোট ড্রাম স্টোভ থেকে। সন্ধ্যায় বাতাস ভারী হয়ে থাকে আগুনের উপরের তাকে রাখা ভেজা কাপড়ের জন্য এবং তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে। যারা উপরের বাঙ্কে থাকে তারা দেয়ালের কাঠের জোড়ার মাঝের শেওলা ভেঙে সরিয়ে দেয় যেন দম বন্ধ না হয়ে যায়।

গ্রীষ্মের এক রাতে, শৈত্যতা থেকে বহু দূরে, ছোট কামরাটার মধ্যে জ্বলতে থাকা এক মাত্র আলোতে প্যাট্রিক ধীরে ধীরে পড়ে, জানে চিঠিটা সে মাত্র একবারই পড়ার সুযোগ পাবে। হানা বিছানায় বসে তাকে পর্যবেক্ষন করে। কেন? চিঠিটা পড়তে পড়তে সে ভাবে তার মুখে কি ধরণের অনুভুতির প্রকাশ হওয়া উচিৎ চিঠির লেখকের কন্যার জন্য। সে গ্রেড স্কুলের নোটবুকটা ধরে থাকে যেখানে পত্রটা লেখা। হানা সুটকেস থেকে সেটাকে বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। *প্রিয় এলিস,* হাতে লেখা, বড় বড় করে দ্রুত লেখা কিন্তু বিস্তারিত তথ্য দেয়া যেন কাটো যা যা দেখেছে সব কিছুকে যথাযথভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করছে। সে তখন ছিল অনিওন লেকের কাঠুরেদের ক্যাম্পে। তার শেষ দিনগুলো।

আমি যে টেবিলে বসে লিখছি সেটা স্থায়ীভাবে মেঝের সাথে আটকানো। কাঠের বাঙ্কগুলোও দেয়ালের সাথে পেরেক দিয়ে আটকানো। রাতে আগুন নিভে যায় এবং লোকগুলো ঠান্ডায় দেয়ালে গজিয়ে ওঠা বরফের শলাকায় আটকানো জমে যাওয়া চুল নিয়ে জেগে ওঠে। "এই আনন্দহীন শীতের মাঝে–ঠান্ডা বাতাস গোঙ্গানীর মত বয়ে যায় – মাটি লোহার মত শক্ত হয়ে থাকে– পানি পাথরের মত বরফ।"এইটাই ইংরেজীতে শেখা আমার প্রথম সঙ্গীত, কোন এক গ্রামের জনৈক ইংলিশের লেখা। এই স্থানকে এর চেয়ে সুন্দর করে আর কেউ বর্ণনা করতে পারে নি।

প্যাট্রিক মানশ্চক্ষে দেখতে পায় কাটো তেলের বাতিতে লিখছে...চিঠিটার মুখ লাগাচ্ছে, পরদিন সকালে যে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবে তার হাতে ধরিয়ে দেবে। পাঁচ সপ্তাহ পরে এলিস যখন প্যাকেজটা খুলে সেই নোট বইটা তার নাকের সামনে ধরে কাটোর গন্ধ শুকবে, যেটুকু সেখানে পাওয়া যায়, কারণ সে মারা গেছে এক মাস হল। সে মোমের গন্ধ শুঁকবে, সেই কুটিরের গন্ধটা কল্পনা করে নেবে,

ভাববে ক্যাম্পের করুণ অবস্থা এবং ধর্মঘটের পরিস্থিতি নিয়ে নাম বিহীন চিঠিটা লেখার আগে কাটো শীতল পেন্সিলটা তীক্ষ্ণ করে নিয়েছিল। কাটো বসেছিল কামরাটার ঠিক মাঝখানে, খাবারের টেবিলে, পাইপের ধোঁয়া তার চারদিকে ধুসর স্রোতের মত নড়ছিল। সেই গন্ধ আটকে ছিল তার চুলে, তার শার্ট এবং সোয়েটারের গভীরে, এমনকি তার দাড়িতেও।

ক্যাম্পের বসদের কেউ জানত না সে কে এবং স্ট্রাইকের সাথে তার কি সম্পর্ক। কিন্তু তারা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে। সে পায়ে হেঁটে লাম্বার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং তুষার ঢাকা প্রান্তরে পালিয়ে যায়। সবচেয়ে কাছের শহর পোর্ট আর্থার, একশ' বিশ মাইল দূরে। সেটাই তার গন্তব্য।

পরের সপ্তাহে চারজন লোক ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাটোকে ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু কাটো এই তুষারের দেশ ভালোমত চেনে, এখানেই তার জন্ম হয়েছিল। সে এই প্রান্তরে কিভাবে আত্মগোপন করতে হয় জানে। সে পরিচিত পথ এড়িয়ে যায়, গাছে ঘুমায়, পাতলা বরফে আচ্ছন্ন লেকের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার ঝুঁকিও নেয় – শোনে বরফের আস্তর তার শরীরের নীচে গুঙিয়ে উঠছে, ভেঙে যাচ্ছে। এখন তখন সে দেখে তার পিছু নেয়া শীকারীদের আগুন। প্রতিটা ক্যাম্পে সে একটা নোটবুক লেখে, একটা টিনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে এবং টিনটাকে গভীর তুষারের মধ্যে চাঁপা দেয় অথবা একটা উঁচু গাছের ডালের সাথে বাঁধে। ইতিমধ্যে তার চিঠির প্যাকেজটা ভ্রমন করছে, হাত থেকে হাতে, সবশেষে একজন লগারের পেছনে তার গোল্লা পাকানো সুইড করাতের পাশের একটা ব্যাগে ঢোকে শেষ পথটুকু পাড়ি দেবার জন্য।

অনিয়ন লেকে বরফের মধ্যে সে যখন একটা গর্ত খুঁড়ছিল সেই সময় কাটো লোকগুলোকে দেখতে পায়। তারা গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে এবং তাকে হত্যা করে। তারা তার শরীরে কোন মেসেজ কিংবা আইডেন্টিফিকেশন পায় না। তারা তাকে পোড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু তার শরীরে আগুন ধরে না। তার আগেও ইউনিয়ন ম্যান ছিল এবং তার পরেও থাকবে। সুইড করাতের লোকটা এলগমাতে তার চিঠির বান্ডিলটা পোস্ট করে, জানেও না তার প্রেরক গুলি খেয়ে মারা গেছে, একটা অগভীর নদীর বরফের নীচে তার সমাধি হয়েছে।

তারা মাসে দুই দিন হারায় ভেজা আবহাওয়ার জন্য। ভ্রমনে মাসে $১০ যায় প্রতি মওশুমে। দস্তানা $৬; জুতা এবং মোজা $২৫; কাজের জামাকাপড় $৩৫। ক্যাম্প থেকে তাদেরকে সাপ্লাই কিনতে বাধ্য করা হয়, ফলে শহরে যে দামে পাওয়া যাবে তার উপর আরোও ৩০% যোগ হয়...

প্যাট্রিক পড়ে, লক্ষ্য করে খসখসে কাগজে আর ধোঁয়ার গন্ধ নেই। কাগজের শব্দগুলো যেন বেরিয়ে আসছে এই আবেগহীণ, কঠিন এক স্থান থেকে যার মাঝে বসে আছে কাটো।

এই মানুষটার ভালোবাসার নারীটাকে ছোঁবার কি অধিকার আছে তার? কি অধিকার আছে তার মেয়ের সাথে একসাথে বসে খাবার, একটা আলোর নীচে দাঁড়িয়ে তার এই শেষ চিঠি পড়বার?

হানা চলে গেছে কামরা থেকে। সে সেখানে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে। হানা লক্ষ্য করেছে সে যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে, যেন চিঠিটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্যাট্রিক বোঝে সে কি করছে। সে এই পরিবারে এসেও আবার একজন সার্চারে পরিণত হয়েছে। যেন প্যারিস প্লেইনে যে নারীটার সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছিল তার দিকে ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করছে, তোমার প্রেমিক কে? তোমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাজনক ঘটনাটা আমাকে বল। সময়ের সাথে সাথে উত্তর সে জেনেছে। তার হাতে ধরা কাটোর জীবনের শেষ দশটি মিনিট। মানশ্চক্ষে সে দেখে এলিস প্যাকেজটা নিচ্ছে। কাটোর হত্যার পর বরফের ভেতর থেকে তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু একটা তদন্ত করবার পর মালিক পক্ষকে নির্দোষ ঘোষনা করা হয়।

প্যাট্রিক অপরিচিত মানুষদের সাথেও একটা শেওলার মত আটকে যেতে পারে, তাদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সে সবসময়েই যেন দূরের মানুষই থেকে যায়, একটা ছবিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাক্তির মত। সে এই দেশে জন্মগ্রহন করেছে কিন্তু এই দেশের কিছুই জানে না। তার বাল্যকালে ফিনরা নদীর বরফের উপর রাতে ক্যাটটেইলের ধিকিধিকি আগুনের মশাল নিয়ে উন্মাদনায় মেতে উঠত। সেটা সে কখন করে নি। সে সব সময় একজন দর্শক, একটা বিচ্ছিন্ন চরিত্র। এই সব গল্পগুলোর নায়ক হবার যেমন তার ক্ষমতা নেই তেমনই সেই বরফাচ্ছন্ন নদীতে স্কেট করাও তার পক্ষে কখন সম্ভব হত না। এলিস তার কাছে একবার একটা নাটকের বর্ণনা করেছিল যেখানে অনেকগুলো অভিনেত্রী ছিল প্রধান চরিত্রে। নাটক শুরু হবার আধা ঘন্টা পর ক্ষমতাশালী মহিলা শাষক তার বিশাল কোটটা খুলে ফেলে যার শরীরে পশুর চামড়া ঝোলে এবং সেটা তার সমস্ত ক্ষমতাসহ হস্তান্তর করে একটা ক্ষুদ্র চরিত্রের হাতে। এইভাবে একটি নীরব মেয়েও সেই কোটটা শরীরে চড়িয়ে নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে, তার ভাষাগত কারণে যে যোগাযোগের অন্তরায় সেটা দূর হয়ে যেতে পারে। সেই বুনো জন্তুর চামড়াসহ কোটটা যাকেই দেয়া হয় তারই জীবনে কিছু না কিছু একটা পরিবর্তন হয়,তারা তখন সেই কাহিনীকে সামনে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব নেয়।

ক্লারা, এম্ব্রস, এলিস, টেমেলকফ এবং কাটো – এই মানুষগুলোর জীবনে যে নাটক ঘটেছে সেখানে প্যাট্রিকের কোন ভুমিকা ছিল না। সে যেন একটা প্রিজম যার ভেতর দিয়ে ঐ মানুষগুলোর জীবন প্রতিসরিত হয়েছে। সে একজন সন্ধানকারী, একজন সংগ্রহকারী। সে তার বাবার মতই একজন লাজুক মানুষ। ওন্টারিওর এব্যাশড শহরে তার জন্ম। শব্দটার মানে কি? এমন কিছু কি যা ইঙ্গিত দেয় তার মাঝে এমন একটা বিশ্রী সীমানা আছে যাকে অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা তার নেই। একটা শূণ্যতা, যখন একাকী থাকে, যখন অন্য

কেউ তার পাশে থাকে না – হতে পারে সে এম্ব্রস অথবা ক্লারা অথবা এলিস – তার ভেতর থেকে কেউ যেন ক্রমাগত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তার এবং তার চারপাশের মানুষদের মাঝের দূরত্বটুকু। ভালোবাসায় সৃষ্ট দূরত্ব।

এই দেশে সে তার সমস্ত জীবন বসবাস করেছে। কিন্তু মাত্র এখন সে জানতে পেরেছে ইউনিয়ন যুদ্ধের কথা যেখানে ১৯২১ সালের শীতে কাটো খুন হয়েছিল, এবং তার শেষ চিঠিটা লেখার মাত্র এক সপ্তাহ পরে অনিয়ন লেকের একটা অগভীর ক্রিকের নীচে তার লাশ পাওয়া যায়। এই গল্পের তিক্ততা হানাকে তার জন্ম থেকে ঘিরে রেখেছে, একজন সার্চার হয়েও সে তার নিজের দেশের অন্ধকার অতীতের দিকে তাকিয়ে আছে, একজন অন্ধ মানুষ যেন নায়িকাকে পোশাক পরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

প্রতি শনিবারে তারা এখনও ওয়াটারওয়ার্কসে একত্রিত হয়। যে গ্রিলের নীচ দিয়ে ফেনা যায় তার উপরে তারা হাঁটে, জলপ্রপাতের দরজা খোলে। কুইন স্ট্রিটের ঠিক দক্ষিনেই অবস্থিত লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা বিল্ডিংগুলোর কাজ প্রায় তিন চতুর্থাংশ শেষ হয়েছে, ইতিমধ্যেই বেশ দর্শণীয় হয়ে উঠেছে। এর কাঠামোর কারণেই ভেতরে অবস্থিত মুল পাম্পিং স্টেশনটাকে আলো দিয়ে ভরিয়ে দিলেও বাইরের মূল রাস্তা থেকে কিছুই দেখা যায় না। পাম্পের শব্দে তাদের সম্মিলিত গুঞ্জন চাঁপা পড়ে যায়।

রোববারে, অন্ধকার হবার পর, বিভিন্ন গ্রুপ লেকের পাশ দিয়ে এসে বিল্ডিংটাতে জমায়েত হয় যেখানে তাদেরকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। সেখানে খাবার দাবার থাকে, বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে, রাজনৈতিক বক্তৃতা হয়। একজন লোক যে ইংল্যান্ডের রাজার কণ্ঠ নকল করতে পারে আগের সপ্তাহের যাবতীয় ঘটনাবলী সারসংক্ষেপ বলে। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দেশের মানুষ আলাপ করে, নিজ নিজ ভাষায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। জমায়েত শেষ হলে তারা হলটাকে পরিষ্কার করে, মেঝে ঝাড়ু দেয়।

প্যাট্রিক এবং এলিস কুইন স্ট্রিট ধরে হেঁটে বাসায় ফিরছে। প্যাট্রিকের কোলে হানা ঘুমিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে, মেয়েটার ভারে ক্লান্ত হয়ে, প্যাট্রিক একটা বেঞ্চে বসে হানাকে শুইয়ে দেয়, এলিসের কোলে মেয়েটার মাথা রাখে। শহরের এই অংশটা সে পছন্দ করে, রাতের এই পথ যেন তার শরীরের অংশ হয়ে ওঠে।

- আমি হানার দেখভাল করতে চাই।
- এখনই তো করছ।
- আরও আনুষ্ঠানিকভাবে। যদি তাতে সাহায্য হয়।
- সে জানে তুমি তাকে ভালোবাসো।

জুলাইয়ের এক রাত। কবে যেন এলিস হঠাৎ ক্লারার কথা তুলেছিল এবং বলেছিল সে তাকে মিস করে? এই সব ঘটনাগুচ্ছ এবং আবেগ চাঁপা দিতে হয়, একটা ক্লান্ত শিশুর মত এই গল্পটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া যে তাদেরকে মন খুলে আলাপ করার সুযোগ দেয় না, স্কন্ধে ঘুমিয়ে পড়ে ফলে প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরার উপায় থাকে না। সে এলিসকে ভালবাসে। সে তার শরীরে হেলান দেয় এবং তার চুলে ঘামের গন্ধ পায়, অভিনয় করার সময় যে ঘাম হয়েছিল তা এখনও শুকায় নি।

-তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে।

-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

***

এখন সে তার ক্ষুদ্রতা এবং জটিলতা নিয়ে ভাবে – যখনই এলিসের কথা মনে পড়ে তাকে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভাবতে হয়। মাঠের মাঝখানে সে তার ব্লাউজ খোলে। তার স্তন দেখা যায়। একজন শিল্পী যেন পেন্সিল হাতে তুলে নিয়ে চমৎকার কিছু রেখা এঁকে সেগুলোকে প্রাণ দিয়েছে। সে তাকিয়ে থাকে যখন এলিস মাঠময় ছুটে ছুটে বাতাসের ঘ্রাণ নেয়। যখন ক্লারার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন এই মেয়েটাকে সে ভালো করে খেয়ালও করে নি। তার উপর ক্লারার গ্রহণ হয়েছিল। এখন সে সব মনে হয় প্রাচীন কিছু, গত শতাব্দী থেকে উঠে আসা একটা ফুল কিংবা একটা ঘটনার মত।

কাটোর প্রাতদাহের সময়, এলিসের কোলে শিশু হানা বসে, তখন একটা গ্রহণ হয়। উপস্থিত অভ্যাগতরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, ফিনিস ব্রাস ব্যান্ড চপিনের 'ফিউনেরাল মার্চ' বাজিয়ে যায় সেই গ্রহণ চলার সময়টুকুতে, পুরো সাত মিনিট। সঙ্গীত যেন জীবনের এক আলোময় মুহূর্ত থেকে পরবর্তি আলোময় মুহূর্তের মাঝের যোগসূত্র।

এখন এলিসের জন্য তার মনটা যন্ত্রণায় ভরে ওঠে, সেই আনন্দময় দিনগুলোর কথা তার অনুক্ষণ মনে পড়ে। তারা একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে পাশাপাশি বসে, তারা দু' জন ছাড়া আর কেউ নেই। পরস্পরের মুখোমুখি বসতে চায় আবার পরস্পরকে ধরতেও চায়, সিদ্ধান্ত নিতে চায় দুটোর কোনটা করবে। ভালোবাসার এক জটিল অভিলাষ।

আমি মনে করি না আমি তেমন মানুষ যে কাউকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলে দেবে যখন তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করতে হবে। তুমি বলেছিলে এলিস, আর ঐ কারণেই আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছিলাম, এতো বিশ্বাস করেছিলাম। অন্য কেউ সেটা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাত না, তোমার কামরায় সেই প্রথম রাতে বলা কথাগুলো সহজেই আমাকে বিশ্বাস করাতে পারত। তোমার মুখ থেকে যখনই বাক্যটা বেরিয়ে এসেছিল সেই মুহূর্তে সব পাখি আর পোকা মাকড় যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বাতাস থেকে তার অনুরণনটুকু নেবার জন্য। তুমি বোঝনি যে তুমি যা বলছিলে তা কত কমনীয় ছিল, বরং বোধহয় ভাবছিলে তুমি নিজের সমালোচনা করছিলে।

নাচের সময় আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। আমি আরেকজনের সাথে নাচছিলাম। তোমাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, নাচার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলে। একজন লোকের কাছে হেঁটে গিয়ে খুব ধীরে তার কাঁধে টোকা দিলে, তোমার মুখে ছিল লাজুক হাসি কিন্তু একই সাথে একটা সংকল্পবদ্ধতা।

তারা একটা মাঠে বসে। তারা একটা রেস্টুরেন্টের লাল এবং হলুদ এবং সোনারঙে সাজানো অভ্যন্তরে বসে, শেষ বিকালে তারা ছাড়া আর কেউ নেই। ক্ষুধা এবং কামনা তাকে তাড়িত করেছে এই শহরের প্রান্ত থেকে প্রান্তে, ট্রলি থেকে ট্রলিতে, তাকে পাবার জন্য, তার বাহু,তার গলা, এই চাইনীজ রেস্টুরেন্টে, সেই ম্যাসেডোনিয়ান ক্যাফেতে, এই মাঠে যার মাঝে সে তার সাথে বসে আছে এখন। মাঠের কিনারে কান্ট্রি হাউজ, তাই তারা অনেক খানি হেঁটে মাঠের কেন্দ্রে চলে এসেছে, একটু নিরালা পরিবেশ পাবার জন্য।

হাঁটতে হাঁটতে সে ঘুরে তাকায় এবং দেখে তার স্তনের পেলবতা– একটা পেন্সিলের নড়াচড়ার ফসল।

সে তার বাহুতে শরীর এলিয়ে দেয়, একটা স্কুল ডেস্কের মত ধরে থাকে। সে হাঁটে, হাতে ধরে থাকা গমের শীষের সাথে নাচে। প্যাট্রিক যখন বারো ছিল তখন সে সব সময় বইয়ের পাতা উলটে যেখানে ছবি আছে সেখানে চলে যেত, দেখত নায়ক নায়িকাকে কোলে করে ব্রিটিশ কলামবিয়ান এক স্রোতস্বিনীর উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, জলপ্রপাতের পাদদেশে। মেয়েটা এক হাত চোখের সামনে মেলে দেয়, সূর্যের আলো থেকে রক্ষা পাবার জন্য। তার জামা তার কোলে। সে একটা চমৎকার গল্পের মাঝে প্রবেশ করে। একটা প্রেমের গল্প। সে কোন জটিলতা চায় না, কোন বৈচিত্রময় পরিণতি চায় না। আমাকে এই মাঠে শুধু এলিস গালের সাথে থাকতে দাও...

অনুতাপ

এলিস বৃদ্ধ বয়েসে কেমন হত খুব জানতে ইচ্ছে হয় প্যাট্রিকের। তার সবুজ কামরায় বসে থাকে প্যাট্রিক, পুরানো রিভার বোতলে ভরে রাখা পাতা আর বেরীর সামনে – একটা আগাছার গুচ্ছ যেটা এলিস সংগ্রহ করেছিল তার মৃত্যুর আগের দিন। শুমাক এবং বুনো ঘাস - ব্রিজের নীচ থেকে তুলেছিল। রাত এলে সে কেরোসিনের বাতিটা জ্বালিয়ে দেয়, সেটার আলো এই স্থবির বস্তুগুলোর ছায়া ফেলে দেয়ালে যেখানে সেগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

একটা কথা আবার বলতে চাই, আমাদের জীবনের সবকিছু খুব শিথিল একটা কাঠামোর উপর বসে আছে। তাকে একবার ফিসফিসিয়ে বলেছিল সে।

সে জামাকাপড় খুলে বিছানায় গিয়ে শোয়, যেখানে এলিসের শরীরের গন্ধ আছে, কিন্তু তার ঘুম হয় না। সে তার কামরায় থাকে, সে তার তোলা শেষ ফুলগুলোকে তার মৃত্যু এবং মৃত্যুত্তর জীবনে বয়ে নিয়ে যায় যখন সেগুলো শুকিয়ে গিয়ে বাদামী হয়ে ওঠে, যেন মেয়েটার অস্তিত্বের শেষ বিন্দুটুকুও মিলিয়ে গেছে। সে জানে এলিসের মুখটা হয়ত সে খুব শীঘ্রই ভুলে যাবে। মেয়েটার নাকের কাছের ক্ষত চিহ্নটা তার মানশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। ওটা নিয়ে এলিস সবসময় খুব সচেতন থাকত, ভাবত দাগটা তার মুখটাকে ভারসাম্যহীণ করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই সুক্ষ্ম দাগটা ব্যাতিরেকে এলিসের কথা সে কি কখন চিন্তাও করতে পারবে?

তার খুব ইচ্ছে হয় জানতে বয়েস বাড়ার সাথে সাথে এলিস কেমন হত। লাঞ্চের সময় তার সাথে নানা বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি হত এলিসের, হঠাৎ হাতের গ্লাশটা উঁচিয়ে বলে উঠবে, "ধৈযহীনতাকে! পরিবর্তনশীল মানুষদের প্রতি!" প্যাট্রিকের মনযোগ নিবিষ্ট হত এলিসের কাঁধের উপর, তার চুলের শোভায়, ভেতরে ভেতরে রোমান্টিক বোধ করত। সে যখন তার সাথে বুড়ো হবার কথা বলত মেয়েটা সবসময় মুচকি হাসত– যেন তার অন্য কোন একটা পরিকল্পনা ছিল, যেন তার অন্য কারো সাথে একটা চুক্তি হয়েছিল। প্যাট্রিক সে দিনগুলোর জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল যখন তাদের আর্থিক সমস্যা চলে যাবে, যৌবনের উত্তালতা কমে যাবে, বণ্যতা ম্রিয়মান হবে। সে সবসময় ভাবত, ভবিষ্যতে ঐ আনন্দটুকু থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না, যে কারনে সে বলতে পারত তোমরা যা ইচ্ছা কর

আমার সাথে, আমার সব নিয়ে নিতে পারো, আমাকে জেলে দিতে পারো, কিন্তু যখন বুড়ো হব তখন এলিস গাল আমার সঙ্গী থাকবে। আমরা যদি প্রেমিক প্রেমিকা নাও হই কোন ক্ষতি নেই, আমি প্রতিদিন বিকালে তার কাছে আসব যেন প্রেম করতে এসেছি, একসাথে লাঞ্চ খেতে খেতে মন খুলে দু'জনে কথা বলব, হাসব, সেই কথকথাই হবে আমাদের প্রেমের অঞ্জলি।

এটা সে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা কি চেয়েছিল?

-আমি সবচেয়ে সুখী ছিলাম যখন আমি অন্তস্বত্তা ছিলাম। তখনই আমি প্রস্ফুটিত হয়েছিলাম।

-আমি জানি না তুমি কেন আমাকে পছন্দ কর।

-তোমার সাথে পরিচয় হবার পর থেকে নিজেকে নিয়ে আমি অনেক সন্তুষ্ট। ক্লারার সাথে তোমার সেই দিনগুলোতে যখন তাকে ছাড়া আর সব কিছু তোমার কাছে অদৃশ্য ছিল, আমি কিন্তু তোমাকে লক্ষ্য করতাম। আমি হিংসা করি নি। আমি তোমার প্রেমে পড়িনি। আমি ক্লারার সাথে চমৎকার সব জিনিষ শিখছিলাম। এমন কিছু ব্যাপার আছে যা আমরা দু'জন কখনই আলাপ করব না, প্যাট্রিক! এমন অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো নিয়ে দুটি মেয়েই মন খুলে হাসাহাসি করতে পারে। মনে হত ক্লারা এবং আমি দু'জনে যেন একটা আস্ত গ্রহের মত। কিন্তু তারপর এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমি যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় তুমি আমাকে শক্তি দিয়েছিলে। মনের জোর দিয়েছিলে।

এখন এলিসকে ঘিরে এমন অনেক বলয় রয়েছে যা প্যাট্রিক কখন উত্তীর্ণ হবে না। তার দুই হাত কাপের মত জোড়া করে সে আর কখন পানিও খাবে না। যেন এক রহস্যময় দুর্গে ঢুকে জ্ঞান আহরণ করবে বলে অনেক বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে এসে দুর্গে ঢোকার মুখ থেকে সে ফিরে চলেছে, দূরে কোথাও।

***

প্যাট্রিক ভেরাল এভেনিউয়ের সেই কামরা থেকে বেরিয়ে আসে। সে ইউনিউন স্টেশনে যায়। যখন ট্রেন চলে, তার চারদিকের সমস্ত দৃশ্য অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে ওঠে। সে ট্রেনের জানালা থেকে ত্রিশ গিজ দূরে কোথাও নির্বিকারে তাকিয়ে থাকে, চিন্তাহীন, এমনকি এলিসের মৃত্যু নিয়েও ভাবে না। তার পায়ের কাছে একটা কালো কার্ডবোর্ডের সুটকেস। তার কাছে এই মুহূর্তে সব কিছুই বস্তু মাত্র। জীবন্ত যে কোন কিছু, কোন এক গাছের ডালে ছোট্ট একটা ধুসর পাখিও তার হৃদয় প্লাবিত করে দেবে।

রাতের ট্রেন যেটা হান্টসভিলে যায় সেখানে নানান ধরণের মানুষ–পাশেই খড়ের টুপি আর সিল্কের স্কার্ফ পরা একদল লোক খুব হৈ চৈ করছে। তারা হেলে দুলে করিডোর ধরে প্যাট্রিকের পাশ ঘেঁষে স্লিপিং কারের দিকে চলে যায়, তাদের মাতাল শরীর তাকে ছুঁয়ে যায়। জানালার কাঁচে নিজের প্রতিফলনের ভেতর দিয়েই সে সম্মোহিতের মত বাইরে তাকিয়ে থাকে, দেখে আকাশ, পাথর, গাছ পালা এবং চাঁদের পাগলের মত ছুটে যাওয়া। থামার কিংবা ভাবার সময় নেই। এলিস...সে একটা মৃত নাম স্মরণ করে। শুধু একটা মৃত নামই চিরস্থায়ী।

বাইরে ভুমির উপর দিয়ে আলোর চতুর্ভুজ ছুটে চলেছে। সে করিডোরের শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে যায়, দরজাটা খোলে, এবং দুই বগীর মাঝের নো ম্যানস ল্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ায়, ট্রেনের ভয়ানক নড়াচড়ার মধ্যে সে একর্ডিয়ানের মত দেখতে শক্ত দেয়াল ধরে থাকে ।

এলিসের একটা দর্শণ ছিল, ধন এবং ক্ষমতা নিয়ে তার ভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা ছিল, চিরস্থায়ী কিছু। চির বিদায়ের আগে নিজের নাম শুনে সে যখন ঘুরে তাকিয়ে এতো কাছে প্যাট্রিককে দেখে অবাক হয়েছিল, তখনও তার পরিকল্পনার কিছুই বাস্তবায়ন করা হয় নি। সেই মুহূর্তে ক্ষত বিক্ষত এলিসের চোখ জোড়ায় যে দৃষ্টি সে দেখেছিল সেটা ছাড়া আর কিছুই প্যাট্রিক মনে করতে পারে না।

তারা হান্টসভিলে পৌঁছাল ভোর তিনটায়। প্যাট্রিক দেখে একজন পোর্টার স্লিপিং বার্থের করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাইরে পরিষ্কার করার জন্য রাখা জুতাগুলো বাঁধছে। একটু পরে সে একটা বস্তা নিয়ে এসে তার মধ্যে সবগুলোকে ভরে ফেলল। সকাল সাতটার আগে আরোহীরা ঘুম থেকে উঠবে না।

কর্মচারীরা ট্রেনের সিঁড়ির গোড়ায় বসে জুতা পালিশ করে।

তারা নীচু স্বরে কথা বলে, সিগ্রেট টানে। প্যাট্রিক স্টেশনের হলুদ আলোতে তাদেরকে দেখে। সে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে অন্ধকারে চলে যায়। ঝোপ-ঝাড়। নিজেকে তার স্বচ্ছ মনে হয়, ক্ষুদ্র মনে হয়। এই আগস্টের রাতে সভ্যতার নিদর্শনতার কাছে ট্রেনের সিঁড়িতে বসে থাকা দু'টি লোক যারা জুতা পালিশ করছে। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখে। সে প্লাটফর্মের উপর দিয়ে আলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে এসেছে কিন্তু আলো তার সাথে নিজেকে জড়ায় নি। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে হাঁটলে সে ভিজে যেত। কিন্তু আলো অথবা ভোর চারটায় একজন মানুষ একটা খয়েরী জুতা পালিশ করছে, এগুলো যেন একটা দর্শণ মাত্র। প্যাট্রিককে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা তার নেই, যখনই সে কিছু হারায় তার মধ্যে সৃষ্টি হয় বিষাক্ততা। এখন তার যে মনের অবস্থা সে ট্রেনের চাকার নিচে হাত দিতে পারে শুধুমাত্র ড্রাইভারকে উত্ত্যক্ত করবার জন্য। সে একটা সজারুকে দুই হাতে উঁচিয়ে ধরে দেয়ালে আছাড় মারতে পারে, তার হাতে পায়ে কতগুলো কাঁটা বিঁধল তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তাও করবে না।

সকাল আটটায় প্যাসেঞ্জাররা ট্রেন থেকে নীচে নেমে আসে, ঘুম ঘুম, তাদের নড়াচড়া শ্লথ, ডকের দিকে হেঁটে যায় যেটা হান্টসভিল এবং লেক-অব-বে র নেভিগেশন কম্পানীর মালিকানায়। প্যাট্রিক তার ভঙ্গুর সুটকেসটা তুলে নিয়ে দ্য এলগনকুইন স্টিমারে ওঠে।

নৌকা বাইচ যারা দেখতে এসেছে তাদের অধিকাংশ গিয়ে উঠবে বিগ উইন ইনে কিংবা মাস্কোকা হোটেলে। স্টিমারটা যখন ঘন গাছপালায় ঘেরা দ্বীপ পেরিয়ে যায় প্যাট্রিক সেই দৃশ্য দেখে। মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বসত বাড়ির আঙ্গিনা দেখা যায়। ভৌগলিকভাবে তার কাছে স্থানটার প্রকৃতি কঠিন, কর্কশ মনে হয়, ধনবান মানুষেরা এখানে এসে বাস করবে, এটাকে তাদের বিনোদনের ক্ষেত্র বানাবে – ভাবাই যায় না। সে একটা ডেক চেয়ার খুঁজে বের করে সেটাতে বসে ঘুমায়, ঘুমের মধ্যেও এক হাতে সুটকেসটা ধরে থাকে। স্টিমারটা নর্থ পোর্টেজের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে যখনই ভেঁপু বাজায় সে জেগে যায়। তারা যখন বিগ উইন আইল্যান্ড পার হয়ে যায়, পাথুরে সৈকতের উপর দাঁড়িয়ে এংলো-কানাডিয়ান ব্যান্ডের বাজনা তাদের কানে আসে–টুবাস, ট্রাম্পেটস, ভায়োলিনসহ নানান ধরণের বাদ্য বাজাচ্ছে তারা। প্যাট্রিকও অন্যদের সাথে সাথে হাত নাড়ে। সে এই পথে ফিরে আসবে না। এখন হাত নাড়াই ভালো।

পেজ আইল্যান্ডে অবস্থিত গার্ডেন অব ব্লাইন্ডে (অন্ধদের জন্য বাগিচা) একটা প্রস্তরের মূর্তির বাড়ানো হাত থেকে পানি ফোয়ারার মত বাতাসে লাফিয়ে উঠছে। দক্ষিনের লনের উপর একটা বিশাল প্রশস্ত গাছ পাখিতে ছেয়ে আছে। একজন উপবিষ্ট অন্ধ মহিলার উপর পাখীর ডাক যেন পানির ফোঁটার মত টপ টপ করে পড়ছে। নুড়ি পাথর দেয়া পথের উপর বিচি উড়ে পড়ে, দৃষ্টিহীনদের জন্য এই পথ যার উপর দিয়ে হাঁটলে শব্দ হয়। সেই বাগানে, গাছের নীচে একটা বেঞ্চে বসে প্যাট্রিক খবরের কাগজ পড়ে।

তার মনে হয় দৃষ্টি মুঁদলেই এই যাবতীয় শব্দগুলো তাকে হতবিহবল করে দেবে, যেভাবে ঐ মূর্তিটার হাত থেকে পানি বাতাসে ছিটকে গিয়ে মূর্তিটার উপরেই আবার ছড়িয়ে পড়ছে। সে একটা পাখীর উড়ে যাওয়া দেখে। তার ডান দিকে বসে থাকা মহিলাটা তার কাগজের শব্দ শুনে বোঝে সে এখানে বহিরাগত।

গত রাতে যেখানে আগুণ লেগেছিল সে তার মাত্র এক দ্বীপ পরেই, এই বাগানে পালিয়ে আছে যতক্ষন না রাত হয়, অন্ধদের কাছে অদৃশ্য।

সে প্যারাফিনের কৌটাটার মাথাটা ঢিলা করে তার কালো কার্ডবোর্ড সুটকেসের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল। তারপর সে প্রায় জনশূন্য মাসকোকা হোটেলের মেজানিনের চারদিকে হাঁটতে শুরু করে। হোটেলের অতিথিদের এবং কর্মীদের বাইরের মাঠে নৌকা বাইচের ডিনারে না যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করেছে। সে পিলারের ফাঁক দিয়ে নীচে তাকিয়ে বিভিন্ন জন্তুর সাজানো মাথাগুলো দেখে, তার ডান হাতে ঝোলান নিরীহ দর্শণ বাক্সটা থেকে তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ছে। সে সিঁড়ি বেয়ে নীচের লবিতে চলে যায়। গন্ধটা এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। *আগুন!* সে চীৎকার করে। সে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে সেই গড়িয়ে পড়া তরলের উপর ছুঁড়ে ফেলে, মুহূর্তে আগুন সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায় চলে যায়, চক্রাকার মেজানিনের চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তার হাতে আগুন ধরে গেছে। জ্যাকেটসহ তার একটা হাত একটা একুরিয়ামের মধ্যে চুবিয়ে দেয়। সে মাসকোকা হোটেলের লবি ধরে হাঁটতে থাকে, তার মাথার উপর হরিণের সাজানো মাথাগুলো জ্বলছে।

সে জ্বলতে থাকা আগুন পেছনে ফেলে লেকের দিকে হাঁটতে থাকে। বাইচের জন্য বেঁধে রাখা নৌকা গুলোর দিকে যেতে যেতে সে ডকের নীচে লুকিয়ে রাখা বিস্ফোরকগুলো পরখ করে। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় নীলচে মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই জ্বলন্ত আগুনের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কয়েকজন ওকে নৌকাগুলোর বাঁধন খুলে দিতে দেখে ফেলে। প্যাট্রিক বোটে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দ্যেশ্যে হাত নাড়ে। তারাও অনিশ্চিতভাবে হাত নেড়ে একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে ডকের দিকে দৌড়ে আসতে থাকে, ঠিক নিশ্চিত নয় প্যাট্রিকের ভূমিকা নিয়ে।

সে ফিউজটা জ্বালায়, যেটা ওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকা দুজন লোকের দিকে ছুটে যেতে থাকে। প্যাট্রিক নৌকা বেয়ে ডক থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ফিউজটা জ্বলতে জ্বলতে ডেকের নীচে লোকগুলোর পায়ের তল দিয়ে শব্দ করে ছুটে যায়। তারা থেমে উল্টো ঘুরে তাকায়, বুঝতে পারে কি ঘটছে। বয়েসী মানুষটা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্যজন যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, নীল আলোর রেখাটা ডকের প্রান্তে ছুটে গিয়ে যখন ছোটখাট একটা বিস্ফোরন ঘটিয়ে ডকটাকে তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তখনও স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

গার্ডেন অব ব্লাইন্ডে, সে যা উপলব্ধি করে তা শব্দ নয় বরং গন্ধ –উদ্ভিদগুলো এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে যেন আবাসীরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে একটা থেকে আরেকটাতে যেতে পারে। তার বাঁ দিকে সে কমলার মত গন্ধ পায়। মাটি থেকে তিন ফুট উঁচু বাগানের স্তরটার দিকে ঝুঁকে পড়ে গভীরভাবে শ্বাস নেয়।

প্যাট্রিক পদশব্দ শোনে। একটা হাত তার পিঠ ছোঁয়। যে অন্ধ মহিলা তার কাগজের নড়াচড়ার শব্দ শুনেছিল এবার সে তার সাথে আলাপে জড়িয়ে পড়ে।

-তুমি দেখতে পাও, সে বলে।

-হ্যাঁ।

মহিলা হাসে।

-তোমার নাক অনেক শব্দ করে।

তার নাম এলিজাবেথ, সে প্যাট্রিককে বাগানটা ঘুরিয়ে দেখাতে চায়। সে বলে তার বোন ফুল এবং ঔষধি চিনতে বেশী দক্ষ কারণ সে মদ খায় না। "আমি একটা কচ্ছপের মত মদ গিলি কিন্তু শুধুমাত্র বিকাল হবার পর। ত্রিশের দিকে খুব বেদনাময় একটা প্রেম সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছিল।" তারা একসাথে হাঁটতে থাকে, প্যাট্রিক লক্ষ্য করে কেমন সহজ এবং নিশ্চিতভাবে মহিলা এই জগতে বিচরণ করছে, জানে কোথায় ব্যাসিল এবং ঠিক কোথায় ব্রড লিফ সরেল। চলতে চলতে মহিলা হাত নামিয়ে র‍্যাবিট গ্রাসের নরম শরীরটা ছুঁয়ে যায়। এই বাগান যেন তার বলরুম, সে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় ডিল এবং ক্যারাওয়ের সাথে, তারা যেন লাজুক দু'টি বোন। সে প্যাট্রিককে নীচু হয়ে বিশেষ ধরণের গাছকে ছুঁয়ে দেখতে বলে কারণ শুধু দেখে তাদের সত্যিকারের সৌন্দর্যটা উপলব্ধি করা যায় না।

"তোমার নাকের সম্পূর্ণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হলে শব্দের কথা তোমাকে অবশ্যই ভুলে যেতে হবে। এখানকার পাখীদের ডাক খুবই সুন্দর কিন্তু মাঝে মাঝে আমি যখন মদ্যপ হয়ে এখানে আসি তখন ভীষণ বিরক্ত লাগে। তখন আমার মনে হয় রুমালে ক্লোরফর্ম ঢেলে গাছে উঠে ওদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেই।" বাগানের ঠিক মাঝে পানি ছিটানো মুর্তিটার উত্তরে একটা গাছ আছে যেখানে কোন পাখি নেই। "তুমি নিশ্চয় ক্যাফর গাছটার দিকে তাকাচ্ছ...পাখীরা মৃত্যুকে আমাদের চেয়ে ভালো বোঝে। গাছেদের জটিল জিনিওলজি আছে। একটা পাখীর কাছে একটা রসালো ফল তার উৎপত্তি দিয়ে বিবেচিত হয়। তুমি হয়ত ক্যাসিউ নাট এবং আম পছন্দ কর, হয়ত সুমাক তোমার কাছে সুন্দর মনে হয়, কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য পাখীরা ঠিকই জানে এই গাছগুলো সব পয়জন আইভি পরিবারের সদস্য।"

সে তাকে আমদানিকৃত বিদেশী উদ্ভিদগুলোর দিকে নিয়ে যায় –ফলহীন পারসিমন, পিম্পারনেলিয়া, যেটা হচ্ছে মৌরি গাছ। মহিলা তার সম্বন্ধে অনেক কৌতূহল দেখায় কিন্তু প্যাট্রিক বিনীত ভাব বজায় রাখলেও নিজের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলে না। মহিলাকে তার ভালো লেগেছে। সে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে, তারপর চেষ্টা করবে সাঁতার কেটে এই পানি পথে যাওয়া কোন একটা স্টিমারে গিয়ে উঠতে। বাগানের পুর্ব প্রান্তে ক্ষেতগুলোতে হয়েছে টেরাগন, ল্যাভেন্ডার এবং কার্ডামম (ছোট এলাচ)। মহিলা হাত দিয়ে প্যাট্রিকের মুখটাকে অনুভব করে। সে তার কানের কাছের ফোলা লালচে জড়ুলটাতে হাত বোলায়।

-এটার উপর পেরুমেল দিও। একটা মলম।

-আমাকে পুলিশ খুঁজছে।

-কি জন্য?

-একটা দালান নষ্ট করেছি।

সে হাসে।

-নিজের জীবনকে ঘৃনা কর না।

এই মুহুর্তটা যেন স্থির হয়ে গেছে – বাগানের মাঝে একটা মুর্তি, একজন মহিলা তার হাতের নরম তালু দিয়ে একজন লম্বা লোকের মুখ ছুঁয়ে আছে, তার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করেছে।

মহিলা যখন প্যাট্রিকের চোখের উপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে নেয় সে প্যাট্রিকের মুখে একটা ভিন্ন কিছু অনুভব করে যা ঠিক বিতৃষ্ণাও নয় আবার শোকাহতও নয়, অন্য কিছু।

– কি হল?

মহিলার সবুজ চোখটা প্যাট্রিকের ভেতরে কোথাও অনুরনন তোলে। এটিয়াস লুনা– কানাডিয়ান নাম, প্যাপিলন লুন। লুনার মাস। চাঁদের মাস। মহিলার অন্য চোখের খোঁপরটা শুণ্য, তার ঝুলে পড়া চোখের পাতা ঢেকে আছে এক গহ্বর। কিন্তু ভালো চোখটা জংগলের মত সবুজ, মথের মত সবুজ, ছটফট করে বেড়াচ্ছে, যেন তার চোখে চোখ রাখতে চাইছে, উৎফুল্লতা নিয়ে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকাচ্ছে, তার কান, নাকের উপর স্থির হচ্ছে। সেই চন্দ্রালোকিত মথটাকে সে ভালবেসেছিল, যার নীচের পাখায় আলোর ফুটকিটা ছিল বিশেষ এক চিহ্নের মত, তার হাতের ম্লান বাতির আলোয় যার প্যাপিরাসের মত দেখতে ছোট্ট পশমি শরীরের ধিকিধিকি জ্বলা সে দেখত কখন গাছের ডালে আবার কখন পাথরের উপর। মহিলা তার তরল সবুজ দর্পনের মত চোখটা নাড়ায় যা তার চারদিকের সবকিছুকে যেন প্রতিবিম্বিত করছে।

– কি হয়েছে?

প্যাট্রিক মহিলার সাথে আবার বেঞ্চে ফিরে যায়। তারা বসে, মহিলা তার হাত ধরে থাকে, যেতে দিতে চায় না। প্যাট্রিক বোঝে মহিলা তার সমস্ত বৈশিষ্টতা পায় এই স্থবির বাগান থেকে, এই শব্দ আর কোলাহলের ভেতর থেকে। তার হাতের টান টান চামড়ার নীচে নীল শিরাগুলো চিকন এবং স্বচ্ছ। প্যাট্রিক মন খুলে কথা বলতে পারে না, যদিও জানত তার মনের কথা এই মহিলার অন্ধত্বের মধ্যে চাঁপা পড়ে থাকবে। সে এলিস গালের কথা বলতে পারত, যে মেয়েটি একবার তার হাত ছাদে ঠেকিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন উদ্যোগের কথা বলেছিল, যে তার কোলে একটা জ্যান্ত পাপেটের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত, যে রক্তাক্ত রাস্তার উপর তার বাহুতে বিধ্বস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে চির বিদায় নেয়।

তারা সেখানে যখন বসে থাকে তখন আর কেউ সেই বাগানে প্রবেশ করে না। কাঠের আসনের পাশে মিন্ট পেপার, রোজমেরি হয়ে আছে। তারা যেখানে বসে আছে তার ডানে ফুলের ক্ষেতে আরটেমেসিয়া এডভাকুমকুলাস, যার পরিচিত নাম মহিলা জানে না। পরিশেষে মহিলার হাতের পেশীর টানটান ভাবটা নরম হয়, প্যাট্রিক এবার ঘুরে তার মুখের দিকে তাকায়। মহিলা পেছনে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসে।

এখন সে রাতের পানির সঙ্গী, ডকের আলোর প্রতিফলন তার উপর এসে পড়েছে। ছয়টা তারা আর একটা চাঁদ। আগুনের সংবাদে মাসকোকা যেন বিস্ফোরিত হয়েছে। পেজ আইল্যান্ড থেকে স্টিমারের দিকে সাঁতরে যাবার সময় স্রোতের মধ্যে বেশ সমস্যায় পড়ে যায় প্যাট্রিক। স্টিমারটা লেকের অন্ধকার বেয়ে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, এখন তীর থেকে প্রায় ৫০০ গজ দূরে। রাত্রিকালীন নৌবহর, নাচ গানের ব্যবস্থা আছে। সে বাজনার শব্দ শুনতে পায় সাঁতার কাটতে কাটতে, পানির নীচে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর আর বাদ্যের আওয়াজ ভোঁতা লাগে। আধখানা চাঁদ, কয়েকটা তারা, দূরে ডকে আলোর একটা রেখা।

তার অতীতে এই ধরণের একটা মুহূর্তকে সে কল্পনা করেছেঃ একজন অপরাধী অন্ধকারে সাঁতার কেটে এগিয়ে চলেছে একটা আলোময় জাহাজের দিকে। সে জাগতীয় সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে, শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চায়, যে স্রোত থেকে এতো কষ্ট করে বেরিয়ে এসেছে আবার তার মধ্যেই সাঁতরে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, গার্ডেন অব ব্লাইন্ডে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়, ঘুমাতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে ঐ নামহীন স্টিমারটার দিকে কোন এক চৌম্বকীয় টানে এগিয়ে যেতে থাকে।

একটা ভাসমান মরা কাঠের গুঁড়ি তার পাঁজর ছুঁয়ে যায়, তার শরীরের নীচ দিয়ে উঠে আসে, প্যাট্রিক নিজেকে জান্তব স্বরে আর্তনাদ করতে শুনতে পায়। তার কল্পনায় জাহাজটার দিকে সাঁতরে যাওয়ার সময় সে মুখোমুখি হয় ঝড়ের তাণ্ডব আর কুমীরের। সে পানিতে হাতের ঝাপ্টা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে তাকে কি ছুঁয়ে গেল, কিন্তু সেটা ততক্ষণে দূরে সরে গেছে। "একটা মরা গুড়ি," সে নিজেকে বলে, জোরে জোরে, সংকল্পবদ্ধ, ভয়টা যেন হঠাৎ তার মনে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আসে। এই মরা কাঠের গুড়িটার সাথে সংঘর্ষ যেন তাকে পরিপূর্নভাবে উজ্জীবিত করে দেয়, তাকে নব শক্তিতে বলীয়ান করে দেয়। সে এই পৃথিবী থেকে তার বিদায়ের মুহূর্তটা চিন্তা করে, পেছনে দাও দাও করে জ্বলে ওঠা আগুণের মাঝ দিয়ে মাসকোকা হোটেলের সামনের মাঠে হেঁটে যাবার দৃশ্যটা রোমন্থন করে। এবার সে অন্ধকারের সঙ্গী হবে। আবার আঁধার ঠেলে বেরিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা সে দেখে না।

ও সাঁতার কাটতে থাকে, দ্বীপের ক্যাম্পফায়ার থেকে কিছু হিকরি কাঠের ধোঁয়ার ম্লান গন্ধ নাকে আসে। ক্ষুধায় নিজেকে উন্মাদের মত লাগে। স্টীমবোট থেকে বাজনার শব্দ আসছে। *"Beware of frozen ponds, peroxide blondes, stocks and bonds...."* অর্কেস্ট্রার ভোঁতা শব্দের ভেতর দিয়ে গায়কের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। ওরা যদি তাকে - কাঁধে লেকের আগাছা, পাঁজরে কাঠের গুঁড়ির ধাক্কায় কেটে যাওয়া ক্ষতে রক্তের ছোপ - দড়ি বেয়ে বোটে উঠে তাদের সাথে যোগ দিতে দেখে, কি করবে?

সে বোটটার পাশে চলে এসেছে। চাঁদের আলোয় উপরের দিকে তাকাচ্ছে। দ্য চেরোকি। বোটের নাম। স্টেটরুম এবং লাউঞ্জ থেকে কাঁচের জানালা দিয়ে পানিতে আলো এসে পড়েছে। আরোও উপরে খোলা ডেকে, জোড়ায় জোড়ায় নাচছে মানুষ। ব্যান্ড বাজছে। সে খাঁড়া রাবারের স্ট্রিপটা যেটা ডকে বোট ভেড়ানোরসময় বোটটাকে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করে সেটা ধরে নিজেকে টেনে উপরে তোলে। ডেকের উপরে খাবারে গন্ধ পায়, দ্রুত একটা জানালা দিয়ে আগে মাথা ঢুকিয়ে শরীরটাকে টেনে তোলে, একটা টেবিলের উপর গিয়ে পড়ে। রান্নাঘর।

একজন রাঁধুনী ঘুরে দেখে প্যাট্রিক ধপাস করে মেঝেতে পড়েছে, তার পিঠের চারদিকে ডাবল-ডায়মন্ড গ্লাশ। প্যাট্রিক তার ঠোঁটে একটা আঙ্গুল ছোঁয়ায়। লোকটা আস্তে মাথা নেড়ে দরজাটা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে যায়। প্যাট্রিক টেবিলের উপর থেকে নীচে নামে, তার চারদিকে গ্লাস। ডেকে মুহূর্তের নীরবতা সুউচ্চ কণ্ঠের হাসি আর চিয়ার্সের মধ্যে চাঁপা পড়ে যায়। ওরা হয়ত ভেবেছে কোন একজন কর্মী একটা ট্রে জাতীয় কিছু ফেলে দিয়েছে। রাঁধুণী একটা ঝাড়ু নিয়ে এসে গ্লাসের টুকরোগুলো ঝাড়ু দিয়ে সরায়। প্যাট্রিক ভেজা কাপড় খোলে। তার পাঁজর এবং উরুতে কেটে গেছে। রাঁধুনী নিঃশব্দে অভিনয় করে দেখায় সে ঘুমাতে যাচ্ছে এবং চুপি চুপি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্যাট্রিক সুইচের কাছে হেঁটে গিয়ে রান্নাঘরের আলোটা কমিয়ে দেয়।

এখন নিশ্চয় মাঝরাত হবে। ডেকের শব্দ থামে না, অর্কেস্ট্রার বাজনা নানা লয়ে চলতেই থাকে - কখন জটিল প্রেম, কখন ক্ষনিকের প্রেম। সেই ভঙ্গুর বাজনা এই রান্নাঘরেও আসে যেখানে সে এখন দখল নিয়েছে। সে জানে ধরা তাকে পড়তেই হবে, হয়ত জেলে যেতে হবে, কিন্তু আপাতত এই ক্ষনিকের মুক্তিটুকুর রোমাঞ্চ সে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে।

সে ভেজা কাপড়্গুলো নিংড়িয়ে চিত করে ছড়িয়ে দেয়, বড় ওভেনগুলো চালিয়ে দিয়ে একটা বেকারির প্যাডেল দিয়ে ভেতরে ঠেলে দেয়। এবার খাবারের খোঁজে যায়। কিছু রান্না করা আলু আছে। সে ফ্রিজ থেকে এক টুকরো কাঁচা মাংশ বের করে কাউন্টারে গিয়ে বসে। আলু খায়। মাংশটাকে একটা ধারাল ছুরি দিয়ে চিকন করে কেটে কেটে খায়, বাহু দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তটাও চেটে খায়। মাঝে মাঝে উঠে ট্যাপ থেকে পানি খায়। একটা চোখ থাকে কাপড়্গুলোর উপর,ওভেনের মধ্যে যেগুলো গরম হচ্ছে।

৩

ক্যারাভাজ্জো

একটা জেল ছিল যার ছাদ ছিল নীল টিন দিয়ে গড়া। কিংস্টন পেনিটেনশিয়ারীর গগনচুম্বী ছাদটা যে তিনজন নীল রঙ করছিল, কাজ করতে করতে তারা মাঝে মাঝে সীমান্ত নিয়ে সংশয়ে পড়ে যায়। যেন সেই নীলের স্তর ভেদ করে, টিনের চাল ভেদ করে তারা উঠে যেতে পারে আরোও উপরে, দিগন্তব্যাপী নীলের মহাসাগরে।

ঘন্টা চারেক কাজ করার পর যখন দুপুর হয়, তাদের মনে হয় তারা বুঝি নীল বাতাসে হাঁটতে পারবে। কয়েদী বাক, লুইস এবং কারাভাজ্জো অবশ্য জানত এটা আসলে স্রেফ কল্পনা, মনের ভুল। কেন এই নীল ছাদ? নড়বার আগে নিশ্চিত হতে হয় কোথায় পা ফেলছে। এমনও হয়েছে প্যাট্রিক লুইস, হাতে সরকারী পেইন্ট ব্রাশ নিয়ে স্থবির হয়ে গেছে। আরেকটা পদক্ষেপ নিলেই সে ধপাস করে নীচে পড়ে গিয়ে মারা যেতে পারত। ভুমি থেকে পঞ্চাশ গজ উঁচুতে রঙ করছে তারা। পেইন্টের বালতিগুলো দড়ি দিয়ে বাঁধা–প্রতিটা ঢালে একটা করে–ফলে যে লোক দু'জন কাজ করছে তারা একই লয়ে ছাদ বরাবর নড়াচড়া করতে পারে। লাঞ্চের সময় তারা ছাদের উপর উঠে বসে, সাথে নিয়ে যাওয়া স্যান্ডউইচ খায়, সারা দিন নীচে নামে না। ভেঁজা রঙের উপর হাত দিয়ে ঠেস দিয়ে কাজ করে যায় তারা। ভুলে যদি নাক চুলকাত, জানত তাদের নাকের অংশটুকু ছাদের রঙের সাথে মিলে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে রঙ করতে থাকলে হয়ত একসময় তাদের সমস্ত শরীর নীল রঙে ছেয়ে যাবে এবং তাদেরকে আর সনাক্ত করা যাবে না। তারা যেন নীল আকাশে নীল পাখি হয়ে যাবে। প্যাট্রিক লুইস সেটা জানে। সে নীল ধাতুর উপর একটা পোকা আঁকে। ঐ পোকা কখন উড়ে যাবে না।

সীমানা, বলত কয়েদি ক্যারাভাজ্জো। সেটা কোথায় শুধু সেটুকুই আমাদের মনে রাখতে হবে।

সেই ভাবেই সে পালায় – একটা জোড়া বেল্ট তার কাঁধের নীচে বেঁধে একটা গম্বুজ থেকে ঝুলতে থাকে সে, তার দুই হাত মুক্ত, শরীর এলিয়ে দেয়া। বাক এবং প্যাট্রিক তাকে রঙ করে, তার হাত, বুট, চুল সব নীল রঙে রাঙিয়ে দেয়। তারা তার কাপড় নীলে চুবায় এবং তার চোখে একটা রুমাল বেঁধে তার মুখও নীল করে দেয়, যেন নীচের গার্ডরা উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে না পায়।

যখন খোঁজাখুঁজি বন্ধ হয়ে যায়, এবং আলো বন্ধ করার বাঁশী বাজে, ক্যারাভাজ্জো তখনও একইভাবে থাকে, বাইরে নতুন চাঁদের ক্ষীণ আলোয় দৃষ্টি প্রায় চলেই না। পলাতকের চাঁদ। যখন বাতাস থেমে যায় চারদিকের নীরবতায় সে লেক ওন্টারিওর শব্দ শুনতে পায়। পাল তোলা নৌকার পালের ঝাপটা। টিনের ছাদে প্যাঁচার নখের শব্দ। সে শুকনো রঙের আস্তরণের মধ্যে নড়তে শুরু করে – প্রথমে শক্ত আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে না, ঝুঁকে চোখ থেকে রুমালটা খুলতে গিয়ে অনুভব করে জামা কাপড়ে শুকনো রঙের ভাঙ্গন। রাতের অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। সে বেল্টটা খুলে ফেলে। গম্বুজের পেছনে লুকিয়ে রাখা দড়িটা খুলে সে ছাদ থেকে নীচে নেমে আসে।

চোখের চারদিকে একটা সাদা চতুর্ভুজ নিয়ে সে বাথ নামে শহরটার মাঝ দিয়ে ছুটে যায়, একটা হার্ডওয়ার স্টোরের খোঁজ করে যার ভেতরে ঢুকতে পারবে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা অদ্ভুত অজাগতীয় প্রাণী, সকাল হবার আগেই যেভাবেই হোক সেই নীলের আস্তরণ থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবেই। কিন্তু কোন হার্ডওয়ার কিংবা পেইন্ট শপ খুঁজে পেল না। সে একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে অন্ধকারে নিজের পরণের কাপড় খুলে যা তার শরীরে লাগে তাই পরে নিল। দোকানের উপরের কামরায় রেডিওতে গান বাজছে, শব্দটা একটা কম্পাসের মত কাজ করে। তার হাত একটা আয়না ছুঁয়ে যায় কিন্তু সে আলো জ্বালায় না। সে এক জোড়া গ্লোভস নেয়। সেখান থেকে বেরিয়ে সে শ্লথ গতির একটা দুধের ট্রেনে লাফিয়ে চড়ে ছাদে গিয়ে ওঠে। বৃষ্টি পড়ছে। সে বেল্ট খুলে নিজেকে ভালো করে বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ে।

ট্রেন্টনে ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করবার আগেই সে নিজের বাঁধন খুলে গড়িয়ে বাঁধের উপর নেমে পড়ে। তার শরীর তখনও নীল, বুঝতে পারছে না তাকে কেমন দেখাচ্ছে। সে জামাকাপড় খুলে ঘাসে মানবীয় আকৃতিতে বিছিয়ে দেয়, তাকে কেমন দেখাচ্ছে বোঝার জন্য। টাউন অব ট্রেন্টন সম্বন্ধে সে এইটুকুই জানত যে শহরটা ট্রেনে টরন্টো থেকে তিন ঘন্টার পথ। সে আবার ঘুমায়। শেষ বিকালে শহরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকাটাকে যে বনটা ঘিরে রেখেছে তার ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে রেডিক'স শ্যাশ এন্ড ডোর ফ্যাক্টরিটা তার নজরে পড়ে। নিজেকে যতখানি সম্ভব ঠিকঠাক করে সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে– সবুজ সুয়েটার, কালো ট্রাউজার, নীল বুট, নীল মাথা।

দোকানের পেছনে একটা কাঠের স্তূপে একটা ছোট ছেলে চুপটি করে বসে ছিল। বন থেকে বেরিয়েই তার নজরে পড়ে গেল। সে যখন যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাব বজায় রেখে গজ পঁচিশেক দুরের দোকানটার দিকে হেঁটে গেল, ছেলেটা নির্বিকার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। ক্যারাভাজ্জো ছেলেটার সামনে নীচু হয়ে বসল।

-তোমার নাম কি?

- এ্যালফ্রেড।

-এ্যাল,তুমি কি একটু দোকানের ভেতর গিয়ে দেখবে টারপেনটাইন আছে কিনা?

-তুমি কি মুভি কম্পানী থেকে এসেছ?

-মুভি? সে হ্যাঁ সুচক মাথা দোলায়।

ছেলেটা দৌড়ে চলে যায় এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরে আসে, একা। বাঁচা গেল।

-তোমার বাবা এই জায়গাটার মালিক?

-না। আমি এই জায়গাটা পছন্দ করি। দরজাগুলো সব খুলে বাইরে থেকে ঠেস দিয়ে রাখা, জিনিষপত্র সব ছড়ানো ছিটানো, অগোছাল।

ছেলেটার কথা শুনতে শুনতে ক্যারাভাজ্জো তার শার্টের নীচের অংশটা ছিড়ে ফেলে।

-আরেকটা জায়গা আছে যেখানে গেলে দেখবে গাছের ডাল থেকে বোটের মটর এবং গাড়ীর ইঞ্জিন ঝুলছে।

-তাই নাকি? এ্যাল, তুমি এই জিনিষগুলো আমার মুখ আর চুল থেকে ছাড়াতে একটু সাহায্য করবে?

-নিশ্চয়।

সুর্যের পড়ন্ত বেলায় দরজার পাশে বসে দু'জন। ছেলেটা শার্টের লেজটা টিনে ডুবিয়ে ক্যারাভাজ্জোর মুখের রঙ মুছে দিচ্ছে। দু'জনে নীচু গলায় কোথায় গাছের ডালপালা থেকে ইঞ্জিন ঝুলছে সেটা নিয়ে কথা বলে। ক্যারাভাজ্জো শার্টের বোতাম খুলতে ছেলেটা তার ঘাড়ের উপরের বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন গুলো দেখে অবাক হয়। দেখে মনে হয় যেন একটা দানবীয় পাখী থাবা দিয়ে লোকটার গলা আটকে ধরে তার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। ক্যারাভাজ্জো তাকে বলে সে আসলে অভিনেতা নয়, জেল পলাতক। "আমি ক্যারাভাজ্জো– একজন পেইন্টার," সে হেসে বলে। ছেলেটা প্রতিজ্ঞা করে সে কাউকে কিছু বলবে না।

তারা আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে ক্যারাভাজ্জোর চুল কেটে ফেলতে হবে। ছেলেটা দোকানের ভেতরে গিয়ে একটা গোলাপ কাটার কাঁচি নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। একটু পরেই ক্যারাভাজ্জোর চুল সব কেটে তাকে প্রায় ন্যাড়া বানিয়ে দিল, দেখে আর চেনা যায় না। যখন রেডিক'স ডোর ফ্যাক্টরির মালিক অন্যদিকে ব্যাস্ত, ক্যারাভাজ্জো তখন বাথরুমে গিয়ে ঢোকে, সাবান দিয়ে মুখ থেকে টারপেন্টাইন ধুয়ে ফেলে। সে তার ঘাড়ের ক্ষতটা প্রথমবারের মত আয়নায় দেখে, তিন মাস আগে জেলে তার উপর একটা আক্রমন হয়েছিল।

দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলেটা একটা কাগজে তার নাম লিখে দেয়। পকেট থেকে সে একটা পুরানো ম্যাপল সিরাপের গোঁজ বের করে, তার উপর লেখা ১৮৮২ সাল। সে কাগজটাকে তার চারদিকে মুড়ে দেয়। ক্যারাভাজ্জো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ফেরার পর ছেলেটা সেটা তার হাতে ধরিয়ে দেয়। ক্যারাভাজ্জো বলল, "আমার এমন কিছু নেই যা আমি তোমাকে এখন দিতে পারি।" ছেলেটা মুচকি হাসে, খুব খুশী, "আমি জানি," সে বলে। "আমার নামটা মনে রেখ।"

সে ঝোপ ঝাড় ভেঙে দৌড়াচ্ছিল, তার পায়ে বুট। লেক ওন্টারিও থেকে দূরে, উত্তরে কোথাও যেখানে কোন একটা শূন্য কটেজে কয়েকটা দিন চুপটি মেরে কাটাতে চায়। ক্যারাভাজ্জোর কাছে প্রকৃতি কখনই স্থির নয়। একটা গাছ যন্ত্রনাদায়কভাবে ন্যুজ হয়ে আছে, একটা ফুল প্রবল বাতাসে ছিঁড়ে গেছে, একটা খন্ড মেঘ ক্রমশ কৃষ্ণতর হচ্ছে, একটা পাইনের ফল ঝরে পড়ছে– সব কিছুই এক ভিন্ন স্তরের যন্ত্রনার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে দুচোখ মেলে এই সব দেখে। তার নজর পনের জন দারোয়ানের মত চারদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখে, তার দিকে এগিয়ে আসা প্রতিটা বস্তুকে সে লক্ষ্য করে।

সে ট্রেন্ট ক্যানাল সিস্টেমকে ডানে রেখে সমান্তরালে দৌড়ায়, লাল লক বিল্ডিং এবং পানির উপরের কংক্রীটের প্লাটফর্ম পেরিয়ে যায়। কয়েক মাইল পর পর স্লুইস গেটে থেমে অন্য পাশের টলটলে পানিতে ওঠা ঘুর্নি দেখে, তারপর আবার ছুট দেয়। দুই দিনে সে উত্তরে ববকেজান পর্যন্ত চলে গেল। সেই রাতে বয়েড স মিলে সে কাঠের গুঁড়ির পাশে শুয়ে ঘুমায়। পরের সন্ধ্যায় সে একটা রাস্তা ধরে দৌড়াতে থাকে। রাত ঘনিয়ে আসছে। এই নিয়ে সে পর পর তিন রাত বাইরে ঘুমিয়েছে। তার কব্জীতে এখনও নীল রঙের একটু ছোঁপ রয়ে গেছে।

প্রথম কটেজটা দেখেই মনে হল মানুষ আছে। ইতিমধ্যেই ডিঙ্গি বাইরে বের করে ফেলা হয়েছে। সে ঐ ড্রাইভওয়ে থেকে পিছিয়ে আসে। আরেকটা কটেজের সামনে আসে যেটার সামনের বারান্দা কাঁচ দিয়ে ঘেরা, জানালার শাটারগুলো সবুজ, রঙ করা তেকোনা ছাউনী, দুই দিকে ঢালু ছাদ। যদি মালিক চলে আসে তাহলে সে দোতলার জানালা দিয়ে বেরিয়ে ছাদের উপর দিয়ে হেঁটে পালাতে পারবে। ক্যারাভাজ্জো যে কোন কাঠামোর দিকে তাকায় চোরের স্বভাবজাত দৃষ্টি নিয়ে - একটা কাপবোর্ড দেখে ভাবে তার পেছনটা দুর্বল, জানে বেড়ার উপর দিয়ে যাবার চেয়ে বেড়া ভেঙে যাওয়া সহজ।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে কটেজটাকে পর্যবেক্ষণ করে সে, দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে, খাবার মধ্যে খেয়েছে ছেলেটার দেয়া এক টুকরো চকোলেট।

সে উত্তেজিত হয়ে কামরা থেকে কামরায় হাঁটে, সোফায় হাত বুলায়, শেলফে রাখা ম্যাগাজিনগুলো লক্ষ্য করে। হাতের বাঁয়ে রান্নাঘর, ভেতরে ঢুকে একটা ছুরি দিয়ে একটা টিনের ক্যান কাটে। অন্ধকারেই। আজ রাতে আলোর তার প্রয়োজন নেই। সে ছুরিটা ক্যানের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে ঢোক ঢোক করে বিন গেলে, চামচ দিয়ে খাবার ধৈর্য্য নেই, ক্ষুধায় নাড়ি ভুড়ী হজম হয়ে যাচ্ছে। তারপর

উপরের তলায় গিয়ে একটা বিছানা থেকে দুইটা কম্বল তুলে নিয়ে গিয়ে উপরের হলরুমের জানালাটা যেটা থেকে ছাদে যাওয়া যায় তার পাশে বিছিয়ে দেয়।

ঘুমের সময়টা সে ঘৃণা করে। খুব সামান্য আলোতে কাজ করতে সে অভ্যাস্ত। রাতে তার স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে যখন ঘুমায়, সে জেগে থাকে, কামরাটার সবকিছু তার কাছে জীবন্ত মনে হয়, কান খাড়া করে সে প্রতিটা শব্দ শুনতে পায়, তার দৃষ্টি অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে। সে ঘুমায় ভয়ে ভয়ে, চোরের মত, যে কারনে সবসময় ক্লান্ত থাকে।

***

সে কৃষ্ণ পানিতে পা রাখে। রক্তে এক উষ্ণতা। সে কোন দিগন্ত অনুভব কিংবা দর্শন করে না। কোন তরলের প্রান্তে সে দাঁড়িয়ে নেই। রাতের বাতাসে অনুসন্ধিৎসা। একটা জন্তু পানিতে গড়িয়ে নামে।

নদীটা অগভীর। সে হেঁটে পার হতে পারে। তার বুট, ফিতা দুটো পরস্পরের সাথে বাঁধা, তার গলায় ঝুলছে। সে ওগুলো ভেজাতে চায় না কিন্তু গভীর পানিতে হেঁটে যায়, অনুভব করে সেগুলোর মধ্যে পানি ঢুকছে, পানির অতিরিক্ত ওজনে সেগুলো ভারী হয়ে উঠছে। নদীর তলটা শক্ত, নিরাপদ মনে হয়। কাদা। কাঠি। তার দক্ষিনে এক শ' গজ দূরে একটা কাঠ এবং কংক্রিট দিয়ে তৈরী ব্রিজ। গলার হাড্ডির কাছে বুটে টান লাগে।

ক্যারাভাজ্জো যখন ঘুমায়, তার মাথা পেছনে ঝুলে পড়ে, একটা দুঃস্বপ্ন বার বার দেখে, তিনজন লোক নিঃশব্দে তার জেলের সেলে প্রবেশ করছে। প্যাট্রিক অন্য তলায় মুখোমুখি সেলে বসে দেখছে, তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। তারা যখন ক্যারাভাজ্জোকে আক্রমণ করে প্যাট্রিক তখন একটা স্কোয়ার ড্যান্স শুরু করে যার নাম – "*Allemande left your corners all*"। সে ভীষণ জোরে জোরে চীৎকার করতে থাকে যেন সেই নিষ্ঠুর অন্ধকারে সে তাকে সতর্ক করতে চায়। তিন জন লোক সেই অকস্মাৎ শব্দ শুনে ঘুরে তাকায় এবং ক্যারাভাজ্জো ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে সেই দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

লোকগুলো তার ধুসর বিছানার চাদর পাকিয়ে একটা দড়ি বানায় এবং সেটা তার চোখ এবং নাকের উপর পেঁচিয়ে দেয়। ক্যারাভাজ্জো কোন রকমে শ্বাস নিতে পারে, মাথার পাশে পড়া তাদের ঘুষির শব্দগুলো কোনরকমে শুনতে পায়। তারা তাকে সেই চাদরে বাঁধা অবস্থায় ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে যতক্ষন না সে কারো হাতে গিয়ে পড়ে। আরেকটা ঘুষি পড়ে। প্যাট্রিক তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করেই যায়, অন্য কয়েদীরাও ততক্ষণে জেগে গেছে, একযোগে শব্দ করছে। "*বার্ডী ফ্লাই আউট এন্ড দ্যা ক্রো ফ্লাই ইন, ক্রো ফ্লাই আউট এন্ড গিভ বার্ডি আ স্পিন।*" তার বাবার ভাষা কোন এক অতীত থেকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, যেন একটা খুনের সাউন্ড ট্র্যাক।

দুঃস্বপ্নে দেখা জন্তুটা যেন তাকে লক্ষ্য করে দাঁত মুখ খিঁচায়। ক্যারাভাজ্জো ঝট করে সরে যায়, জন্তুটার ধারালো দাঁত তার কাঁধে ঝোলান ডান দিকের বুটটাকে ছিঁড়ে ফেলে। পানি বেরিয়ে আসে। নিজেকে হাল্কা মনে হয়। এপাশ ওপাশ দুলছে সে, না কিছু দেখে, না পায় গন্ধ, সে যেন দশ বছরের এক বালক একটা গাছের উপর বিপদজনক ভাবে কাঁত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা দেয়াল কিংবা একটা হাত তাকে আঘাত করে। "হারামজাদা ইটালিয়ান! হারামজাদা ভিখারী!" *"অনার ইউর পার্টনার, ডিপ এন্ড ডাইভ।"* হাত উঁচিয়ে এই জলজ জন্তুটার সাথে ধস্তাধস্তি করে সে– শরীরটাকে রক্ষা করবার জন্য হাত দুটাকে বিসর্জন দেয়। হৃতপিন্ডের মধ্যে রক্তশুন্য মনে হয়। সে শুকনো বাতাসে শ্বাস টানে। হাঁটু গেঁড়ে বসে একটা পেয়ালা থেকে পানি খেতে ভীষণ ইচ্ছা হয় তার।

তিন জন উদ্ধত বর্ণহীন লোক তার উপর চড়াও হয়। "এই শালা ভিখারী।" লোকটা তার পেটে লাথি দেয়, সে চীৎকার করে ওঠে, একই সাথে উপর তলার সেই গায়কও আবার গান গেয়ে ওঠে যেন কেউ একটা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছে। লোকগুলো চোখ বাঁধা ক্যারাভাজ্জোকে মারতে থাকে। ক্যারাভাজ্জোর একমাত্র বন্ধু সেই গায়ক। তার মনে হয় সে যেন তখনও পানির নীচে ডুবে আছে। অবশেষে তারা থামে।

সে দুই হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ তখনও বাঁধা। উল্টো দিকের সেলের লোকটা চুপ করে গেছে, জানে ক্যারাভাজ্জোর এখন দরকার নিঃশব্দতা, লোকগুলোর অবস্থান বোঝার জন্য। তারা বুদ্ধিহীণ জন্তুর মত। তাদের মুখ থেকে তীক্ষ্ণ পাশবিক দাঁতগুলো সে চুরি করতে পারে। সবাই দেখছে শুধু সে ছাড়া, তার চোখ ঢাকা, হাত সামনে বাড়ানো।

হাতে বানানো ধারাল তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দাঁত চক্রাকারে ঘুরে তার গলায় একটা চির দিয়ে যায়, ছিঁড়ে ফাঁক হয়ে যাওয়া বুটের ডানদিকে। সে চুনা পাথরের দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়ে। অন্য বুটটা একটা পাত্রের মত ধরে রাখা পানি ছেড়ে দেয়। হঠাৎ এক শূন্যতা, নিঃশব্দতা।

সে বোঝে লোকগুলো চলে গেছে। সাক্ষী, উপরের লেভেলের সেই কলার কিংবা গায়ক, তার সাথে শান্ত গলায় কথা বলে। "ওরা তোমার গলায় চির দিয়েছে। বুঝতে পারছ! ওরা তোমার গলা কেটেছে। ক্ষতটা ধরে রাখ যতক্ষন না কেউ আসে।" তারপর প্যাট্রিক চুনাপাথরের অন্ধকার থেকে সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে থাকে।

ক্যারাভাজ্জো বিছানাটা খুঁজে পায়। সে তোষকের উপর হাঁটু গেঁড়ে বসে – মাথা এবং কনুই দিয়ে তার ক্ষত বিক্ষত শরীরটাকে ঠেস দেয় যেন কোন কিছু সেগুলো ছুঁতে না পারে। তার থুতনি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে মুখে পড়ে। তার মনে হয় যে জন্তুটা তাকে আক্রমন করেছিল সে সেটাকে খেয়ে ফেলেছে। সে থুক থুক করে মুখের ভেতর থেকে সব কিছু ফেলে দেয়, লালা, রক্ত, বার বার। সব কিছু যেন দূরে সরে যাচ্ছে। তার বাঁ হাত তার গলা ছোয় কিন্তু সে কিছু অনুভব করে না।

***

পরদিন সকালে ক্যারাভাজ্জো ডিঙিতে চড়ে কটেজের চারপাশের তীর ধরে ঘোরে। সে যখন লেকে ঘুরছে তখন একজন মহিলা ডিঙি নিয়ে লেকে এলো। মহিলা তাকে লক্ষ্য করে হাত নাড়ে। লাল চুল। ডাইনীদের মত ফ্যাঁকাসে সাদা চামড়া। মাথার হ্যাটটা স্কার্ফের সাথে আটকানো। সে তার দিকে তাকিয়ে এমন বন্ধুত্বপূর্ণভাবে হাত নাড়ে যেন ধরেই নিয়েছে এই লেকে ডিঙিতে চড়ে লোকটা যখন ঘুরছে তার মানে তাকে নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই, সে তো জানে না লোকটার পরণের সব জামা কাপড় কটেজের নীল ওয়ারড্রোব থেকে চুরি করা। ল্যাভেনডার রঙের শার্ট, সাদা ট্রাউজার, টেনিস শু। সে দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দেয়। মেয়েটা খুব জোর দাঁড় বেয়ে তার পাশে চলে আসে।

-তুমি নীলদের বাসায় উঠেছ।

-তুমি কি করে জানলে?

সে ডিঙিটা দেখাল। এখানে সবাই পরস্পরের ডিঙি চেনে।

-তারা কি আগস্টে আসবে?

- মনে হয়। ঠিক নেই।

-ওরা আসে প্রতি বছর। আমি এ্যান, ওদের প্রতিবেশী।

সে পরের বাড়ীটা দেখায়। তার পরনে একটা ব্যাদিং সুট, নীচে পাতলা স্কার্ট, পা খালি, দাঁড়টা কাঁধে ঠেস দিয়ে রাখা।

-আমি ডেভিড।

পানির ফোঁটা বাদামী কাঠ বেয়ে মহিলার গায়ে পড়ে। মেয়েটার অসম্ভব মসৃন মুখটা মাঝে মাঝে তার খড়ের টুপির ছায়া থেকে বেরিয়ে আসে। ক্যারাভাজ্জো নিজের সম্বন্ধে আরোও কিছু যোগ করার প্রয়োজন বোধ করে।

-আমি এসেছি সব কিছু থেকে একটু দূরে সরে থাকার জন্য।

- এই জায়গাটা সেই জন্য খুব ভালো।

সে মহিলার দিকে আবার তাকায়, এবার একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে, তার ফ্যাঁকাসে মুখ এবং নগ্ন বাহুতে মননিবেশ না করে। - এভাবে কেন বললে?

এক হাত উঁচিয়ে র্সূয থেকে নিজের চোখ আড়াল করল মহিলা। তার দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

-একটু আগে যা বললে...

- ওটা বলেছি কারণ এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ। তুমি এখানে কিছু দিন একা থাকলে তোমার সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তুমি কি ছবি আঁকো?

-কি?

-তোমার গলায় ফিরোজা রঙ দেখছি।

ক্যারাভাজ্জো হাসে। এতোদিন সে এটাকে নীল বলেই চালিয়েছে।

-আমার যেতে হবে, সে বলে।

মহিলা তার দাঁড় নামিয়ে হাঁটুর সামনে রাখে, আপন মনে মাথা দোলায়, বুঝতে পারে লোকটা দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। তাদের ডিঙিতে ডিঙিতে ধাক্কা খায়। মহিলা পিছু দাঁড় বেয়ে সরে যায়। ক্যারাভাজ্জো এর আগে আর কাউকে কখন এতো মায়া নিয়ে কথা বলতে শোনেনি। ঐ কথাটা তার খুব ভালো লেগেছে। এই জায়গাটা খুব ভালো।

-ধন্যবাদ।

মহিলা অবাক হয়ে ঘুরে তাকায়।

-গলার ফিরোজা রঙটা দেখিয়ে দেবার জন্য।

-আচ্ছা...লেকে তোমার সময়টা ভালো কাটুক।

-চেষ্টা করব।

মহিলা বুঝতে পারে লোকটা কথা বলতে আগ্রহী নয়। কয়েক সপ্তাহ একাকী ছিল, কাউকে দেখেনি, কারো সাথে আলাপ করবার জন্য ব্যাস্ত হয়ে ছিল। লোকটাকে সে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। মহিলা যখন দাঁড় বেয়ে দূরে সরে যেতে থাকে ক্যারাভাজ্জো পেছন থেকে তার শ্বেত ধবল পিঠের অনাবৃত অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ক্যারাভাজ্জো পানির দিকে এমনভাবে তাকায় যেন সেটা একটা মানবীয় শরীর, তার উপর দিয়ে সে ডিঙি চালিয়ে যায়। নৈকট্য কিংবা বিদায়ের চিন্তা সে আর করে না, বরং অকস্মাৎ তার মন উতলা হয়ে ওঠে সঙ্গ পাবার জন্য।

***

প্রথম যখন ক্যারাভাজ্জো লক্ষ্য করে প্যাট্রিক লুইস উল্টো দিকের সেল থেকে নীচের দিকে তার দিকেই তাকিয়ে আছে সে হাত নেড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। জেলে ক্যারাভাজ্জোর অধিকাংশ সময় কেটেছে অস্থির নিদ্রায়। সেলের নাইট লাইট, সার্বক্ষণীক কোলাহল, তাকে নার্ভাস করে দিত। উল্টো দিকের কয়েদী যে মাসকোকা হোটেল পুড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল তার অবস্থা ছিল আরোও খারাপ। সে সব সময় তার বিছানায় সোজা হয়ে বসে থাকত এবং নীচে কোথায় কি হচ্ছে দেখত। ক্যারাভাজ্জো যখন হাসপাতাল থেকে ফিরে এলো, আক্রমনের পর তার গলার ক্ষতের চিকিৎসা করে, প্যাট্রিক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। পরদিন বিকালে ক্যারাভাজ্জো যখন যন্ত্রনায় হঠাৎ উঠে পড়ে সে তাকিয়ে দেখে লোকটা তার দৃষ্টি দিয়ে তাকে ভরসা দেবার চেষ্টা করছে। প্যাট্রিক ধুমপান করছিল, প্রতিবার ধোঁয়া ছাড়ার আগে সে মুখ থেকে সিগ্রেটটা সম্পূর্ন সরিয়ে নিচ্ছিল।

-তোমার কি একটা লাল কুকুর আছে? কয়েক দিন বাদে সে ক্যারাভাজ্জোকে জিজ্ঞেস করে।

-রাসেট, সে ফিসফিসিয়ে বলে।

-তুমি চোর, তাই না?

-আমার চেয়ে তুখোড় আর কেউ নেই; সেই জন্যেই আমি এখানে।

-কেউ বোধহয় তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

-হ্যাঁ। লাল কুকুরটা।

চৌর্যবৃত্তি করবার জন্য সে অন্ধকার কামরায় অনুশীলন করেছিল- কিচেন টেবিলের পা খুলে, রেডিওর পেছনের স্ক্রু খুলে, টোস্টারের নীচটা খুলে। সে ভালো করে পর্দা টেনে রাস্তা থেকে আসা সমস্ত আলো বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার করে ফেলত, তারপর রান্নাঘরের কাবার্ড থেকে প্রতিটা জিনিষ মেঝেতে নামিয়ে রেখে আবার সব কিছু ঠিক জায়গা মত রাখত। এমন অধ্যাবসায় ছিল তার। স্ত্রী ঘুমিয়ে যাবার পর বেডরুমের সব ফার্নিচার সরিয়ে সেখানে সোফা নিয়ে আসত, দেয়ালের ছবি পাল্টে ফেলত, বেডসাইড টেবিলে বসাত সুশোভিত মাদুর।

দিনের আলোতে সে ধীরে সুস্থে নড়া চড়া করত যেন শক্তি সঞ্চিত করে রাখছে–যেভাবে বাদুড় ওড়ে সঙ্গমের পর। সে হয়ত একটা আসবাবপত্রের দোকানে গেছে তার স্ত্রীর জন্য একটা পার্সেল নিতে, মনে মনে চিন্তা করে কিভাবে চেয়ারগুলোকে জানালা দিয়ে বের করে ফেলা যাবে, কিভাবে লম্বা হার্ভেস্ট টেবিলটাকে দরজা দিয়ে ত্রিশ ডিগ্রী ডান দিকে বাঁকিয়ে বের করতে হবে।

চৌর্যবৃত্তির প্রতি তার এই মোহের কারণে তার সমস্ত জাগতীয় চিন্তা ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকত তার চারপাশের ফুট বিশেক দূরত্বের মধ্যে।

প্রথমবার চুরি করতে গিয়ে ক্যারাভাজ্জো দোতলার জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে ব্যাথা পেয়েছিল। হোয়াইটভেলদের লনে সে গোড়ালী মুঁচড়ে চিত হয়ে পড়ে ছিল, তার হাতে জেফ্রির আঁকা একটা ছবি। কিছুক্ষণ পর বাড়ীর মালিকরা ফিরে আসে, বাসায় ঢুকে তাদের কুকুরটাকে অচেতন দেখে চীৎকার করে ওঠে। বারান্দার সমস্ত আলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সৌভাগ্যবশত ক্যারাভাজ্জোর উপর একটা গাছের ছায়া এসে পড়েছিল।

দুই ঘন্টা পরে সে লম্বা শষ্যাগারের মত দেখতে একটা দালান দেখে, গন্ধটা নাকে না আসা পর্যন্ত বুঝতে পারে না সেখানে কি হয়। একটা মাশরুম ফ্যাক্টরি। শুধুমাত্র অফিস আর হলওয়েতে আলো জ্বলছে, লম্বা কক্ষগুলো যেখানে মাশরুম চাষ হয় সেখানে সম্পূর্ণ অন্ধকার। তার কি কি লাগতে পারে সে জানে। প্রধান লবীতে ছিল ব্যাটারি ল্যাম্প লাগান হেলমেট। তখন প্রায় ভোর। রবিবার। এই দিনটা নিরুপদ্রবে কেটে যায়। পরদিন দিনের আলোতে সে তার বুট এবং মোজা কেটে ফেলে। সে একটা চটা বানিয়ে ইলেক্ট্রিকাল তার দিয়ে প্যাঁচায়। ব্যাথার চেয়ে বেশী যন্ত্রনাদায়ক হচ্ছে ক্ষুধা। সে দিনের আলোতে তার চুরি করা ছবিটার দিকে তাকায়, কাঁপা হাতে দস্তখত করা।

সন্ধ্যার দিকে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তার অন্যপাশে একটা সব্জী বাগানে যায়, কয়েকটা গাজর তুলে তার শার্টের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। একটা মুরগী ধরার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেটা দ্রুত হেঁটে তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। সে মাশরুম ফাক্টরির স্বল্প আলোতে ফিরে আসে। সে কর্মীদের পাঞ্চ কার্ডগুলো পড়ে। সালভাটরেলি, মাস্কারদেলি, ডাকুইলা, পেরেইরা, ডেফ্রাঞ্চেস্কা। অধিকাংশই ইটালিয়ান, কিছু পর্তুগীজ। আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত শিফট। অফিসে সে ড্রয়ার এবং কেবিনেটের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে।

সে অনেককেই জানে যারা যখন কোন অফিস বিল্ডিংয়ে চুরি করতে যায় তখন ডেস্কের উপর ছাই ভস্ম যা পায় তাই নেয় কিন্তু সে আবার তাদের মত না। তাকে শেখান হয়েছিল, এটা একটা শিল্প। অধিকাংশ সখের চোররা লোভ সামলাতে পারে না। তারা সারাক্ষণ কি চুরি করবে সেটা নিয়ে এতো চিন্তিত থাকে যে নিজেদের শরীরের উপর তাদের কোন দখল থাকে না। কাজটা নোংরা মনে হতে পারে কিন্তু একজন দক্ষ চোর কামরাটার ভেতরের সব কিছু নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষন করবে। রিসিটের তথ্য মুখস্ত করবে, গুরুত্বপূর্ণ পাতাগুলো রেজর ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলবে। এই সুপরিকল্পিত একটা পটভূমিতে অহেতুক উন্মাদনা।

ক্যারাভাজ্জো যখন চোরদের দলে যোগ দেয় প্রথম যেটা দেখে সে অবাক হয়েছিল সেটা হচ্ছে তাদের ভদ্রতা। এমনকি নীচুস্তরের চোরগুলোও ভদ্র পোশাক পরত, চোখে আধ খানা চাঁদের মত চশমা। তারা নস্যি নিত না কারণ তাতে গন্ধ শোকার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। টরন্টোর পশ্চিম প্রান্তের ক্যাফেগুলো এইধরণের মানুষে ভরা ছিল যাদের বিকালে কোন কাজ থাকত না, যারা ঘুম থেকে উঠত দুপুরে, শেভ করত, এবং বন্ধুদের সাথে লাঞ্চ করত। ক্যারাভাজ্জোকে তারা সাদরে গ্রহণ করে এবং তাকে চুরি করবার উপর ভীষণ রক্ষণশীলভাবে দীক্ষা দেয়। কিছু ছিল জিনিষ পত্র সরাত, কেউ আবার পশু চুরি করত, কেউ কুকুর এবং বিবাহিতা মহিলাদেরকে কিডন্যাপ

করত, কেউ শুধু মাংশ সংক্রান্ত কিংবা কাগজ জাতীয় দ্রব্য নিয়ে কাজ করত। নিজেদের কাজের বিশেষ রীতি এবং ক্ষেত্র নিয়ে তারা খুব সংরক্ষণশীল ছিল। নিজ নিজ দক্ষতা নিয়ে সবাই তার সাথে এমনভাবে কথা বলত যেন তাদের কাজটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন কিন্তু আবার এতো বেশী বলত না যে শেষে সে তাদের প্রতিযোগী হয়ে ওঠে।

তার বয়েস কম ছিল। তাদের কর্মকান্ড দেখে সে বিস্মিত হত, তার ভয়াবহ দুর্দিনের সময় সে তাদের সবার মত হতে চাইত। সে তাদের সঙ্গ কামনা করত যতখানি না তাদের দক্ষতা শেখার জন্য তার চেয়ে বেশী তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য, চৌর্যবৃত্তের বাইরে স্বাভাবিক জগতে তাদের আচার আচরণ লক্ষ্য করত। তার নিজের এখনও সেটা ঠিকমত রপ্ত হয়নি। ব্লু সেলার ক্যাফেতে যখন যেত তখন তার বয়েস ছিল বাইশ এবং ঐ সব চরিত্রগুলো তাকে অভিভূত করত। সে ছিল এক তরুণ যে একটা ম্যানসনে ঢুকে চারদিকের অসম্ভব সব বিলাসিতা দেখে হিংসায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত। সে মসৃণ পিলারের গায়ে হাত বোলাত, তার হাত এবং আঙ্গুলগুলো চমৎকার এক অনুভূতিতে ছেয়ে যেত। লাইট সুইচগুলো চোখে লাগার মত! তুলতুলে কার্পেটে পা একেবারে যেন গলে যায়! সে তাদের প্রত্যেকের চরিত্রে নিজেকে বসিয়ে সেইভাবে আচরণ করত, তাদের মত হতে চাইত, তাদের জীবনের ছন্দ এবং উদ্দীপনাকে ধরবার চেষ্টা করত।

পরে সে তাদের সবাইকেই এক সপ্তাহ ধরে অনুসরণ করে তাদের কাজ দেখার জন্য। কেউ কেউ বাসায় ঢুকে তিন ঘন্টা কাটিয়ে এমন ছোট কিছু নিয়ে বেরিয়ে এসেছে যা পকেটেই এঁটে যায়। কেউ মাত্র আধা ঘন্টায় গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে সরানো যায় এমন সব বস্তু সরিয়ে ফেলেছে।

প্রথমবারের মত চুরি করতে গিয়ে ক্যারাভাজ্জো ভাগ্যচক্রে এসে পড়েছে এই মাশরুম ফ্যাক্টরিতে। সে বসে বসে ফ্যাক্টরির সব অর্থনৈতিক রিপোর্ট পড়ে এবং কিছু অর্থের খোঁজ পায়। যেখানে আবাস সেখান থেকে কক্ষন চুরি করতে নেই। চারদিকে সব খুঁজে খুঁজে দেখে একঘেয়েমী কাটানোর জন্য। একটা বই পেলে ভালো হত, মাংশ খেতেও মন চায়। এখানে বেশ কিছুদিনের জন্য লুকিয়ে থাকতে হলে তার দরকার হবে বই এবং মুরগীর মাংশ। ক্যারাভাজ্জো তার হেলমেটের লাইটের সুইচ অন করে দিয়ে মাশরুম ফ্যাকটরীর যে কামরাটাতে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটার মধ্যে ঢোকে। কামরার দৈর্ঘ্য বরাবর বিভিন্ন উচ্চতায় স্থাপিত শেলফ। সেই সব শেলফের উপর পাত্রে গবাদি পশুর মলের সার, মাটি এবং নতুন জন্মানো মাশরুম।

এই অন্ধকার কয়েদ খানায় লক্ষ লক্ষ মাশরুমের সাথে সে যেন বন্দী। দরজা থেকে সবচেয়ে দুরের একটা শেলফের নীচে একটা জায়গা বেছে সেখানে ঢোকে সে। পাশেই রাখে জেফ্রির ড্রয়িংটা। সে হেলমেটের সুইচ বন্ধ করে দেয়, সজীর গন্ধে ভারী বাতাসে শ্বাস টানে। সে দেড় দিন ঘুমায়নি, জীবনে প্রথমবার একটা কুকুরকে ক্লোরফর্ম দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে, একটা মুরগি ধরার চেষ্টা করেছে...

কিছু একটা তার মুখ ছুঁয়ে যায়। চোখ না খুলেই সে পেছনে সরে যায়। আরও আগে খুব মৃদু আলোতে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এবং সে দেখেছিল ছায়া ছায়া কিছু মানুষেরা পাত্রগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ে মাশরুম তুলছে। মাশরুম বিভিন্ন পর্যায়ে চাষ করা হয়, মাঝে কয়েক সপ্তাহের ব্যাবধান থাকে ফলে সবসময়ই একটা সেকশন রেডি থাকবে। একটা আলখেল্লা শেলফটার সাথে ঘষা খাচ্ছে - সেই শব্দ শুনতে শুনতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এখন তার মুখের সাথে কাপড়ের ঘষায় সে চমকে ওঠে। তার ডানে একজন মহিলা এক পায়ে দাঁড়িয়ে, প্লাস্টার করা দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা জুতা নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে, তার উর্ধাংগ নগ্ন। তার হেলমেট উপরের শেলভে এমন ভাবে রাখা যেন সেই আলোতে জুতা পরতে পারে। তার শ্বেতধবল শরীর এবং কৃষ্ণ ছায়া একই ছন্দে নড়াচাড়া করে।

ক্যারাভাজ্জো নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে। কালো চুল,তীক্ষ্ণ মুখ, দুই জুতা পায়ে গলিয়ে এখন উঁচু হয়ে একটা হুক থেকে তার ব্লাউজটা নামানোর চেষ্টা করছে।

-পসসট।

মেয়েটা বাইরের অন্ধকারে তাকায়, হেলমেটটা তুলে নেয়, এবং আলোটাকে শেলভের মাঝ দিয়ে কামরার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

-এঞ্জেলিকা? তুমি নাকি? সে ডেকে ওঠে।

সে এক হাতে তার হেলমেটটা ধরে স্কার্টটা পরে, একটু থামে, হেলমেটটা পরে, ব্লাউজের বোতামগুলো লাগায়। এবার গান গাইতে শুরু করে। তাকে ভয় না পাইয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা ক্যারাভাজ্জোর প্রয়োজন। সেও মেয়েটার সাথে গুণ গুণ করতে শুরু করে। হেলেমেটের আলোটা দ্রুত ওর উপর এসে স্থির হল। মেয়েটা চমকে উঠে তার মুখে লাথি দেয়। ব্যাঁথায় কঁকিয়ে ওঠে সে, পরে হাসতে শুরু করে।

-দয়া করে কাল আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসো।

-*কেন ?*

-আমি একজন চোর। আমার গোড়ালী ভেঙে গেছে।

সে নীচু হয়ে তার হাত বাড়িয়ে দেয়।

- কি চুরি করছ তুমি? মাশরুম?

তার হাত ক্যারাভাজ্জোর পায়ে, গোড়ালীর ব্যান্ডেজ ছুঁয়ে দেখে, তাকে এবার বিশ্বাস করে। লোকটার হাসি শুনেই সে ইতিমধ্যেই বুঝেছে সে ভদ্রস্বভাবের।

-এখান থেকে এক বা দুই মাইল দূরে ভেঙ্গেছি। ভীষণ ক্ষুধার্ত। দয়া করে আমার জন্য একটু মুরগী নিয়ে এসো কাল।

সে মেয়েটার মুখ একেবারেই দেখতে পায় না, শুধু দেখে হাঁটুর কাছে তার স্কার্টের হেমটা, সে নীচু হবার পর যার উপর আলো পড়ে। সে শুধু মেয়েটার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়,আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, তার সাথে গলা মিলিয়ে হাসছে।

-তোমার নাম কি?

-জান্নিত্তা।

-আমি ক্যারাভাজ্জো।

-একটা চোর।

-ঠিকই ধরেছ।

-আমি কাল তোমার জন্য কিছু মুরগি আর একটা বাইবেল নিয়ে আসবো।

-তোমার মুখটা আমাকে দেখতে দাও।

-যথেষ্ট দেখেছ!

সে তার পায়ে চাপড় দেয়।

-তোমার আর কিছু লাগবে?

- কাউকে জিজ্ঞেস কর আমার গোড়ালীটা কিভাবে সারানো যাবে।

আবার চারদিকে অন্ধকারে ঢেকে যায়। সে আলোর জন্য হাঁসফাঁস করে। মেয়েটা যখন ব্লাউজ নেবার জন্য উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তার হেলমেট থেকে বিচ্ছুরিত চিকন আলোর রশ্মিতে তার ক্ষীণ পাঁজর দেখা গিয়েছিল ক্ষনিকের জন্য। তার স্মৃতি থেকে সেই দৃশ্যটাকে সে বার বার মনের পর্দায় দেখে, একটা চক্রাকারে চলতে থাকা ছায়াছবির মত, সাত কিংবা আট সেকেন্ডের। তারপর সে মেয়েটার কণ্ঠস্বর নিয়ে ভাবে। আশ্চর্য, সব কিছু ফেলে সে কিভাবে মুরগি খেতে চাইল? মুরগি ধরার জন্য ছোটাছুটি করে ব্যার্থ হবার ফলেই হয়ত ঐটাই মাথার মধ্যে ঘুরছিল।

পরদিন সকালে সে আবার এলো। এবার ক্যারাভাজ্জোকে সে কাপড় পাল্টানোর সময় মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখতে বলল। এখানে যারা কাজ করে সবাই কাপড় পাল্টানোর জন্য তার মতই নিরালা একটা স্থান খুঁজে নেয়, সে বলে। একটা বড় বোঁচকা খুলে তাকে খাবার দেয়। মুরগি,সালাদ,দুধ এবং কলার কেক। তার সারা জীবনে সে এইরকম জঘন্য কলার কেক কখন খায় নি।

-আমাকে যেতে হবে এখন ।

বিকালে জান্নিত্তা এবং আরোও তিনজন মহিলা এলো তাকে দেখার জন্য। গতানুগতিক হাসি ঠাট্টা কিছু হল, এমন নিঃসঙ্গতার পর তাদের সঙ্গ তার ভালোই লাগল। তারা খুব হৈচৈ করে বিদায় নেবার পর জান্নিত্তা হাত বাড়িয়ে তার মুখে ধীরে ধীরে বোলাল। তারপর সে ব্যান্ডেজ বের করে তার গোড়ালীতে নতুন করে লাগিয়ে দিল।

-আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে।

-এখান থেকে আমি কখন বেরিয়ে যেতে পারবো?

-তোমার জন্য আমরা একটা প্ল্যান করেছি।

-আচ্ছা। তোমার মুখটা আমাকে দেখতে দাও।

জান্নিত্তার পায়ের কাছে তার বাতিটা স্থির হয়ে আছে। ক্যারাভাজ্জো তার ফোরম্যানের হেলেমেটটা নিয়ে তার উপর আলো প্রতিফলিত করে। মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্যারাভাজ্জোর খেয়াল হয় তার গোড়ালি থেকে ইলেক্ট্রিক টেপটা খুলবার সময় সেই যে সে মেয়েটার গোঁড়ালি এক হাতে চেপে ধরেছিল এখনও সেভাবেই ধরে আছে।

-আমাকে সাহায্য করবার জন্য ধন্যবাদ।

-তোমাকে অত জোরে লাথি মারার জন্য আমি দুঃখিত।

পরদিন জান্নিত্তা তার পাশে নীচু হয়ে বসে, হাসে।

-তোমার মোচটা চেঁছে ফেলতে হবে। এইখানে শুধুমাত্র মেয়েরা কাজ করে।

-যাহ্!

-তোমাকে একজন মেয়ে সাজিয়ে আমাদেরকে এখান থেকে বের করতে হবে।

সে তার হাত বের করে অন্ধকারে মেয়েটার চুলে হাত দেয়।

- জান্নিত্তা।

-তোমার হাতটা নীচে নামাতে হবে।

মেয়েটা ওর কাঁধে হাত রাখে, শেভিং রেজরটা অন্য হাতে ধরা। ক্যারাভাজ্জো তাকে ধরে থাকে।

সামনে ঝুঁকে পড়ায় তাদের মুখ অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তার বাতির আলো ক্যারাভাজ্জোর মাথার পেছনে পড়ে। সে মেয়েটার শরীরের গন্ধ পায়।

– এইবার প্রথম চুম্বন, মেয়েটা ফিসফিসিয়ে বলে।

সে ক্যারাভাজ্জোকে পোশাকটা দেয়।

-তাকিও না, প্লিজ। দেখ না।

কয়েকদিন আগে মেয়েটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে এমনভাবে রাখে যেন তার আলোটা মেয়েটার মুখে পড়ে, তারপর নিজের শার্ট খুলতে শুরু করে, থামে, লক্ষ্য করে মেয়েটা তার দিকেই তাকিয়ে থাকে। সে নিজের ছায়া দেখে দেয়ালে। মেয়েটা এগিয়ে আসে, হাসি মুখে, তাকে ধরে তার ভালো পাটার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

- কিভাবে মেয়েদের পোশাক পরতে হয়, দেখিয়ে দেই। প্রথম কাজ হচ্ছে বোতাম খোলা।

সে কাপড়টা তার সামনে গোছা করে ধরে।

-ক্যারাভাজ্জো, আমাদের কি ভাবে দেখা হল সেই কাহিনী কি আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে বলব?

***

এইবার সে ডিঙিটা নেয় না। অন্ধকার হবার আগেই সে তীর ধরে হেঁটেছে, জলার প্রতিটা অংশ মুখস্ত করে ফেলেছে। এখন, কালো কাপড়ে শরীর ঢেকে, সে পথ ধরে চলতে থাকে সেই ডিঙি বেয়ে আসা মেয়েটার বাড়ির সীমানার দিকে –মূল বাড়ীটা,বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা কটেজগুলো, একটা বোটহাউজ, একটা আইসহাউজ। লেকটার নাম তার জানা নেই। সে যখন দৌড়াচ্ছিল তখন সে একটা সাইন পেরিয়ে আসে যাতে লেখা ছিল ফিদারস্টোন পয়েন্ট। সেই সময় সে দেখে টেলিফোন লাইনগুলো, ধারণা করে নেয় সেগুলো নিশ্চয় এসেছে ডিঙির মহিলা যেখানে থাকে সেখানকার গুচ্ছ বসতিগুলো থেকে।

এক ঝাঁক গাছ পেরিয়ে সে খোলা মাঠে নেমে আসে। চারদিকে অন্ধকার, যেন মালিক মালপত্র গুছিয়ে চলে গেছে। সে আশা করেছিল চারদিকে চারকোনা আলোর ছটা দেখবে। এবার সে তার সমস্ত হিসাব জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং বুঝতে পারে না ঠিক কতখানি তাকে ঘুরতে হবে নিজের কটেজে ফিরবার জন্য। মানবীয় কিছু একটা তার প্রয়োজন। একটা চেইনে বাঁধা কুকুর, একটা জানালা, কোন শব্দ। সে ঘুরে দেখে লেকে চাঁদের আলো। কিন্তু আকাশে কোন চাঁদ নেই। সে ধরে নেয় এটা নিশ্চয় বোটহাউজের আলো। এলাকাটার মানচিত্র তার মনে পড়ে যায়। সে পানির দিকে হাঁটতে থাকে, জানে কোথায় নিচু ঝোপঝাড়গুলো, পাথরের বেড়া, সুন্দর করে ছাঁটা গাছপালা যা সে দেখতে পায় না। সে বোটহাউজের ভেতরে ঢুকে নড়াচড়ার শব্দ শোনার চেষ্টা করে। কিছু শোনা যায় না। একটা পুলি চেইন, যেটা বোট ইঞ্জিন তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়, ধরে দুলে সে ছাদের প্রথম স্তরে ওঠে যেটা উপরের কেবিনের চারদিকে একটা স্কার্টের মত ঘিরে আছে। সে ঢাল বেয়ে উপরে ওঠে। এ্যান নামের মেয়েটা ভেতরে একটা টেবিলের পাশে বসে আছে।

একটা তেলের বাতি জ্বলছে। সে পানির দিকে মুখ করে বসে আছে, জানালায় রাতের অন্ধকার, টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখছে, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই। পরনে সামার স্কার্ট, তার স্বামীর পুরানো শার্ট, হাতা গোটান। সে কাগজ থেকে চোখ তুলে কেরোসিনের বাতিটার দিকে তাকায়। সেই দৃষ্টির পেছনে চোখজোড়া দেখেই বোঝা যায় সেগুলো তাকিয়ে আছে অনির্দিষ্টের পানে। ক্যারাভাজ্জো আগে কখন কাউকে লিখতে দেখেনি। মহিলা তার ফাউন্টেইন পেনটা নামিয়ে রেখে একটু পরে আবার হাতে তুলে নেয়। লিখতে গিয়ে খেয়াল করে নিব শুকিয়ে গেছে, শার্টের পেছনটা তুলে নিবের মুখ থেকে শুকনো কালিটা মোছে, ফাঁকটা পরিষ্কার করে। আবার ঝুঁকে পড়ে, ঠোঁটে আলতো হাসি, মুখের ভেতরে জিভটা নড়ছে।

মহিলা মাথা ঘুরিয়ে ডানে তাকালেই দেখতে পেত ক্যারাভাজ্জো একটা কাঁচের ছোট প্যানেলের পেছনে দাঁড়িয়ে, তেলের বাতিটার আলো সেখানে ক্ষীণভাবে পৌছাচ্ছে। হঠাৎ যদি সে সত্যিই তাকায় সেই ভয়ে ক্যারাভাজ্জো আরোও পেছনে সরে গেল। টরন্টোর বাসায় বাসায় কত লাইব্রেরি সে দেখেছে, সিলিং পর্যন্ত উঁচু বইয়ের শেলফের সারি, শুকর কিংবা অণ্য পশুদের চামড়ায় মোড়া বইগুলো তার গায়ের উপর হুমড়ী খেয়ে পড়েছে যখন সে সেই সব শেলফের উপর উঠে মূল্যবান কিছু লুকিয়ে আছে কিনা দেখার চেষ্টা করেছে। একবার তেমন একটা শেলফের উপর কোনরকমে জুতার ডগা বইয়ের ফাঁকে গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মাথা ছাদ ছুঁই ছুঁই করছিল, নীচের চারকোনা কামরাটার দিকে তাকিয়ে সে তার পোষা কুকুরটার ডাক শুনতে পেয়েছিল, সতর্ক সংকেত। সে নড়ে নি। তার নীচে দরজাটা খুলে গিয়েছিল –একজন লোক ভেতরে ঢুকেছিল, টেলিফোন তুলে ডায়াল করবার জন্য। ক্যারাভাজ্জো উঁচুতে বইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে, কালো ট্রাউজারে শেলফের উপর তাকে H.G. Wells এর গল্পের গারগয়েলের চরিত্রের মত দেখাচ্ছিল, ভাবছিল লোকটা উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে দেখা মাত্রই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে, চামড়ার সোফাটার উপর পড়ে লাফিয়ে লোকটার গায়ের উপর পড়তে পারবে লোকটা টেলিফোনে কোন কথা বলার আগেই। তারপর শরীরটা একটু ঝুঁকিয়ে ফ্রেঞ্চ ডোরগুলোর পাতলা কাঠ আর কাঁচের ফ্রেমগুলো একে একে ভেঙে অন্ধের মত বেলকনী থেকে নিচের বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পাহারাদার কুকুরটাকে গালাগালি করবে এতো দেরী করে সতর্ক করবার জন্য, এবং তারপর সেখান থেকে সটকে পড়বে।

কিন্তু এই বোট হাউসে সেই জাতীয় কোন কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। রঙ করা কাঠের মেঝের উপর মহিলার একটা খালি পা আরেকটার উপর রাখা। ডেস্কে একটা বাতি রাখা। এই আলোতে, এবং তার চারদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচের শার্সির মাঝে, তাকে দেখে মনে হয় যেন একটা হীরক খন্ডের মধ্যে বসে আছে, পুড়তে থাকা কেরোসিনের বাতির কিনারে একটা মথের মত চারদিকের এই যাবতীয় কিছুর মাঝে বন্দী। সে জানে এখন সে মহিলাটিকে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে দেখছে তেমনভাবে তার স্বামীও বোধহয় তাকে দেখে না। একটা চোর দেখছে এই ধনবতী মহিলা নিজের ক্ষমতাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে, নিজের সৃষ্টিশীলতাকে যাঁচাই করছে।

সে নিজের মুখের সামনে হাতটা নিয়ে গন্ধ শোঁকে। তেল এবং মরিচা। চেইন থেকে এসেছে গন্ধটা। এটাই চোরদের জন্য স্বাভাবিক, তারা যা ছোঁয় তার গন্ধই তাদের শরীরে লেগে থাকে। পেইন্ট, মাশরুম, প্রিন্টিং মেশিন, কিন্তু তাদের শরীর থেকে কখন ধনবানের গন্ধ আসে না। যাদের শরীর থেকে তাদের পেশাগত গন্ধ পাওয়া যায় তাদেরকে সে পছন্দ করে–কাঠ মিস্ত্রী সিডারের তক্তা কাটছে, ডগ ক্যাচারদের শরীরে ভেজা হাউন্ডের গন্ধ থাকে যেহেতু তাদের সাথে ধস্তাধস্তি করতে হয়। মেয়েদের শরীরে কিসের গন্ধ থাকে? এই হলুদ পাইনের কামরায় মাঝরাত পেরিয়ে মেয়েটা একটা কেরোসিনের বাতির দিকে তাকিয়ে কোন এক প্রেমিকের মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে সব কিছু দেখছে।

সে একজন অজ্ঞাতনামা, এই মহিলার মত এমন নিঃসাড়তা তার নিজের জীবনে কখনই ছিল না। সে বাইরে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, একটা ভালুকের অবয়বের মত, মহিলার দৃষ্টি দূরে কোথাও নিবদ্ধ, কোন একান্ত গোপনীয় স্থানে, কাগজ কলমে নিজের সেই ভাবধারাকে সে জীবন দেয়। টরন্টোতে যে সব বাড়ি সে তৈরী করতে কিংবা পেইন্ট করতে কিংবা চুরি করতে সাহায্য করেছে সেগুলো ছিল চিহ্নহীন। যেখানে তার দক্ষতার ছায়া পড়েছে সেখানে সে কখন নিজের নাম রেখে যাবে না। সে তাদের একজন যার মধ্যে এক ধরণের রাগ কিংবা দুঃখ আছে যেটা একমাত্র অন্য কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবে। রাস্তার পিচ ঢালাইয়ের লোক, একজন হাউজবিল্ডার, একজন পেইন্টার, একজন চোর – তারপরও তার চারদিকে সব কিছুর মাঝে সে ছিল অদৃশ্য।

সে অন্ধকারেই লাফিয়ে ঘাসের উপর নামে এবং হেঁটে মেইন বিল্ডিংয়ে চলে যায়। আলো না জ্বালিয়েই সে রান্নাঘরে টেলিফোনটা খুঁজে পায় এবং টরন্টোতে তার স্ত্রীকে ফোন করে।

-আমি পালিয়েছি।

-জানি।

-কিভাবে?

-পুলিশ এখানে এসেছিল। তুমি যে শুধু পালিয়েছ তাই নয়, তুমি একেবারে উধাও হয়ে গেছ।

-ওরা কখন এসেছিল?

-গত সপ্তাহে। তুমি বেরিয়ে যাবার দিন দুই পর।

-আগস্ট কেমন আছে?

-আমার সাথে আছে। সে রাতের হাঁটাটা খুব মিস করে।

সে তার দুলাভাইয়ের বাড়ীর কথা বলতে শুরু করে, যেখানে সে এখন এসে উঠেছে।

-যখন সম্ভব হয় তখন আমি ফিরে আসব, জিন্নাত্তা।

-সাবধান থেক।

সে যখন ফোন রাখে তখন মহিলা অন্ধকার লিভিংরুমের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। জিন্নাত্তার কণ্ঠস্বর শুনতে এমন মশগুল হয়ে ছিল যে সে আর কিছু শোনে নি। মনে মনে তাকে কল্পনা করছিল – সেই পাথরে খোঁদাই মুখ, কালো চুল।

-Non riuscivo a trovarti.

-ইংরেজীতে কথা বল।

-তোমাকে খুঁজে পাই নি যে অনুমতি চাইব।

-কটেজটা তো খুঁজে পেয়েছ, ফোনটা খুঁজে পেয়েছ, তুমি আমাকেও খুঁজে বের করতে পারতে।

-পারতাম। এটা একটা অভ্যাস...আমি সাধারণত জিজ্ঞেস করি না।

-আমি একটা ল্যাম্প জ্বালাচ্ছি।

-হ্যাঁ, সেটাই নিরাপদ।

সে কাঁচের চিমনিটা খুলে ফিতার সামনে ম্যাচ ধরে। বাতিটা জ্বলে ওঠে এবং মহিলার স্কার্ট, শার্ট এবং লাল চুল দৃশ্যমান হয়। সে দূরে সরে গিয়ে সোফার পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

-কোথায় ফোন করছিলে?

-টরন্টোতে। আমার বউকে।

-আচ্ছা।

-আমি খরচ দিয়ে দেব।

সে হাত নাড়িয়ে প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল।

-ওটা কি তোমার স্বামীর শার্ট?

-না। আমার স্বামীর শার্ট আছে এখানে। তুমি চাও?

সে কামরার চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে মাথা নাড়ে। একটা ফায়ারপ্লেস, খাঁড়া সিঁড়ি, বেডরুমগুলো উপরের তলায়।

-তুমি কি চাও? তুমি চোর, তাই তো?

-কটেজে চুরি করার মত আছে শুধু থাকার জায়গা। তোমার ফোনটা ব্যাবহার করা দরকার ছিল আমার।

-আমি কিছু খাবো। তুমি খাবার চাও?

-ধন্যবাদ।

সে মহিলাকে অনুসরণ করে রান্নাঘরে যায়, তার সান্নিধ্যে সহজ স্বাভাবিক অনুভব করে – যেন এটা জিন্নাত্তার সাথে একটু আগের কথপকথনের ধারাবাহিকতা।

-আচ্ছা বলতো...

-ডেভিড।

-ডেভিড, আমি তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছি না কেন?

-কারণ তুমি অন্য কোন এক স্থান থেকে বাস্তবে ফিরে এসেছ...তোমার কিছু অংশ হয়ত এখনও সেখানেই রয়ে গেছে কিংবা তুমি এখনও সেখানেই আছো।

-কি বলছ তুমি?

-আমি বোট হাউসের ছাদে ছিলাম। আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছিলাম।

-আমি ভেবেছিলাম আজ রাতে হয়ত একটা ভালুক এদিকে ঘুরছে।

সে তার মুখোমুখি বসে এবং তার পালানোর গল্প শুনে হাসে, ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। যেন একটা রুপকথা শুনছে। সে কাঁচের চিমনিটার উপর তার হাত জোড়া করে ধরে এবং বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। ভোর দুইটা। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে কিন্তু তার চোখে ভাসে মেয়েটার শীর্ন শরীরের ছবি, মসৃন ত্বক, উজ্জ্বল চুল যা আলোর দিকে ঝুঁকে ছিল। তার অদ্ভুত সৌন্দর্যের মাঝে এক চমকিত রঙের বাহার।

-আলো আমার পছন্দ হয় না, সে বলে।

-হ্যাঁ, এখন রাত। অন্ধকারকে প্রবেশ করতে দেয়া উচিৎ।

-আমার একবার মিজলস হয়েছিল, তখন একটা অন্ধকার ঘরে থাকতে হয়েছিল।

তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, পরিষ্কার। ক্যারাভাজ্জো চোখ বুজে তার কথা শুনছে।

-আমি তখন বাচ্চা। আমার চাচা – একজন বিখ্যাত ডাক্তার- আমাকে দেখতে আসে। আমার ঘরে সব ব্লাইন্ডগুলো নামানো ছিল, আলো কমানো ছিল। সুতরাং আমি কিছুই করতে পারতাম না। আমার পড়াও মানা ছিল। সে বলে তোমার জন্য কানের দুল এনেছি। ওগুলো বিশেষ ধরণের কানের দুল। সে কিছু চেরী বের করে। দুইটার বোটাগুলো জোড়া লাগানো, সে সেটা এক কানে ঝুলিয়ে আরেকটা জোড়া চেরী বের করে অন্য কানে ঝুলিয়ে দেয়। সেইটা নিয়ে আমি বেশ কয়েকদিন পার করে দেই। সেগুলোকে সাবধানে নাইট টেবিলে না নামিয়ে রেখে আমি রাতে ঘুমাতে পারতাম না।

-তোমার কোন বাচ্চা আছে?

-আমার একটা ছেলে আছে। সে দু'একদিনের মধ্যে আমার স্বামীর সাথে চলে আসবে। আমার একটা ভাই আছে যে কথা বলে না। সে বহু বছর হল কোন কথা বলে নি।

ক্যারাভাজ্জো কার্পেটের উপর শুয়ে পড়ে। যখন আলো ছিল, তখন সে মেঝের জোড়াগুলো খুঁজছিল, মনে মনে মেঝেটাকে কিভাবে খুলে ফেলা যায় সেটাই ভাবছিল। মহিলা কথা বলতে থাকে।

-কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব স্বামীরা এসে হাজির হবে। একটা অদ্ভুত প্রথা। গত তিন সপ্তাহে আমি এতো সুখী ছিলাম। শোন...কোন শব্দ কর না। বোট হাউজে সবসময়ে লেকের শব্দ শোনা যায়। লেক যখন শান্ত থাকে, নিঃশব্দ থাকে, তখন মনটা কষ্টে ভরে ওঠে।

ঘরের মধ্যে এবার নীরবতা। ক্যারাভাজ্জো উঠে পড়ে।

-আমার যাওয়া উচিৎ।

-তুমি সোফায় ঘুমাতে পারো।

-না। আমার যাওয়া উচিৎ।

-তুমি এখানে থাকতে পারো। আমি উপরের তলায় শুই।

-আমি একটা চোর, এ্যান।

-ঠিক। তুমি জেল ভেঙে পালিয়েছ।

সে নেভানো বাতিটার উল্টোদিকে মহিলাকে পরিষ্কার দেখতে পায়, হাতের মুঠিতে নিজের চোয়াল ধরে আছে।

-আমি সত্যিকার অর্থে লেকের প্রেমে পড় গেছি। যে দিন আমাকে এখান থেক চলে যেতে হবে সেদিনের কথা ভাবলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে। আজ রাতে বেশ কয়েক বছর পর আমি আমার প্রথম প্রেমের কবিতা লিখছিলাম এবং প্রেমিক ছিল লেকের পানির শব্দ।

-পানিতে যে সব প্রানীরা থাকে তাদের প্রতি আমার একটা ভীতিবোধ আছে।

-কিন্তু পানি তো নিরীহ...

-জানি। বিদায়, এ্যান।

***

জান্নিত্তার সাথে তার বিয়ের পর, চোর হিসাবে তার জীবনে সাফল্য আসবার আগে ক্যারাভাজ্জো আরেকটা পরীক্ষায় পড়ে– সে হঠাৎ ভীষণ আত্মসচেতন হয়ে পড়ে। কোন বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকে তার কেন যেন শুধু ভয় হয় এই বুঝি কোন একটা ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে। জান্নিত্তার সেটা মোটেই সহ্য হত না। যে দক্ষ চোর ভয়ে চুরি করে না তার সাথে থাকতে তার অনীহা ছিল।

-একজন সঙ্গী জোগাড় করে নাও!

-আমি কারো সাথে কখন কাজ করতে পারব না, তুমি তো জানই!

-তাহলে একটা কুকুর নাও!

সে একটা ঘন লাল রঙের ফক্স টেরিয়ার চুরি করে তার নাম দেয় আগস্ট। গরম কালে চুরি করেছিল। কুকুরটা ছিল তার মুক্তির সনদ। সে ছোট্ট করে একবার ঘেউ করে ডাকত, আশ্চর্য বোধক চিহ্নের মত –সংক্ষিপ্ত একটা আওয়াজ, তার মালিকের জন্য একটা সতর্ক সংকেত, শুনবে কি শুনবে না সেটা মালিকের মর্জি।

চুরি করতে গেলে তারা এমন ভাব করত যেন পরস্পরকে চেনে না –ক্যারাভাজ্জো রাস্তার একপাশে হাঁটছে আর আগস্ট অন্যপাশে গন্তব্যহীনের মত হাঁটছে।

সে যখন কোন বাড়িতে চুরি করতে ঢুকত কুকুরটা তখন বাইরের লনে বসে থাকত। যদি বাড়ীর মালিক হঠাৎ চলে আসে তাহলে কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে একবার ঘেউ করে ডাক দিত। মুহূর্ত পরেই খোলা জানালা দিয়ে একটা অবয়ব লাফিয়ে পড়বে মাটিতে, হাতে হয়ত একটা কার্পেট কিংবা একটা সুটকেস।

***

একটা লম্বা গ্লাশে দুধ ঢেলে তার দুলাভাইয়ের বাসার মধ্যে হাঁটে সে, দুধের শীতলতা টরন্টোর এই উষ্ণ রাতে তাকে স্বস্তি দেয়। সে সিঁড়িতে বসে, দরজার দিকে মুখ করে। বাইরে কুকুরটা পরিষ্কার গলায় একবার ঘেউ করে ডেকে ওঠে, একটা মেয়েলি কণ্ঠ হাসতে হাসতে সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসছে।

অন্ধকার কামরায় দুধের শ্বেতধবলতা তার শরীরের অভ্যন্তরে হারিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার কাঁধ তার বাহুর মাঝে লীন হয়ে যায়। অন্যের বাসা। তাকে ছোঁয় সে, তার ঠোঁটের সিক্ততা ক্যারাভাজ্জোর ঠোঁটে চালান হয়ে যায়, তার হাত মেয়েটার কালো চুলে। মেয়েটা তার আলিংগনের মাঝে নড়াচড়া করে।

মেয়েটা স্বল্পালোকিত রান্নাঘরে ঢুকে খালি হাতে বাতিটা তুলে নেয়। তার কানের দুলের ঝলক চোখে পড়ে। একটা খুলে সে মেঝেতে ফেলে দেয়। তার হাত অন্য কানে চলে যায়- দুলের সোনার পিনটা খুলছে। তার স্তনে ক্যারাভাজ্জোর মুখ, মেয়েটা হেসে ওঠে।

তার গলার নেকলেসটা ছিঁড়ে ফেলে ক্যারাভাজ্জো, মুক্তাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার চুলে সাবানের গন্ধ। তার হাত ক্যারাভাজ্জোর বাহু বেয়ে উপরে উঠতে থাকে, ঘাম ছুঁয়ে যায়। তার গন্ড উষ্ণ টাইলে ঠেসে ধরে। অন্য হাতে মেয়েটা হাতড়ে মেঝেতে পড়ে যাওয়া অলংকারটা ছোঁয়।

জান্নিত্তা ক্যারাভাজ্জোর গলার ক্ষতটা ছোঁয়। সেখানে আলতো করে চুমু খায়। ক্যারাভাজ্জো তাকে দুই উরু ধরে উঁচিয়ে ধরে, এখনও তার মধ্যে প্রবিষ্ট, জান্নিত্তা দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, কাপবোর্ডে তার হাতের খোঁচা লেগে কাঁচের জিনিষপত্র শেলফ থেকে শেলফে আছড়ে পড়ছে। নীল প্লেটগুলো নীচের তাক থেকে পানির মত ঝপাৎ করে মেঝেতে পড়ে।

প্রতিটা পদক্ষেপে জান্নিত্তার খোলা পা হয় মুক্তা কিংবা ভাঙ্গা প্লেটের টুকরোর উপর পড়ছে। সে ফ্রিজের দরজাটা খুলে তার আলোতে নিজের পাটা পেটের কাছে তুলে দেখে, হাতের ঝাপটা দিয়ে কিছু একটা সরিয়ে দেয়। ক্যারাভাজ্জোর শরীরের উপর বসে ঠান্ডা মদ খায় সে। ক্যারাভাজ্জো সেই তরলীয় পদার্থের গতিপথ অনুসরণ করে জিয়ানাত্তার শরীরের উপর হাত বুলায়।

মেয়েটার থুতনি তার হাঁটুতে। ক্যারাভাজ্জোর কাঁধ থেকে সে যখন তার পা সরায় সেখানে রক্তের ছোপ লেগে থাকে। সে যখন তার দুই চোখ মেলে ধরে ক্যারাভাজ্জো সেখানে দেখে গ্লাস, মাটির থালাবাসন এবং চিকন চায়না প্লেটগুলো সেলফ থেকে সেলফে গড়িয়ে পড়ছে, মিলেমিশে যাচ্ছে, তাদের নীল এবং লালের ছোপ একাকার হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার আঙ্গুল তার ক্ষতে, মেয়েটার আঙ্গুল তার কপালের দপ দপ করতে থাকা ধমণীতে। সঙ্গমের সময় মেয়েটা হেসে ওঠে, দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষদের মত একনিষ্ঠ নয়।

তাদের সঙ্গম শেষে মেয়েটা নীচু গলায় হাসে, ক্লান্ত।

ছেলেটার শ্বাস প্রশ্বাস এখন ফিসফিসানির মত শোনায়, যেন ভিন্ন এক ভাষা। মেয়েটা ঘোরে, তার শরীরে একটা মুক্তা চেপে বসে আছে। নক্ষত্রখচিত একটা ভায়োলিন এই বাসার মধ্যে পদার্পন করেছে। ফ্রিজের আলো, সিঙ্কের আলো, রাস্তার আলো। সিঙ্কে মেয়েটা তার মুখ এবং কাঁধ ধোয়। তার পাশে এসে শোয়। অন্য একজন মানুষের স্বাদ। সহস্র পেশীর স্বাদ। মেয়েটা ছেলেটার বীর্য ভেজা চুলে ডলে। মেয়েটার কাঁধ নীল রঙা কাবার্ডের সাথে ঘষা খায়। একটা রান্নাঘরের সাথে সঙ্গম করা হচ্ছে। যৌনতার নানান রূপ। তার শরীর থেকে মেয়েটার শরীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মেয়েটা তার গন্ধ নেয়, একটা পশু যেন মরুভূমি থেকে পালিয়ে বাসায় ফিরে এসেছে, মরুদ্যানে ফিরেছে। টাইলসের উপর মেয়েটার কালো চুল একটা সরবরের মত মেলে পড়ে, সে তার হাতে ধরা কানের দুল দিয়ে ছেলেটার বাহুর পেশীতে খোঁচা দেয়, বিন্দু বিন্দু রক্তের চিহ্ন দিয়ে টাট্টু বানাতে শুরু করে।

মেয়েটার নতুন বেডরুমের নকল ড্রয়ারগুলোতে রাখা আছে সব রঙের অলংকার যা ক্যারাভাজ্জো তার জন্য চুরি করে এনেছে, টেবিলের পেছনটা ছিঁড়ে ফেললেই পাওয়া যাবে। মেয়েটার আত্মীয়স্বজনদের ছবি রুপার ফ্রেমে বাঁধান। কাঁচের আবরণে ঘেরা ঘড়িটা তার সোনা দিয়ে গড়া পাকস্থলীর ভেতরে এপাশ ওপাশ দোলে। একটা বিয়ের আংটি মেয়েটার আঙ্গুলে, ইচ্ছে করলে ছেলেটা সেটা দাঁত দিয়ে টেনে খুলে আনতে পারে।

ছেলেটা কোন কিছুই সরায় না। মেয়েটা চামড়ার মত তার শরীর থেকে অন্তর্বাসটা খোলে। ছেলেটার শরীরে আটকে আছে অলংকারগুলো, তার কাঁধে রক্তের ছোপ। মেয়েটার পেখমের মত ঠোঁট জোড়া তার মুখে।

সর্বশেষ প্লেটটা উলটে পরের সেলফে পড়ে। সে অপেক্ষা করে থাকে কখন মেয়েটা তার চোখ খুলবে। প্রথম চুম্বন।

অন্ধকার হলে যখন মেয়েটা প্রবেশ করে সে শুধু দেখতে পায় দুধের শ্বেত ধবলতা ছেলেটার শরীরে হারিয়ে যাচ্ছে,তার হাতে একটা বিশূদ্ধ পাথর। সে স্ত্রীকে কাঁধে তুলে নেয় এমনভাবে যে মেয়েটার বাহু শ্যান্ডেলিয়ারে গিয়ে ছোঁয়।

ম্যারিটাইম থিয়েটার

১৯৩৮ সালে, প্যাট্রিক লুইস যখন জেল থেকে ছাড়া পেল, সমগ্র উত্তর আমেরিকায় মানুষজন তখন বিশাল বিশাল অন্ধকার থিয়েটারের মধ্যে জমায়েত হচ্ছিল গার্বোকে এনা ক্যারেনিনা হিসাবে দেখার জন্য। সবাই হ্যামন্ড অর্গান বাজানোর চেষ্টা করত। 'রেড স্কোয়াড' চিঠিপত্র কব্জা করত, রাজনৈতিক সম্মেলনে টিয়ার গ্যাস মারত। ইতিমধ্যেই ১০০০০ র উপর বিদেশী কর্মীদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। সবাই গাইত "জাস্টওয়ান অব দোস থিংগস।" জাম্বেসি নদীর উপর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্রিজ তৈরী করা হচ্ছিল এবং পুর্ব টরন্টোর ওয়াটারওয়ার্ক্স প্রায় শেষের দিকে।

কিউ পার্কে একটা সাদা ঘোড়া প্রতি ঘন্টায় অনেক উপর থেকে লেক ওন্টারিওতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। টি এস এলিওটের মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল এর প্রদর্শনী ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছে এবং তার কয়েক সপ্তাহ পরে ডঃ কার্ল ওয়েইস– যে সবসময় প্রবাসী আমেরিকানদের কবিতাকে শ্রদ্ধা করেছে –লুইসিয়ানা ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হুই লংকে গুলি করে হত্যা করে। উল্লেখযোগ্য বহু ঘটনার একটা।

জানুয়ারীতে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সে কিংস্টন ট্রেন নিয়ে টরন্টোর ইউনিওন স্টেশনে আসে। টেন স্টোরি গ্যাং, উইয়ার্ড টেলস, ক্লিক, জাজ শেয়ার্ডস বেস্ট জোকস, এবং লুক বিভিন্ন ম্যাগাজিন স্টলগুলোতে শোভা পাচ্ছিল। প্যাট্রিক মসৃন কংক্রিট বেঞ্চে গেটের দিকে যে পথটা চলে গেছে সেদিকে মুখ করে বসে। এই ক্যাথেড্রালের মত দেখতে জায়গাটা ছিল তার জীবনের যোগসুত্র। এই শহরে সে যখন এসেছিল তখন সে ছিল একুশ। এখানেই ক্লারা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ঐ পথের বাঁ দিকের হোরাইজন সাইনটার পাশ কাটিয়ে। উপরে তাকাও, এম্ব্রসের কাছে চলে যাবার আগে ক্লারা বলেছিল, জান ঐ পাথরটা কি? তার বিদায়ের শোকে সে মুহ্যমান ছিল, মনযোগ দেয় নি। ওটা হচ্ছে মিসৌরি যামব্রো। মনে রেখ। মেঝে হচ্ছে টেনেসি মার্বেল। সে উপরে তাকায়। এই বেঞ্চে বসে প্যাট্রিকের হঠাৎ মনে হয় এটা কোন বছর তার কোন ধারনাই নেই।

ক্লারার মুখটা সে তার মানশ পটে নিয়ে আসে –সে যেন ছিল কোন এক টুপির বিজ্ঞাপনের পোস্টারে চিত্রিত একটা রহস্যময় হাসিমাখা মুখ। কিন্তু এলিসের মুখ, এতো পরিবর্তনশীল ছিল যে সে মনে করতে পারে না। লাল টুপি পরা একটা দল তিনটা বড় খাঁচাভর্তি কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সবগুলো এমনভাবে ঘেউ ঘেউ করছে যেন অভিজাতরা প্রতিবাদ করছে যে তাদেরকে ভুল করে জেলে রাখা হয়েছে। সে খাঁচাগুলোর কাছে যায়। তারা চারদিকের এতো শব্দে শঙ্কিত। সে যেখান থেকে এসেছে সেখানে প্রতিবাদের একমাত্র ভাষা ছিল দেয়ালে টিনের কাপ দিয়ে বাড়ি দেয়া। সে খাঁচাগুলোর আরোও কাছে চলে আসে, খাঁচা বন্দী জন্তুগুলোর নির্লিপ্ত চোখের দিকে তাকায়, ঠিক যেরকম তার নিজের চোখজোড়া দেখাত জেলের ধাতব দর্পনে।

লাল টুপিয়ালারা যখন খাঁচাগুলোকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে তখনও সেগুলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। ইউনিয়ন স্টেশনে নতজানু। তার মনে হয় সে যেন বিশাল গোলাকৃতি গম্বুজটার ঠিক মাঝ খানে ঝুলতে থাকে ওলন-পিণ্ডের শেষপ্রান্তে আবদ্ধ ওজনটার মত, সম্পূর্ণ ইমারতটার ঠিক মধ্যমণি সেটা। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি দোদুল্যমান হয়। সে বাঁয়ে এবং ডানে মাথা ঘোরাতে থাকে যেন দিগন্তকে দেখার চেষ্টা করছে।

সে খানিকটা দোনমন করে শহরে প্রবেশ করে, অচেনা মানুষদের সামনে দাঁড়ায়, নতুন দেখা মুখগুলো পর্যবেক্ষন করে। নিজেকে অদৃশ্য মনে হয়। ইউনিয়ন স্টেশনের বাইরে রাস্তাগুলো গভীর তুষারে ঢাকা। সে শহরের পূর্ব প্রান্তের দিকে হাঁটতে থাকে, ইস্টার্ন এভেনিউ ধরে, অবশেষে পৌঁছায় জেরানিউম বেকারীতে, পা রাখে খোলামেলা উষ্ণ এক রাজ্যে যেখানে শীতের সূর্য বাতাসে ভেসে থাকা আটার গুড়ার ভেতর দিয়ে দ্যুতি ছড়ায়। সে ঝকঝকে তকতকে মেশীনগুলো পেরিয়ে যায়, নিকোলাসের খোঁজ করে। আটার গোলাগুলো একটা রোলারের উপর এগিয়ে যেতে থাকে যতক্ষন না উলটে গরম তেলের উপর পড়ে। শেষে লোকটার দেখা মেলে, বেকারীর একেবারে শেষপ্রান্তে, পুরোদস্তুর স্যুট পরনে, আটায় মাখামাখি। নিকোলাস টেমেলকফ এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করে। একটা ভালুকের আলিঙ্গন। বিশাল জাগতিক এক আলিঙ্গন।

-স্বাগতম বন্ধু।

-ও কি এখানে?

নিকোলাস মাথা দোলায়।

-ওর জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখেছে।

প্যাট্রিক সার্ভিস এলিভেটরে উঠে পেছনের দড়িটা টেনে দোতলায় যায় যেখানে নিকোলাসের বাসা। সে ভেতরে ঢুকে ছোট কামরাটার দরজায় নক করে।

হানা বিছানায় বসে ছিল, তার পরনে ফ্রক, হাতজোড়া কোলের উপর রাখা, দৃষ্টি নত। সে ধীরে ধীরে মুখ তোলে, ঠিক যেভাবে এলিস তাকাত, চোখজোড়া প্রথমে। এলিসের সাথে এতো মিল মেয়েটার, তার বুকটা মুঁচড়ে ওঠে। সে মেয়েটার পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজিয়ে রাখা ঘরটার চারদিকে চোখ বোলায়, গুছিয়ে রাখা সুটকেসটা দেখে, তার বিছানার পাশে আলোটা দিনের আলোতেও জ্বলছে।

মেয়েটা তাকে পর্যবেক্ষণ করে, বোঝে তার দৃষ্টির পেছনে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসার রূপ। তার গাল দরজার কাঠামোর সাথে চেপে ধরা, নতুন জ্যাকেটের কলারটা কোঁচকানো। পাঁচ বছর আগে, সে মাস্কোকা যাবার ট্রেনটা নেবার আগে তারা জেরানিউম বেকারীতে এসেছিল। তখন নিকোলাস মেয়েটার দেখভাল করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মেয়েটা তার পরিবারের সাথেই থাকবে। সে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব করে নি। তার অফিসে বসে ছিল সে, সেই ঘড়িটার নীচে যেটা হানা পছন্দ করত, যেখানে প্রতিটা ঘন্টা ভিন্ন ধরণের ডোনাট দিয়ে চিহ্নিত ছিল। "কিছুদিন আমরা আলাদা থাকব," প্যাট্রিক বলেছিল। "আমি জানি।" মেয়েটা বলেছিল, সে তখন এগারো বছর।

হানা বিছানা থেকে ওঠে। "এই প্যাট্রিক, দেখ আমি কত লম্বা হয়ে গেছি!" সামনে এগিয়ে এসে তাকে নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরে, তার বাহু প্যাট্রিককে পরিপূর্নভাবে ঘিরে ফেলে, তার মাথার উপরটা প্যাট্রিকের থুতনি ছুঁয়ে যায়।

বলকান ক্যাফেতে তারা বসে এবং সুজুক অর্ডার দেয়, পেয়াজ, শুকরের মাংশ, রসুনের সাথে সসেজ। এটা অনেক দিন খায় নি সে।

-তোমার স্বাস্থ্য ভালো?

-ও হ্যাঁ। একবারে ঘোড়ার মত বলীয়ান।

-ভালো।

-আমাকে এই জীবনের সাথে আবার অভ্যস্ত হতে হবে।

-সেটা কোন সমস্যা না, প্যাট্রিক...জেলে যাওয়াটাও কোন সমস্যা না। এসব নিয়ে একদম ভাববে না।

-ভাববো না।

তার সাথে হাসিঠাট্টা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে প্যাট্রিক, তার দৃষ্টিভঙ্গী জানতে চায়। জেলে বসে সে যখন মুক্তির কথা চিন্তা করত তখন চোখে শুধু নিঃসঙ্গতা ভাসত। কাউকে বাহুতে তুলে নেবার ছিল না, কারো বুকে ঢলে পড়বার মতও কেউ ছিল না। সারা রাত জেগে জেগে সেই নিঃসঙ্গতার ছবির মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেছিল সে, দেখত কিভাবে অন্য কয়েদীরা তাদের সেলের মধ্যে বসে বসে ধুসর মাছে পরিণত হচ্ছে। জেলে সে নীরবতা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছে – যেন যে কোন বাক্যই হয়ে উঠতে পারে বিপদজনক, যেন একটা শব্দ উচ্চারন করলেই তার শরীর থেকে এলিসের উপস্থিতি নির্গত হতে শুরু করবে। গোপনীয়তা তাকে দিয়েছিল শক্তি। স্বাভাবিকভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে সে এলিসকে তার হৃদয়ে, তার বাহুতে আরোও দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পেরেছে। কিন্তু যে রাতে ক্যারাভাজ্জোকে আক্রমন করা হয়, তার বাবার নিরপেক্ষ গানটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এবং প্যাট্রিক নিজের বলয় থেকে বেরিয়ে আসে।

-জেলে কোন বন্ধু বানিয়েছিলে? হানা জিজ্ঞেস করে।

-একজন বন্ধু হয়েছিল আমার। সে পালিয়ে যায়।

-খুব খারাপ কথা। কি করেছিল সে?

-চোর ছিল। জেলে কয়েকজন তার গলা কাটবার চেষ্টা করেছিল।
-তাহলে পালিয়ে গিয়ে সে ভালোই করেছে।
-ও খুব চালাক ছিল।

ধনকুবের এম্ব্রস স্মল একটা উঁচু দেয়াল দিয়ে তার নিজস্ব জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সবসময় পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক করে রেখেছে। প্রেমিকারা, স্বদেশীরা, ব্যাবসায়ীরা, তারা কেউ কাউকে চেনে না। সবাই ভাবত তারা ছাড়া তার জীবনে অন্য কেউ নেই, আর থাকলেও আছে অনেক দূরে কোথাও।

এম্ব্রস স্মল তার ব্যাবসা-পাতি সব ছেড়ে ছুড়ে লুকিয়ে পড়ার পর ক্লারা ডিকেন্স যখন তার কাছে চলে যায় সে ভেবেছিল এবার হয়ত সে লোকটার সত্যিকারের চেহারাটা দেখতে পাবে। কিন্তু বছরের পর বছর এম্ব্রসের সাথে বাস করে সে ততটুকুই জানতে পেরেছে যতটুকু এম্ব্রস তাকে জানাতে চেয়েছে। তার জগতের অংশ হতে চাইলে এ ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। সে এম্ব্রসের ভীষণ নৈকট্যে এখন – তার নতুন দৈনন্দিন নেশা, তার ক্ষনস্থায়ী আনন্দের উৎস। তার ইচ্ছে হত একবারের জন্য হলেও সে এম্ব্রসের চেয়ে উঁচুতে উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে লোকটার সীমান্তের দিগন্তটা দেখে।

মারমোরাতে লোকটা যখন ফাঁকা ঘরের মেঝেতে বসত, তার চারপাশে শুধু ক্লারা, দেয়ালগুলো, কাঠের মেঝে এবং পর্দাহীন জানালাগুলো ছাড়া আর কিছু ছিল না যেন সে রাতে জ্যোৎস্নার কফিনে ঘুমাতে পারে –তখন ক্লারা যা আবিষ্কার করে তা সে যা ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক মন্দ ছিল।

তার মৃত্যুর আগের দিনগুলোতে, স্মলের মন তার বিচ্ছিন্ন করে রাখা খুপরি গুলো থেকে মুক্ত হয়ে যায় যেন তার জগতের বিভিন্ন অংশগুলো যা সে এতোকাল পৃথক করে রেখেছিল তা কেউ যেন তার ভেতর থেকে টেনে বের করে ফেলেছে, শিড়দাঁড়ার মত। তাই যখন সে ক্লারার সাথে বিড়বিড় করে কথা বলে ঘটনা পরম্পরাগুলো মিশ্রিত হয়ে যায় –কখন রাতে কোন প্রেমিকার সাথে, আবার কখন গ্রান্ড অপেরা হাউজে দরাদরি চলে। তার অতীত থেকে অচেনা মানুষেরা এবং দুর্গন্ধময় শবেরা আবির্ভুত হয় এই কামরায় যার ভেতরে দিনের বেলাতেও একটা বাতি জ্বলে, যার ছায়া বাতিটার চারদিকে চাঁদের জোয়ার ভাঁটার মত দেখায়।

তার মুখ থেকে কথার স্রোত বয়। ক্লারা অবাক হয় তার মুখ থেকে এতো অসংখ্য নারীর কথা শুনে, অর্থনীতির উপর তার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখে। সে শোনে লোকটার মনে তার সম্বন্ধে কত বিচিত্র সব ছবি আঁকা আছে যা এতো বছর সে প্রকাশ করে নি, তার ভালোবাসা, স্নেহ, ক্রোধ, ক্ষোভ, কিছু কিছু ফুলের রঙ বাছাইয়ে ক্লারার অপুর্ব রুচিতে তার মুগ্ধতা, বহু বছর আগে একটা হলরুমে একাকী দাঁড়িয়ে থেকে চারদিকে কেউ নেই ভেবে ক্লারার নিজের দুই বগলের গন্ধ শোঁকার স্মৃতি।

ক্লারা এম্ব্রসের সামনে নীচু হয়ে বসে কিন্তু সে তাকে দেখতে পায় না। সে পদ্মাসনে বসে, খোলা বুক, হাত দিয়ে নিজের মাথার সামনের দিকটা গভীর আবেগে ডলছে, তার অন্তরের দর্পনে সে যখন নিজেকে উন্মোচন করে, তার কণ্ঠস্বর ধীর হয়ে আসে, আঙ্গুল ডান কান ছোঁয়। তারপর সে সামনের দিকে বেঁকে যায় এমনভাবে যে তার মাথা মেঝে ছোঁয় চমৎকার শৈল্পিক ভঙ্গিতে। একটা হিরন পাখি যেন পানির নীচে মাথাটা ডুবিয়ে দিয়েছে, ঠাণ্ডা পানির স্রোতে তার দুই চোখ খোলা, মাছের অপেক্ষায়, দেখা মাত্র যেটাকে ছোঁ মেরে বাতাসে তুলে নিয়ে যাবে এবং তার নীল গলার অভ্যন্তরে টুপ করে ফেলে দেবে।

ক্লারা মেঝের উপর বসে, এম্ব্রসের কাছ থেকে দশ ফুট দূরে, তার পেছনে বাতিটা জ্বলছে, লোকটার অতিতের অসমাপ্ত খন্ড খন্ড ঘটনাচক্র নিয়ে বিব্রত। কারা ছিল ঐ মেয়েগুলো? তার পরাজিত শত্রুদের কি পরিণতি হয়েছে? এম্ব্রস ধীরে ধীরে কথা বলে, অন্ধকারে নিমজ্জিত তার অর্ধ নগ্ন শরীরের দিক থেকে ভেসে আসে নীরস শব্দগুলো, যেন এই সবই তার বুকের বোঝা হালকা করবার প্রয়াস। থিয়েটার, তার স্ত্রী, তার বোনেরা, অন্য মেয়েরা, তার শত্রুরা, ব্রিফা, এমনকি প্যাট্রিক, সবার কথাই বলা হয়।

তার কাছে এখন একমাত্র এই কামরাটাই স্পষ্টভাবে বোধগম্য যেখানে ক্লারা তার জন্য খাবার নিয়ে আসে। তার অভ্যন্তরে যেন এক উদ্গীরণ হয়েছে, সে হঠাৎ পরিণত হয়েছে এক গথিক শিশুতে যার কণ্ঠে আচমকা এক ভাষার উদ্দেশ্যহীণ ফুলঝুরি ছুটছে। দংশিত শরীর এবং পরিচর্যিত হাত, গ্রে হাউন্ড এবং যৌনতা, সেফ গুলোর কম্বিনেশন এবং আত্মহত্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ক্লারার মনে হয় এম্ব্রসের জগতে সে যেন একটা ছুটন্ত ঘোড়ার সাথে বাঁধা, ছায়ার মত কিছু মুখ দেখতে পায় এবং কিছু যুক্তি তর্ক কানে আসে কিন্তু দিগন্তের কোন হদিস মেলে না। এতোগুলো বছর তার সাথে কাটিয়েও সে লোকটাকে চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না, অসন্তুষ্ট হয়ে দূরে সরে যায়।

লোকটার মুখে প্রশান্তি। তার দেহের উর্ধাংগ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রলম্বিত হয়, একজন ক্রীড়াবিদের মত, হিরনের মুখটা নীল কাঠের মেঝে ছোঁয়, তার মাথা পানির নীচে ডুবে যায় এবং স্থির হয় যেখানে ক্রমশ বিলীয়মান মানবীয় অস্তিত্বের আলোকে দেখে চাঁদের মত এক বাতি।

আলবেনী স্ট্রিটের এপার্টমেন্টে রান্নাঘরের চেয়ারে ঘুমাচ্ছিল সে, মেয়েটা তাকে জোরে জোরে ধাক্কা দেয়। টেবিলে লবস্টারের উচ্ছিষ্ট ছড়ানো ছিটানো।

-প্যাট্রিক! প্যাট্রিক! তাড়াতাড়ি ওঠ।

-কি...

-খুব জরুরী। কিভাবে জানি না কিন্তু একেবারে ভুলে গেছি। ওঠ, প্যাট্রিক, প্লিজ। সে অপেক্ষা করবে। জানি না কিভাবে ভুলে গেলাম।

-কি ব্যাপার?

-ক্লারা ডিকেন্স নামের একজন মহিলা, ফোনে।

-কি বলছ? কোথায় আমি?

-এটা খুব গুরুত্বপূর্ন, প্যাট্রিক।

-সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।

-ফোনের কাছে যেতে পারবে?

-হ্যাঁ। তুমি শুয়ে পড়।

সে রান্নাঘরের কলের নীচে মুখটা রাখে। ক্লারা ডিকেন্স। এক শ' বছর পর।

সেখানে দাঁড়িয়ে সে জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়। সে অন্ধকার ঘরে ঢোকে, তার মুখ এখনও ভেঁজা, হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে। একটা হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। অন্য হাত বাড়িয়ে ফোনটা ঠাহর করার চেষ্টা করে। "রেখে দিও না। রেখে দিও না," সে চীৎকার করে বলে, আশা করছে ক্লারা তার কথা শুনতে পাবে, অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না সে ফোনটা খুঁজে পায়া।

-প্যাট্রিক বলছি।

-জানি।

অন্য প্রান্ত থেকে সে মেয়েটার হালকা হাসি শোনে।

-যে ফোন ধরেছিল কে সে?

-একজন বন্ধু। তুমি তাকে চেন না।

-আচ্ছা।

-ও ষোল। ক্লারা, আমি ওর দেখভাল করছি।

-আমি মারমোরাতে। তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাবে? এম্ব্রস মরে গেছে।

সে চুপ করে থাকে, অন্ধকার ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। এই কামরাটা সে অন্ধকারে খুব ভালোমতই চেনে। এখানে সে অনেকবার থেকেছে।

-হাইওয়ে ৭ নিতে হবে...শুনছ? আমার সাহায্য দরকার, প্যাট্রিক।

সে ছাদের চক্রাকার ভাঁজগুলো দেখে।

-মারমোরাতে কখন গেছি আমি?

-টরন্টো থেকে চার ঘন্টার পথ। ওন্টারিওর স্লেড ডগ ক্যাপিটাল বলে সবাই। আমি একটা রেস্টুরেন্ট থেকে ফোন করছি। এখানে গত চার ঘন্টা ধরে বসে আছি।

-চার ঘন্টা! কোন বছর এটা?

-ঠাট্টা কর না, প্যাট্রিক। অন্তত এই মুহূর্তে না, ঠিক আছে?

-কোথায় আছো বল, যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেই জায়গাটার বর্ণনা দাও। তোমার গলা শুনতে চাই।

-আমি এতক্ষন বাইরে ছিলাম, একজন নিগ্রো মাছুয়ার পাশে বসে ছিলাম যাদেরকে আজকাল সারা দেশব্যাপি দেখা যায়। বাইরে অনেক ঠান্ডা। দশবার ফোন করেছি। তোমার কল ব্যাক করার কথা ছিল।

-ও ভুলে গেছে। আমি একটা লবস্টার নিয়ে এসেছিলাম তাই ও খুব উচ্ছসিত হয়ে ছিল। দেখা যাচ্ছে আমাদের এখন বিশেষ ক্ষমতা আছে। তোমার ফোন এসেছে। এম্ব্রসকে কি কেউ যাদুর বুলেট দিয়ে গুলী করে মেরেছে?

-স্বাভাবিক ভাবেই মারা গেছে সে।

-স্লেড ডগের নীচে চাঁপা পড়েছিল?

এই পর্যায়ে সে হাসি থামাতে পারে না এবং ফোন থেকে মুখ সরিয়ে নেয়। সে অন্য প্রান্ত থেকে মেয়েটার কণ্ঠ শুনতে পায়, দূর থেকে খুব মিহি শোনায়।

-দুঃখিত, সে বলে।

-না, হাসির ব্যাপারই। আরও শুনতে চাও?

-হ্যাঁ।

-মারমোরা হেরাল্ড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি আমি।

-তোমার কাছে কোন বই নেই?

-না। ভুলে গিয়েছিলাম তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে সবসময় একটা বই সাথে রাখতে...তুমি কি করছ?

-আমি অন্ধকারে শুয়ে আছি। আমি তোমাকে নিতে আসবো ক্লারা।

-তোমার অসুবিধা হবে নাতো? মেয়েটা বলল তোমার নাকি একটা হাত ভেঙে গেছে।
-আমি ওকে আমার সাথে নিয়ে আসবো। সে আমাকে জাগিয়ে রাখবে। ও খুব সজাগ।
-যে ধরনের মেয়ে তুমি সবসময় চাইতে।
-ঠিক। ও আমার জীবন বাঁচিয়েছে।
-তুমি কি ওর বাবা, প্যাট্রিক?
-রেস্টুরেন্টটার নাম কি?
-হার্ট অব মারমোরা।
-ঘন্টা পাঁচেক সময় দাও আমাদেরকে। আমার একটু বিশ্রাম নিতে হবে...শোন। এখনও আছো ?
-হ্যাঁ।
-আমি ওর বাবা।
সে উঠে হানার কামরায় যায়। তার খুব ক্লান্ত লাগছে।
-ও কে, প্যাট্রিক?
-হানা, তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে, মারমোরাতে যেতে হবে ড্রাইভ করে।
-ওন্টারিওর স্লেড ডগ ক্যাপিটাল?
-কি?...কি!
মেয়েটার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
-ও আমাকে বলেছে, প্যাট্রিক। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমরা ওখানে যাচ্ছি তাকে নিয়ে আসতে?
-হ্যাঁ।
সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, প্যাট্রিককে পর্যবেক্ষণ করে, আরোও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকে।
-ওখানে সে কিভাবে গিয়ে জুটল...
-তোমার কাছ থেকে কি পালিয়ে গিয়েছিল?
-তাই তো মনে হয়...অন্য একজন পুরুষের সাথে। আমার একটু ঘুমাতে হবে আগে। আমাকে চল্লিশ মিনিট পর জাগিয়ে দিও।
-আচ্ছা। যাবার পথে ওর কথা আমাকে বলবে তুমি?
-হ্যাঁ।
-দারুণ!

ছয় মাস আগে প্যাট্রিক যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসে শহরের মধ্যে ইতিমধ্যেই অনেক বিরোধী দল তাদের অভিযোগ নিয়ে সরব হয়ে উঠেছে। স্পেনে ইউনিয়নের উপর সরকারের শক্তি প্রয়োগের পর ধনকুবের আর ক্ষমতাশালীদের জোট আরোও শক্তিশালী হয়েছে। চারদিকে সৈন্যবাহিণীর উপস্থিতি। ওয়াটার ফিল্ট্রেশন প্ল্যান্টের শেষ শিফটের কর্মিরা চলে যাবার পর পুলিশ এবং আর্মি চলে আসে গার্ড দেবার জন্য। মাঠে মিলিটারির তাবুতে ছেঁয়ে গেছে। ছাদে প্রহরীরা টহল দেয়, সার্চলাইটের আলো লেকের পানিতে ক্রমাগত চক্কর দিতে থাকে, লেকের দিক থেকে যে কোন ধরণের সম্ভাব্য আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা করবার সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যদিও অধিকাংশ পাবলিক বিল্ডিংয়ে প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছিল, ওয়াটারওয়ার্ক্সকে নিরাপদ রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়– আংশিকভাবে কমিশনার হ্যারিসের জন্যই যে সরকারী কর্মচারীদেরকে স্বরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন কালে গথরা রোমে প্রবেশ করতে পেরেছিল শহরে পানি সরবরাহের জন্য তৈরী নালাগুলো ধ্বংস করে দিয়ে। পানির প্রবাহ বন্ধ করে কিংবা পানিকে বিষাক্ত করে দিয়ে একটা পুরো শহরকে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব।

হ্যারিসের কাছে সদ্য প্রস্তুত কাঠামোটা একটা মানব দেহের মত। সেখানে মোট ছয়টা জায়গা আছে যেগুলোকে মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা সম্ভব –ওয়াটার পাম্প, ভেঞ্চুরি মিটার, যে ট্যাঙ্কগুলোতে ফেরিক ক্লোরাইড ঢালা হয় সেগুলোর প্রবেশমুখ, চব্বিশ ফুট গভীর সেটলিং বেসিনগুলো, এবং বিশটা ফিল্টার পুলের যে কোন একটা যেখানে বিস্ফোরন ঘটালে যে বন্যার সৃষ্টি হবে সেটা স্থায়ীভাবে সমস্ত ইঞ্জিন এবং ইলেক্ট্রিকাল ইকুইপমেন্টে মরিচা ধরিয়ে দেবে। আরোও দূর্বল পয়েন্ট আছে যেমন ইন্টেক পাইপ টানেল যেটা প্রায় দেড় মাইলের মত লেকের ভেতরে চলে গেছে। কোন বোটকে আধা মাইলের মধ্যে আসতে দেয়া হয় না এবং কাউকে, এমনকি মিলিটারি কর্মীদেরকেও, রাতে ঐ দালানে ঢুকতে দেয়া হয় না। একমাত্র হ্যারিস, যে সেখানে তার অফিসে রাত কাটাতে শুরু করে, ঢুকতে পারে। তার বিছানার পাশে একটা পিস্তল রাখে সে।

ড্রেসিং গাউন পরনে, ভোর দুইটার সময়, চারদিকের গুঞ্জনরত মেশিনের মাঝখানে কমিশনার হ্যারিস পরিতৃপ্ত বোধ করে। সে সেই পানির প্রাসাদে পায়চারী করে বেড়ায় – এটা তৈরী করবার স্বপ্ন দেখেছিল সে এবং তার স্বপ্ন স্বার্থক হয়েছে। প্রত্যেকটা আলো জ্বল জ্বল করে জ্বলে, প্রতিটা করিডোর এমনভাবে আলোকিত হয়ে থাকে যেন ভিয়েনার কোন রাস্তা, মাটির নীচে অবস্থিত ফিল্টার পুলটা দেখে মনে হয় মেঘে ঢাকা বলরুম। লেক ওন্টারিওর তীরে দাঁড়িয়ে দালানটা সারা রাত জাগ্রত থাকে। গুজব আছে নিউ ইয়র্কের দক্ষিন তীরের মানুষেরা পর্যন্ত তার আলোর ছটা দেখতে পায়।

১৯৩৮ সালের এক গ্রীষ্মের রাত, শনিবার, ফিল্ট্রেশন প্ল্যান্টটা আলোর ত্রিভুজের মত শহরটার এক প্রান্তে উপস্থিত। লেক থেকে ইয়ং স্ট্রিটের উত্তর অবধি আরেকটা আলোর মিছিল। আর তৃতীয় আলোর ঝলকানি আসছে টরন্টো ইয়ট ক্লাবের গ্রীষ্মের কস্টিউম বল পার্টি থেকে, খুব ধুমধাম হচ্ছে,ওয়াটার ট্যাক্সিতে করে অদ্ভুত পোশাক পরিহিত অতিথিদেরকে উত্তাল লেকের ভেতরে মাইল খানেক ঘুরিয়ে আনা হচ্ছে।

ধনকুবেরদের জন্য প্রস্তুত ড্যান্সফ্লোর যেখানে তারা সন্ধ্যায় আনন্দময় সময় কাটায়। বৃষ্টির ছটা থেকে নিরাপদ একটা আস্তাবলের মত যার উষ্ণতায় অশ্বশাবকরা দাঁড়িয়ে থাকে। পরদিন সকালে বিছানায় শুয়ে তারা মনে মনে ভাববে প্রলোভনের সেই ছন্দময় সময়টুকুর কথা যখন তারা হলরুমের ভীড় থেকে বেরিয়ে চলে গেছে বলরুমের ত্রিশ ফুট লম্বা নারকেল গাছের গুচ্ছের নীচে অবস্থিত ড্যান্সফ্লোরে। বলরুমের উপরের কৃত্রিম চাঁদ এবং নক্ষত্র দেখে মনে হয় সেটার উপরে বুঝি কোন ছাদ নেই। প্রত্যেক বৃক্ষ গুচ্ছের মধ্যে আছে একটা করে জ্যান্ত বানর, শেকল দিয়ে বাঁধা যেন অতিথিদের কাছাকাছি না যেতে পারে। শ্যাম্পেনের কর্ক ছুঁড়ে তাদের শরীরে আঘাত করার চেষ্টা করা হয়–প্রতিটা আঘাতের জন্য একটা করে ফ্রি বোতল। শ্যাম্পেনের বিক্রি বেড়ে গগনচুম্বী হয়, কালে ভদ্রে হয়ত কেউ লাগাতে পারে, তখন উচ্ছসিত চীৎকার এবং চিয়ার্স শোনা যায়।

ব্যান্ডের উপর একটা সিল্কের শামিয়ানা টানানো, দেয়ালের পাশে রাখা একটা ডিওরামা (ছবি দেখার বিশেষ ধরণের যন্ত্র)। মাঝে মাঝে অতিথিদের মাঝে তুলার বল বিতরণ করা হয়, সেই বল শ্যাম্পেনে চুবিয়ে কিংবা মাখনে ডুবিয়ে তাৎক্ষনিক ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে যায়, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। বলরুমের ভেতরটা নিষ্প্রভ আলোয় আলোকিত, র্সুয ওঠার আধা ঘন্টা আগে আকাশ যেমন থাকে খানিকটা তেমনি ভাবে।

ধনকুবেরদের মাঝে ক্যারাভাজ্জোর আচরণের কথা প্যাট্রিক কখন ভুলতে পারবে না -বিবেচক, রুঢ়, এবং আত্মবিশ্বাসী। তার কালো চুলের সিঁথি যেন রাতের ইয়ং স্ট্রীট। সেই গ্রীষ্মের মাঝ রাতে ডাকাতের বেশে সজ্জিত হয়ে সে মটর লঞ্চ থেকে লাফিয়ে নীচে নামে, তার সাথে তার কুকুর, জান্নিত্তা এবং প্যাট্রিক, আঙিনায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ অচেনা মানুষদেরকে চীৎকার করে অভিবাদন জানায়, তারপর হেঁটে ইয়ট ক্লাব বলরুমের মেকি চাঁদের আলোয় প্রবেশ করে নিজেকে র‍্যান্ডলফ ফ্রগ হিসাবে ঘোষণা দেয়। উপস্থিত মহিলারা ভাবলেশহীন মুখে তার নাম শোনে –বিত্তশালীরা যারা তাদের নাম এবং চেহারা ছাড়া আর সব কিছুই পালটাতে পারে, এই ধরনের চরিত্রের মুখোমুখি হলে সতর্ক হয়ে পড়ে। তাদের জগতে বুলডগের মত দেখতে একজন পুরুষকে খানদানী বলে পরিগণিত করা হয়।

তারা নিমন্ত্রিত নয়। ক্যারাভাজ্জো বাঁ হাতে পেস্ট্রি খেতে খেতে ডান হাতে মহিলাদের নিতম্বে চাপড় মারছে। যখন অর্কেস্ট্রার বাজনা শুনে পুরুষ এবং নারীরা জোড়ায় জোড়ায় নাচতে আসে তখন ক্যারাভাজ্জো তার কুকুর আগস্টকে কোলে তুলে নিয়ে তাদের মাঝ দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে তাকে পাগলের মত চুমু খায়, তার মোলের সৌন্দর্য নিয়ে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। পরের এক ঘন্টা সে নাচে উপস্থিত মহিলাদের সাথে যারা তার ঘাড়ে কুকুরের গন্ধ পায়। প্যাট্রিক এবং জান্নিত্তা তখন বলরুমের পেছন দিকে ঘোরাফেরা করে, বাইরে বের হতে চায় না ভয়ে যেন তারা একটা সাপের গর্তে গিয়ে পড়বে। কিন্তু ক্যারাভাজ্জো বহুকাল ধরেই ধনীদের বাগানে আর তাদের বাসার বিলাসীতার মধ্যে পদচারণা করছে। সে পুরুষদেরকে খোঁচা দেয়, কৌতুক বলে, তাদের স্ত্রীদের সাথে চায়না এবং ক্রিস্টাল নিয়ে আলাপ করে, অভিযোগ করে রাজা চতুর্দশ লুইসের চেয়ার পরিষ্কার করানো নিয়ে, এবং তার মাতলামী এবং বাক্যবাগিশতার মাঝেই জেনে নেয় মানুষের নাম, ঠিকানা, গোপন তথ্য।

পরিশেষে সে খুঁজে পায় যে দু'জনকে সে খুঁজছিল। চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস তাদের, প্রচুর মদ গিলছে, স্ত্রী গায়ে ঢলে পড়ছে, স্বামী রুঢ় স্বভাবের। স্ত্রীর দিকে চোখ রেখে গান গায় লোকটা "নাইট এন্ড ডে।"

"Vicina o lontana da me
non importamiacara, dove sei . . ."

তার ইটালিয়ান শুনে মহিলা মুগ্ধ হয়। ক্যারাভাজ্জো বলে সে আগের বছর টাস্কানি গিয়ে শিখেছে। সে পিঠে আঙ্গুল বোলায়। মহিলা হেলে বসে।

-ঐ খানে ঐ শ্যান্ডেলিয়ারের পাশে আমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছ? একটা মেয়ের সাথে কথা বলছে। মনে হয় ইয়টে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

-ইয়ট, এইখানে?

-হ্যাঁ, আমরা একটাতে চড়ে সাগর পেরিয়ে এসেছি। তুমি কখন চড়েছ?

-না, আমি কখন ইয়টে উঠি নি।

-আমরা তোমাকে নিয়ে যাব।

সে তার অর্ধ সমাপ্ত সিগ্রেটটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে হাসে।

-ঐ যে আমার বোন, খুব লাজুক।

মহিলা হলরুমের অন্য মাথায় তাকিয়ে জান্নিত্তাকে দেখে, তার দৃষ্টি শুষ্ক, প্যাট্রিকের হাতে হাত।
-ওরাও হয়ত আমাদের সাথে আসবে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাসে করে তারা যখন ডকে আসছিল তখন ক্যারাভাজ্জো বলেছিল, "বড়লোকদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে একটা কথা বলি – তারা একটা বিশেষ ভঙ্গিতে হাসে।" প্যাট্রিকের মনে হয়েছিল, এলিসও এই কথাই বলেছিল। ঠিক এইভাবেই। "ধনবানদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের সহায় সম্পত্তি," ক্যারাভাজ্জো বলেছিল, "তাদের ব্যবসা বানিজ্য, মার্বেলের টেবিল, অলংকার..." প্যাট্রিক চুপচাপ ছিল, এমনকি হাসেও নি।

ক্যারাভাজ্জোর একটা চিত্র তার মনে আছে - জেলের ছাদে ঝুলতে ঝুলতে, নীল রঙে রঙ্গিন, সে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছিল। প্যাট্রিক যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসে সে তার ব্লু সেলার বন্ধুদের মারফতেই ক্যারাভাজ্জোকে খুঁজে পায়। "মিস্টার দালানকোঠা ধ্বংসকারী আমার জীবন বাঁচিয়েছিল," ক্যারাভাজ্জো জান্নিত্তাকে তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিল। তারা তাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখায়, সব কিছুর বয়েস পাঁচ বছর বেড়েছে। তাদের দু'জনের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বসন্তের রাতগুলোতে তারা পরস্পরের জীবন নিয়ে মন খুলে কথা বলত।

ইয়ট ক্লাবের সেই ঘটনার এক সপ্তাহ আগে জান্নিত্তা প্যাট্রিককে মাতাল হয়ে যেতে দেখেছে, ফেরিতে ফেরার পথে সে তাকে ধরে ছিল, প্যাট্রিকের মাথা তার কোলে। অন্ধকারে সে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, তার হাত প্যাট্রিকের চুলে। প্যাট্রিক মুখ তুলে তাকিয়েছিল। তার সেই মুখের মাঝে এক ধরনের কোমলতা আছে যেটা সে আগে কখন খেয়াল করে নি। তারপর প্যাট্রিক জ্ঞান হারায়। জান্নিত্তা এবং ক্যারাভাজ্জো তাকে ফেরী থেকে তুলে বাসায় নিয়ে আসে এবং লিভিংরুমের মেঝেতে শুইয়ে দেয়।

তারা এবার কস্টিউম বলের শেষ পর্যায় থেকে সরে ডকে নেমে আসে। ক্যারাভাজ্জোর সাথে দুই ধনী বন্ধু, তার কুকুর, 'বোন', এবং প্যাট্রিক, যে সেই সন্ধ্যার জন্য তার বোনের সঙ্গী।

". . . notte e giorno
Questo ... mmm ...
mi segue ovunqueiovada"

ক্যারাভাজ্জো আঁধারের দিকে তাকিয়ে গান গায়, তার আঙ্গুলের ফাঁকে একটা মদের বোতল পেন্ডুলামের মত ঝোলে, এক হাত মহিলার কাঁধে। সে কাঁচ কেটে প্রস্তুত বিভিন্ন জিনিষ এবং কিনারে ডিজাইন করা আয়না নিয়ে বক বক করতে করতে তার গানের ছন্দে ছন্দে মহিলার স্তনের বোটা স্পর্শ করে, স্বামী তখন নোঙর খুলতে ব্যাস্ত। প্যাট্রিকের পরনে চোরের কালো পোশাক, পেছনে একটা রেড স্কার্ফ উড়িয়ে এবং গায়ে SWAG লেখা একটা ব্যাগ ভর্তি টুলস বহন করতে করতে সে নীরবে পিছুপিছু চলে।

দম্পতির ইয়টে উঠে, দ্যা এ্যানালিসা যার নাম, ক্যারাভাজ্জো সিঁড়ি বেয়ে হাসতে হাসতে নীচে নেমে যায় মদের খোঁজে। তার কোন বাঁধ বোধ নেই। সে এবং স্বামীটা বেশ কতগুলো বোতলের কর্ক খুলে উপরের ডেকে নিয়ে আসে। স্ত্রী গ্রামোফোণ চালিয়ে দেয়, হাজারটা পুঁতি লাগানো সিল্কের পোষাকটা তার শরীরে ঝলমল করছে। জান্নিত্তা রেইলের সাথে শরীর হেলিয়ে রাতের বাতাস উপভোগ করছিল যখন মহিলার স্বামী বোটের পালগুলো খুলে দেয় এবং তারা খাঁড়ির দিকে ছুটে যেতে থাকে–দ্বীপ থেকে শহরের দিকে। বানি বেরিগান তার ভেরীর তীক্ষ্ণ শব্দে চারদিক মাতোয়ারা করে দিচ্ছে, পেছনে পড়ে থাকল ইয়ট ক্লাবের অর্কেস্ট্রার আওয়াজ। তারা সামনে এগিয়ে যায়, ধনবানের মত।

ক্যারাভাজ্জো বলে দড়ি-দড়া নিয়ে কাজ করায় তার কোন দক্ষতা নেই এবং স্ত্রীটাকে বলে তার সাথে নাচতে। মহিলার যৌনাবেদনে সে মোহবিষ্ট। তারা নাচতে নাচতে ঢেউয়ের দোলায় পরস্পরের শরীরে লটকে পড়ে, জান্নিত্তা এবং প্যাট্রিক বোটের সামনের দিকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। শহর থেকে মাইল খানেক দূরে বোটটা পানিতে দুলতে থাকে। ক্যারাভাজ্জো, মহিলা এবং তার স্বামী তিনজনে সমানে মদ গিলতে থাকে। মহিলা গ্রামোফোনে আবার 'আই কান্ট গেট স্টার্টেড' চালিয়ে দেয়।

ক্যারাভাজ্জোর সাথে প্যাট্রিকের চোখাচোখি হয় এবং সে গ্লাশ উঁচিয়ে ধরে, "অসহিষ্ণুদের জন্য।" সে টোস্ট করে, "H.G. Wells কে" এবং তারপর গ্লাশটা নীচের পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। উষ্ণ রাত। সে তার আলখেল্লার মত পোশাকটা খুলে ফেল। মহিলা সেটার সাথে লাগান দুলজোড়া নখ দিয়ে ছোঁয়। টিং।

"টিং," সে মুখ নাড়িয়ে বলে। "ক্ষিধা লেগেছে?"

নীচে সে ফ্রিজের দরজা খোলে। ক্যারাভাজ্জো চেয়ারে বসে চক্কর দিতে থাকে, মহিলার স্যালমন রঙের পোশাকটা ঝাঁপসা হয়ে ওঠে, গ্লাশের মদ ছলকে পড়ে। মহিলা ফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে গরমের উত্তাপ থেকে স্বস্তি পাবার জন্য মুখে বরফ ধরে রেখে, কাঁধের উপর থেকে একটা পিন খুলে দেয় , ফলে তার পোশাকের একাংশ খসে পড়ে, তার শরীরের একটা অংশ অনাবৃত হয়ে যায়। ক্যারাভাজ্জো চক্কর দেয়া বন্ধ করে। তার পেছনের গ্যাস ল্যাম্পের গন্ধে তার মাথা ঝিম ঝিম করছে। সে মানসিক জোর খাটিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে

পড়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য। এখন তাকে খুব স্থির থাকতে হবে। তারদিকে সঙ্গীতের মূর্ছনা। সে হাসতে শুরু করে। উচ্ছরণ নিয়ে কি কোন পুরুষের ভারসাম্য নষ্ট হয়? গভীর চিন্তার বিষয়। সে মহিলার দিকে ফেরে। প্রিয় স্যালমন। মহিলা সামনে এগিয়ে এসে তাকে ধরে। তার গন্ড মহিলার হাতের ভেঁজা ত্বকে, তার পাঁজরে, যেখানে যীশুকে এফোঁড় ওফোঁড় করা হয়েছিল, ভাবে ক্যারাভাজ্জো। সে মাতালের মত হাঁটুতে ভর দিয়ে ধ্বসে পড়ে। পিছলে পড়ার সময় সে মহিলার পোশাক উরুর কাছে চেপে ধরে, তার হাতে অনেকগুলো পুঁতি উঠে চলে আসে। বাজনার শব্দ বন্ধ হয়। এক আচমকা বিরতি। ঢেউয়ের তালে দুলে ওঠে তারা। ক্যারাভাজ্জো পেছন থেকে মহিলার চুল চেপে ধরে, পকেট থেকে ক্লোরফর্ম দেয়া রুমালটা বের করে তার মুখে চেপে ধরে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে।

পেছন থেকে এসে মহিলার স্বামীর বিশাল মুখের উপর একই কায়দায় রুমাল চেপে ধরে তাকেও অজ্ঞান করে ফেলে প্যাট্রিক।

ক্যারাভাজ্জো নীচ তলার মেঝেতে বসা, অজ্ঞান মহিলা তার কোলে, মহিলার পোশাক তার কোমরে ঝুলছে। কি স্বপ্ন দেখছে সে? ক্যারাভাজ্জো ভাবে। সেখানে মহিলার শরীর ছুঁয়ে শুয়ে থাকতে তার ভালোই লাগে, জান্নিত্তা রেকর্ড প্লেয়ারটা বন্ধ করে দেয়ায় চারদিকে নিঃশব্দতায় ভরে গেছে। সে মহিলার নীচ থেকে বেরিয়ে আসে, চারদিকে তাকায়, মহিলার উপর একটা কম্বল চাপিয়ে দিয়ে উপরের ডেকে চলে আসে।

স্বামী প্রবর দড়ির কুণ্ডলীর মধ্যে চীৎ হয়ে পড়ে আছে, পরনে টাক্সেডো। তাকে একটা নির্জীব বস্তুর মত দেখায়, যেন চুরি করা একটা ম্যানেকুইন। তার পাশেই বোটের রেইলের উপর ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে প্যাট্রিক, পানিতে প্রস্রাব করছে। ক্যারাভাজ্জো বোটের নিয়ন্ত্রণ নেয়, জান্নিত্তা ডেকের আলো জ্বালিয়ে দেয়। "এটাই কি বোটের ডগা?" প্যাট্রিক চীৎকার করে জানতে চায়। "আমি কি ডগা থেকে প্রস্রাব করছি নাকি গলুই থেকে?" জান্নিত্তা হাসে। "এসো, তোমাকে তৈরী করিয়ে দেই।" "হ্যাঁ।" প্যাট্রিক বলে। সে বোটের পেছনের অংশে হেঁটে আসে, গ্রামোফোনটা তুলে নিয়ে পানিতে ছুড়ে ফেলে দেয়।

ক্যারাভাজ্জো শহরের পুর্ব প্রান্তের দিকে ইয়টটাকে চালিয়ে দেয়, যেদিকে কিউ পার্ক এবং ওয়াটারওয়ার্ক্স অবস্থিত। প্যাট্রিক এবং জান্নিত্তা নীচ তলায় চলে যায়। সে ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার বের করে সংজ্ঞাহীন মহিলার পাশ কাটিয়ে টেবিলে গিয়ে বসে। সে যেন জেগে ওঠা এক সুপ্ত বুলেট। সারা রাত তার তেমনই একটা অনুভূতি হয়েছে। ক্যারাভাজ্জোর এতো হৈ হট্টগোলের মধ্যে সে ছিল সম্পূর্ণ শান্ত, সমাহিত। তারা তাকে বেশী ভাবতে মানা করেছে। সে চায় হৃৎপিণ্ডটা। সে চায় নিখুঁতভাবে এবং চমৎকারভাবে সম্পুর্ণ কাঠামোটাকে ধ্বংশ করতে। এটা ট্রেনের জানালায় একটা ডিম ছুঁড়ে মারার মত ফালতু ব্যাপার নয়।

***

সারা রাত ধরে বিশাল ইনটেক পাইপ ফিল্ট্রেশন প্লান্টে পানি টানতে থাকে, রাতে গতি দিনের বেলার চেয়ে দ্রুত থাকে। প্যাট্রিক জানে। ক্যারাভাজ্জো তার জন্য যে প্ল্যানগুলো চুরি করেছিল সেগুলো থেকেই সে জেনেছে পাইপের দৈর্ঘ্য, দুই মাইলের সামান্য কম, সেটার কোণ, ঢাল, ব্যাস,এবং সংকীর্ন ব্যান্ডগুলো দিয়ে যেখানে সেকশনগুলোকে জোড়া লাগানো হয়েছে সেগুলোর ভেতরের ধাতব বস্তুর রুক্ষতা। একবার দালানের মধ্যে ঢুকতে পারলে কোথায় কোথায় তাকে আক্রমন করতে হবে সেই ব্যাপারে তার পরিষ্কার ধারণা আছে।

ডেকের উপর জান্নিত্তা প্যাট্রিককে পর্যবেক্ষন করে, তাদের পেছনে একটা ছোট বাতি জ্বলছে, বোটের মধ্যে সেটাই একমাত্র আলো। প্যাট্রিক শার্ট খুলে ফেলে এবং জান্নিত্তা তার বুকে এবং কাঁধে গ্রিজ লাগাতে শুরু করে। সে মেয়েটার নিকশ কালো চুল দেখে। তার গলার হাঁড়ে ঘাম। খুব গুরুগম্ভীর মুখ। মেয়েটা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং প্যাট্রিক চিবুকে ক্ষণিকের জন্য মেয়েটার গালের স্পর্শ পায়। জান্নিত্তা মাথা পেছনে সরিয়ে নিয়ে রহস্য ভরা হাসি দিয়ে তার মুখটা ভারী তেল দিয়ে ভরিয়ে দেয়। ক্যারাভাজ্জো যখন ভারী SWAG ব্যাগটা হাতে নিয়ে তাদের সাথে এসে যোগ দেয় প্যাট্রিক ততক্ষণে তৈরী হয়ে গেছে। জান্নিত্তা ক্যারাভাজ্জোকে জড়িয়ে ধরে। অন্ধকারের মধ্যেও তার চুলে হাত বুলিয়ে একটা পুঁতি বের করে আনে। প্যাট্রিক এবং ক্যারাভাজ্জো এবার দাঁড় বাওয়া নৌকায় নামে, তাদের চারদিকে ঘন অন্ধকার। আধা মাইল দূরে তীর ঘেঁষে শুধুমাত্র ফিল্ট্রেশন প্ল্যানটা আলোয় ঝকমক করছে। জান্নিত্তা ইয়টটাকে দ্বীপের দিকে চালিয়ে দেয়। ছোট দাঁড়ের নৌকাটা পেছনে পড়ে থাকে।

নৌকায় তারা দু'জন মুখোমুখি বসে, তাদের হাঁটুতে হাঁটু ছুঁয়ে যায়। যে ভাসমান কাঠামো থেকে ইন্টেক পাইপ শুরু হয়েছে সেখান থেকে তারা বিশ কিংবা ত্রিশ গজ দূরে এসে থামে। "এটা হচ্ছে একটা তাবিজ," প্যাট্রিকের গলায় একটা চামড়ার ফালিতে লাগানো ধাতব গোঁজ লাগাতে লাগাতে ক্যারাভাজ্জো বলে। তারপর সে প্যাট্রিকের পাতলা কালো শার্টের নীচে বুকের উপর ওয়াটার রেজিসট্যান্ট ডাইনামাইট স্টিকগুলো লাগাতে থাকে। তাদের দু'জনার পরনেই কালো ট্রাউজার। প্যাট্রিকের শরীরের সমস্ত খোলা অংশ গ্রিজে ঢাকা, তার মুখ, হাত, খালি পা। তাকে না ছুঁয়ে আর সনাক্ত করা যাচ্ছে না। ক্যারাভাজ্জো হাঁতড়ে হাঁতড়ে বেল্টের স্ট্র্যাপ এবং বাটন লকগুলো খুঁজে পায় যা ফিউজগুলোকে দৃঢ়ভাবে আটকে দেয়। ভাসমান কাঠামোতে প্রহরী আছে। সেদিকে দাঁড় বাইতে বাইতে তারা জ্বলন্ত সিগ্রেট দেখতে পায়, ক্যারাভাজ্জো সামনে ঝুঁকে পড়ে প্যাট্রিকের ডান বাহু ছোঁয় তাকে ডান দিক বোঝাতে, বাঁ বাহু ছোয় বাঁ দিক বোঝাতে। কোন কথা হয় নয়। একমাত্র ক্যারাভাজ্জোই যেন এই মারাত্বক পরিকল্পনার ঝুঁকিটা দেখতে পায়।

সে প্যাট্রিকের কাঁধে ট্যাঙ্কটা লাগিয়ে দেয়। একটা মাত্র ট্যাঙ্ক। তারা পানির গতি এবং টানেলের দৈর্ঘ্য হিসাব করেছে। প্যাট্রিক সেই দৈর্ঘ্য বারো মিনিটে পেরিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু একটা ঝুঁকি আছে। রাতে কোন এক সময়, পাম্প জেনারেটরগুলো সুইচ অফ করে

দেয়া হয় এবং তিন মিনিটের জন্য কোন পানির টান থাকে না। পাইপের ভেতরে তখন পানি স্থির হয়ে থাকে। একটা মুভিং সাইডওয়াক থেমে গেলে যা হতে পারে পরিণতিটা তেমনই হবে। তারা দু'জনাই জানে প্যাট্রিক পানির গতি নয় বরং স্থবিরতায় আটকা পড়ে যেতে পারে। ট্যাঙ্কটাতে মাত্র পনের মিনিটের বাতাস আছে। সাধারণত পাইপের ভেতরটা পানিতে পরিপূর্ন থাকে। যদি পানির টান বন্ধ হয়ে যায় তখন পানির লেভেল নেমে যেতে পারে, প্যাট্রিক তখন উপরের দিকে সাঁতরে উঠে বাতাসে শ্বাস নিতে পারবে। কিন্তু দু'জনার কেউই জানে না বাস্তবে কি হয়।

ট্যাঙ্কের ঠিক নীচে ক্যারাভাজ্জো ব্লাস্টিং বক্স এবং প্লাঞ্জার ফিতা দিয়ে বেঁধে দেয়। ইন্টেক পাইপের মুখে যে লোহার শিক লাগানো আছে কাঠের গুঁড়ি এবং মরা লাশ আটকানোর জন্য তার ভেতর দিয়ে এর চেয়ে বড় কিছু ঢুকবে না। এই অভিযানের কথা চিন্তা করতে করতে প্যাট্রিক দুঃস্বপ্ন দেখেছে কোন এক অদ্ভুত উপায়ে পাইপের মধ্যে একটা লাশ ঢুকে পড়েছে এবং সে সেটাকে ধরে পাইপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

টানেলের অন্য মাথায় আরেকটা লোহার শিকের বেড়া আছে, তাকে সেটার ভেতর দিয়ে গলে যেতে হবে। তারপর সে প্রবেশ করবে একটা চল্লিশ ফুঁটি কুয়ায় যেখানে পানির লেভেলের ঠিক উপরে একটা ধাতব তারজালি আছে ছোটখাট বস্তু এবং মাছ আটকে দেবার জন্য যদি কোন কারণে পানি লেভেলের উপরে উঠে যায়। তার কাছে একটা তার কাটার কাঁচি আছে সেটার ভেতর দিয়ে যাবার জন্য। তারপর সে পৌঁছে যাবে ওয়াটারওয়ার্ক্সের ধুসর মেশিনগুলোর কাছে।

ক্যারাভাজ্জো ব্যাটারি চালিত ল্যাম্পটা প্যাট্রিকের মাথায় ফিতা দিয়ে আটকে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। *"Auguri, amicomio." (সফল হও, বন্ধু)*

প্যাট্রিক মাথা দোলায়, ঠোঁটের মাঝে ব্রিদিং এপারাটাসের মাউথপিসটা ঢুকিয়ে দিয়ে গড়িয়ে বোট থেকে পানিতে নেমে যায়, হাত পা নেড়ে পানির মধ্যে নিজেকে স্থির করে। ক্যারাভাজ্জো সামনে ঝুঁকে পড়ে ল্যাম্পটা অন করে দেয়। কাজটা খুব সাবধানে করতে হয় কারণ ইন্টেক পাইপের কাছে প্রহরী থাকার কথা। আলোটা জ্বালিয়ে দেবার সাথে সাথেই প্যাট্রিক পানির নীচে গোত্তা দেয়, তার শরীর একটা ধনুর মত গভীরে তলিয়ে যেতে থাকে।

জুলাইয়ের ৭, ১৯৩৮। আজ চাঁদ ওঠে নি, শহরে অসম্ভব গরম।ওয়াটারওয়ার্ক্স থেকে বিচ্ছুরিত হলুদাভ আলো শহরের পুর্ব প্রান্তে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ক্যারাভাজ্জোর মনে হয় একজন নিগ্রো রমণীর গলা থেকে অলংকার খুলে নেবার মত সহজে সে সেই আলোর ছটাটাকে হরণ করে নিতে পারে। সে দাঁড় বেয়ে সোজা ওয়াটারওয়ার্ক্সের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, জানে প্যাট্রিক তার নীচেই কোথাও আছে, পাইপটার ভেতর দিয়ে স্রোতের সঙ্গী হয়ে এগিয়ে চলেছে, একটা মুষ্টিবদ্ধ হাতের মত দৃঢ়তায় সাঁতরে চলেছে, সাথে অনেক ওজন বহন করছে বলে হয়ত একটু অস্বস্তিতে আছে।

তার কল্পনায় ক্যারাভাজ্জো দেখে প্যাট্রিক উদ্ভ্রান্তের মত পাইপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, দেয়ালে দেয়ালে অস্থির ভাবে ছুটাছুটি করছে তার আলোর বৃত্তটা। কিন্তু বাস্তবে প্যাট্রিক লোহার শিকের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেছে যদিও ট্যাঙ্কের জন্য প্রায় আটকে গিয়েছিল। সে আবার সাঁতার কাটতে শুরু করে, আলোটা অকারণে ঝামেলা করে তার গতি কমিয়ে দিচ্ছে বলে সেটাকে খুলে ফেলে দিল। সেটা গভীর পানিতে ডুবে গেল, আলোটা জ্বলছে, ঘন্টা খানেক পর এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। প্যাট্রিক অন্ধকারে সাঁতার কাটে, পানির স্রোত তাকে সামনে ঠেলে দেয়, ক্যারাভাজ্জো যেভাবে কল্পনা করেছিল সেই ভাবেই হাতের মুঠি খোলে এবং বন্ধ করে, কিন্তু তার পা এবং হাত পাইপের দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে, গ্রীজ তার চুল থেকে গালে এবং মুখে এসে পড়ছে। তার সবচেয়ে বড় ভয় ট্যাঙ্কের বাতাস যদি ফুরিয়ে যায়। মাইল খানেক দুরে অবস্থিত পাম্পগুলো হঠাৎ থেমে গেলে তাকে তখন খুব ধীর গতিতে এগুতে হবে যেহেতু কোন স্রোত থাকবে না, সেই ভীতি অন্ধকার কিংবা মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরার চেয়েও অনেক বেশী। এগিয়ে যেতে যেতে সে শুধু কান পেতে থাকে পাম্পগুলো বন্ধ হয়েছে কিনা সেটা শোনার জন্য। ক্যারাভাজ্জো তাকে বলেছে যদি পাম্পগুলো সত্যি সত্যিই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ডাইনামাইট দিয়ে পাইপ উড়িয়ে দিয়ে উপরে উঠে চীৎকার করতে। সে আশেপাশেই থাকবে। কিন্তু দু'জনাই জানে সেই ধাতব গহবরের ভেতর দিয়ে জীবন্ত বাইরে বেরিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা নেই কারণ ডাইনামাইটের বিস্ফোরণে পানি ভীষণ বেগে ভেতরের দিকে ধাবিত হবে এবং তার সলিল সমাধি হবে।

ফিল্ট্রেশন প্লান্টের সার্চলাইট পানির উপর চক্কর দেয়। এইবার ক্যারাভাজ্জোকে প্যাট্রিককে রেখে চলে যেতে হবে। সে দিক পালটে কিউ বিচের দিকে দাঁড় বাইতে থাকে, পশ্চিমে আধা মাইলের মত যাবে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, এমিউজমেন্ট পার্কের লাইটগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। ফেরিস হুইলের অবয়বটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে।

প্যাট্রিক ট্যাঙ্কের অবশিষ্ট বাতাসের খানিকটা টেনে নেয়।

স্রোতের ভেতর দিয়ে সে আরোও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে যেতে ট্যাঙ্ক থেকে গভীরভাবে বাতাস টানে। তৃতীয় শ্বাসের মাঝামাঝি সে গ্রীলগুলোতে গিয়ে ধাক্কা খায়। প্রায় চলে এসেছে। হাঁসফাঁস করছে, মাউথপিস শুকনো, ফাঁকা, তার মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। তার ট্যাঙ্ক শেষ কিন্তু সে প্রায় পৌঁছে গেছে। এইবার তার দরকার আলো। সে ট্যাঙ্কটা ফেলে দেয়, ধাক্কা খাবার ফলে একটা হাতে ব্যাথা পেয়েছে, তারপর গ্রীলের ভেতর দিয়ে ছুটে যায়, সাঁতরে উপরের দিকে উঠতে থাকে, ফুসফুস বাতাসহীন, চারদিকে অন্ধকার, দেয়ালের সাথে আটকানো সাইড স্ক্রিনগুলোর প্রবল টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সেই টানের মধ্যে পড়লে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না।

সে শুধুমাত্র স্পর্শের উপর নির্ভর করে উপরের দিকে সাঁতরে উঠতে থাকে যতক্ষন না ব্যারিয়ার স্ক্রিনে পৌঁছায়। ভাবছে এবার কোথায় যাবে, আবার নীচে? আরোও উপরে কিভাবে ওঠা যায়? কয়েকটা মূল্যবান মুহূর্ত- তার বুকের মধ্যে শূন্যতা, ফেটে যাবার মত অবস্থা, ঠিক তখন সে বেরিয়ে আসে বাতাসে। আহ, মধুর বাতাস। এই তারের জালিটাই তার কেটে যাবার কথা। সে মুখ খুলে শ্বাস নেয়। ওয়াটারওয়ার্ক্সের ভেতরের বাতাসে শ্বাস নেয়।

স্ক্রিনের তারের ভেতর দিয়ে আঙ্গুল আটকিয়ে সে ঝুলতে থাকে, তার কোমরের নীচে পানি। তার কাটার কাঁচিটা কোন একসময় খুলে পড়ে গেছে – হয়ত যখন সে গ্রীলের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল কিংবা যখন ট্যাঙ্কটা খুলে ফেলে দিয়েছিল। সে খুব একটা পাত্তা দেয় না। এখন অন্ততপক্ষে সে শ্বাস নিতে পারছে। সে জানে সে কোন অবস্থাতেই ঐ স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে কুঁয়ার নীচে যেতে পারবে না। বিপদ হল।

সে ঐভাবেই ঝুলতে থাকে। শক্তভাবে বসানো স্ক্রীনটাকে একটা ছোট বিস্ফোরনের মাধ্যমে ছুটিয়ে দিতে পারলেই সে গলে বেরিয়ে যেতে পারবে। তার কাছে পাঁচটা ডিটোনেটর আছে। পূর্ব পরিকল্পিত একটা লোকেশন বাদ দিতে হবে। কত ছোট করে বিস্ফোরক তৈরী করা সম্ভব? সে একটা ব্লাস্টিং ক্যাপ ক্লিপ ফিউজ দিয়ে স্ক্রিনের সাথে আটকে দেয়, তারপর আগুণ জ্বালিয়ে দিয়ে ডাইভ দিয়ে যতখানি সম্ভব নীচে যেতে থাকে। সে কোন শব্দ শোনে না, বিস্ফোরণটা তাকে দেয়ালের সাথে ধাক্কা দিয়ে একটা বলের মত স্ক্রীনটার উপর ছুড়ে দেয়। স্ক্রিনের সাথে ধাক্কায় তার পিঠ এবং মুখ কেটে যায়। সে ছিটকে নীচে পড়ে যায়। আবার সব নিঃশব্দ হয়ে যায়, শুধু এলোপাথাড়ি নড়াচড়া, তার গাল এবং পিঠ থেকে চামড়া উঠে এসেছে। তার মনে হয় সে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য আলোর ঝলক দেখেছে। জিভে রক্তের স্বাদ। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে।

প্যাট্রিক দেয়াল বেয়ে কুঁয়া থেকে উঠে আসে এবং স্ক্রীন রুমের মেঝেতে দাঁড়ায় যেখানে ধুসর মেশিনগুলো রাখা, ছুঁয়ে দেখে সেগুলো গরম কিনা, উঁচুতে অবস্থিত একটা জানালা দিয়ে ক্ষীণ একটা আলো আসছে মেইন পাম্পিং স্টেশন থেকে। নিজের শরীর থেকে ডাইনামাইটগুলো খুলে মেঝেতে একটা সারিতে রাখতে শুরু করে সে। একটা কাপড় বের করে সে সেগুলোকে ভালো করে মোছে। তার পকেট থেকে তৈলাক্ত কাপড়ে জড়িয়ে রাখা ফিউজ, ক্রিম্পার, টাইমার, এবং ডিটোনেটর ক্যাপগুলো বের করে। প্যাঁচানো ইলেক্ট্রিকাল তার খুলে ব্লাস্টিং বক্স এবং প্লাঞ্জার জোড়া লাগাতে শুরু করে।

পরে সব জামাকাপড় খুলে ফেলে পানি নিংড়ে সেগুলোকে গরম মেশিনের গায়ে লটকে দেয়। এবার শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে, এখনও বড় করে শ্বাস নেবার আগ্রহটা অনুভব করে যেন এটাই তার শেষ শ্বাস নেয়া হতে পারে। রাজা সোলাইমানের সম্পদ। সে অন্ধকারে মুচকি হাসে।

হ্যারিস, তার অফিসের অস্থায়ী বিছানায় আধা ঘুম আধা জাগরনের মধ্যে ছিল, সে ধপ করে একটা শব্দ শোনে, অপরিচিত শব্দ, সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াটার পাম্প থেকে নানা ধরণের শব্দ হয়, কিন্তু এই শব্দ সেগুলো থেকে ভিন্ন। সে হেঁটে পাম্পিং স্টেশনের দোতলায় প্রবেশ করে। চারদিক উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। ড্রেসিং গাউন পরনে সিঁড়ি বেয়ে সে নীচের পাম্পিং স্টেশনে নেমে আসে, ভেঞ্চুরি টানেলের মধ্যে পঁচিশ গজ হেঁটে যায়, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসে, কান খাঁড়া, মনযোগ দিয়ে শুনছে যদি সেই শব্দটা আবার হয়। ধুসর রঙের মেশিনগুলো ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ে নি। উপরের তলা থেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিশ্চিত হয় যে মিলিটারি পাহারা দিচ্ছে। আশ্বস্ত হয়ে সে নিজের কামরায় ফিরে যায়।

প্যাট্রিক চোখ খুলে শুয়ে থাকে, তার দৃষ্টি উঁচু জানালায় যার ভেতর দিয়ে ক্ষীন আলোর রশ্মীটা অন্ধকার কামরাটাকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করেছে। একটু পরেই সে পরিচিত সেই করিডোর ধরে হেঁটে যাবে যেখানে সে এলিসকে খুঁজে পেয়েছিল, পাপেটের ভীড়ে মোমবাতির আলোতে গোছল করছিল...বছর খানেক আগের কথা। তার মুখে এতো ব্যাথা যে ছোঁয়া যায় না। কিছু ভেঙেছে কিনা কে জানে।

বিশ মিনিট পর সে উঠে দাঁড়ায়, শুকিয়ে যাওয়া কাপড় পরে নেয়, এবং ডাইনামাইটে ব্লাস্টিং ক্যাপগুলো লাগাতে শুরু করে। পরে সে স্যাঁতস্যাঁতে পাম্পিং স্টেশনের মধ্যে ঢোকে। ধীরে সুস্থে বিস্ফোরকগুলো বসাতে বসাতে সে মানশ্চক্ষে দেখতে পায় বিস্ফোরনের পর কি ঘটবে। একটা পানির স্তম্ভ বাতাসে সত্তর ফুটের মত লাফিয়ে উঠবে, ছাদের কাঁচের জানালা ভেদ করে চলে যাবে। মেঝেটা বাঁকা হয়ে যাবে, অন্য পাম্পগুলো ওভারলোডেড হবে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুড়ে যাবে। যখন সেটলিং বেসিনটা বিস্ফোরিত হবে, তাদের উপরের লনে যে মিলিটারি তাঁবুগুলো আছে সেগুলো ধ্বসে চব্বিশ ফুট নীচের পানিতে গিয়ে পড়বে। সে তারের চাকাটা তুলে নিয়ে ইলেক্ট্রিকাল ফিউজগুলো ভেঞ্চুরি টানেলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়।

"On the golf course I'm under par
Metro-Goldwyn has asked me to star. . ."

মেশিনের শব্দ তার আধা গান আধা বকবকানি চাঁপা দিয়ে দেয়, তার নিজের অজান্তেই ইয়টে শোনা গানটা তার মাথার মধ্যে ঘুরছে। সে ফিল্টার পুলের পানির মধ্যে নামে হাতে তারের হুইল নিয়ে, প্রধান কলামগুলোতে ডাইনামাইট বসাবে। এখান থেকে পানি তারজালি খঁচিত কাঁচের স্তর ভেঙে গোলাপী মার্বেলের করিডোরে গিয়ে ঢুকবে।

"I've got a house - a showplace
Still I can't get no place - with you . . ."

সে ইলেক্ট্রিক ডিটোনেটর সহ একটা চার্জ বসায় ডমিনিউন সেন্ট্রিফুগাল পাম্প লেখা নাম ফলকের উপর। অবশিষ্টগুলো সে ফেরিক ক্লোরাইডের ট্যাঙ্কের নীচে, এবং কোড লাইটসহ গোলাপী মার্বেল টাওয়ার ঘড়ির পেছনে ঠেসে দেয়। এবার তারগুলো ব্লাস্টিং বক্সে ঢোকায়।

হাতে তারের চাকা নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে সে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠে এবং গ্যালারির পাশ দিয়ে গিয়ে হ্যারিসের অফিসে ঢোকে।

হ্যারিস তার ডেস্কে বসে আছে, হাঁসের গলার মত দেখতে ল্যাম্পটা জ্বলছে, দরজাটা যখন খুলে গেল, ঘটনা চক্রে সেদিকেই তাকিয়ে ছিল সে। প্যাট্রিককে সে যদি আগে দেখেও থাকে এখন সে তাকে দেখে চিনতে পারত না। কালো পাতলা সুতির ট্রাউজার, শার্ট, গ্রিজ মাখানো কালো মুখ –কাটা ছেঁড়া স্থানে রক্তের ছোপ। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, এক হাত শরীরের পাশে অবশ ভাবে ঝুলছে। লোকটা যখন দরজাটা বন্ধ করবার জন্য উল্টো ঘোরে তখন হ্যারিস লক্ষ্য করে তার শার্টের পেছনে ছিঁড়ে গেছে।

প্যাট্রিক হ্যারিসের দিকে হেঁটে আসে, তার ডান হাতে ব্লাস্টিং বক্সটা একটা মুরগীর মত ধরা।

-তুমি আমাকে চেন?

-আমি তোমার হয়ে কাজ করেছিলাম, মিস্টার হ্যারিস। যে টানেলের ভেতর দিয়ে আমি সাঁতরে এসেছি সেটা আমি তৈরী করতে সাহায্য করেছিলাম।

-কে তুমি? কোন সাহসে তুমি এখানে আসার চেষ্টা করেছ!

-চেষ্টা করি নি। চলে এসেছি। চারদিকে বোম লাগানো। এখন আমাকে শুধু এই ব্লাস্টিং বক্সের প্লাঞ্জারে চাপ দিতে হবে।

-কি চাও তুমি? কে তুমি?

-আমি প্যাট্রিক লুইস।

নীরবতা নেমে আসে। প্যাট্রিক ঝুঁকে সামনে গিয়ে হ্যারিসের মসৃন ডেস্কের উপর তার রক্তাক্ত আঙ্গুলটা ডলে।

-ফেল্ডস্পার, সে বিড়বিড় করে বলে।

লোকটার কৃষ্ণ মুখে চঞ্চল চোখজোড়া খেয়াল করে হ্যারিস। সে সাইডবোর্ডে গিয়ে ব্র্যানডির একটা বোতল এবং গ্লাস নিয়ে আসে। ভাবছে। একসময় বক বক করতে শুরু করে। বলে সে সিটি অফিশিয়ালদের কতখানি ঘৃনা করে কিন্তু সিটি হলকে ভালোবাসে।

-আমি একরকম সিটি হলেই জন্মগ্রহন করেছিলাম। আমার মা ছিল কেয়ারটেকার। আমি পরিশ্রম করে উপরে উঠেছি।

-তুমি আমাদের কথা ভুলে গেছ।

-আমি তোমাকে কাজ দিয়েছিলাম।

-তোমার বাথরুমের হেরিংবোন টাইলের দাম আমাদের সবার বেতন যোগ করলে যা হবে তার অর্ধেকের বেশী হবে।

-সেটা সত্য।

-তোমার লজ্জা করে না।

-দেখ, পঞ্চাশ বছর পর ওরা এখানে বেড়াতে আসবে এবং এই হেরিংবোন এবং কপার ছাদ দেখে চোখ গোল গোল করে ফেলবে। আমাদের প্রয়োজন এমন কিছু যা সবার চোখ ঝলছে দেবে, এমন কিছু যা আমাদেরকে গর্বিত করবে। ঐ হেরিংবোনের জন্য আমি জানপ্রান দিয়ে লড়েছিলাম।

-লড়েছ। লড়েছ। তাদের কথা চিন্তা কর যারা ইন্টেক টানেল তৈরী করেছিল। তুমি জান সেখানে কতজন মারা গিয়েছিল?

-কোন রেকর্ড রাখা হয় নি।

-লাইটটা বন্ধ করে দাও।

-কি?

-তোমার আলোটা বন্ধ করে দাও।

হ্যারিস হাঁসের গলাওয়ালা ল্যাম্পের পুঁতিয়ালা কর্ডটা টানে। কামরাটা অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

প্যাট্রিক এবার অন্ধকারে নড়ে, ব্লাস্টিং বক্সটা এখনও তার ডান হাতে ধরা। তার দরকার একটু শরীরটা টান টান করা, হাঁটা চলা করা। হ্যারিসের চোখ, ঘুম জড়ানো হাতের নড়াচড়া, নিঃসংগ বাতিটার আলো সব মিলিয়ে তার মনে হচ্ছে সে যন ডুবে যাচ্ছে, হ্যারিসের শান্ত কণ্ঠস্বর তাকে সম্মোহিত করে দিচ্ছে। আলো বন্ধ হয়ে যাবার পর তার এখন নিজেকে আরোও বেশী জাগ্রত মনে হয়, বিভিন্ন বস্তুর আকারগুলো বুঝতে পারছে, কামরার মধ্যে কোথাও একটা বিছানার গন্ধ। হ্যারিস অন্ধকারের মধ্যে কথা বলে ওঠে।

-তুমি ক্ষমতার অর্থ বোঝ না। তুমি ক্ষমতা পছন্দ কর না, তুমি সেটাকে শ্রদ্ধা কর না, তুমি চাও না সেটার অস্তিত্ব থাকুক কিন্তু তুমি সর্বক্ষন তার চারদিকেই ঘোরাফেরা করছ। তুমি একজন মেসেঞ্জারের মত। চিন্তা করে দেখ, প্যাট্রিক...কথা বলছ না কেন? আমি কথা বলতেই থাকব। কিন্তু ঐ জিনিষটা চাপার আগে আলোটা জ্বালিয়ে দিও। আমাকে জ্বালাতে দাও।

-আমি জ্বালাব। কথা বলতে থাক, হ্যারিস।

-তুমি একটা ভিলেইন খুঁজছ, ঠিক কিনা?

হ্যারিস জানত তাকে ভোর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে। তারপর সুর্যের রশ্মি এসে পড়বে তার বিশাল ডেস্কের উপর, তার গ্রিড পেপারের প্যাডের উপর, তার ফাউন্টেইন পেনের উপর। তার পিস্তল্টা বিছানার পাশে। তাকে কোনরকমে বেঁচে থাকতে হবে সকালের প্রথম সুর্যের আলো উপরের কাঁচের স্তর ভেদ করে না আসা পর্যন্ত, আট মিটার ব্যাস, আটটা আধা-চন্দ্র কাঁচের অংশ দিয়ে তৈরী। সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

-এক রাতে, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি কলেজ স্ট্রিটে একটা বাস থেকে নেমেছি—যে সময়ে আমরা কলেজ স্ট্রিটকে সরিয়ে কার্লটনের সাথে যুক্ত করছিলাম—এমন একটা জায়গায় এসেছি যেখানে আগে কখনও আসিনি। যেখানে আগে একটা ইন্টারসেকশন ছিল সেখানে দেখলাম একটা ফাউন্টেইন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল কোন এক অদ্ভুত উপায়ে আমি জানতাম কিভাবে কোথায় যেতে হবে। আমি জানতাম আমি যদি ঘুরি তাহলে দেখব একটা বাগান এবং আরোও ফাউন্টেইন। আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম সেই পরিচিত অনুভুতিটা আমার মনের মধ্যে সারা দিন ঘুরতে থাকল। আমার স্বপ্নে আমি পরের দিন দেখলাম স্পাডীনা এভেনিউতে একটা রহস্যময় পার্কে হাঁটছি। তার পরদিন আমি আর্কিটেক্ট জন লাইলের সাথে লাঞ্চ করছি। আমি তাকে আমার স্বপ্নে দেখা ঐসব স্থানের কথা বললাম, সে হাসতে শুরু করল। "এইগুলো বাস্তবেই আছে," সে বলে। "কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করি। "টরন্টোতে।" পরে দেখা গেল আমি সেই সব প্রজেক্টগুলো স্বপ্নে দেখছিলাম যেগুলো গত বছরগুলোতে সিটি থেকে পরিত্যাক্ত হয়েছে। অসম্ভব সুন্দর সব প্ল্যান যা পরিত্যাক্ত হয়েছিল হয় বেশী যৌন উদ্দীপক নয়ত বেশী খরচের অজুহাতে, অতিরিক্ত এই, অতিরিক্ত সেই। আমি সেই সব জায়গার মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম, ইয়ংগ এবং ব্লরের ট্রাফিক সার্কেলের পেছনে, ফেডারেল এভেনিউ থেকে ইউনিয়ন স্টেশনে যাবার প্রস্তাবিত পথে। লাইল ঠিকই বলেছিল। এগুলো সব বাস্তবেই ছিল। তারা বাস্তবে থাকতে পারত। মানে ব্লর স্ট্রিট ভায়াডাক্ট এবং এখানে এই দালানটা বিশাল সম্ভাবনার ইঙ্গিত মাত্র। তোমার বুঝতে হবে তুমিও এই স্থানগুলোর মত, প্যাট্রিক। সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং ধনকুবেরদের মত তুমিও এই সব কিছুর একটা অংশ। কিন্তু তুমি সেই সব ক্ষুদ্র বস্তুর অংশ যারা কখন গৃহিত হয় না কিংবা স্বীকৃতি পায় না। বর্ণ শঙ্কর। তুমি হচ্ছ হারিয়ে যাওয়া উত্তরাধিকারী। তুমি বনে গিয়ে নির্বাসনে থাক। তুমি ক্ষমতাকে পরিত্যাগ কর। এইভাবেই তোমাকে বোকা বানান হয় — রাজণীতিবিদরা, সংবাদ মাধ্যম এবং মেয়র ও তার উপদেষ্টারা— তারাই হয়ে ওঠে এই সময়ের বক্তা। তোমার বুঝতে হবে কৌশলটা হচ্ছে তুমি যখন বড় হবে তখনও তরুণ অবস্থায় যেমন ছিলে ঠিক সেই রকম গুরুত্বের সাথে সব কিছু নেয়া।

-তুমি কি এলিস গাল নামে একটা মেয়েকে চিনতে?

-না...চেনার কথা?

-হ্যাঁ।

-সে কি মৃত?

-এই কথা কেন বললে?

-তুমি বলেছ *চিনতে।*

-হ্যাঁ।

প্যাট্রিক আলোটা জ্বালিয়ে দেয় এবং দেখে হ্যারিস সোজা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

-সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

-এখনও না।

সে আলোটা নিভিয়ে দেয়। আবার তারা পরস্পরের কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়।

-এলিস গাল, হ্যারিস খুব ধীরে বলে, কোন বিদ্রোহীর হাতে খুন হয়।

-না।

-সে অভিনেত্রী ছিল। ঠিক?

অন্ধকারে প্যাট্রিক শোনে হ্যারিস তার ব্রান্ডিতে চুমুক দিয়ে গ্লাশটা টেবিলে নামিয়ে রাখে, প্যাট্রিক মেঝেতে বসে, তার ভালো হাতটা ব্লাস্টিং বক্সের উপর রাখা।

-আমার মনে হয় আমি তাকে একবার দেখেছিলাম, হ্যারিস বলে।

-সে এখানে অভিনয় করত। তোমার ওয়াটারয়ার্ক্সে মিটিং হত। সেখানেই তার সাথে আমার দেখা হয়, বহু বছর পর।

-কিসের মিটিং? কি বলছ তুমি?

-তারপর তাকে হারালাম আমি...কেউ তাকে ভুল ব্যাগ দিয়েছিল। একটা সাধারণ ভুল। ভুল ব্যাগ তুলে নিয়েছিল। সে টাইমিং ডিভাইস সহ একটা ডাইনামাইটের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, একটা ক্লক বম্ব। সে ব্যাগটা হাতে নিয়ে ড্যানফোর্থের ভীড়ের মধ্যে হাঁটছিল,

ব্রডভিউয়ের কাছাকাছি, যাচ্ছিল শহরের কেন্দ্রের দিকে। কে জানে কি ভাবছিল যেতে যেতে? ভুলটা ধরা পড়ার সাথে সাথেই তারা বুঝতে পেরেছিল ও ভীষণ ঝুঁকির মধ্যে আছে।

প্যাট্রিকের কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যায় না, ফিসফিস করে কথা বলছে। প্যাট্রিক যদি এটা লিখত, হ্যারিস ভাবে, তার হাতের লেখা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে উঠত।

-আমি এটা নিয়ে আর কথা বলতে চাই না।

-তাহলে এটা সবসময়েই একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকবে।

-এটা সবসময়েই একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকবে, হ্যারিস। তার একটা প্রিয় বচন ছিল, পুরানো দিনের বচন। 'একটা বড়লোকের ঘরে একমাত্র তার মুখ ছাড়া আর কোথাও থুতু ফেলার জায়গা নেই'।"

-ডিওজেনিস, গ্রীক দার্শনিক।

-আমি জানি না।

নীরবতা।

-কথা বল, প্যাট্রিক।

-তারা আমাকে খুঁজে পায় ট্যানারিতে, চীৎকার করে বলে কি ঘটেছে। আমি পাগলের মত দৌড়াই। উপত্যকার পাশ দিয়ে উত্তরে দৌড়াই, কোন স্ট্রিট কার নেই, মিছিল মিটিংয়ের জন্য চারদিকে বিশাল হৈ হট্টগোল। জেরানিয়াম বেকারী পেরিয়ে যাই,তার বন্ধু টেমেলকফকে সাথে নিয়ে নেই তাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবার জন্য। আমরা দু'জনে সেই ড্যানফোর্থ পর্যন্ত দৌড়ে যাই, দেখি সবাই খুব ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যেই ওর থাকার কথা। আমি যখন সেখানে পৌঁছাই, চীৎকার করবার আমার আর শক্তি ছিল না। এলিস! ফিসফিস করেও তাকে ডাকতে পারি নি। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি ভীড় ঠেলে, তাকে খুঁজে পেতেই হবে। ক্লক বম্বটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে, জানেও না শীঘ্রই সব কিছু বিস্ফোরিত হবে। টেমেলকফ এবং আমি দু'জনে সেই ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পাগলের মত লাফাতে থাকি, জনতার মাথার উপর দিয়ে দেখার জন্য, পরস্পরের ভয়ার্ত মুখ দেখি...হঠাৎ শুনি বিস্ফোরনের শব্দ। খুব দূরে নয়, বেশ কাছেই ছিল, তাকে খুঁজে বের করে ব্যাগটা তার হাত থেকে নিয়ে অন্য কোথাও ছুড়ে ফেলে দেবার মত সময় ছিল...

প্যাট্রিকের মনে আছে, সেই মুহূর্তে সবকিছু যেন নিথর হয়ে পড়ে, জনতা নিস্তব্ধ। এলিস বুক চেপে ধরে সামনে ঝুঁকে আছে, স্তম্ভিত মানুষের দঙ্গলটা তার থেকে বিশ ফুট দুরে দাঁড়িয়ে। প্যাট্রিক যখন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এলিস তাকে চিনতে পারে, তার শরীরে ক্ষত বিক্ষত, দৃষ্টি ঘোলা।

প্যাট্রিক তাকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে দোলায়, যন্ত্রনায় কাঁতরাচ্ছে এলিস। তার চোখে চোখ রাখে প্যাট্রিক, মুহূর্তের জন্যও সরায় না, ভয় হয় তার নজর সরে গেলেই এলিসের চোখ বুঁজে যাবে। তার একটা চোখ দপ দপ করে নাচছে, একটু পর অন্য চোখটাও এলোমেলোভাবে নড়তে থাকে। দশ ফুট দুরে পড়ে থাকা ব্যাগটা আবার বিস্ফোরিত হয়।

কোন ক্ষয় ক্ষতি হয় না। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আবার যখন এলিসের দিকে তাকায় প্যাট্রিক, দেখে তার চোখজোড়া মুদে গেছে। মৃত। একটা হাত মুঠি করে তার জ্যাকেটের পাশটা ধরা।

প্যাট্রিক উঠে দাঁড়িয়ে ভীত জনতার মাঝ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করে, এলিসের রক্ত তার শরীরে। নিজের অজান্তেই গোঙাতে থাকে, মুখ থেকে গ্যাঁজা বের হয়। তারপর ভীষণ শক্ত কিছু একটার সাথে জোরে ধাক্কা খেয়ে তার সম্বিৎ ফিরে আসে।

টেমেলকফ তাকে শক্ত করে ধরে আছে, কিছুতেই ছাড়বে না। সে তার মুখের দিকে তাকায়। টেমেলকফ তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। প্যাট্রিক তার সাথে ধস্তাধস্তি করে। প্রাক্তন ব্রিজ বিল্ডারের অটূট মুখে শুধু দু'টি অশ্রুর ধারা যেন দুটি ক্ষুদ্র রুপালী ঘোড়ার গাড়ী।

তারপর নিকোলাস টেমেলকফ তাকে ছেড়ে দিয়ে হেঁটে এলিসের দেহের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ে।

-প্যাট্রিক...

কামরাটার মধ্যে যেন চিরস্থায়ী একটা কৃষ্ণতা নেমে আসে। চিরস্থায়ী এক নীরবতা। হ্যারিস নিথর বসে থাকে, নিঃশব্দ, অন্ধকারে তার দৃষ্টি চলে না। সে শুধু কণ্ঠস্বর শুনে প্যাট্রিকের অবস্থানটা আন্দাজ করে।

উপরের সুউচ্চ ছাদে আটটা আধখানা চাঁদ আকারের কাঁচ নিয়ে বিশাল এক জানালা। অনেক্ষণ উপরের দিকে তাকিয়ে থাকলে একটা নীল আভা দেখা যায়। কি সাহস, লোকটা এখানে সাঁতরে এসেছে, হঠাৎই হ্যারিসের কাছে রহস্যটা পরিষ্কার হয়। নিশ্চয় সে টানেল দিয়েই এসেছে। কিন্তু কেন, কি উদ্দ্যেশ নিয়ে? ঘড়ির রিপিটার বোতামে চাপ দেয় সে, সেটা ঘোষনা দেয় পাঁচ। কামরার মধ্যের নিঃশব্দতায় সেটা পরিষ্কার শোনা যায়।

খুব শীঘ্রই ভোর হবে, এই ভরসাই হ্যারিসকে জাগিয়ে রেখেছে। পরবর্তি একটা ঘন্টা নিজের স্থানেই বসে থাকে সে। দিনের প্রথম আলো এসে ছোঁয় ছাদের কোণগুলো,কাবার্ডের অবয়বটা আবছায়াভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, অভিশপ্ত হেরিংবোনের উপর যেটা নিয়ে এতো তোলপাড় হয়েছিল, তারপর যেখানে তার বিছানাটা পাতা আছে সেখানে গিয়ে পড়ে, দেখে প্যাট্রিক অদ্ভুত ভঙ্গীতে শুয়ে আছে – তার শরীরের নীচের অংশ ঝুঁকিয়ে, হাঁটু উঁচিয়ে, উর্ধাংগ ছড়িয়ে, মাথাটা পেছনে হেলানো। তার গলায় এবং শার্টে রক্ত। অন্ধকারে আসার পথে গলায় কেটে ফেলেছে। এটা কি সম্ভব! হ্যারিস উঠে দাঁড়ায়। তারপর আবার বসে পড়ে। লোকটা ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে! তার শরীরের

ক্ষতগুলো পুরানো। নিশ্চয় এখানে আসার পথে হয়েছে। হ্যারিস পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ছাড়ে। ব্লাস্টিং বক্সটা মেঝেতে রাখা। ইতিমধ্যেই একটা ব্যাপার হ্যারিস বুঝতে পেরেছে কেন লোকটা তাকেই বেছে নিয়েছে, ক্ষমতাবান মানুষদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের একজন সে যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম করেছে। অধিকাংশ ক্ষমতাধারী মানুষরাই সমাজ এবং মানুষের জন্য কিছুই করে না। তারা শুধু তাদের হিসাব কিতাব নিয়েই মত্ত। তাদের কোন মূল্য নেই। তাদের মধ্যে হ্যারিস একজন আনাড়ী। তাকে বার বার নিজেকে প্রমাণিত করতে হয়েছে।

সে প্যাট্রিকের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। "ঘুমাবে বলে শুয়ে পড়েছিল সে, তারপর একটা স্বপ্ন থেকে তাকে জাগিয়ে দেয়া হয়। সে দেখে তার চারদিকে সিংহের দল দম্ভ ভরে নিয়ন্ত্রণ করছে জীবন; সে তখন হাতে তুলে নেয় তার কুড়াল, বেল্ট থেকে বের করে তার তরবারী, তারপর একটা ছুটে আসা তীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর।"

দরজায় একটা টোকা। ছয়টা বাজে। সে কিছু বলে না। আবার একটা টোকা। হ্যারিসের ভয় হয় প্যাট্রিক হঠাৎ উঠে যাবে। "ভেতরে এসো," সে ফিসফিসিয়ে বলে। একজন অফিসার ভেতরে ঢুকে স্যালুট দেয়। হ্যারিস মুখে আঙ্গুল দিয়ে তাকে নীরব থাকতে বলে। বিছানায় শুয়ে থাকা প্যাট্রিককে দেখায়।

-ঐ ব্লাস্টিং বক্সটা নিয়ে ওটা ডিফিউজ কর। ওকে ঘুমাতে দাও। কথা বল না। শুধু বাক্সটা নিয়ে যাও। ওষুধ পত্র নিয়ে একজন নার্সকে আসতে বল। ও ব্যাথা পেয়েছে।

-প্যাট্রিক?

সে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে, হানার হাত তার কাঁধে।

-প্যাট্রিক? আমাদেরকে মারমোরা যেতে হবে।

-আর পাঁচটা মিনিট, দশ মিনিট।

-না, আমাদের যেতে হবে। আমি একটা থার্মো ভর্তি কফি বানিয়ে নিয়েছি।

-ধন্যবাদ।

ঘুমানোর সময় ঘেমে তার জামাকাপড় ভিঁজে গেছে।

-জেগে গেছি। মারমোরা। চল।

রাতের বাতাসে বেলকনীতে দাঁড়িয়ে সে বাড়িওয়ালার দীর্ঘ সবুজ বাগানের দিকে তাকায়। আগের দিনের উত্তাপ এখনও বাতাসে। হানা দরজায় তালা লাগায়, তারা সিঁড়ি টপকে নীচে নেমে আলবেনি স্ট্রিট ধরে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। এই অন্ধকারে বাড়িগুলোকে সুন্দর এবং বিশাল দেখায়, ভেতরে খাপ ছাড়া আলোর বিচ্ছুরন, সেই ক্ষীন আলোয় উন্মোচিত হয় তার চরিত্র এবং তাদের রহস্য, প্রতিটা কক্ষেরই যেন রয়েছে এক নিজস্ব গল্প। তার সুস্থ হাতটা হানার কাঁধে, হানার অন্য হাতে থার্মোটা।

-আমাকে ঐ মহিলার কথা বল।

-সে ছিল তোমার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। আমি তোমাকে পুরো গল্পটাই বলব।

দুই তলার বেলকনী বেঁকে রাস্তায় নেমে এসেছে। ঝোপ ঝাড় থেকে গন্ধ নাকে এসে লাগছে। মিস্টার রিভেরা রাতের শিফট থেকে ফিরে এসে ভোর তিনটায় তার বাগানে নল দিয়ে পানি দিচ্ছে। তাদেরকে দেখেও আলাপ করার চেষ্টা করে না। একটা সিঁড়ির রেলিঙয়ে একটা কুকুরের চেইন ঝুলছে। তারা চলছে ক্লারাকে নিয়ে আবার এই সড়কে ফিরে আসতে। প্যাট্রিকের মনে হয় রাতের এই সময়টাই সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে স্বস্তিকর যদিও মাঝে মাঝে সিঁড়ির উপর রেকুন দাঁড়িয়ে থাকে, অনেকটা পোষা এক জন্তুর মত, যেন আঙ্গিনাটা তারই আবাস।

ফোর্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজাটা খোলে। সে ড্রাইভারের সীটে উঠে বসতে যাচ্ছিল।

-তুমি ড্রাইভ করতে চাও? সে জিজ্ঞেস করে।

-আমি? আমিতো কোনটা কি গিয়ার তাই-ই জানি না।

-বস। আমরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কখন কোন গিয়ার ব্যবহার করতে হবে আমি তোমাকে বলে দেব।

- অল্প কিছুক্ষন চেষ্টা করতে পারি।

হানা সোজা হয়ে বসে, রিয়ার ভিউ মিররটা তার উচ্চতার সাথে ঠিক করে বসায়। প্যাট্রিক প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে খুব আয়েশ করে বসে, মুখ দিয়ে জান্তব পরিতৃপ্ততার শব্দ করে।

-লাইটস, সে বলে।